ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র

পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

মোঃ বশির উদ্দিন

পি-এইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং ২০৫, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ মে ২০১৫

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র

পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক

মোঃ বশির উদ্দিন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

অধ্যাপক ও পরিচালক

ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৮ মে ২০১৫

প্রত্যয়নপত্র

জনাব মো: বশির উদ্দিন-এর পি-এইচ. ডি. লাভের জন্য উপস্থাপিত ‘‘ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র’’ শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১.এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২.এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মো: বশির উদ্দিন-এর নিজস্ব এবং একক গবেষণাকর্ম, কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩. এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এই শিরোনামে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখা হয়নি।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোন্ত পড়েছি এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

অধ্যাপক ও পরিচালক

ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, ‘‘ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র’’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার বর্তমান এই অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও আমি প্রকাশ করিনি।

মোঃ বশির উদ্দিন
পি-এইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ :
২০৫/২০১১-২০১২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। অগণিত দরূদ ও সালাম বিশ্বনাবী হযরত সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি আল্লাহর প্রিয় হাবীব এবং বিশ্ব জাহানের করুণাকামী সর্বশেষ রসূল। অবারিত করুণা বর্ষিত হোক সাহাবা কিরাম(রা.) ও কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের উত্তম অনুসারীদের উপর।

‘‘ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র’’ শীর্ষক গবেষণা পত্র প্রণয়নে আমি বিশেষভাবে অত্র অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক, ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক, অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সাহিবের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ ও উৎসাহদানে সাহায্য করেছেন। অত্র অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ তাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা আর প্রেরণার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় এ অভিসন্দর্ভকে সম্ভব করে তুলেছে। তাঁর এই সহানুভূতি ও স্নেহঋণ শুকরিয়া আদায় করে কোন দিনই পরিশোধ করা যাবে না।

কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও বিভাগের মান্যবর শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে।

দেশ বরেণ্য ‘উলামা, সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আমি বিভিন্ন লাইব্রেরী, প্রতিষ্ঠান ও বহু পরিচিত-অপরিচিত গ্রন্থকারবৃন্দের গ্রন্থ হতে সহায়তা গ্রহণ করেছি; তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

নানা অন্তরায় ও প্রতিকূলতায় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার সহধর্মীনীর যিনি ত্যাগ-উৎসাহ-উদ্দীপনা-প্রেরণা দিয়ে কাজের গতিবেগ সঞ্চার করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবার উত্তম প্রতিদানের আরয রেখে এবং অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এ অভিসন্দর্ভটি তাঁর মহান দরবারে গ্রহণযোগ্যতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। তিনি উত্তম তাওফীকদাতা ও কবূলকারী। আমীন!

মো: বশির উদ্দিন

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا = অ	ض = য/দ্ব	أ = া/আ
أ = অ	ط = ত	إ =ি/বি
ب = ব	ظ = য	أ =ু/বু
ت = ত	ع = ‘	ْ = ্
ث = ছ/স	غ = গ	تَبَّ = তাব্বা
ج = জ	ف = ফ	با = বা
ح = হ	ق = ক্ব/ক	بو = বূ
خ = খ	ك = ক	بي = বী
د = দ	ل = ল	عا = ‘আ
ذ = য	م = ম	عو = ‘ঊ
ر = র	ن = ন	عي = ‘ঈ
ز = য	ه = হ	
س = স	و = ও/উ/ব	
ش = শ	ي = য়/ই	
ص = স	ة = ত/হ	

*‘‘হামযা’’য় সাকিন হলে ’ চিহ্ন হবে, যেমন- مُؤْمِنٌ (মু’মিন)
‘‘আইন’’-এ সাকিন হলে ‘ চিহ্ন হবে, যেমন- نَعْتٌ (না‘ত)

সংকেতসূচী

‘আ = ‘আলাইহিস সালাম

রা. = রাযিয়াল্লাহু ‘আন্হু

র. = রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি

হি. = হিজরী

খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ

মৃ. = মৃত

জ. = জন্ম

ই.ফা.বা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ঢা.বি. = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তা. বি. = তারিখ বিহীন

খ. = খন্ড

পৃ. = পৃষ্ঠা

দ্র. = দ্রষ্টব্য

ড. = ডক্টর

সং = সংস্করণ

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ : তিন

পরিচ্ছেদ : চার

অধ্যায় : দুই
ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীসের জগতে

পরিচ্ছেদ : এক

পরিচ্ছেদ : দুই

পরিচ্ছেদ : তিন

পরিচ্ছেদ : চার

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

অধ্যায় : তিন

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান-অবস্থান

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

পরিচ্ছেদ : ছয়

fwgKv

ভূমিকা

সুন্নাহ-হাদীস ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক, প্রচারক, তাঁর কিতাবের ব্যাখ্যাকারী ও উত্তম আদর্শ হিসেবে। মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের অনুসরণ, তাঁর আনীত বিষয় গ্রহণ ও নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকে তাঁরই আনুগত্য হিসেবে গণ্য করেছেন। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর নির্দেশ ও ইশারা ছাড়া কোন কথাই বলতেন না।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী শারী'আত ব্যাখ্যা করেছেন কখনও শুধু কথা, কখনও শুধু কাজ, আবার কখনও উভয়টির মাধ্যমে। তাঁর বক্তব্য, কাজ, সন্তোষ অনুমোদন শারী'আতের অংশ। তাঁর থেকে প্রমাণিত সুন্নাহ কুরআনের মতোই শিরোধার্য, তা কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর উদ্দেশ্য স্পষ্টকারক। সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের অনেক নির্দেশ পালনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন সালাত পালনের বিস্তারিত অবস্থা কুরআনে নেই, তা আছে নবীজীর সুন্নায়। বিভিন্ন বিচারকার্য, ফয়সালা, যুদ্ধ-সন্ধি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উৎসও সুন্নাহ। এজন্য সুন্নাহ তথা হাদীস সংরক্ষণ-সংকলনের কাজ নবী-যুগেই শুরু হয়। সেসময় কুরআন সংরক্ষিত হতো মুখস্থকরণ ও লিখনের মাধ্যমে, আর হাদীস সংরক্ষিত হতো মূলতঃ মুখস্থকরণের মাধ্যমে। কোন কোন সাহাবী নিজস্ব উদ্যোগে গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

খুলাফা রাশিদূনের যুগেও ব্যাপক লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলন নয়, মূলতঃ হিফ্য ও রিওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হতে থাকে। সাহাবা যুগে হাদীসের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ(রা.)এর সতর্কতা, হাদীস যাচাই-বাছাইকরণ, 'ইলম অর্জনে দূর-দূরান্তে গমণ, 'ইলম চর্চায় কষ্ট-মুজাহাদা ও আত্মনিমগ্নতার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। তবে তখনও সব হাদীস কুরআনের মতো এক কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে শাইখ আবূ বাকর ইবন 'ইকাল আসসিকিল্লী(র.) তাঁর 'ফাওয়াইদে' বলেন, ''সাহাবীগণ(রা.) কুরআনের মতো সুন্নাহ এক কিতাবে জমা করেন নি। সাহাবীদের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাদীস বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তা কুরআনের মতো শব্দে শব্দে সংরক্ষিত রাখার তাকীদমুক্ত ছিল। হাদীস ছিল বর্ণনা নির্ভর। সাধারণের জন্য হাদীস যাচাই-বাছাই কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তা লিপিবদ্ধকরণে একমত ছিলেন না। কারণ আশঙ্কা ছিল নির্দিষ্ট কিতাবে হাদীস লিপিবদ্ধ হলে মানুষ তার দোহাই দিয়ে অনেক বর্ণনাকারী সাহাবীর বর্ণনা মন মতো গ্রহণ-বর্জনের ধৃষ্টতা দেখাবে। ফলে অনেক সহীহ সুন্নাহ-হাদীস বাতিল হবে।''

এভাবে প্রথম হিজরী শতাব্দী গত হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শুরুতেই সকল সাহাবী(রা.)এর ইন্তি-কাল হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের পরিধি বেড়ে যায়। সব জায়গায় হাদীস চর্চা হতে থাকে। এসময় নানা ফিতনা দেখা দেয়(যেমন- খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা ইত্যাদি)। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে হাদীস জাল করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইসলাম অনারব বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কিছু প্রবাদ-প্রথা হাদীস হিসেবে চালাতে যিন্দিকরা কৌশল অবলম্বন করে। এ পরিস্থিতিতে খলীফা 'উমার ইবন আব্দিল 'আযীয(র.) হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস যাচাই-বাছাই করে একত্রিত ও সংরক্ষিত করতে চতুর্দিকে নির্দেশনামা

জারী করেন। এ নির্দেশ বাস্তবায়ন কল্পে সর্বাগ্রে কূফায় ইমাম শা'বী(র.), এরপর মাদীনায় ইমাম ইবন শিহাব যুহরী ও আবূ বাকর ইবন হাযম(রহিমাহুমাল্লাহ) হাদীস জমা করেন।
পরবর্তীতে ইমাম শা'বীর(র.) শ্রেষ্ঠ শাগরিদ ইমাম আবূ হানীফা(র.) 'কিতাবুল আছার' রচনা করেন, যা সর্বপ্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব। এরপর ইমাম যুহরীর(র.) শ্রেষ্ঠ শাগরিদ ইমাম মালিক 'মুআত্তা' রচনা করেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে এটিই প্রমাণিত।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ। ইমাম মিস'আর ইবন কিদাম(র.) বলেন, ''আমরা আবূ হানীফা(র.)এর সাথে হাদীস অন্বেষণ করেছি কিন্তু তিনি আমাদের অতিক্রম করেছেন। আমরা 'যুহদ'(কৃচ্ছতা ও দুনিয়াবিরাগ) গ্রহণ করেছি, তাতে তিনি আমাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর সাথে আমরা ফিকহ শিখেছি, তিনি তাতে যে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।''
ইমাম বুখারীর(র.) উস্তাদ মাক্কী ইবন ইবরাহীম(র.)- যিনি ইমাম আবূ হানীফার(র.) ছাত্র- বলেন, ''ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন যাহিদ, 'আলিম, আখিরাত-আসক্ত, সত্যনিষ্ঠ ও (সে) যমানার সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস।''
জারহ-তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান(র.) বলেন, ''আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের থেকে যে 'ইলম এসেছে তিনি(আবূ হানীফা) সে 'ইলমে এই উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।''
শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ হাফিয যাহাবী(র.) তাঁর হাফিযুল হাদীসগণের জীবনী সম্বলিতগ্রন্থ 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায'-এ ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর জীবনী উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম সাহিবের হাফিযুল হাদীস হওয়ার বড় প্রমাণ।

ইমাম শাফি'ঈ(র.) বলেন,''ফিকহের ক্ষেত্রে সবাই আবূ হানীফার(র.) নিকট ঋণী।''
একথা সর্বজন বিদিত যে কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান ছাড়া ফকীহ হওয়া যায় না। তাই 'ফকীহ শ্রেষ্ঠ' আবূ হানীফা(র.) 'হাদীস শ্রেষ্ঠ' ছিলেন অনিবার্যভাবে। অথচ এ মহামনীষীর জীবনের উপর কালিমা লেপন হয়েছে বেশি। এর প্রভাব বর্তমান সময় পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছে। কেউ কেউ চিরাচরিত পন্থায় হানাফী মাযহাব ও এর প্রবর্তকের প্রতি হাদীসে অনভিজ্ঞতা-অজ্ঞতার অভিযোগ আরোপ করে। যা' যুক্তিক-নৈতিক-ঐতিহাসিক বিচারে অসত্য। সাধারণ জনগণ এতে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর মাযহাবের অনুসারী হয়েও অনেকেরই তাঁর জীবন ও কর্মের নানা তথ্য অজানা রয়ে গেছে। বিশেষত হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদানের কথা তো প্রচারই পায় নি। এজন্য ইমাম আবূ হানীফার(র.) জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান-অবস্থানের ঐতিহাসিক সত্য ফুটিয়ে তোলা এবং তিনি কোন মানের হাদীসবেত্তা ছিলেন তার সঠিক চিত্র পেশ করা সময়ের অনিবার্য দাবী। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ গবেষণা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনাভূতি থেকেই অত্র অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর জীবনীকারগণের অনেকে শুধু তাঁর প্রশংসা-স্তুতিসহ জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করেন নি। আবার অনেকে শুধু তাঁর নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁর অবদানগুলো আলোচনা করে নি। আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তাঁর জীবন ও অবদানের সঠিক চিত্র তুলে ধরব।

অনেকেই আছেন কোন মাযহাব মানেন না। এটাকেই তারা পূর্ববর্তীদের পন্থা বলে মনে করেন। অথচ সব ইমামই নির্দিষ্ট নীতিতে গবেষণা করে কুরআন-হাদীস থেকে 'ইলম-ফিকহ আহরণ করেছেন।

এভাবে মাযহাবের উৎপত্তি ঘটেছে। এমনকি সাধারণ সাহাবীগণও বিশিষ্ট সাহাবীদের তাকলীদ করতেন। কেউ যদি ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ(রহিমাহুমাল্লাহ) থেকে উত্তম হাদীস ; ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈ(রহিমাহুমাল্লাহ) থেকে উত্তম ফিকহ আনতে পারে তাহলে আমরা তাঁরই তাকলীদ করব(কিন্তু তা সম্ভব নয়)। অতএব, সব ইমাম বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর ব্যাপারে মাযহাব বিরোধিতার অন্তরালে নিন্দাবাদ ত্যাগ করে, তারা যাতে সতর্ক হয়, এ গবেষণার উদ্দেশ্য তাই।

অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমরা তিনটি অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায় অনেকগুলো পরিচ্ছেদ দিয়ে সাজিয়েছি। এরপর রয়েছে উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও একটি পরিশিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা(র. ৮০-১৫০হি.)এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এতে যে মূল বিষয়গুলো থাকছে তা হলো- তাঁর সমসাময়িক পরিবেশ, তাঁর জন্ম-মৃত্যু-বংশ পরিচয়, আধ্যাত্মিক সাধনা, আচার-আকৃতি, তাঁর প্রশংসাসূচক হাদীসসমূহ পর্যালোচনা, তাঁর স্মরণে রচিত শোকগাঁথা, তাঁকে নিয়ে দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত, 'ইলম বিশেষতঃ হাদীস-ফিক্হ অন্বেষণে তাঁর আগ্রহ, তাঁর উস্তাদ ও শিষ্যবৃন্দ, ফিক্হী মাজলিস, তাঁর ফিকহী উসূল, ফিক্হে তাঁর অবদান, তাঁর আকীদাগত-রাজনৈতিক-ফিকহী-চিন্তাধারা, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী, তাঁর 'ইল্মী বিতর্কসমূহ ও তাঁর প্রচলনকৃত প্রবাদসমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস ও হাদীসের জগতে তাঁর বিচরণ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলো হলো- হাদীস ও হাদীসশাস্ত্রের সংজ্ঞা, তাবি'ঈ যুগ পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুসলিমবিশ্বে কূফার প্রভাব, হাদীস ও ফিক্হে কূফার অবদান, ইমাম আ'যমের হাদীস অন্বেষা, হাদীসে তাঁর উস্তাদ ও শিষ্যবৃন্দ, তাঁকে সত্যায়নকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপকারীদের স্বরূপ বর্ণনা ও অভিযোগ খণ্ডন।

তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান-অবস্থানের কথা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-আবূ হানীফা মুহাদ্দিস ও হাদীসের হাফিয, তিনি জারহ-তা'দীলের ইমাম, সবচেয়ে সহীহ সনদে ইমাম আ'যমের অবস্থান, হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি, হাদীসে তাঁর শিষ্যবৃন্দ-তাদের অবদান, তাঁর রচিত ও তাঁর দিকে সম্বন্ধকৃত হাদীসগ্রন্থসমূহ এবং হাদীস প্রচার-প্রসার ও গবেষণায় তাঁর অবস্থান।

এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমি ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর উপর রচিত নতুন-পুরাতন নানা গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সেগুলো যাচাই-বাছাই করে নির্ভরযোগ্য তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছি যাতে তা সকলের নিকট গ্রহণীয় ও সমাদৃত হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ই.ফা.বা. লাইব্রেরী, দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ মাদরাসাসমূহের কুতুবখানা ও অনেক পণ্ডিতবর্গের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় বিচরণ করেছি। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।
ইমাম আবূ হানীফা(র.)- যুগ যুগ ধরে প্রায় দু'তৃতীয়াংশ মুসলিম উম্মাহ যার মাযহাবের অনুসারী- তাঁর পূর্ণ পরিচয় ও ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীসে তাঁর অবদান-অবস্থান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সবধরনের ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা উচিত- এটা সময়ের দাবী। এদেশের অধিকাংশ জনগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখা আমাদের কর্তব্য। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে নব সংযোজন হিসেবে এ গবেষণার সুযোগ দানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ।

অধ্যায় : এক

ইমাম আবূ হানীফা (র.) : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

পরিচ্ছেদ : এক
ইমাম আবূ হানীফা(র.) : তাঁর সমসাময়িক পরিবেশ

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর জন্ম ৮০ হি. ও মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে।[১] এ সময়টি ছিল মুসলিম বিশ্বের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় পরিপূর্ণ এক যুগ। উমাইয়া শাসনের শেষ ও আব্বাসী শাসনের সূচনাকাল তিনি পেয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া খলীফা 'আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান, ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিক, সুলাইমান ইবন 'আব্দুল মালিক, উমার ইবন 'আব্দুল আযীয, হিশাম ইবন 'আব্দুল মালিক, ইয়াযীদ ইবন 'আব্দুল মালিক, ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদ, ইয়াযীদ ইবন ওয়ালীদ, ইব্রাহীম ইবন ওয়ালীদ, মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ এবং 'আব্বাসী খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ও আবূ জা'ফার আল-মানসূর প্রমুখের শাসন অবলোকন করেছিলেন।[২] খুলাফা রাশিদূনের পর উমাইয়াদের শাসন মুসলিমদের নিকট পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিলো না। খিলাফাতের শূরায়ী নীতির তথা পরামর্শ ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে উমাইয়া শাসন মূলতঃ হাদীসের পরিভাষায় ''মুল্কান 'আদূদান'' [৩] অর্থাৎ 'গদি আঁকড়ে থাকা বংশীয় শাসন'এর প্রতিচ্ছবি ছিল। ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার যুগে ইমাম হুসাইনের (রা.) শাহাদাত বরণের সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় ফাতেমীয়রা উত্তেজিত ছিল। উমাইয়াগণ খুতবায় হযরত আলী(রা.)কে লা'নত করতেন। আহলে বাইতের দরদী সত্য বিদ্রোহী ও সুযোগ সন্ধানী শীআ-খারেজী গোলযোগ-বিদ্রোহ দমন-পীড়নের ভরপুর দৃশ্য উমাইয়া যুগে দেখতে পাওয়া যায়। তারা

---

১. আবুল কাসিম, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, আস-সা'দী, *ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাক্বিবুহু* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ১৪৩১হি./২০১০), পৃ. ৩৮-৩৯

♦ ইসমাঈল ইবন 'আমর ইব্ন কাছীর, আদ-দিমাশক্বী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (সি.ডি. :আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১০, পৃ. ১১৩-১১৫

♦ শিহাবুদ্দীন, আহমাদ ইব্ন হাজার, আল-হাইতামী, আল-মাক্কী, আশ-শাফি'ঈ(আল-ইমাম), *আল-খাইরাতুল হিসান ফী মানাক্বিবিল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফাতান নু'মান* (দেওবন্দ : ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ৩৯

♦ মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রা (আল-ইমাম), *আবূ হানীফা হায়াতুহু ওয়া 'আস্‌রুহু আরাউহু ওয়া ফিক্বহুহু,* (কায়রো : দারুল ফিক্‌রিল 'আরাবী, ১৯৯৭), পৃ. ১৫

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন,* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়া, ১৪১৩হি.), পৃ. ২৫

২. আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন জারীর, আত-ত্বাবারী, *তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক,* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়া, ১৪০৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ৬১৬ এবং খ. ৪, পৃ. ৪৯৭

♦ আবুল হাসান, 'আলী ইবন আবিল কারাম, ইবনুল আছীর, আল-জাযারী, *আল-কামিল ফিত তারীখ,* f f f .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ২, পৃ. ৩০৬ এবং খ. ৩, পৃ. ৪৮

♦ ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০ এবং খ. ১০, পৃ. ১১৫

♦ আবূ 'আমর, খলীফা ইবন খইয়াত আল-লাইছী, আল-'আসফারী, *আত-তারীখ* (দামেস্ক : দারুল কলম, ১৩৯৭হি.), পৃ. ৭৩-১২৫

৩. ''মুল্কান 'আদূদান'' পরিভাষাটি একটি হাদীস থেকে চয়ণকৃত। হাদীসটি হচ্ছে, নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আল্লাহ যতদিন চাবেন ততদিন তোমাদের মাঝে নবুওয়ত (নবীজী) বাকী থাকবে। এরপর

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অনারব বিদ্বেষী ছিল, তাদের আশ্রিত অনারবদের প্রতি অনেক অবিচার-অত্যাচার করেছিল। তারা জাহিলী যুগের অনেক ভাল-মন্দ প্রথা পুনরুজ্জীবিত করেছিল। এসবের ফলশ্রুতিতে দুর্বল হয়ে উমাইয়াদের প্রস্থান ও ফাতেমীয়দের সহানুভূতিপ্রাপ্ত আব্বাসীয়দের আবির্ভাব ঘটে। ইমাম আবূ হানীফা(র.) উমাইয়া শাসনের ৫২ ও আব্বাসী শাসনের ১৮ বৎসর দেখার সুযোগ পান।[৪] তাঁর জন্ম হয় 'আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের খিলাফাতকালে। তিনি হি.৬৫সন থেকে ৮৬সন পর্যন্ত শাসন করেন। ঘরে-বাইরের নানা আন্দোলন-বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র, ঘটনা-দুর্ঘটনায় তার শাসনকাল পরিপূর্ণ ছিল। তা' সত্ত্বেও তার সময়ে উমাইয়াগণ অর্ধবিশ্ব বা এরচেয়েও বেশি এলাকা শাসন করত, অন্যান্য রাজা-বাদশাগণ তাদের সমীহ করে চলত। বিদ্রোহ দমনের বিষয়টি সামনে না আসলে হয়তবা তিনি সারাবিশ্ব শাসন করতেন। তার সময়ে বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকগণই বিদ্রোহ করে বসে। হিজায এলাকায়(মক্কা-মদীনায়) 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে খলীফা দাবি করে নয় বৎসর শাসন করেন। অনেক সৈন্য ও রক্তক্ষয়ের পর তাকে পরাজিত করা হয়।[৫] মাওসিল ও জাযিরায় সালিহ ইবন মাসরাহ আত- তাইমী বিদ্রোহ ঘোষণা করে কূফাও দখল করে নেয়। বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ

পূর্ব পৃষ্ঠার পর-

তিনি তা' উঠিয়ে নিবেন(শেষ নবীর মৃত্যু হয়ে যাবে)। তারপর থেকে শুরু হবে নবুয়তি নীতির খিলাফাত ব্যবস্থা(খুলাফা রাশিদূনের যুগ)। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা' বলবৎ থাকবে, এরপর তিনি তা' উঠিয়ে নিবেন। তারপর শুরু হবে ''মুলকান 'আদ্দান''(বা, 'আদূদান অর্থাৎ গদি কামড়ে থাকা বংশীয় শাসন)। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা' বলবৎ থাকবে, এরপর তিনি তা' উঠিয়ে নিবেন। তারপর শুরু হবে 'মুলকান জাবারিয়্যা'(তথা আধিপত্য বিস্তারকারী শাসন বা সাম্রাজ্যবাদী শাসন)। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা' বলবৎ থাকবে, এরপর তিনি তা' উঠিয়ে নিবেন। তারপর আবার শুরু হবে নবুয়তি নীতির খিলাফাত ব্যবস্থা।'' এতটুকু বলে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন।

[মুসনাদু আবী দাঊদ আত-তায়ালিসী(পৃ. ৫৮,হা.নং ৪৩৮), মুসনাদু আহমাদ(খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হা.নং ১৮৪৩০), মুসনাদুল বায্যার(খ. ৪, পৃ.৩২১, হা.নং ২৭৯৬); ইমাম হায়ছামী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন(মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/৩৪১), শায়খ আলবানীও সহীহ বলেছেন(আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১/৩৪, হা. নং ৫), শায়খ শু'আইব আরনাঊত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি যেন ঐতিহাসিক সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। নবুওয়ত ও খিলাফাতের পর পৃথিবী উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতেমী, সেলযুকী,উসমানী ও মোগল এক দীর্ঘ গদি আঁকড়ানো বংশীয় শাসনের যুগ পার করে উপনিবেশ-আধিপত্য-সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শাসনের যুগ অতিক্রম করছে। এর অবসানে আবার ঈসা(আ.)-মাহদীর খিলাফতি শাসন পৃথিবী অবলোকন করবে যা নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে গেছেন। মোল্লা আলী কারী(র.) মিরকাতে(১৫/ ৩৩০) এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন।]

৪. আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭৫

৫. আত-ত্বাবারী, *তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক* (মিশর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৯), খ. ৬, পৃ. ৩২৫

♦ ইব্‌ন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫), খ. ৯, পৃ. ৩১

♦ আবুল হাসান, 'আলী ইবন হুসাইন, আল-মাসঊদী, *মুরূজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওহার* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল লুবনানী, ১৯৮২), খ. ৪, পৃ. ৯৮

♦ আহমাদ ইবন আবী ইয়াকূব মূসা ইবন জা'ফার, আল-ইয়াকূবী, *তারীখুল ইয়াকূবী* (বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৬০), খ. ২, পৃ. ২৬৯

♦ আবূ বকর, আহমাদ ইবন 'আলী, আল-খতীব, আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১৯৬৩), খ. ২৩, পৃ. ১৩৩৫

♦ আবুল ফালাহ, আব্দুল হাই, ইব্‌নুল 'ইমাদ, আল-হান্বালী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব,* (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৭৯), খ. ১, পৃ. ২২৭

করে সে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করা হয়।[৬]

এরপর মুতারিরফ ইবন মুগীরা ইবন শু'বা, কিতরী ইবন ফাজাআ ও বুকাইর ইবন ওয়াস্‌সাজ প্রমুখ উমাইয়া প্রশাসক বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজ নিজ এলাকা শাসন করা শুরু করেন। এসব বিদ্রোহ দমন উমাইয়া শাসনকে দুর্বল করে দেয়।[৭] বিশেষভাবে খুরাসানের মুহাল্লাবীদের বিদ্রোহ উমাইয়া শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এদের দমনে এগিয়ে আসেন ইরাকের প্রশাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। তার কঠোর দমনে ইরাক ও এর আশপাশে স্থিতি ফিরে আসে।[৮]

'আব্দুল মালিকের পর তাঁর পুত্র ওয়ালীদ ৮৬ হিজরীতে খলীফা হন। তাঁর সময়ে গোলযোগ-বিদ্রোহ অনেকটা কমে আসে। হাজ্জাজের সহযোগিতায় 'আব্দুল মালিক যে বিশাল স্থিতিশীল সাম্রাজ্যের মালিক হন, ওয়ালীদ তা' সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন।[৯]

কুতাইবা ইবন মুসলিমকে খুরাসান ও তার ভাই মাসলামা ইবন মুসলিমকে রোমসাম্রাজ্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুসা ইবন নুসাইরকে পাঠান পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনের দিকে। এসব এলাকা তাঁর করতলগত হয়। ভারতবর্ষে পাঠানো হয় হাজ্জাজের চাচাত ভাই মুহাম্মাদ ইবন কাসিমকে, যার কথা ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল। চীন থেকে নিয়ে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ উমাইয়াদের হাতে চলে আসে।[১০]

খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যুর পর ৯৬ হিজরীতে তার ভাই সুলাইমান ইবন 'আব্দুল মালিক খলীফা মনোনীত হন। এ সময়ে উমাইয়াদের একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত প্রশাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ইন্তিকাল হয়। আবার বিদ্রোহ-গোলযোগ দানাবেঁধে উঠে। সুলাইমানের শাসনকাল এসবের ভেতর দিয়েই অতিবাহিত হয়।[১১]

খলীফা সুলাইমান ৯৯ হিজরীতে তার চাচাত ভাই 'উমার ইবন 'আব্দুল 'আযীযকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করে ইন্তিকাল করেন। তাঁর সময়ে যেন খুলাফা রাশিদূনের যুগ ফিরে আসল। তিনি ইতিহাসে পঞ্চম খলীফার স্থান দখল করে নিলেন। ন্যায়-নীতি-ইনসাফ-শান্তি-স্বস্তি-ঐশ্বর্যে পৃথিবী ভরে উঠল।

---

৬. আবুল মাহাসিন, ইউসূফ ইবন তাগরী বারদী, আল-আতাবেকী, *আন-নুজূমুয যাহিরা ফী মুলূকি মিসর ওয়াল ক্বাহিরা* (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১২-১৫

♦ ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, *আল-কামিল ফিত তারীখ,* (বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৫১৫-৫১৬

৭. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৬৭

৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৭ ;

♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৭

৯. ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২২

♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, আয-যাহাবী (আল-হাফিয), *আল-'ইবার ফী খব্‌রি মান গবার* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়া, ১৪০৫হি.), খ. ১, পৃ. ৩১৪

১০. ইব্‌নুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২৩-৫৩৫-৫৭৬

♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৯

♦ ইব্‌ন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৯৫

১১. প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাক্বাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬৪

♦ আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯২

মুসলিম বিশ্বের চতুর্দিকের অমুসলিম এলাকায় চালু করলেন দাওয়াতী-জিহাদী কার্যক্রম। ‘ইল্‌মী চর্চা হতে লাগল ব্যাপকভাবে। যাকাত-জিযয়া-ফাই-খারাজের সুষ্ঠু উসূল-বণ্টনে কেউ আর অভাবী থাকল না। তাঁর সুশাসনে বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে পানি খেতো।[১২]

পূবে চীন, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভারতবর্ষ, দক্ষিণে ফ্রান্স পর্যন্ত তাঁর খিলাফতের অধীনে চলে এল, বাকী অমুসলিম বিশ্ব ছিল দুর্বল-নিস্তেজ-মূল্যহীন। তারা ছিল মূর্খতা-বর্বরতা-পশ্চাদপদতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আচ্ছন্ন এসব দেশ বিশেষত: ইউরোপ মুসলিম বিশ্বের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, তার অপ্রতিরোধ্য গতি ঠেকাতেই সক্ষম ছিল না। তখন মুসলিম বিশ্বই ছিল বিশ্ব রাহবার যা' সব ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৩]

কিন্তু এসময় থেকেই ‘আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খলীফা ‘উমার ইবন ‘আব্দুল ‘আযীয (র.)এর মৃত্যুর পর পরই আবার বিদ্রোহ-বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠল। তাঁর পরবর্তী পাঁচ-ছয়জন খলীফা সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলো না। ‘আব্বাসীয়গণ এসুযোগ লুফে নিয়ে উমাইয়াদের গলায় বেড়ি পরাতে সচেষ্ট হলো। ১৩২হিজরীতে ‘আব্বাসীয়গণ ইরাক-খুরাসান-সিরিয়ায় উমাইয়াদের পরাজিত করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করল। শেষমেষ উমাইয়া শাসন কোন ঠাসা হয়ে স্পেনের আন্দালুসে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। তারা সেখানে সাতশ' বছর রাজত্ব করেছিল।[১৪]

‘আব্বাসীয়দের শাসন শুরু হলো আবুল ‘আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ (‘আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ‘আলী ইবন ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস)এর মাধ্যমে। তিনি উমাইয়াদের অসংখ্য লোক হত্যা করেছিলেন বলে তাকে ‘সাফ্‌ফাহ' বলা হয়। তিনি বিজ্ঞ শাসক ও একজন ফকীহ ছিলেন।[১৫]

তারপর ১৩৭ হিজরীতে খলীফা হলেন আবূ জা'ফার আল-মানসূর। তিনি দামেস্কের পরিবর্তে বাগদাদকে দারুল খিলাফা(রাজধানী) হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি খারেজীদের দমন করলেন, কিন্তু যে ফাতেমীয়দের সমর্থন-সহানুভূতি নিয়ে তারা খলীফা হলেন তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন না করে উল্টো নির্যাতনের হাত প্রসারিত করলেন। কোমল শাসন কঠোরতায় রূপ নিল, যেন খোলস পরিবর্তিত উমাইয়া শাসন! তারই খিলাফাতকালে আহলে বাইতের প্রতি সহানুভূতিশীল ইমাম আবূ হানীফা(র.) বিচারকের পদ প্রত্যাখান করায় কারানির্যাতনে শাহাদাতবরণ করেন। আবূ জা'ফার আল-মানসূর ১৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। [১৬]

---

১২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০২

♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৯৮-২৭৮

♦ ‘আব্দুল মুত্তালিব ইবন হুসাইন ইবন ‘আব্দুল মালিক, আল-‘ইসামী, আল-মাক্কী, *সামতুন নুজূমিল আওয়ালী ফী আম্বাইল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালী* (কায়রো: আল-মাতবা‘আতুস সালাফিয়া, ১৩৮০হি.), খ. ১, পৃ. ৩২০

১৩. শাইখ ‘আব্দুল মুতা‘আলী আস-স‘ঈদী, *আল-মুজাদ্দিদূন ফিল ইসলাম* (কায়রো : দারুল হামামী, তা. বি.), পৃ. ৬৪- ৬৬ (সংক্ষেপিত)

১৪. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১০-৩৩৮

♦ ইব্‌নুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৮-৪২৯

১৫. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৪২৯-৪৩৩

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

♦ আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮১

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম ‘আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

আমরা দেখতে পেলাম ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাঁর সময়ের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার স্বাক্ষী। তার চোখের সামনে বিশাল উমাইয়া শাসনের পতন, বিশাল 'আব্বাসী শাসনের উত্থান ও বিস্তৃত এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হলো। এসব রাজনৈতিক উত্থান-পতন একজন 'ইল্‌ম পিপাসু 'আলিমের জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না, তিনি তার 'ইল্‌মী মুজাহাদা(জ্ঞান সাধনা) থেকে সরে যান না।[১৭]

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

অনেকের ধারনা যখন কোন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক গোলযোগ ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় তখন সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা শোচণীয় হয়ে পড়ে। এটা সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও ইসলামী রাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম। ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাসে যেসব দ্বন্দ-যুদ্ধ, বিদ্রোহ-গোলযোগ অতিবাহিত হয়েছে এর কোন একটিও যদি অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর দিয়ে যেত(আপতিত হত) তবে তা দুর্বল-নিঃশেষ হয়ে যেত। ইসলামী রাষ্ট্রে জিহাদ-যুদ্ধ তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে, বিদ্রোহ-গোলযোগ ধনীদের গরীব-মিসকীন-বিপদগ্রস্ত-অভাবী-ক্ষুধার্ত তালাশে উদ্বুদ্ধ করে।[১৮]

১ম হিজরী শতাব্দীতে গণীমত-খুমুস-জিয়্য়া-ফাই-খারাজ ইসলামী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছিল, এসবের সুষ্ঠু বন্টনে ধনী-গরীব-ছোট-বড় সকলে উপকৃত হচ্ছিল। সচ্ছলের দস্তরখান ধনী-নির্ধন-পথিক-অপথিক সকলকে শরীক করত। তাদের মাঝে তাকওয়া বজায় থাকায় ভোগ-বিলাস-ধনলিপ্সা বাসা বাঁধতে পারেনি, যেমন অন্যান্য জাতিতে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়।

যাকাত ব্যবস্থা ছিল মজবুত। তারা তত্ত্ব-তালাশ ছাড়াই যে কোন অভাবী-ভিক্ষুককে তা প্রদান করতো না। সঠিক-প্রকৃত-উপযোগী খাতে খরচ হতো। এমন অনেক ঘটনা সেসময় নজরে পড়ে যে বহু পরিবার ভরণপোষণ পেত অথচ দাতাকে তা কেউ জানতে পারতো না।[১৯]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে খিলাফতের মাধ্যমে যাকাত উসুল ও বন্টন হতো। দুর্নীতি-আত্মসাতের ঘটনা তেমন নজরে পড়তো না। ফলে শাসক-শাসিতের সুসম্পর্ক বজায় থাকতো।

খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দুল 'আযীযের সময়ে তো লোকজন রাজধানীর অলিতে-গলিতে চক্কর দিয়ে ও নানা ভাবে অনুসন্ধান করেও একজন যাকাত গ্রহীতা খুঁজে পেত না। সকলেই সচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী রাজধানী হিসেবে পরিচিত সে রাজধানীতেই শুধু এ দৃশ্য দেখা যেত তা নয় বরং সুদূর আফ্রিকার প্রশাসক তার এলাকার উদ্বৃত্ত সম্পদ এই বলে খলীফার নিকট পাঠান যে লোকেরা ধনী হয়ে গেছে,যাকাত নেয়ার লোক শূণ্যের কোঠায়। খলীফা সে সম্পদ জনহিতকর কাজ তথা হাসপাতাল-সড়ক-সেতু নির্মাণ ও সম্বলহীন যুবকদের বিয়েতে খরচ করার নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠান।[২০]

খলীফাগণ সমাজে ইসলামী সামাজিকতা তথা মু'আমালাত-মু'আশারাত মজবুতীর সাথে বাস্তবায়ন করতেন। জনসাধারণও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখত, সুসম্পর্ক বজায় থাকত। এমনকি ভুলক্রমে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে রক্তপণ(দিয়ত) প্রদানকালে গ্রোত্রে গোত্রে অভাবীর সংখ্যা বের হয়ে আসত।[২১]

---

১৭. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. আত-ত্বাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০২
♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০

২০. মাহমূদ শাকির, *আত-তারীখুল ইসলামী* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৯২

২১. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

এবার বিশেষভাবে ইমাম আবূ হানীফার(র.) জন্মস্থান কূফার দিকে একটু নজর বুলানো যাক। ইরাক প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতার ধারক, কূফা ইরাকেরই একটি প্রসিদ্ধ শহর। সর্বপ্রথম হযরত 'আলী(রা.) একে দারুল খিলাফাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেন। এখানে নানা বর্ণ-গোত্র-ভাষা-জাতি-ধর্মের লোকজন বসবাস করত। মিশ্র সমাজ হওয়া সত্ত্বেও সবার সাথে সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় ছিল। নানা মতের মানুষও এখানে বসবাস করত। মিশ্র সমাজ হিসেবে নানা অবস্থা-সমস্যার উদ্ভব হত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এসব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা শাণিত হতো। ফলে ঘটমান ও ঘটিতব্য সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি ফিক্হের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। সমস্যার সমাধান হতে থাকে সমাজ উন্নতির পানে ধাবিত হতে থাকে।[২২]

ইমাম আবূ হানীফার(র.) যুগ ছিল জ্ঞান-অর্থ ও সামাজিকতায় সমুন্নত এক যুগ, যা এরকম মহাচিন্তাবিদ ও বিশ্বনেতৃত্বের উপযোগী মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে।

'ইল্ম-চিন্তাধারাগত অবস্থা

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসে 'ইল্ম চর্চার সর্বোত্তম যুগ। এ সময় যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির-মুহাদ্দিস-ফকীহ-মুতাকাল্লিমগণ জন্মগ্রহণ করেন। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে আমরা সে সময়ের ইলম চর্চার ফলাফল থেকে এখনও উপকৃত হচ্ছি সমান ভাবে।[২৩]

তাফসীরশাস্ত্র : সাহাবীগণ(রা.) বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাদের সময়ে অবশ্য এর সাথে হাদীসেরও দারস দিতেন। প্রসিদ্ধ তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো-

১. মক্কা : এখানে হাবরুল উম্মাহ, রঈসুল মুফাস্সিরীন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস(রা.) প্রধান উসতায ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাদের মধ্যে হযরত মুজাহিদ ইবন জাব্র(মৃ.১০২হি.), সা'ঈদ ইবন জুবাইর(মৃ.৯৫হি.), 'আতা ইবন আবী রাবাহ্(মৃ.১১৪হি.), 'ইক্রিমা(ইবন আব্বাসের গোলাম,মৃ.১০৫হি.) [র.] অন্যতম। ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাদের থেকে বিশেষভাবে হযরত আতা ইবন আবী রাবাহ(র.)এর নিকট থেকে হাদীস-তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

২. মদীনা : উমাইয়া যুগে দারুল খিলাফা মদীনা থেকে দামেস্কে স্থানান্তরিত হলেও তা 'ইল্মী মারকায হিসেবে বহাল থাকে। বিখ্যাত সাহাবীগণ সেখানে দারস দিতেন। হযরত 'আলী(রা.) ও হযরত উবাই ইবন কা'ব(রা.) অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীতে তাদের শিষ্য হযরত যায়েদ ইবন আসলাম(র., মৃ.১৩৬হি.), আবুল 'আলিয়া(র., মৃ.৯০হি), মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাযী(র., মৃ.১১৮হি.) তাফসীরশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাদের অনেকের শিষ্য ছিলেন।

৩. ইরাক : কূফা, বসরা, বাগদাদ তিন জায়গাতেই সাহাবীগণ দারস দিতেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.) কূফা তথা ইরাকের বিখ্যাত উস্তায ছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ তাফসীর-হাদীস-ফিকহে অসামান্য অবদান রাখেন। কূফার শ্রেষ্ঠ সন্তান ইমাম আবূ হানীফা তাদেরই বিখ্যাত ফসল। ইরাকের প্রসিদ্ধ মুফাস্সির তাবি'ঈ হলেন হযরত মাসরূক ইবনুল আজদা'(র., মৃ.৬৩হি.), ক্বাতাদা ইবন দি'আমা(র., মৃ.১১৭হি.), হাসান আল-বসরী(র., মৃ.১১০হি.), মুররা আল-হামদানী, আল-কূফী(র., মৃ.৭৬হি.) ও যহ্হাক ইবন মুযাহিম(র., মৃ.১০৫হি.)।

২২. আল-ইমাম আবূ যাহ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৬, (সংক্ষেপিত)

২৩. ড.মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪. সিরিয়া : এখানকার উস্তায ছিলেন হযরত আবূদ দারদা(রা.), তামীম দারী(রা.) প্রমুখ। তাদের প্রসিদ্ধ শিষ্য হলেন হযরত ‘আব্দুর রহমান ইবন গনাম(র., মৃ.৭৮হি.), খলীফা ‘উমার ইবন ‘আব্দুল ‘আযীয(র., মৃ.১০১হি.), রজা ইবন হাইওয়া আল-কিন্দী(র., মৃ.১১৩হি.)।

৫. মিসর : এখানে প্রধান উস্তায ছিলেন হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস(রা.)। প্রসিদ্ধ তাবি‘ঈ মুফাসসির হলেন হযরত ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আল-আযদী(র., মৃ.১২৮হি.) ও আবুল খাইর মারছাদ ইবন ‘আব্দুল্লাহ(র., মৃ.৯০হি.)।

৬. ইয়ামান : এখানে হযরত মু‘আয ইবন জাবাল(রা.) ও আবূ মূসা আল-আশ‘আরী(রা.) তাফসীর শিখাতেন। তাবি‘ঈগণের মধ্যে হযরত তাউস ইবন কীসান(র., মৃ.১০৬) ও ওহব ইবন মুনাব্বিহ(র., মৃ.১১৪হি.) প্রসিদ্ধ মুফাসসির।

ইমাম আ‘যম(র.)এর যুগে সাহাবা-তাবি‘ঈগণের তাফসীরী রিওয়ায়াত দু‘ভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো ; ১. হাদীসের কিতাবের অংশ হিসেবে, ২. আলাদা তাফসীরের কিতাব আকারে। তাফসীরের কিতাব আকারে সে সময়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো : তাফসীরু সুফয়ান আস-সাওরী(র., মৃ.১৬১হি.), তাফসীরু সুফয়ান ইবন ‘উয়াইনা(র., মৃ.১৯৮হি.), তাফসীরু শু‘বা ইবনুল হাজ্জাজ(র., মৃ.১৬০হি.), তাফসীরু ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ(র., ১৯৬হি.), তাফসীরু ইয়াযীদ ইবন হারূন(র., ২০৬হি.), তাফসীরু আব্দুর রয্যাক আস-সান‘আনী(র., মৃ.২১১হি.)। তারা সকলেই ইমাম আবূ হানীফার(র.) শিষ্য ছিলেন।[২৪]

সাহাবীগণ(রা.) তাফসীরের সাথে সাথে কুরআন পঠনবিদ্যা বা ‘ইল্‌মুল কিরাআত শিক্ষা দিতেন। তাবি‘ঈ ও তাবি তাবি‘ঈগণের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারীর পঠনরীতি মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম আ‘যম(র.) সেই সোনালী যুগের সন্তান। সাতক্বারী হলেন, মাদীনায় নাফি‘ ইবন ‘আব্দুর রহমান(র., মৃ.১৬৯হি.), মক্কায় ‘আব্দুল্লাহ ইবন কাছীর আদ-দারী(র., মৃ.১২০হি.), তিনি তাবি‘ঈ, বসরায় আবূ ‘আমর ইবন ‘আলা ইবন ‘আম্মার(র., মৃ.১৫৪হি.), সিরিয়ায় ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমির আল-ইয়াহ্‌সুবী(র., মৃ.১১৮হি.), কূফায় ‘আসিম ইবন আবিন নুজূদ(ইবন বাহ্‌দালা হিসেবে পরিচিত, র., মৃ.১২৮হি., তিনিও তাবি‘ঈ, ইমাম আ‘যম[র.] তাঁর থেকে কিরাআত শিক্ষা করেন),[২৫] হাম্‌যা

---

২৪. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আল-আদ্‌নারাবী, *তবাক্বাতুল মুফাসসিরীন* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুল ‘উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৯৯৭), পৃ. ৩

♦ ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ৩ এবং খ. ৪, পৃ. ৬

♦ ড. আবূ শাহ্‌বা, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, *আল-ইসরাইলিয়্যাত ওয়াল মাওযূ‘আত ফী কুতুবিত তাফসীর* (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ্, ১৪০৮হি.), পৃ. ৬৩-৭২

♦ যফার আহমাদ ‘উছমানী, *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১০

২৫. জালালুদ্দীন, ‘আব্দুর রহমান ইবনুল কামাল, আস-সুয়ূতী, *তবাক্বাতুল হুফ্ফায,* ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৩

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

ইবন হাবীব আয-যাইয়াত(র., মৃ.১৫৬হি.), 'আলী ইবন হাম্‌যা আল-কিসাঈ(র., মৃ.১৮৯হি.)।[২৬]

হাদীসশাস্ত্র : ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর যুগটি ছিল হাদীস চর্চা ও তা লিপিবদ্ধকরণের স্বর্ণযুগ। খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দুল 'আযীয(র.)এর নির্দেশে হাদীস-আসার লিপিবদ্ধের কাজ শুরু হয়। হযরত আবূ বকর(রা.)এর যুগে কুরআন কপি আকারে সংকলনের পর উমাইয়া যুগে ইসলামী 'উলূমের মধ্যে হাদীসই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। অনেকে হাদীস কিতাব আকারে সংকলন করেন ; যেমন- ইমাম শা'বী(র., মৃ.১১০হি.), ইমাম যুহরী(র., মৃ.১২৪হি.), আবূ বকর ইবন হাযম(র., মৃ.১২০হি.), ইমাম আবূ হানীফা(র., মৃ.১৫০হি.), ইমাম মালিক(র., মৃ.১৭৯হি.), ইমাম সুফয়ান আস-সাওরী(র., মৃ.১৬১হি.) প্রমুখ।[২৭]

সেসময় অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরত 'আতা ইবন আবী রাবাহ্(মৃ.১১৪হি.), 'ইক্‌রিমা(র., মৃ.১০৫হি.), যায়েদ ইবন আসলাম(র., মৃ.১৩৬হি.), 'আব্দুর রহমান ইবন হারমুয আল-আ'রাজ(র., মৃ.১১৭হি.), নাফি'(র., ইবন 'উমার[রা.]এর গোলাম, মৃ.১২০হি.), হিশাম ইবন উরওয়া(র., মৃ.১৪৬হি.), আইয়ূব ইবন আবী তামীমা আস-সাখতিয়ানী(র., মৃ.১৩১হি.), হাসান আল-বাসরী(র., মৃ.১১০হি.), সা'ঈদ ইবন মাসরূক(র., মৃ.১২৬হি.), সালামা ইবন কুহাইল(র., মৃ.১২২হি.), 'আতা ইবন ইয়াসার(র., মৃ.৯৪হি.), 'আলকামা ইবন মারছাদ(র., মৃ.১২০হি.), 'আমর ইবন শু'আইব(র., মৃ.১১৮হি.), মুহারিব ইবন দিছার(র., মৃ.১১০হি.), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির(র., মৃ.১৩০হি.), মানসূর ইবনুল মু'তামির(র., মৃ.১৩২হি.), সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ(র., মৃ.১৪৭হি), 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক(র., মৃ.১৮১হি.), লাইছ ইবন সা'দ আল-ফাহমী(র., মৃ.১৭৫হি.), মা'মার ইবন রাশিদ(র., মৃ.১৫৩হি.), মিস'আর ইবন কিদাম(র., মৃ.১৫৩হি.), মাক্কী ইবন ইবরাহীম(র., মৃ.২১৪হি.), ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী(র., মৃ.১৪৩হি.), ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান(র., মৃ.১৯৩হি.) সেসময়কার অন্যতম মুহাদ্দিস।[২৮]

---

২৬. আবূ 'আমর, 'উছমান ইবন সা'ঈদ, আদ-দানী, *আত-তাইসীর ফিল কিরাআতিস সাব্'আ* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৪হি.), পৃ. ৩-৭

♦ আবূ বাক্‌র, আহমাদ ইবন মূসা ইবন মুজাহিদ, আত-তামীমী, আল-বাগদাদী, *আস-সাব্'আ ফিল কিরাআত* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৪০০হি.), পৃ. ৫৩-৮৭

♦ মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীম, আয-যুরক্বানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী উলূমিল কুরআন*, ︀ি ︀ি ︀ি .ৎধয়ধস ৱ ধ.ড়ৎম, খ. ১, পৃ. ৪১২-৪৬২

♦ মান্না' আল-ক্বাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭২

২৭. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আশ-শাইবানী(আল-ইমাম), *আল-মুআত্তা* (বাবু ইক্‌তিতাবিল 'ইল্‌ম, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা, তা. বি.), পৃ.৩৯১

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *আল-ইমাম ইবনু মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান* (হালাবঃ সিরিয়াঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৯হি.), পৃ. ৪৪-৫০

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

২৮. আয-যাহাবী, *আল-মু'ঈন ফী তবাক্বাতিল মুহাদ্দিসীন* ('আম্মানঃ জর্ডানঃ দারুল ফুরক্বান, ১৪০৪হি.), পৃ. ৮

♦ প্রাগুক্ত, *তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৭৭ হি.) ও

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৯৯৩ খ্রি.), এই গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত মুহাদ্দিসদের জীবনী দ্র.

♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৭৭ হি.), খ. ৯, পৃ. ৩০ এবং খ. ১০, পৃ. ১১৫

ফিক্‌হশাস্ত্র : ফিক্‌হশাস্ত্রের পুরোধা ইমাম আ'যম(র.)এর যুগে ফিকহের চর্চাও চলত পুরোভাবে। ফকীহ সাহাবীগণ(রা.) মক্কা,মাদীনা, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, ইয়ামানে ফিক্‌হ চর্চা করতেন। তাঁদের শিষ্যগণ সেসব এলাকায় ফিক্‌হ চর্চা বহাল রাখেন। সে যুগেই ইমাম আ'যম(র.)এর জন্ম হয়। তখন মক্কায় সা'ঈদ ইবন জুবাইর(র., মৃ.৯৫হি.), 'আতা ইবন আবী রাবাহ্(র., মৃ.১১৪হি.), ইবনু আবী মুলাইকা, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উবাইদিল্লাহ(র., মৃ.১১৭হি.), 'আমর ইবন দীনার(র., মৃ.১২৬হি.), ইবনু জুরাইজ, 'আব্দুল মালিক ইবন 'আব্দুল 'আযীয(র., মৃ.১৫০হি.), মাদীনায় সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব(র., মৃ.৯৪হি.), রবী'আতুর রা'য়ী(র., মৃ.১৩৬হি.), নাফি' মাওলা ইবন 'উমার(র., মৃ.১২০হি.), কূফায় শা'বী, 'আমির ইবন শারাহীল(র., মৃ.১১০হি.), ইবরাহীম আন-নাখ্'ঈ(র., মৃ.৯৫হি.), হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান(র., মৃ.১২০হি.), হাজ্জাজ ইবন আরতাহ(র., মৃ.১৪৯হি.), ইবনু আবী লায়লা, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমান(র., মৃ.১৪৮হি.), সুফ্‌য়ান আস-সাওরী(র., মৃ.১৬১হি.), সিরিয়ায় আবূ ইদরীস আল-খাওলানী(র., মৃ.৮০হি.), মাকহূল আশ-শামী(র., মৃ.১১৩হি.), আল-আওযা'ঈ, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আমর(র., মৃ.১৫৭হি.), মিশরে ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব(র., মৃ.১২৮হি.), লাইছ ইবন সা'দ আল-ফাহমী(র., মৃ.১৭৫হি.), 'আব্দুল্লাহ ইবন ওহব(র., মৃ.১৯৭হি.), ইয়ামানে তাঊস ইবন কীসান(র., মৃ.১০৬হি.), খুরাসানে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে(র., মৃ.১৮১হি.) বিশিষ্ট ফাক্বীহ হিসেবে গণ্য করা হতো।[২৯]

তাঁদের এক এক জনের মৃত্যু বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি মনে করা হতো। ইরাকে ইমাম আবূ হানীফা(র.), হিজাজে ইমাম মালিক(র.), সিরিয়ায় ইমাম আওযা'ঈ(র.), মিশরে ইমাম লাইছ(র.) ফিক্‌হ ও এর মূলনীতি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিতাব নির্ভর পাঠ দানের পরিবর্তে আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার শর'ঈ সমাধান বের করার পদ্ধতি শেখানো হতে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রগণ তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে ফিক্‌হ চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে লাগল। নানা ফিকহী মাযহাবের উৎপত্তি হল, যার উপকারিতা এখনও পর্যন্ত বর্তমান।[৩০]

তাযকিয়া-আখলাক : সে যুগে তাফসীর-হাদীস-ফিক্‌হ শিক্ষাদানের সাথে সাথে আকীদা-আখলাক পরিশুদ্ধি তথা তাযকিয়ায়ে নাফস(আত্মশুদ্ধি)এর প্রতিও সমান গুরুত্ব দেয়া হতো। সাহাবা-তাবি'ঈ-তাবি' তাবি'ঈ প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহ্যিক শিক্ষার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধিও অর্জন করতেন। ইমাম আ'যম(র.)এর সময়কালে 'ইল্‌মুল আখলাক-তাযকিয়া তথা 'তাসাওউফ' আলাদা শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় নি। সেকালে আত্মশুদ্ধি 'ইবাদাত-আখলাক-যুহদ হিসেবে পরিচিত ছিল। তাফসীর-হাদীস-ফিক্‌হের আলোচনায় যাদের নাম এসেছে তাঁরা যুহদ-তাকওয়া-ইবাদাতেও এগিয়ে ছিলেন। তাঁরা ছাড়া

---

২৯. আবূ 'আব্দির রহমান, আহমাদ ইবন শু'আইব, আন-নাসাঈ (আল-ইমাম), *তাসমিয়াতু ফুক্বাহাইল আমসার* (হালার্ব[এলেপ্পো] : সিরিয়া : দারুল ওয়া'ঈ, ১৩৬৯হি.), পৃ. ১২৬

♦ আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইবন 'আলী, আশ-শিরাযী, *তবাক্বাতুল ফুক্বাহা* (বৈরুত : দারুর রাইদিল 'আরাবী, ১৯৭০), পৃ. ৫৮

♦ আয-যাহাবী, *তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত এবং

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, এই গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত ফাক্বীহগণের জীবনী দ্র.

♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০ এবং খ. ১০, পৃ. ১১৫

৩০. ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২

মাদীনায় ইবনুল হানাফিয়া, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব(র., মৃ.৮১হি.), সুলাইমান ইবন ইয়াসার(র., মৃ.১০৩/১০৭হি.), যাইনুল 'আবিদীন, 'আলী ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব(র., মৃ.৯৪হি.), কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর(র., মৃ.১০৮হি.), সালিম ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উমার(র., মৃ.১০৬হি.), 'আলী ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আব্বাস(র., মৃ.১১৭হি.), জা'ফার আস-সাদিক, ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসাইন(র., মৃ.১৪৮হি.), মক্কায় উহাইব ইবনুল ওরদ(র., মৃ.১৫৩হি.), ফুযাইল ইবন 'ইয়ায(র., মৃ.১৮৭হি.), ইয়ামানে মুগীরা ইবন হাকীম আস-সান'আনী আল-আবনাবী(র., মৃ.?), হাকাম ইবন আবান আল-'আদানী(র., মৃ.১৫৪হি.), বাগদাদে আবূ হাশিম আয-যাহিদ(র., মৃ.?), কূফায় সুয়াইদ ইবন গাফ্লা(র., মৃ.৮২হি.), আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ক্বাইস ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(র., মৃ.৭৫হি.), আবূ ওয়াইল, শাক্বীক্ব ইবন সালামা(র., মৃ.৮২হি.), 'আওন ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'ঊদ(র., মৃ.১১৯হি.), আবূ ইসহাক আস-সাবিঈ'(র., মৃ.১২৮হি.), মানসূর ইবনুল মু'তামির(র., মৃ.১৩২হি.), বসরায় আবূ 'উছমান আন-নাহদী, 'আব্দুর রহমান ইবন মাল্ল(র., মৃ.১০০হি.), মুতার্‌রিফ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবনুশ শিখ্‌খীর(র., মৃ.৯৫হি.), যুরারা ইবন আওফা(র., মৃ.৯৩হি.), মুহাম্মাদ ইবন সিরীন(র., মৃ.১১০হি.), সাবিত ইবন আসলাম আল-বানানী(র., মৃ.১২৭হি.) প্রমুখ যুহদ-'ইবাদাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩১]

আল-'উলূমুল আক্বলিয়া : সে যুগে উলূমে আক্বলিয়া(বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান) শিক্ষার প্রচলনও ছিল। মুসলিমগণ হিসাবশাস্ত্র, পরিমাপবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের প্রচলন ঘটান ও এতে বুৎপত্তি লাভ করেন। আরবীভাষার নানা দিক নাহব-বালাগাত-অভিধানশাস্ত্র শিক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়। 'আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর অনারব ভাষার নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক আরবীতে অনুবাদের উদ্যোগ নেন, যা খলীফা মামুনের সময় ব্যাপকতা লাভ করে। মুসলিমগণ গ্রীক দর্শন-যুক্তিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েন। দর্শন ও যুক্তির আলোকে আকীদা-বিশ্বাস বিশ্লেষণ করার কারণে নানা মত-পথের আবির্ভাব হয়। এটা মুসলিম ইতিহাসের এক কলঙ্ক চিহ্ন। বরং তারা গ্রীক-ভারতীয় বিজ্ঞান ঢেলে সাজালে ইতিহাস অন্যরকম হতো।

আরবীভাষাশাস্ত্র : সে সময় আরবীভাষা শাস্ত্র তথা নাহব চর্চা ও অভিধান রচনা শুরু হয়। অনেক অমুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের ছায়াতলে আসায় আরবী পঠন-পাঠনে অশুদ্ধতার ছায়া পড়ে। তা রক্ষায় কূফা-বসরায় ব্যাপক নাহু(ব্যাকরণ) চর্চা হতে থাকে। কূফার ব্যাকরণবিদগণ 'কূফিয়্যূন' ও বসরার ব্যাকরণবিদগণ 'বাসরিয়্যূন' হিসেবে পরিচিত হন। সেসময়ে বসরায় খলীল ইবন আহমাদ(মৃ.১৬০/১৭০/১৭৫হি.) ও তাঁর শিষ্য সীবূওয়াইহি(মৃ.১৮০/১৯৪হি.) এবং কূফায় 'আলী ইবন

৩১. আবূ নু'আইম, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ্, আল-আসবাহানী, *হিল্‌য়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আস্‌ফিয়া* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৫হি.), ২য়-৫ম খন্ড

♦ আবুল ফারাজ, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আলী, ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সফওয়া* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৩৯৯হি., ২য়-৪র্থ খন্ড

♦ 'উমার ইবন 'আলী, ইবনুল মুলাক্কিন, *তাবাক্বাতুল আউলিয়া*, ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স

♦ আয-যাহাবী, *তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত

♦ আবুল হাজ্জাজ, ইউসুফ ইবনুয যাকী, আল-মিয্‌যী, *তাহ্‌যীবুল কামাল* (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪০০হি.), উপরিউক্ত চারটি গ্রন্থে উক্ত 'আবিদ-যাহিদগণের জীবনী দ্র.

হামযা আল-কিসাই(মৃ.১৮২/১৯২হি.) ও তাঁর শিষ্য ফাররা(মৃ.২০৭হি.) নাহব-এর গোড়াপত্তন করেন। খলীলের 'আল-'আইন' হলো প্রথম আরবী অভিধান।[৩২]

সাহিত্য : উমাইয়া যুগে কবিতা-বাগ্মিতা ও আব্বাসী যুগে গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়।[৩৩]

রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা : আরবগণ অনারব বিশেষত গ্রীকদের বই-পুস্তক থেকে রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছিল। সর্ব প্রথম খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যার বই অনুবাদের নির্দেশ দান করেন। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিক সর্ব প্রথম হাসপাতাল নির্মাণ করান। উমাইয়া আমলে চিকিৎসাবিদ্যার দু' রকম কলেজ ছিল ; ১.ব্যবহারিক কলেজ বা হাসপাতাল, ২.তাত্ত্বিকবিদ্যাশিক্ষার কলেজ। সেসময় জ্যোতিষবিদ্যার চর্চাও হতো। খলীফা 'আব্দুল মালিক জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। 'আব্বাসী যুগে গণিত ও ভূগোল চর্চাও শুরু হয়। সে যুগের বিখ্যাত রসায়নবিদ ছিলেন জাবির ইবন হাইয়ান(মৃ.১৯৮হি.)। তিনি ইমাম আ'যমের সমসাময়িক ছিলেন।[৩৪]

সীরাত-মাগাযী-ইতিহাসশাস্ত্র : 'উমাইয়া যুগে সীরাত-মাগাযী-ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। সীরাতের উপর প্রথম কিতাব লেখেন 'উরওয়া ইবনুয যুবাইর(মৃ.৯৮হি.)। মাগাযী(যুদ্ধেতিহাস)তে বিখ্যাত ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্(মৃ.১৫১হি.)। তার ছাত্র ইবন হিশাম(মৃ.২১৮হি.) পূর্ণাঙ্গ সীরাত লিখেন যা 'সীরাতু ইবন হিশাম' নামে পরিচিত। আরবদের মধ্যে প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ লিখেন হিশাম ইবন মুহাম্মাদ আল-কালবী(মৃ.২০৪)। সে যুগে বিশেষ ধরনের ইতিহাসগ্রন্থ 'তবাক্বাত'এর উপর লেখা গ্রন্থ হলো ইবন সা'দের(মৃ.২৩০হি.) 'আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা'।[৩৫]

কারিগরি-নির্মাণ-কারুশিল্প : নবী ও খুলাফা রাশিদূনের যুগে কারিগরি-নির্মাণ-কারুশিল্পের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল না। তারা সাদাসিদা-সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন ও জিহাদে সময় ব্যয় করতেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজে লিপ্ত হওয়াকে নিষিদ্ধ জ্ঞান করতেন। কিন্তু আরবরা উমাইয়া যুগ থেকে নির্মাণ ও কারুশিল্পের দিকে ঝুকে পড়ে। পাকা ইমারাত নির্মাণ ও দেয়ালে নানা কারুকার্য করার সূচনা হয়। কৌশলী-প্রকৌশলীর জন্ম হতে থাকে, নগরায়ণের সূচনা হয়।[৩৬]
এই হলো সেসময়কার 'ইলমী-ফন্নী(জ্ঞান-শিল্পগত) অবস্থা।

চিন্তাধারাগত অবস্থা

ইমাম আ'যম(র.)এর সময়ে নানা ভ্রান্ত মতাদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। হযরত 'আলী(রা.)এর প্রতি অতিভক্তি ও অতিরঞ্জিতগুণের দাবিদার শী'আ, তাঁর প্রতি অভক্তি প্রকাশী ও খিলাফাত বিদ্রোহী খারিজী, গুনাহ্কে তুচ্ছজ্ঞানকারী মুরজিয়া, মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতায় অবিশ্বাসী জাব্রিয়া ও ইচ্ছার স্বাধীনতায়

---

৩২. আস-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল বু'আ ফী ত্বাবাক্বাতিল লুগাবিয়্যীনা ওয়ান নুহা,* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯), এই গ্রন্থে উক্ত ব্যাকরণবিদগণের জীবনী দ্র.

♦ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদ্বা, ১৯৬৪), খ. ১,পৃ. ৫০৫ এবং খ. ২, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. 'উমার রিযা কুহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মাছনা, তা. বি.), উক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনী দ্র.

♦ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৫১০ এবং খ. ২, পৃ. ৩৪৯-৩৬০

৩৬. প্রাগুক্ত

বিশ্বাসী মু'আযিলা বা ক্বাদরিয়া মতাদর্শ প্রসার লাভ করে।[৩৭] এসব ভ্রান্ত আকীদার ব্যাপারে ইমাম আ'যম(র.)এর দৃষ্টিভঙ্গি সামনে এক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে,'' হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল শতাব্দী। দ্বীন ও 'ইল্‌মের সব শাখায় আবির্ভূত হয়েছে মহাদিকপাল, রচিত হয়েছে মূল্যবান সব রচনা। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এযুগের ইল্‌ম-ঐতিহ্যের অবদান সকল যুগকে ছাড়িয়ে গেছে।''[৩৮] সত্যিই ভ্রান্তমতাদর্শের বিরক্তিকর অনুপ্রবেশ বাদে সেযুগ 'ইল্‌ম সংকলন-সংরক্ষণ ও সুস্থচিন্তার এক আলোকিত শতাব্দী।

সমাজ থেকে তাঁর প্রভাবিত হওয়া ও সমাজকে প্রভাবিত করা

কোন এলাকায় বিরাজমান দাঙ্গা-বিদ্রোহ-অস্থিরতায় সবাই প্রভাবিত হয়। হাজ্জাজ যখন কূফায় হামলা চালাল তখন বালক আবূ হানীফা সপরিবারে হিজায হিজরত করেন। তখনকার দিনে হিজরত সহজ ছিল এখনকার মত তল্লাশী ও ভিসার ঝক্কি-ঝামেলা ছিল না। হিজায শাসন করতেন 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.)। সেখানে তখন 'আলিম-উলামায় ভরপুর ছিল। সমাজের এই দাঙ্গা-বিদ্রোহ-হামলার প্রভাব তাঁর জীবনে সুফল বয়ে আনল। তিনি বিখ্যাত তাবি'ঈগণের মাজলিসে বসতেন ও সেখান থেকে স্বচ্ছ-নির্মল 'ইল্‌মী সূধা পান করতেন। এসময়ের মজবুত বুনিয়াদই তাঁকে পরবর্তীতে বিশাল মহিরুহে পরিণত করে।

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তিনি আবার কূফায় ফিরে এসে ইলম চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রতিটি দিন ছিল 'ইল্‌ম, প্রতিটি রাত 'ইবাদাত। এভাবে দীর্ঘ অক্লান্তিকর সাধনায় তিনি কূফার 'ইলমী জগতের মধ্যমনি হয়ে উঠেন। তাঁর ফাতওয়া হতো অভ্রান্ত, তিনি পরিণত হলেন 'মুজতাহিদে মুতলাকে'। সবাই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধার নজরে দেখতে লাগল। কূফার অনেক 'আলিমের তা সহ্য হলো না। তারা হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল। নিন্দুকের নিন্দাই প্রমাণ করে তিনি সমাজকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন! তাঁর প্রভাব বলয় বাড়তে লাগল। পুরো 'ইরাক তাঁর ফাতওয়ায় চলতে লাগল। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য তালিব ছুটে আসল। তাঁর মাযহাবের প্রভাব এতটুকু পড়ল যে 'আব্বাসী শাসনের শুরু থেকে প্রায় তিনশ' বৎসর তাঁর মাযহাব অনুযায়ী মুসলিম বিশ্ব চলত। পরবর্তী অবস্থা দেখুন! তুর্কি 'উসমানী খিলাফাতের রাষ্ট্রীয় মাযহাব ছিল হানাফী মাযহাব! তারা প্রায় সাতশ' বৎসর পৃথিবী শাসন করেছিল। আর বর্তমানে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম তাঁর মাযহাবের অনুসারী।[৩৯]

তাঁর সময়ের রাজনৈতিক গোলযোগ-বিদ্রোহ, ধর্মীয় নানা বিভক্তি-চিন্তাধারা তাঁকে ভাবিত করত। তিনি গভীর মনোযোগে সেসব অবলোকন করলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর সঠিক মতামত ব্যক্ত করলেন। ফলে 'মুরজী' অপবাদ পেলেন। এটা সমাজে তাঁর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব প্রমাণ করে। 'আব্বাসীদের প্রতি অসন্তুষ্ট ইমাম কাযীর পদ প্রত্যাখ্যান করায় খলীফা মানসূরের কোপানলে পড়লেন। কারাগারে নির্যাতিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এটা সত্যে অবিচলতা ও সমাজে তাঁর মজবুত অবস্থান ও গভীর প্রভাব স্পষ্ট করে তুলেছে।[৪০]

---

৩৭. আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪-১২৬

৩৮. 'আব্দুল্লাহ মুস্তাফা, আল-মুরাগী, *আল-ফাতহুল মুবীন ফী তবাক্বাতিল উসূলিয়্যিন*, (বৈরুত : দামজ এন্ড কোং, ১৩৯৪হি.), খ. ১, পৃ. ৮৯-৯০

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

৪০. আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-১২৬ (সংক্ষেপিত)

পরিচ্ছেদ : দুই

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : জন্ম-মৃত্যু

নাম, বংশ পরিচয় : ইমাম আ'যম(র.)এর নাম নু'মান, পিতার নাম সাবিত, দাদার নাম যূতা।[৪১]

উপনাম : আবূ হানীফা,
নিসবাত(পরিচয়সূত্র) : আত-তাইমী(তাইমুল্লাহ বিন ছা'লাবা গোত্রের আযাদকৃত বংশের লোক), আল-কূফী(কূফার অধিবাসী)।

পূর্ণ বংশ পরিচয় : আবূ হানীফা, নু'মান ইবন সাবিত ইবন যূতা ইবন মাহ, আত-তাইমী, আল-কূফী। তাঁরা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা কাবুল, তিরমিয, নাসা, আনবার বসবাস করার পর কূফায় বসতি স্থাপন করেন।[৪২]
তিনি স্বাধীন বংশের না আযাদকৃত দাস বংশের লোক ছিলেন সেটা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। অধিকাংশ বর্ণনাকারী ও তাঁর নাতি 'উমার ইবন হাম্মাদের বর্ণনামতে ইমাম আ'যম(র.)এর দাদা যূতা পারস্য থেকে দাস হিসেবে আসেন। বনী তাইমুল্লাহ ইবন ছা'লাবা গোত্রের এক মহিলা তাকে কিনেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আযাদ করে দেয়া হয়। তার ছেলে 'সাবিত'(ইমাম আ'যমের পিতা) স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর অন্য নাতি ইসমাঈল ইবন হাম্মাদের('উমারের ভাই) বর্ণনামতে তাদের বংশ আগে থেকেই স্বাধীন বংশ। তারা পারস্যের লোক, তাদের বংশের কেউ দাস ছিল না। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী, আল-হাইতামী আশ-শাফি'ঈ(র.) উভয় বর্ণনা সমন্বয় করেছেন এভাবে যে ইমাম আ'যম(র.)এর পিতা নন দাদা দাস ছিলেন সে হিসেবে তিনি ও তাঁর পিতা-পুত্র-পৌত্র স্বাধীন বংশ।[৪৩]
ইমাম আবূ যাহরা(র.) বলেন যে এটা উত্তম সমন্বয় নয়, এর দ্বারা 'কেউ দাস ছিল না' এটা খণ্ডন করা যায় না। বরং সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে ইমাম আ'যম(র.)এর দাদা পারস্য বিজয়ের সময় বন্দী হিসেবে এসেছিলেন, পরে তাকে উচ্চবংশীয় হিসেবে সম্মানার্থে মুক্ত করে দেয়া হয়। ইসলামের

৪১. এটা অধিকাংশের বর্ণনামতে, আর ইমাম আ'যমের নাতি ইসমাঈল ইবন হাম্মাদের বর্ণনায় দাদার নাম নু'মান, সে বর্ণনায় পূর্ণ বংশ পরিচয় : নু'মান ইবন সাবিত ইবন নু'মান ইবন মারযুবান। -সূত্র, পরবর্তী টীকা।

৪২. ইব্‌ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪১
♦ ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৩-১১৫
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯০
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪১৭
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
♦ আবুল 'আব্বাস, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আব্‌নাইয যামান* (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪০৫
♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৪৩. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭-৩৮

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৭

ইতিহাসে সম্মানিত বন্দী মুক্ত করার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তো ইমাম আ'যম(র.) ও তাঁর পিতা 'সাবিত' কৃতদাস নন, স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন। যদি তাঁর পিতা বা তাঁর গলায় দাসত্বের বন্ধন থাকতও তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ তা' তাঁর সম্মান ও 'ইল্‌মের জন্য ক্ষতিকর নয়। তিনি 'ইল্‌ম, তাক্বওয়ার জন্য সম্মানিত ছিলেন, বংশ-সম্পদ-প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে নয়। ইসলামে সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি বংশ-সম্পদ-দেশ-জাতি-বর্ণ নয়, 'ইল্‌ম-'আমল-তাক্বওয়া একমাত্র মাপকাঠি।[৪৪]

তাঁর সময়ে অনেক বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন কৃতদাস বা দাস বংশের। এ ব্যাপারে ইমাম আ'যম(র.)এর জীবনীরচয়িতাগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো: হযরত 'আতা(র.) বলেন, একদা খলীফা হিশাম ইবন 'আব্দুল মালিক রুসাফায় অবস্থান কালে আমি তার কাছে যাই। তিনি বললেন, 'আতা! দেশের বিশিষ্ট 'আলিমদের চেন? আমি বললাম, হা, আমিরুল মু'মিনীন! চিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মাদীনার ফক্বীহ কে? আমি উত্তর দিলাম, নাফি'(ইব্‌ন উমার(রা.)এর গোলাম)। জিজ্ঞেস করলেন, মক্কার ফক্বীহ কে? বললাম, 'আতা ইবন আবী রাবাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি দাস বংশের না আরব? আমি বললাম, না বরং তিনি দাস বংশের। তিনি বললেন, ইয়ামানের ফক্বীহ কে? আমি উত্তর দিলাম, তাঊস ইবন কীসান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আরব না দাস বংশের? বললাম, দাস বংশের। জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামামার ফক্বীহ কে? আমি বললাম, ইয়াহ্‌ইয়া ইবন আবী কাছীর। বললেন, আরব না দাস বংশের? বললাম, না, বরং দাস বংশের। তিনি বললেন, সিরিয়ার ফক্বীহ কে? আমি উত্তর দিলাম, মাকহূল। তিনি বললেন, দাস না আরব? আমি বললাম, দাস। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জাযীরার ফক্বীহ? আমি বললাম, মাইমূন ইবন মিহ্‌রান। তিনি বললেন, দাস বংশের না আরব? আমি বললাম, দাস বংশের। তিনি বললেন, খুরাসানের ফাক্বীহ কে? আমি বললাম, যাহ্‌হাক ইবন মুযাহিম। তিনি বললেন, মাওলা(দাস বংশের) না আরব? আমি বললাম, না, বরং মাওলা। তিনি বললেন, বসরার ফাক্বীহ কে? আমি বললাম, হাসান ও ইবন সিরীন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,তারা মাওলা না আরব? আমি উত্তর দিলাম, মাওলা। তিনি বললেন, কূফার ফাক্বীহ কে? আমি বললাম ইব্‌রাহীম আন-নাখ্'ঈ। তিনি বললেন, মাওলা না আরব? আমি উত্তর করলাম, তিনি আরব। তিনি বললেন, তুমি শেষে আরব না বললে আফসোসে আমার দম ফেটে যেত।

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ইমাম আবূ যাহরা 'আল-'ইক্বদুল ফারীদ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তারপর তিনি দাস বা দাস বংশে 'আলিমের সংখ্যাধিক্যের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন, তা' হলো : ১. উমাইয়া যুগে আরবরা নেতৃত্ব-কর্তৃত্বে থেকে নানা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় 'ইলম চর্চার যথেষ্ট সুযোগ পেত না, দাস বংশের লোকেরা নিরিবিলি থাকায় 'ইল্‌ম চর্চা-গবেষণায় সময় ব্যয় করে বিখ্যাত হয়ে উঠত।

২. সাহাবীদের অসংখ্য দাস-দাসী ছিল। তাঁরা তাদের সুশিক্ষা দিতেন। তাই প্রচুর (দাস) তাবিয়ী' 'ইলমের ধারক-বাহক বনে গিয়েছিলেন।

৩. এসব কৃতদাসগণ অনেক প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির মানসসন্তান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সে প্রকৃতিগত গুণ ঝলসে উঠে।

৪. আরবদের মাঝে শৈল্পিক গুণাবলী ছিল না। অনারব অনেক সভ্যতার লোকদের মাঝে তা' থাকায় ইসলাম গ্রহণের পর তা' সুন্দরভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। অনারব দাসগণ তাই আরবদের ছাড়িয়ে যান।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

অতএব, ইমাম আ'যম(র.) আরবী না অনারবী, দাসবংশের না স্বাধীন সে বিতর্কে জড়ানোতে কোন ফায়দা নেই। এজন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট।[৪৫]

তিনি বিশিষ্ট ইমাম ও ফক্বীহ ছিলেন এটা সর্বজন বিদিত। ইমাম হাফিয যাহাবী, আল-হাম্বালী(র.), তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে,

'' আবূ হানীফা, সবচেয়ে বড় ইমাম(ইমাম আ'যম), উম্মাহ্‌র বিশিষ্ট ফক্বীহ, ইরাকের 'আলিম, নু'মান ইবন সাবিত ইবন যূতা আত-তাইমী, আল-কূফী, বনী তাইমুল্লাহ ইবন ছা'লাবা গোত্রের আযাদকৃত দাস বংশের লোক, কেউ বলেন, পারস্যের স্বাধীন পরিবারের সন্তান।''[৪৬]

ইমাম আ'যম(র.)এর নাম-উপনামের রহস্য : ইমাম ইবন হাজার আল-হাইতামী, আল-মাক্কী ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর নাম ও উপনামের রহস্য বর্ণনা করেন এভাবে : 'নু'মান' শব্দের অর্থ রক্ত, রূপকভাবে রূহ। রক্ত, রূহ যেভাবে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে তেমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা(র.) ফিক্বহকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এর সহজ-জটিল মাসআলা তাঁর হাতেই নব জীবন পেয়েছে। কেউ বলেন, 'নু'মান' হলো রক্তজবা ফুল, জবায় যেমন লাল রঙ পরিপূর্ণভাবে রয়েছে তেমনি ইমাম আ'যম(র.)এর জীবন গুণ-পূর্ণতায় পরিপূর্ণ। অথবা 'নু'মান' নি'মাত ধাতু(মাসদার) থেকে উৎপন্ন। সে হিসেবে তিনি ছিলেন সৃষ্টিকূলের প্রতি আল্লাহ্‌র এক নি'আমত।

তাঁর উপনামের ব্যাপারে বলা হয়, হানীফা 'হানীফ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ সত্য সন্ধানী দুনিয়াবিমুখ 'আবিদ বা মুসলিম। এ অর্থ তাঁর ব্যাপারে পুরোপুরি খাটে। কেউ কেউ বলেন 'আবূ হানীফা' নামে ডাকার কারণ হলো, তিনি সব সময় কালির দোয়াত সাথে রাখতেন। তাই তাকে ডাকা হতো 'আবূ হানীফা'। 'ইরাকীদের ভাষায় দোয়াতকে 'হানীফা' বলা হয়। আবার কেউ বলেন, তাঁর বড় মেয়ের নাম 'হানীফা' সে হিসেবে তিনি 'আবূ হানীফা'। কিন্তু অনেকেই এ অর্থের বিরোধিতা করে বলেছেন যে এটা সঠিক নয়, কারণ হাম্মাদ ছাড়া তাঁর অন্য কোন সন্তান ছিল না।[৪৭]

ইমাম আ'যম(র.)এর নাতি ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ বর্ণনা করেন, (প্রপিতামহ)সাবিত ছোট বেলায় একবার হযরত 'আলী(রা.) এর নিকট গমণ করেন। তিনি তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য বরকতের দু'আ করেন। আমরা আশা করছি যে, আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে সে দু'আ কবূল করেছেন। প্রায় সব জীবনীকারই এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৯

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৪৬. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯০

৪৭. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

৪৮. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ . ১৩, পৃ. ৩২৫

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

♦ ড.মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

জন্ম : অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকারের মতে তিনি ৮০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। কেউ ৬১ হিজরী, কেউ ৭২ হিজরী, কেউ ৭০ হিজরীর কথাও বলেছেন। আল্লামা যাহিদ হাসান আল-কাউছারী(র.) ৭০ হিজরী ও ইমাম আবূ যাহ্‌রা(র.) ৮০হিজরীকে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৯]

শৈশব : ইমাম আ'যম(র.)এর শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাঁর পিতার জীবনের একটি ঘটনা ও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত কিছু রিওয়ায়াত(বিবরণ) থেকে জীবনীকারগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নত 'কূফা' নগরীর এক ধনাঢ্য পরিবারে সৎ-সুযোগ্য-পরহেযগার পিতামাতার সু-তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেন। 'ইল্‌মের পাদপীঠ কূফায় তিনি কুরআন হিফয করেন, কিরাআত শিখেন প্রসিদ্ধ কারী ইমাম 'আসিমের(র.) নিকট। তখনকার দিনে কুরআন পঠন-হিফয-ব্যাখ্যা শিখা একই সাথে হতো। আকীদা-হাদীস-যুক্তি-তর্কশাস্ত্রও শিক্ষা করেন। তবে যৌবনে 'ইল্‌ম চর্চায় মশগুল না হয়ে পিতার সাথে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন 'ইবাদাতগুযার, যুহদ-তাকওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন সে সময় থেকেই।
তাঁর পিতার স্মরণীয় ঘটনাটি এখানে তুলে ধরা হলো। আর তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত রিওয়ায়াত তাঁর 'ইল্‌মী জীবন' পরিচ্ছেদে(৩য় পরিচ্ছেদে) আলোচিত হবে।

ইমাম আ'যম(র.)এর পিতা হযরত সাবিত(র.)এর যৌবন কালের একটি ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন সৎ-নিষ্ঠ-খোদাভীরু যুবক। একদিন তিনি খালের পাড়ে ওযু করছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি আপেল পানিতে ভেসে যেতে দেখে সেটি তুলে নিয়ে ওযুর পর আহার করলেন। এরপর তিনি থুথুতে রক্ত দেখতে পেলেন। মনে মনে ভাবলেন, হারাম মাল তো পেটে গেছে! তা না হলে থুথুর রং বদলাবে কেন? তিনি খালের কিনার দিয়ে দ্রুত অনুষন্ধান করে একটি আপেল গাছ দেখতে পেলেন। মালিককে পুরো ঘটনা জানিয়ে একটি দিরহাম দিয়ে বললেন, আমাকে পেরেশানী মুক্ত করুন। তাঁর তাকওয়া ও মজবুতি দেখে গাছওয়ালা তাঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন। বললেন, এক-দুই-হাজার-লক্ষ দিরহামে আমি সন্তুষ্ট হবো না। তিনি বললেন, তাহলে আপনি কিসে খুশি হবেন? গাছওয়ালা বললেন, আমার এক অন্ধ-বোবা-বধির মেয়ে আছে তুমি যদি তাকে বিয়ে কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করব,

---

৪৯. ইব্‌ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
- ♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ আল-লাইছী, *আত-ত্ববাক্বাতুল কুব্‌রা* (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৩৯২হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭৮
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩২৩
- ♦ আবূ সা'দ, 'আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, আস-সাম'আনী, *আল-আনসাব* (হায়দ্রাবাদ : ভারত : দায়িরাতুল মা'আরিফিল 'উসমানিয়্যা, ১৩৮২হি.), খ. ৬, পৃ. ৬৪
- ♦ আবুল ফারাজ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব, ইব্‌নুন নুদাইম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ.২৮৪
- ♦ ইবনুল 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৭
- ♦ ইব্‌ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৫
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
- ♦ যাহিদ ইবনুল হাসান, আল-কাউছারী, *তা'নীবুল খতীব 'আলা মা সাক্বহু ফী তারজামাতি আবী হানীফাতা মিনাল আকাযীব*, (মিসর : মাতবা'আতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৩৯৫হি.), পৃ.২০
- ♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
- ♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

নতুবা হিসাবের দিন আমি তোমাকে আটকিয়ে দেব। সাবিত চিন্তায় পড়ে গেলেন, ভাবলেন, আরে! দুনিয়ার এ কষ্টকর পরিস্থিতি তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতের কষ্ট তো চিরস্থায়ী! বলে উঠলেন, আমি রাজি। বাসর ঘরে এসে দেখলেন মেয়েটি সুন্দরী,অন্ধ-বোবা-বধির নয়! তিনি ধাঁ ধাঁয় পড়ে গেলেন। মেয়েটি বলল, আমি আপনার স্ত্রী, অমুকের মেয়ে। তিনি বললেন, তা তো বুঝলাম কিন্তু তোমার আব্বা তো তোমার এরূপ বর্ণনা দেয়নি! স্ত্রী হেসে বলল, ও! আমি ছোট বেলা থেকেই ঘরের বাইরে যাই নি, পরপুরুষ দেখিনি, তাদের কথা শুনিনি, তারাও আমার কণ্ঠ শুনতে পায় নি। সাবিত সস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের চিন্তা দূর করেছেন! নিশ্চয়ই আমাদের রব ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞতা পাওয়ার একমাত্র হকদার।

((الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور))

কোন কোন ঐতিহাসিক এ ঘটনার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্ত ড. কাসিম আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, আমি এ ঘটনাটি উল্লেখ করে থাকি, কারণ যুহদ-তাক্বওয়ায় ধন্য ইমাম আবূ হানীফা(র.) যে গাছের ফল, তার গোড়া মুজবত হওয়া ছাড়া এ ফল প্রাপ্তি অসম্ভব।[৫০]

তিনি ছিলেন তাবি'ঈ

ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাবি'ঈ ছিলেন কিনা সেটা আলোচনার আগে আমাদের তাবি'ঈর সংজ্ঞা জানতে হবে।

তাবি'ঈর সংজ্ঞা : অধিকাংশ হাদীসশাস্ত্রবিদের মতে, যিনি (ঈমানের সাথে) কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন তিনি তাবি'ঈ, সাহাবীর সাহচর্য লাভ ও তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করা শর্ত নয়। ইমাম ইবন হাজার আসক্বালানী(র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধ মত। কতিপয় শাস্ত্রকারের মতে সাহাবীর সাক্ষাতলাভের সাথে সাথে তাঁর সোহবত, তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করাও তাবিয়ী' হওয়ার জন্য জরুরী।[৫১]

উপরিউক্ত সংজ্ঞানুসারে ইমাম আ'যম(র.)এর তাবি'ঈ হওয়ার জন্য কমপক্ষে কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ প্রমাণিত হতে হবে। আর কোন সাহাবী থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনা প্রমাণ হলে তো উভয়

---

৫০. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২১

৫১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ্* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ২২

♦ আবূ 'আমর, 'উছমান ইবন 'আব্দুর রহমান, ইবনুস সালাহ, আশ-শাহারযূরী, *আল-মুক্বাদ্দিমা* (বৈরুত : মাকতাবাতুল ফারাবী, ১৯৮৪), পৃ. ১৭৯

♦ আবূ যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ইবন শারাফ, আন-নাবাবী(আল-ইমাম), *আত-তাক্বরীব ওয়াত তাইসীর লিমা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন নাযীর ফী উসূলিল হাদীস*, ি ি ি.ধৰ্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ২২

♦ ইবন কাছীর, *ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস*, ি ি ি.ধৰ্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ২৬

♦ যাইনুদ্দীন, 'আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন, আল-'ইরাকী(আল-হাফিয), *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ২২২

♦ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবন জামা'আ, *আল-মানহালুর রবী ফী মুখতাসারি 'উলূমিল হাদীসিন নাবাবী* (দামেশ্‌ক : দারুল ফিকর, ১৪০৬হি.), পৃ. ১১৪

♦ আবুল ফাযল, আহমাদ ইবন 'আলী ইবন হাজার, আল-আসক্বালানী, *নুযহাতুন নাযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতুল ফিকার* (রিয়াদঃ মাতবা'আতু সাফীর, ১৪২২হি.), পৃ. ২৩৯ অপর পৃ. দ্র.

মতানুসারেই তিনি তাবি‘ঈ প্রমাণিত হবেন। এব্যাপারে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। মুল্লা ‘আলী ক্বারী(র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত প্রমাণিত আছে, তবে সাহাবীদের থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন কিনা তা’ নিয়ে মতভেদ আছে। নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনি সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫২]

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর সাহাবীদের(রা.) সাথে সাক্ষাত :

তিনি হযরত আনাস(রা.)কে কয়েকবার দেখেছিলেন, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত আছে। এব্যাপারে যারা সমর্থন ব্যক্ত করেছেন তারা হলেন,

১.বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন সা‘দ। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) হযরত আনাস(রা.)কে কয়েকবার দেখেছেন।[৫৩]

২.ইমাম দারাক্বুতনী। হামযা আস-সাহমী বলেন, আমি ইমাম দারাক্বুতনীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেন নি তবে তিনি হযরত আনাস(রা.)কে সচক্ষে দর্শন করেছেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেন নি।[৫৪]

৩.ইমাম আবূ মি‘শার আব্দুল কারীম বিন আব্দুস সামাদ আত-তাবারী, আল-মুক্বরী, আশ-শাফি‘ঈ।[৫৫]

৪.আবূ নু‘আইম আল-আসবাহানী।[৫৬]

৫.ইবন আব্দিল বার। তিনি ইবন সা‘দের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

৬.খতীব বাগদাদী। তিনি বলেন, আবূ হানীফা হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৫৮]

৭.আবুল ফারাজ, ইবনুল জাওযী। তিনি বলেন, আবূ হানীফা(র.) কোন সাহাবী থেকে হাদীস শুনেন নি,

---

পূর্বের পৃষ্ঠার পর-

- ♦ আল-‘ইরাকী, *আত-তাক্বয়ীদ ওয়াল ঈদ্বাহ শারহু মুক্বাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৮৯হি.), পৃ. ৩২০
- ♦ শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দুর রহমান, আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ শারহু আলফিয়াতিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪০৩হি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৫
- ♦ আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাক্বরীবিন নাওয়াবী* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ২৩৪
- ♦ রদ্বিউদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, আল-হানাফী, *ক্বাফ্বুল আছার ফী সাফওয়াতি ‘উলূমিল আছার* (হালাব[এলেপ্পো]: সিরিয়া : মাকতাবুল মাতবূ‘আতিল ইসলামিয়া, ১৪০৮হি.), পৃ. ৯১
- ♦ ছানাউল্লাহ যাহিদী, *আল-ফুসূল ফী মুসতালাহি হাদীসির রসূল* (সাদিকআবাদ : পাকিস্তান : আল-জামি‘আতুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ৫
- ♦ মুহাম্মাদ খালাফ সালামা, *লিসানুল মুহাদ্দিসীন* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২,পৃ. ১৯৬

৫২. যফার আহমাদ ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬

৫৩. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, খ. ১৬৮

৫৪. আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৮ হি.), পৃ.২৪

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২২

৫৬. মাওলানা ‘আশিক ইলাহী, বারনী, *হাশিয়া আল-খইরাতুল হিসান* (দেওবন্দঃ ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ.৪৩

৫৭. আবূ ‘উমার, ইউসূফ ইবন ‘আব্দিল্লাহ, ইবন ‘আব্দিল বার, আন-নামিরী, *জামি‘উ বায়ানিল ‘ইল্মি ওয়া ফাদ্বলিহি*, ি ি ি .ধৰ্ষঁহহধ য.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৯৩

৫৮. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩২৪

শুধু হযরত আনাস ইবন মালিক(র.)কে সচক্ষে দর্শন করেছেন।[৫৯]
৮.ইমাম সাম'আনী। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৬০]
৯.হাফিয আব্দুল গণী আল-মাক্বদিসী। তিনি বলেন, ইমাম সাহিব হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৬১]
১০.সিবত ইবনুল জাওযী।
১১.ফাযলুল্লাহ আত-তূরবিশতী।[৬২]
১২.ইমাম মুহিউদ্দীন আন-নাবাবী। তিনি খতীব বাগদাদীর বর্ণনা সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছেন ইমাম আবূ হানীফা হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৬৩]
১৩.ইমাম জাযারী।
১৪.ইমাম ইয়াফিয়ী'।[৬৪]
১৫.হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যী। তিনি বলেন, ইমাম আ'যম আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৬৫]
১৬. ইমাম যাহাবী। তিনি ইমাম আ'যমের হযরত আনাস(রা.)কে দেখা প্রমাণ করেছেন।[৬৬]
১৭.হাফিয ইবন কাছীর। তিনি আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় বলেন, ইমাম আবূ হানীফা সাহাবাদের যুগ পেয়েছিলেন এবং হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন। বলা হয়ে থাকে তিনি আরও কয়েকজনকে দেখেছেন। কতক মুহাদ্দিস বলেন, তিনি সাতজন সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহই অধিক অবগত।[৬৭]
১৮ হাফিয যাইনুদ্দীন আল-'ইরাক্বী।[৬৮]
১৯.হাফিয ওয়ালীউদ্দীন ইবন যাইনুদ্দীন আল-'ইরাক্বী। তিনি তাঁর ফাতওয়ায় বলেন, ইমাম আ'যম হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন।[৬৯]
২০. ইমাম সিরাজুদ্দীন বুলক্বীনী।[৭০]
২১.হাফিয ইবন হাজার আল-আসক্বালানী।[৭১]

---

৫৯. ইবনুল জাওযী, *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়া* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১৪০৩হি.), খ. ১, পৃ. ১৩৬
৬০. আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭
৬১. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৬২. মাওলানা আশিক ইলাহী বারনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৬৩. আল-ইমাম আন-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৭৯২
৬৪. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮
৬৫. আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪১৮
৬৬. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭
৬৭. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৪
৬৮. মাওলানা আশিক ইলাহী বারনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৬৯. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪
৭০. যফার আহমাদ 'উছমানী, *ক্বাওয়াইদ ফী 'উলূমিল হাদীস* (করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, ১৪১৪হি.), পৃ. ৩০৭
৭১. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২২.হাফিয ইবনুল ওয়াযীর আল-ইয়ামানী। তিনি বলেন, ইমাম আ'যম কৈশোরে হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছিলেন।[৭২]
২৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আইনী।[৭৩]
২৪.আল্লামা আহমাদ আল-ক্বাসতাল্লানী।[৭৪]
২৫.আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী।[৭৫]
২৬.আল্লামা আযনীক্বী।[৭৬]
২৭.ইমাম ইবন হাজার আল-হাইতামী, আল-মাক্কী, আশ-শাফি'ঈ।[৭৭]
২৮.ইমাম 'আলী আল-ক্বারী।[৭৮]

ইমাম ইবন হাজার আল-হাইতামী(র.) 'আল-খাইরাতুল হিসানে' হযরত আনাস(রা.) ব্যাতীত আরও ১৬ জন সাহাবীর(রা.) উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে ইমাম আবূ হানীফা(র.) দেখেছেন ও তাদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁরা হলেন,
১.হযরত 'আমর ইবন হুরাইছ(রা., মৃ.৮৫বা ৯৮হি.)।
২. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস আল-জুহানী(রা., মৃ.৫৪হি. বা ৯৪হি.এর পরে)।
৩. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায আয-যুবাইদী(রা., মৃ.৮৬হি.)।
৪. হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা., মৃ.৭৯হি.)।
৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা(রা., মৃ.৮৫ বা ৮৭হি.)।
৬. হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা'(রা., মৃ.৮৩ বা ৮৫হি.)।
৭. হযরত মা'ক্বিল ইবন ইয়াসার(রা., মৃ.৬০ বা ৬৭ বা ৭০হি.)।
৮. হযরত আবুত তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিলা(রা., মৃ.১০২হি.)। ইনি সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী সাহাবী।
৯. হযরত 'আইশা বিনতু 'উজরুদ(রা., মৃ.?)।
১০.হযরত সাহল ইবন সা'দ(রা., মৃ.৮৮হি. বা এর পরে)।
১১. হযরত সাইব ইবন খল্লাদ বিন সুআইদ(রা., মৃ.৯১হি.)।
১২. হযরত সাইব ইবন ইয়াযীদ বিন সা'ঈদ(রা., মৃ.৯১,৯২ বা ৯৪হি.)।
১৩. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন বুসরা(রা., মৃ.৯৬হি.)।
১৪. হযরত মাহমূদ ইবনুর রবী'(রা., মৃ.৯৯হি.)।
১৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফার(রা., মৃ.৮০হি.)।
১৬. হযরত আবূ উমামা(রা., মৃ.৮১হি.)।

---

৭২. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ, আন-নু'মানী (মাওলানা, প্রফেসর), *ইমাম আবূ হানীফা কী তাবি'ইয়্যাত আওর সাহাবা সে উন কী রিওয়ায়াত*, (করাচী : রহীম একাডেমী, তা. বি.), পৃ. ২৭-২৮
৭৩. যফার আহমাদ 'উছমানী, *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৭৫. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৭৬. যফার আহমাদ 'উছমানী, *ক্বাওয়াইদ ফী 'উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৭
৭৭. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৭৮. যফার আহমাদ 'উছমানী, *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

এদের মধ্যে যারা ৮০হিজরীর আগে বা পর পর ইন্তিকাল করেছেন তাদের সাথে সাক্ষাত বা রিওয়ায়াতের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এর জওয়াব হল, ভিন্ন মতে ইমাম সাহিবের জন্ম ৬১ বা ৭০হিজরীতে,এটা ধরলে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তাছাড়া বাল্যকালের রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।[৭৯]

ইমাম ইবন আবিল 'আওওয়াম(র.) যে সম্ভাব্য সাক্ষাত প্রাপ্ত সাহাবীদের তালিকা প্রদান করেছেন তা' হলো,

১.হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা'(রা., মৃ.৮৩ বা ৮৫হি.)।

২.হযরত 'উমার ইবন আবী সালামা(রা., মৃ.৮৩হি.)।

৩.হযরত 'আমর ইবন হুরাইছ(রা., মৃ.৮৫হি.)।

৪.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায আয-যুবাইদী(রা., মৃ.৮৬হি.)।

৫.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা(রা., মৃ.৮৬হি.)।

৬. হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী(রা., মৃ.৮৬হি.)।

৭.হযরত 'উবাইদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস ইবন 'আব্দিল মুত্তালিব(রা., মৃ.৮৭হি.)।

৮.হযরত মিক্বদাম ইবন মা'দিকারাব(রা., মৃ.৮৭হি.)।

৯.হযরত 'উতবা ইবন 'আব্দিস সালমা(রা., ৮৭হি.)।

১০.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন বুসর আল-মাযিনী(রা., মৃ.৮৮হি.)।

১১.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন ছা'লাবা ইবন সা'ঈর আয-যুহরী(র.)।

১২.হযরত সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ঈদী(রা., মৃ.৯১হি.)।

১৩.হযরত সাইব ইবন ইয়াযীদ আল-কিন্দী(রা., মৃ.৯১হি.)।

১৪.হযরত আনাস ইবন মালিক(রা., মৃ.৯০-৯১-৯২-৯৩হি.)

১৫.হযরত আবূ উমামা ইবন সাহল ইবন হুনাইফ(রা., মৃ.১০০হি.)।

১৬.হযরত আবুত তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিলা(রা., মৃ.১০১হি.)।

১৭.হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন আব্দিল ক্বারী(রা., মৃ.৮১হি.)।[৮০]

মাওলানা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ নু'মানী 'ইমাম আবূ হানীফা কী তাবি'ইয়্যাত আওর সাহাবা সে উন কী রিওয়ায়াত' কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে ৩০জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যারা ইমাম আ'যমের সময়কালে জীবিত ছিলেন।[৮১]

হাফিয ইবন হাজার আল-'আসক্বালানী(র.)'তাঁর ফাতাওয়া'য় বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) হযরত আনাস(রা.) ছাড়া আর চার জন সাহাবীর(রা.) সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন, ১.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা(রা.), ২.হযরত সাহল ইবন সা'দ(রা.), ৩.হযরত 'উবাইদুল্লাহ ইবন উনাইস(রা.), ৪.হযরত 'আমর ইবন হুরাইছ(রা.)।

আল্লামা সুয়ূতী(র.) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) সাত জন সাহাবীর(রা.) সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন, ১. হযরত আনাস ইবন মালিক(রা.), ২. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস(রা.), ৩. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায আয-যুবাইদী(রা.), ৪. হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা.),

---

৭৯. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৮

♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯-৬০

৮০. ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২২-২৩২

৮১. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-৫৮

৫. হযরত মা'ক্বিল ইবন ইয়াসার(রা.), ৬. হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা'(রা.) ও ৭. হযরত 'আইশা বিনতু 'উজরুদ(রা.)।[৮২]

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর সাহাবীদের(রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা :

তিনি কতিপয় সাহাবী(রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসসমূহ নিয়ে অনেকে স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন,

১. ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন হারূন আল-হাদরামী, আল-বা'রানী(র., মৃ.৩২১হি.)। তিনি বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী(র.)এর উস্তাদ ছিলেন। খতীব বাগদাদী তার জীবনী সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তার সে রিওয়ায়াতসমূহ হাফিয ইবন হাজার আসক্বালানীর 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস' ও হাফিয ইবন তূলূনের 'আল-ফিহরিস্ত আল-আওসাত'এ উল্লেখ আছে।

২. ইমাম আবুল হুসাইন 'আলী ইবন আহমাদ ইবন 'ঈসা আল-নাহ্ফাক্বী(র., মৃ.?)। তার সে রিওয়ায়াতসমূহ হাফিয ইবন হাজার আসক্বালানীর 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস', হাফিয ইবন তূলূনের 'আল-ফিহরিস্ত আল-আওসাত' ও ইমাম মুহাম্মাদ আল-খাওয়ারিযমীর 'জামি'উল মাসানীদে' উল্লেখ আছে।

৩. ইমাম আবূ বাকর 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আস-সারাখসী(র., মৃ.৪৩৯হি.)। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ছিলেন। সাদরুল আইম্মা মুয়াফ্ফাক্ব ইবন আহমাদ মাক্কী 'মানাক্বিবুল ইমামিল আ'যম', সিবত ইবনুল জাওযী 'আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ' ও হাফিয আবূ মূসা আল-মাদীনী 'যাইলু মা'রিফাতিস সাহাবা' কিতাবে সারাখসীর রিওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন।

৪. হাফিয আবূ সা'দ ইসমা'ঈল ইবন 'আলী আস-সাম্মান(র., মৃ.৪৪৩হি.)। তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও ফক্বীহ ছিলেন। ইমাম যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' তার জীবনী উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আল-খাওয়ারিযমী 'জামি'উল মাসানীদ' ও ইমাম আবূ মি'শার আল-মুক্বরী তার পুস্তিকায় হাফিয আবূ সা'দের রিওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন।[৮৩]

৫. ইমাম আবূ মি'শার 'আব্দুল কারীম ইবন 'আব্দিস সামাদ আত-ত্ববারী, আল-মুক্বরী, আশ-শাফি'ঈ(র., মৃ.৪৭৮হি.)। তিনি বিখ্যাত শাফি'ঈ মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম আ'যমের সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতকৃত হাদীসগুলো একটি পুস্তিকায় একত্রিত করেছেন।[৮৪]

৬. ইমাম 'আব্দুল ক্বাদির ইবন আবিল ওয়াফা আল-ক্বুরাশী, আল-হানাফী, আল-মিসরী(র., মৃ.৭৭৫হি.)। তিনি প্রথম হানাফীদের ত্বাবাকাতের উপর কিতাব রচনা করেন। ইমাম সুয়ূতী(র.) 'হুসনুল মুহাদারা'য় ও হাফিয ইবন হাজার 'আল-মাজমাউল মুআস্সাসে' তাঁর জীবনী উল্লেখ পূর্বক তাঁর প্রশংসা করেছেন। আল-ক্বুরাশী বলেন, ''যেসব সাহাবী থেকে ইমাম আ'যম হাদীস শুনেছেন তাঁরা হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস, 'আব্দুল্লাহ ইবন জায আয-যুবাইদী, আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ, মা'ক্বিল ইবন ইয়াসার, ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা', 'আইশা বিনতু 'উজরুদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা 'আনহুম। আমি খতীব বাগদাদীর বরাতে উল্লেখ করেছি যে তিনি আনাস ইবন মালিককে

---

৮২. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

৮৩. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৮

৮৪. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

দেখেছেন। যারা বলে যে তিনি আনাস(রা)কে দেখেন নি তাদের বক্তব্য খন্ডন করে উপযুক্ত জওয়াব দিয়েছি। আল-হামদু লিল্লাহ।"[৮৫]

এছাড়া ইমাম আ'যম(র.)এর সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত যারা প্রামাণ্য বলেছেন তাদের কয়েকজন হলেন,
১. ইমামুল জার্হি ওয়াত তা'দীল, ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন(র.)। তিনি সাহাবিয়া হযরত 'আইশা বিনতু উজরুদ থেকে ইমাম আ'যমের রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন। সে হাদীসের ব্যাপারে সামনে আলোচনা হবে।

২. ইমাম ইবন 'আব্দিল বার, আন-নামিরী, আল-মালিকী(র.)। তিনি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায আয-যুবাইদী(রা.) থেকে ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন। হাদীসটি সামনে আসবে।

৩. ইমাম আবুল মুআয়্যাদ মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আল-খাওয়ারিয্মী(র.)। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এটা তাঁর একক ফযীলাত ও কৃতিত্ব, এতে তাঁর পরবর্তী কোন মাযহাবের ইমাম তাঁর সাথে শরীক নয়। আলিমগণ এব্যাপারে একমত যদিও কতজন সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাতে মতভেদ আছে।[৮৬]

আল্লামা যফার আহমাদ থানবী(র.) বলেন, এখানে 'আলিমগণ বলতে হানাফী 'আলিম উদ্দেশ্য, আর একমত বলতে অধিকাংশের মতৈক্য বুঝানো হয়েছে। আর এতে সন্দেহ নেই যে বাড়ির মালিকই তার ঘরের সামগ্রী সম্পর্কে অধিক অবগত।[৮৭]

৪. হাফিয ইবন হাজার আল-আসক্বালানী(র.)। তিনি 'তাঁর ফাতাওয়া'য় বলেন, আবূ হানীফার কূফায় বসবাসকারী এক জামাত সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভ হয়েছিল। সে হিসেবে তিনি তাবি'ঈ। কিন্তু তার সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতকৃত হাদীসগুলো কেউ কেউ একত্রিত করেছেন, যেগুলোর সব সনদেই দুর্বলতা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য কথা হলো তিনি সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন ইমামের এ সৌভাগ্য হয় নি(জন্মগ্রহণ পরে হওয়ায়)। তারা হলেন, সিরিয়ার আউযা'ঈ, বসরার দুই হাম্মাদ, কুফার সুফয়ান সাওরী, মাদীনার মালিক, মক্কার মুসলিম ইবন খালিদ আয-যানজী, মিসরের লাইছ ইবন সা'দ। ইমাম সুয়ূতী বলেন, তিনি যে বলেছেন সব সনদে দুর্বলতা আছে, এর অর্থ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। সব বাতিল বা মাওযু নয়।[৮৮]

৫. আল্লামা বাদরুদ্দীন আল-'আইনী(র.)। তিনি ইমাম আবূ হানীফা(র.) যেসব সাহাবীর(রা.) সাক্ষাত

---

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

♦ আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল ক্বাদির ইবন মুহাম্মাদ, আল-কুরাশী, আল-হানাফী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যাহ্ ফী ত্বাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ্* (মিসর : মাত্বা'আতু ঈসা আল-হালাবী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৮

৮৬. আবুল মুআয়্যাদ, মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ, আল-খাওয়ারিয্মী, *জামি'উল মাসানীদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২২

৮৭. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

♦ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, আস-সালিহী, আশ-শাফি'ঈ, *'উকূদুল জুমান ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাতান নু'মান* (সাম্মানিয়া : মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুল ঈমান, তা. বি.), পৃ. ৫০

♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

লাভ করেছেন তাদের থেকে হাদীস শ্রবণও প্রমাণ করেছেন।[৮৯]

৬. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী আশ-শাফি'ঈ(র.)। তিনি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাফিয ইবন হাজারের ফাতওয়া উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন যে ইমাম আবূ হানীফার সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতকৃত হাদীস সমূহ বাতিল নয় বরং বর্ণনাযোগ্য যঈফ। ইমাম আবূ মি'শার 'আব্দুল কারীম আল-মুক্বরী আশ-শাফি'ঈ তার পুস্তিকায় ইমাম আবূ হানীফার সাহাবীদের থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী 'তাবয়ীদুস সহীফা'য় সেসব হাদীস একটি একটি করে উল্লেখ করে এসবের সনদগত মান ও আলোচনা পেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে হাদীসগুলো যঈফ, বাতিল নয়। অতএব যারা বলে যে ইমাম আ'যমের সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহের প্রতিটি সনদে কায্যাব(চরম মিথ্যাচারী) রয়েছে তাদের সে উক্তি অতিশয়োক্তি ও অনর্থক ধৃষ্টতা প্রদর্শনমাত্র।[৯০]

৭. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী, আদ-দিমাশক্বী, আশ–শাফি'ঈ(র.)। তিনি 'উকূদুল জুমানে' হাফিয ইবন হাজার আল-আসক্বালানীর 'ফাতওয়া' উল্লেখ করে ইমাম আ'যমের সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতের ব্যাপারে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।[৯১]

৮. ইমাম ইবন হাজার আল-হাইতামী আল-মাক্কী আশ-শাফি'ঈ(র.)। তিনি সাহাবীদের থেকে ইমাম আ'যমের রিওয়ায়াতের সম্ভাবনার প্রামাণ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৯২]

৯. ইমাম মুল্লা 'আলী আল-ক্বারী(র.)। তিনি 'সানাদুল আনাম শারহু মুসনাদিল ইমাম' কিতাবে ইমাম আ'যমের সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহের সনদগত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সর্ব বিচারে নির্ভরযোগ্য কথা হলো সাহাবীদের থেকে তাঁর শ্রবণ ও রিওয়ায়াত প্রামাণ্য।[৯৩]

১০. বিখ্যাত শাফি'ঈ 'আলিম ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী।
তিনি তার পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ 'মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন' এ দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত আনাস, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা ও হযরত 'আমর ইবন হুরাইছ(রা.)এর সাথে ইমাম আ'যমের সাক্ষাত এবং হযরত আবুত তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিলা(রা.) থেকে তার রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন।[৯৪]

যারা সাহাবীদের থেকে ইমাম আ'যমের রিওয়ায়াত প্রমাণিত নয় বলেছেন, তাদের কয়েকজন হলেন :
১. ইমাম দারাকুতনী। ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে তিনি হযরত আনাস(রা.)কে দেখা প্রমাণ করেছেন, সেসূত্রেই আছে তিনি বলেন যে, আবূ হানীফা কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেননি। হযরত আনাস (রা.) থেকে কিছু শোনেন নি। ইমাম দারাকুতনীর ইমাম আ'যমের ব্যাপারে কোন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য

---

৮৯. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯-১১

♦ প্রাগুক্ত, *ক্বাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৯০. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

♦ যফার আহমাদ 'উছমানী, *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

♦ মাওলানা 'আশিক ইলাহী বারনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৯১. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৯২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫০

৯৩. যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৯৪. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫১

নয়, এটা সর্বজন বিদিত সত্য। তিনি স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফাকে তার সুনানে য'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন?![৯৫]

২. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ যাহাবী(র.)। তিনি বলেন, ইমাম সাহিব হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন, কিন্তু কোন সাহাবী থেকে তার একটি হরফ শুনাও প্রমাণিত হয়নি। তার দাবীর অসারতা সামনে আলোচনা করা হবে।[৯৬]

৩. ইমাম ইবন হাজার হাইতামীর সূত্রে অজ্ঞাত পরিচয় এক মুহাদ্দিস। তিনি বলেন, কিছু বিশিষ্ট হাদীসশাস্ত্রবিদের সিদ্ধান্ত হলো ইমাম আবূ হানীফা কোন সাহাবী থেকে কিছু শুনেন নি। তারা অনেক দলীল পেশ করে থাকেন। একটি দলীল হলো, ইমাম আ'যমের বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইবন মুবারক, 'আব্দুর রায্যাক তারা কেউ তাদের রচনায় ইমামের সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন নি। যদি সেসব রিওয়ায়াত প্রমাণ্য হতো তাহলে তারা সেগুলো উল্লেখ করতেন, কারণ মুহাদ্দিসদের নিকট উচ্চ সনদ বর্ণনা গৌরব ও সম্মানের বিষয়। আসলে সেসব রিওয়ায়াতের প্রতিটিতে কায্যাব রাবী ও অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা যে হযরত আনাস ও কিছু সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন তা সত্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আরেকটি কারণ হলো তার কৈশোরকাল পর্যন্ত সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন। তিনি কৈশোর ও যৌবনে ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন, ব্যাপকভাবে 'ইলমী চর্চায় লিপ্ত হননি। ইমাম শা'বীর ইঙ্গিতে যৌবনের শুরুতে তিনি 'ইলমে মনোনিবেশ করেন। তাই সাহাবীদের থেকে তার রিওয়ায়াত করা হয়ে উঠেনি। এবিষয়ে আশাকরি সকলে একমত হবেন। সেই মুহাদ্দিসের বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হলো।

তার বক্তব্যকে খন্ডন করে ইমাম ইবন হাজার হাইতামী ও মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন, সবাই যেহেতু ইমাম আ'যমের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত মেনে নিয়েছেন সে হিসেবে তার শ্রবণও উসূল মোতাবেক গ্রহণীয়। তার মতো 'ইলমপিপাসু ব্যক্তি কূফার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করেন নি এটা কি করে সম্ভব?! সাক্ষাত করেছেন অথচ হাদীস শ্রবণ করেননি এটাও কি সম্ভব?! যারা হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছেন প্রমাণ করেন অথচ তার থেকে শ্রবণ অস্বীকার করেন, তিনি সাহাবীদের সময় পেয়েছেন প্রমাণ করেন অথচ তাদের সাথে সাক্ষাত ও শ্রবণ অস্বীকার করেন তাদের এ অস্বীকৃতি ধোপে টেকে না। কারণ ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যদের উসূল মতো সমসাময়িক হওয়া ও সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকাকেই হাদীস শ্রবণ করেছেন বলে ধরা হয়। সে হিসেবে ইমাম আ'যমের রিওয়ায়াত করা সহীহ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তাদের অস্বীকৃতি বাস্তবতার বিপরীত। এ যুক্তিও ঠিক নয় যে অমুক অমুক মুহাদ্দিস শ্রবণ ও সাক্ষাত প্রমাণ করেননি, তাদের কিতাবে লেখেন নি। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন, ইবন 'আব্দিল বার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ 'আলিম ইমাম আ'যমের সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী প্রতিটি হাদীস আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন সামগ্রিকভাবে রিওয়ায়াতগুলো গ্রহণযোগ্য। সামনে প্রমাণ হবে যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ(র.) ইমাম আ'যমের এ দু'জন বিশিষ্ট সাগরিদও সাহাবী থেকে তাঁর রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন। ফলে সব সংশয়ই বিদূরিত হবে। ইমাম কারদারী 'মানাক্বিবু আবী হানীফা'য়(পৃ.২৫) বলেন, মোট কথা একদল মুহাদ্দিস ইমাম আ'যমের সাহাবাদের সাথে সাক্ষাত ও রিওয়ায়াত অস্বীকার করেন,

---

৯৫. আবুল হাসান, 'আলী ইবন 'উমার, আদ-দারাকুতনী(আল-ইমাম), *আস-সুনান* (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬হি.), খ.১,পৃ.৩২৩

৯৬. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯১

আর হানাফিগণ সহীহ-হাসান সনদে তা' প্রমাণ করেন। তারা অন্যদের থেকে ইমাম আ'যমের অবস্থা অধিক অবগত। প্রমাণ করা, অস্বীকৃতি অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়।[৯৭]

৪. ইমাম মুহাম্মাদ আবূ যাহরা(র.)। তিনি উপরিউক্ত অজ্ঞাত পরিচয় মুহাদ্দিসের মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইমাম আ'যমের সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াত অপ্রমাণিত বলেছেন। এর জবাবও উপরের মতই।[৯৮]

নিচে আমরা ইমাম আ'যম(র.)এর সাহাবা থেকে রিওয়ায়াতকৃত কিছু হাদীস নিয়ে আলোচনা করছি :

১. মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ইবন সা'দ বলেন, মুয়াফ্ফাক্ব সাইফ ইবন জাবির কাযী ওয়াসিত(ওয়াসিতের বিচারক) বলেছেন যে আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি যে হযরত আনাস ইবন মালিক(রা.) কূফায় এসে নাখয়' গোত্রে অবস্থান করলেন। তিনি লাল খিযাব(মেহেদী) ব্যবহার করতেন। আমি তাকে কয়েকবার দেখেছি।

এখানে 'তিনি লাল খিযাব(মেহেদী) ব্যবহার করতেন' মাওকূফ ফি'লী হাদীস (সাহাবীকর্তৃক কার্যগত বর্ণনা)। হাদীসের একজন সাধারণ ছাত্রও তা' জানে। এ ধরনের মাওকূফ বর্ণনা দিয়েও রিওয়ায়াত সাবিত(প্রমাণ) হয়ে যায়। ইমাম যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' একে সহীহ, ইবন হাজার 'তার ফাতওয়া'য় 'লা বা'সা বিহী'(সমস্যা নেই) বলেছেন, তারপরও ইমাম যাহাবী 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'য় বলেন ইমাম আ'যমের সাহাবা থেকে এক হরফ বর্ণনা প্রমাণ নেই, ইবন হাজার 'তার ফাতওয়া'য় বলেন সব সনদে দুর্বলতা আছে, এটা তাদের মর্যাদা পরিপন্থী বক্তব্য নয়কি?![৯৯]

২. হাফিয আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আল-জা'আবী(র., মৃ.৩৫৫হি.) 'আল-ইনতিসার লিমাযহাবি আবী হানীফা' কিতাবে উল্লেখ করেন, আবূ 'আলী 'উবায়দুল্লাহ ইবন জা'ফার আর-রাযী 'আবূ হানীফার হাদীস সম্বলিত একটি কিতাব' থেকে আমাকে হাদীস শুনান, তিনি বলেন, আমার আব্বা (জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ) মুহাম্মাদ ইবন সামা'আ থেকে আমাদের হাদীস শুনান যে মুহাম্মাদ ইবন সামা'আ আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, আমি ৯৬ হিজরীতে ১৬ বৎসর বয়সে আব্বার সাথে হজ্বে গমণ করি। মাসজিদে হারামে এক শাইখের চতুর্দিকে লোক সমাগম দেখে আব্বাকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তিনি উত্তর দেন, তিনি হলেন নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী, যার নাম হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায আয-যুবাইদী। আমি বললাম, এত লোকজন কেন? তিনি বললেন, তারা তাঁর কাছ থেকে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনতে এসেছে। আমি বললাম, আব্বা! লোকজনকে ঠেলে আমাকে অগ্রসর করিয়ে দিন, আমি তাঁর থেকে হাদীস শুনব। তিনি আমাকে লোক ঠেলে এগিয়ে দিলেন, আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে শুনতে পেলাম তিনি বলছিলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে দ্বীনের বুঝ হাসিল করবে তার সমস্যা সমাধানে আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে

---

৯৭. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

৯৮. আল-ইমাম আবূ যাহ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৯৯. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০ ও ৮৮

যাবেন এবং তিনি তাকে তার ধারনাতীত জায়গা থেকে রুজির ব্যবস্থা করে দিবেন।[১০০]
এই হাদীসের সব রাবী নির্ভরযোগ্য। সনদের মান অতি উঁচু। রাবীগণ হলেন,
(১) হাফিয আবূ বাকর জা'আবী, হাফিয যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' তাকে 'ইমাম', 'হাফিযুল হাদীস' গণ্য করেছেন।
(২) আবূ 'আলী 'উবাইদুল্লাহ ইবন জা'ফার আর-রাযী, খতীব বাগদাদী 'তারীখু বাগদাদদে' তার বিস্ত-ারিত জীবনী আলোচনা করেছেন, তাকে ছিকা(নির্ভরযোগ্য) বলেছেন।
(৩) জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ আর-রাযী, তিনি 'উবাইদুল্লাহ'র পিতা ও ইবন আবী হাতিমের উস্তাদ ছিলেন, তিনি 'কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল'এ তাকে সদূক্ব(সত্যবাদী) বলেছেন।
(৪) মুহাম্মাদ ইবন সামা'আ, ইবন হাজার আসক্বালানী 'তাহযীবুত তাহযীবে' তাকে হাফিয, ছিকা(নির্ভরযোগ্য) বলেছেন।
(৫) ইমাম আবূ ইউসুফ। তিনি ইমাম আ'যমের শাগরেদ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস,ফক্বীহ, প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। হাফিয যাহাবীর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' ও 'সিয়ারে' তাঁর আলোচনা দেখুন।
ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে শুধু মুহাম্মাদ ইবন সামা'আ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার কিছু শাগরিদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে কাযযাবও(মিথ্যাবাদী) রয়েছে ; যেমন-আহমাদ ইবনুস সালত আল-হাম্মানী। অনেকে সব সনদ বিচার না করে কাযযাবের রিওয়ায়াত দেখে ভ্রমে পতিত হয়ে হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য (মাওযু) বলেছেন। অথচ সহীহ সনদ থাকা স্বত্ত্বেও এরূপ মন্তব্য অসতর্কতার আলামত। এ ব্যাপারে যাহাবী, ক্বাসিম ইবন কুতলুবগা, ইবন হাজার হাইতামী প্রমুখেরও পদস্খলন হয়েছে!
সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায(রা.)এর মৃত্যুসন নিয়েও অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে হাদীসটিতে তাসহীফ(পরিবর্তন)এর অভিযোগ এনেছেন। তাদের তালিকায় ক্বাসিম ইবন কুতলুবগা, ইবন হাজার হাইতামী, যফার আহমাদ 'উছমানী/থানবীও রয়েছেন!
সাহাবীর মৃত্যুসন ৮৫/৮৬/৮৭/৮৮/৮৯/৯৯ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য মত হলো ৯৯ হি., যা হাফিয আবূ বাকর জা'আবী ও বুরহানুদ্দীন গযনাবী বর্ণনা করেছেন।[১০১]

৩. সাইয়িদুল হুফ্ফায ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন বলেন,সাহিবুর রায়, ফক্বীহ আবূ হানীফা হযরত 'আইশা বিনতু 'উজরুদকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ''টিড্ডি(পঙ্গপাল) হলো যমিনে আল্লাহর সবচেয়ে বড় বাহিনী, এগুলো আমি খাই না আবার হারামও বলি না।'' ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন হযরত 'আইশা বিনতু 'উজরুদকে সাহাবিয়া গণ্য

---

১০০. মুয়াফ্ফাক্ব ইবন আহমাদ, আল-মাক্কী, *মানাক্বিবুল ইমাম আল-আ'যম* (কোয়েটাঃ পাকিস্তানঃ মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ১৩০৭হি.), পৃ. ২৫
♦ আবূ নু'আইম, *মুসনাদু আবী হানীফা*, ি ি ি.ধষঁহহধ য.পড়স , খ. ১, পৃ. ৩
♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৩, এ কিতাবে সনদ-মতনে কিছু ভুল ছাপা হয়েছে।
♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪ ; তিনি অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন।
♦ আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৩

১০১. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-১০৩
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
♦ যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

করেছেন, অন্যরা তাকে তাবি'ঈ গণ্য করেছেন।[১০২]
মাওলানা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুশ শাহীদ আন-নু'মানী তার ''ইমাম আবূ হানীফা কী তাবি'ইয়্যাত আওর সাহাবা সে উন কী রিওয়ায়াত'' কিতাবে এ হাদীসের উপর আলোচনা করেছেন ও 'আইশা বিনতু 'উজরুদ(রা.)এর সাহাবিয়া হওয়ার বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এজন্য উক্ত কিতাবের ১০৩ পৃ. থেকে ১০৮ পৃ. দেখা যেতে পারে।

৪. ইমাম আ'যম(র.)এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার' এ আছে :
ইমাম আবূ হানীফা বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা আমাদেরকে হাদীস শুনান যে আমি হযরত আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, একদা আমি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সওয়ারীতে কোথাও যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবুদ দারদা! যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল, জান্নাত তার জন্য অবধারিত। আবু দারদা বলেন, আমি বললাম যদি সে যিনা করে, চুরি করে তবুও! নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল, জান্নাত তার জন্য অবধারিত। আবু দারদা বলেন, আমি বললাম যদি সে যিনা করে, চুরি করে তবুও! নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে যিনা করে, চুরি করে তবুও, আর আবুদ দারদার নাক ধুলি ধূসরিত হলেও!(অর্থাৎ যদিও আবুদ দারদার বিষয়টি ভাল না লাগুক)
'আব্দুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা বলেন, যেন আমি আবুদ দারদার তর্জনী দেখতে পাচ্ছি যা দিয়ে তিনি নাকের অগ্রভাগে ইশারা করছেন।[১০৩]
'আল্লামা ইবন 'আবিদীন আশ-শামী তার 'উকূদুল লাআলী ফী আসানীদিল 'আওয়ালী' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী, ইবন হিব্বান, হাফিয ইবন হাজার প্রমুখ হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী হাবীবাকে সাহাবী গণ্য করেছেন।
এ রিওয়ায়াত ও ২নং হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে ইমাম আ'যমের বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদও সাহাবা থেকে তাঁর রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন।

শেষকথা :
পরিশেষে বলা যায় তাবি'ঈ হওয়ার উভয় সংজ্ঞা মতেই তিনি তাবি'ঈ। এক জামাত সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল ও কিছু সাহাবী থেকে তিনি শ্রবণ ও রিওয়ায়াত করেছেন। ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, ''শেষকথা হলো ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাবি'ঈ ছিলেন। যারা এর বিপরীত বলে তারা হিংসা-বিদ্বেষবশত তার মর্যাদা অস্বীকার করে থাকে। আমরা দেখেছি যে, ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার, সুয়ূতী প্রমুখ শাফি'ঈ মাযহাবের হয়েও ইমাম আ'যমের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত-শ্রবণ-রিওয়ায়াত প্রমাণ করেছেন।''[১০৪]

---

১০২. ইবনুল আছীর, *উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, িি ি.ধৎষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ৩, পৃ. ৩৮৫
১০৩. আবূ ইউসুফ, ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম, আল-কাযী(আল-ইমাম), *কিতাবুল আছার* (মিসর : আল-ইসতিক্বামা, ১৩৫৫হি.), পৃ. ১৯৭
♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আশ-শাইবানী(আল-ইমাম), *কিতাবুল আছার* (লক্ষ্মৌ : আনওয়ার মোহাম্মাদী প্রেস, তা. বি.), পৃ.৬৫
১০৪. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা :

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে সে যুগে তাযকিয়া বা তাসাওউফের জন্য আলাদা সাধনা হতো না। সাহাবা বা তাবি'ঊন থেকে তাঁদের শিষ্যগণ কুরআন-হাদীসের 'ইলমের সাথে সাথে যুহদ-'ইবাদাতের আলো লাভ করতেন। ইমাম আ'যমও আলাদা কোন সাধনা করেন নি। তাঁর নফল 'ইবাদাত ও উন্নত চরিত্রই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক। পরবর্তী শিরোনামগুলোতে সেসবেরই আলোকছটা বিচ্ছুরিত হবে। তবে তিনি নবীপরিবার তথা আহলে বাইতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম বাকির, ইমাম জা'ফার সাদিক(রাহিমাহুমাল্লাহ)এর সাথে ভক্তির বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন। ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব মাক্কী 'মানাক্বিবু আবী হানীফা'য় এ সম্পর্কে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ রকম একটি ঘটনা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে। সাধারণ সূফীদের মাঝে প্রচলিত আছে যে তিনি বলতেন ''لولا سنتان لهلك نعمان'' অর্থাৎ যদি না (ইমাম জা'ফার সাদিকের সোহবতে) দু' বৎসর (গত) হতো তাহলে নু'মান(আবূ হানীফা) ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আমরা কোন নির্ভরযোগ্য জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থেই এ ধরনের বক্তব্য দেখতে পাই নি।

চরিত্র :

ইমাম আ'যম(র.) ছিলেন চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রতীক। তাঁর চরিত্র বর্ণনা করেই এক বিরাট কিতাব রচনা সম্ভব। আমরা এখানে তাঁর চরিত্রের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করব।

সবর(ধৈর্য), সাহসিকতা ও তাওয়াক্কুল :

তিনি বড় ধৈর্যশীল ছিলেন। শিখা-শিখানোতে ধৈর্য্যের সাথে লেগে থাকতেন। একটি ঘটনা, বিশর ইবন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি ইবন মুবারককে বলতে শুনেছি যে, আমি ইমাম আ'যম ছাড়া মজলিসে ধৈর্য্য-মুজাহাদার সাথে বসে থাকতে আর কাউকে দেখিনি। আমরা একবার মসজিদে বসা ছিলাম। হঠাৎ ছাদ থেকে একটি সাপ তার কোলে পড়ল। তিনি শুধু কোল ঝেড়ে সাপটি ফেলে দিলেন, তার মাঝে কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। আমরা সবাই ছুটে পালিয়েছিলাম![১০৫]

আবূ মু'আয বলেন, একদা ইমাম আ'যম পাঠদান করছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাকে কড়া ভাষায় গালি দিতে লাগল। তিনি নিশ্চিন্তমনে পাঠ দিতে লাগলেন, তার আলোচনা বন্ধ করলেন না, সাথীদেরকে শান্ত থাকতে বললেন। পাঠ শেষে তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন লোকটিও গালমন্দ করতে করতে তার পিছু নিল। তিনি দরজার নিকট পৌছে বললেন, এটা আমার বাড়ি। তোমার আরও কিছু বলার থাকলে বলে ফেল, মনে কিছু পুষে রেখ না। লোকটি এতে লজ্জা পেয়ে গেল।

একদা এক লোক তাকে গালি-গালাযের এক পর্যায়ে বলে ফেলল, ব্যাটা যিন্দিক(বিধর্মী)! তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি যা বললে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তার বিপরীতটি জানেন।[১০৬]

তাক্বওয়া :

হাসান ইবন সালিহ ইবন হুয়াই বলেন, আবূ হানীফা আল্লাহকে খুব ভয় করতেন, হারামকে হালাল মনে করছেন কিনা এ ব্যাপারে ভয়ে থাকতেন। ইয়াযীদ ইবন হারূনকে কেউ জিজ্ঞেস করল, একজন লোক কখন ফাতওয়া প্রদানের উপযোগী হয় ? তিনি বললেন, যখন সে আবূ হানীফার মত হবে। তখন

১০৫. আয-যাহাবী, *মানাক্বিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি* (হায়দ্রাবাদ : ভারত : লাজনাতু ইহ্ইয়াইল মা'আরিফিন নু'মানিয়া, ১৪১৯হি.), পৃ. ১৮

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১০৬. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

লোকটি বলল, হে আবূ খালিদ! এত কঠিন কথা বলে ফেলেছেন! তিনি বললেন হাঁ, আমি আবূ হানীফার থেকে বড় ফক্বীহ-মুত্তাক্বী আর কাউকে দেখিনি। একদিন দেখতে পেলাম তিনি কোন একলোকের বাড়ির দরজার সামনে রোদে বসে আছেন। আমি বললাম হে আবূ হানীফা! বাড়ির ছায়ায় বসলেই তো ভাল হয়। তিনি উত্তর করলেন, এই বাড়ির মালিক আমার থেকে কিছু দিরহাম ধার নিয়েছিলেন, আমি চাই না যে আমি তার বাড়ির ছায়ায় বসি। ইয়াযীদ ইবন হারূন বললেন, এখন বল, এর থেকে বড় তাক্বওয়া কি আছে?!

ইয়াহ্ইয়া ইবন মাঈন বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-ক্বাত্তানকে বলতে শুনেছি, আমরা আবূ হানীফার কাছে বসতাম, তার থেকে হাদীস শুনতাম। আল্লাহর শপথ! তার চেহারার দিকে তাকালেই বুঝা যেত যে তিনি আল্লাহকে ভয় করেন।[১০৭]

যুহ্দ :

তিনি যুহ্দ তথা কৃচ্ছতায় ছিলেন অতুলনীয়। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি কূফায় এসে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কে সবচেয়ে বড় যাহিদ? তারা উত্তর করল, আবূ হানীফা। তিনি বিশ বৎসর যাবত বাছাই করছিলেন, মাশওয়ারা করছিলেন দোষ-সন্দেহমুক্ত নিখুঁত কোন দাসীটি ক্রয় করবেন! তার থেকে পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারনা যিনি বাদশাহী মাল-প্রলোভন ফিরিয়ে দেন, চাবুক খান, সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারন করেন?! গাইরুল্লাহর কাছে যার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই![১০৮]

হাসান বিন যিয়াদ বলেন, তিনি তার (ব্যবসায়িক)শরীকের কাছে এবলে পণ্য পাঠালেন যে, তাতে দোষযুক্ত কিছু মাল আছে তা' যেন ক্রেতাকে জানিয়ে বিক্রি করা হয়। কিন্তু শরীক তা ভুলে গিয়ে বিক্রি করে ফেললেন। তিনি জানতে পেরে পুরো বিক্রয় মূল্য-যার পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম-সদকা করে দিলেন এবং শরীক থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।[১০৯]

ওয়াক্বী বলেন, ইমাম আ'যম নফসকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞা করেন, যদি কখনও আল্লাহর নামে শপথ করেন তাহলে এক দিরহাম সদকা করবেন। পরে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করায় প্রতিজ্ঞা মত এক দিরহাম সদকা করেন। এরপর প্রতিজ্ঞা করেন, যদি কখনও আল্লাহর নামে শপথ করেন তাহলে এক দিনার সদকা করবেন। তখন থেকে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করলে এক দিনার দান করতেন।[১১০]

ইমাম আ'যমকে বলা হলো, দুনিয়া আপনার পিছু নিয়েছে আর আপনার পরিবার-পরিজনও রয়েছে!(অর্থাৎ আপনার অনেক হাদিয়া-তোহফা আসে, তা' আপনি পরিবারের উপর খরচ না করে শুধু দান করে দেন কেন?) তিনি উত্তর দেন, আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ রয়েছেন। আমার মাসিক খরচ তো দু' দিরহাম মাত্র। তাদের জন্য জমা করে কী লাভ যাদের জন্য জমা করলে জিজ্ঞাসিত হতে হবে, চাই তারা সৎ হোক বা অসৎ ? নিশ্চয় আল্লাহর রিযক সৎ-অসৎ সবার কাছেই সকাল-বিকাল পৌঁছে

---

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

♦ মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯১

১০৮. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪২

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১১০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮

যাবে। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

((وفي السماء رزقكم وما توعدون)) –الذاريات– ٢٢

অর্থ : আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযক ও যা'র ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়ে তা'ও(অর্থাৎ জান্নাত) [১১১]

দিয়ানাত(দ্বীনদারী) :

একবার তার কোন এক ছাত্র তার দাসীকে তার কাছে রেখে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তিনি চার মাস পর ফিরে এসে বললেন, জনাব! দাসীটিকে কেমন পেলেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, মানুষের দ্বীনের হিফাযত করে তার তো নিজেকেও ফিতনা থেকে হিফাযত করা উচিত। আল্লাহর শপথ! তুমি যাওয়ার পর থেকে আসা পর্যন্ত আমি তাকে দেখিইনি। ছাত্র তার দাসীকে ইমাম আ'যমের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিল আমি তার মত লোক দেখিনি, এমন ভাল মানুষের কথা সচরাচর শোনা যায় না। তিনি দিনে রাতে কখনোই ফরয গোসল করেন নি। আমি দিনে তাকে খেতেও দেখিনি। তিনি শেষ রাতে খেয়ে হালকা ঘুমিয়ে নামাযের জন্য চলে যেতেন।[১১২]

আমানাত :

হাকাম ইবন হিশাম আস-সাক্বাফীকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আবূ হানীফার ব্যাপারে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন। বাদশাহ তাকে ধনভান্ডারের চাবি দিয়ে চেয়েছিলেন(অর্থাৎ কাযীর পদ), তা' প্রত্যাখ্যান করলে শাস্তি দিবেন ঘোষণা করলেন। তিনি আল্লাহর শাস্তির পরিবর্তে বাদশাহর শাস্তিকেই গ্রহণ করলেন! লোকটি বলল, আমি অন্য কাউকে আপনার মত এত উত্তমভাবে তার বর্ণনা দিতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আপনি যেমনটি বললেন তিনি তেমনই ছিলেন।

ইমাম ওয়াক্বী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বড় আমানতদার ছিলেন।

ইমাম আবূ নু'আইম ফাদল বিন দুকাইন বলেন, ইমাম আবূ হানীফা উত্তম দ্বীনদার, বড় আমানতদার ছিলেন।[১১৩]

'ইবাদাতনিমগ্নতা :

হাফিয যাহাবী বলেন, ইমাম আবূ হানীফার রাত্রি জাগরণ, তাহাজ্জুদ ও 'ইবাদাতনিমগ্নতার বর্ণনাসমূহ মুতাওয়াতির(অকাট্য) পর্যায়ের। রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে তাকে 'ওয়াতাদ'(কীলক/পেরেক/খুটি) বলা হতো। তিনি ত্রিশ বছর যাবত রাতে এক রাক'আতে কুরআন খতম করতেন। তিনি চল্লিশ বৎসর ধরে 'ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন অর্থাৎ রাত জেগেছেন।[১১৪]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের সামনে এক লোক ইমাম আ'যমের সমালোচনা করছিল। তিনি বললেন, তোমার নাশ হোক! তুমি কি এমন লোকের সমালোচনা করছ যিনি পয়ঁতাল্লিশ বৎসর যাবত

---

১১১. যারিয়াত : ২২
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১১২. প্রাগুক্ত
১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১১৪. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৪

এক অযু দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। যিনি এক রাক'আতে কুরআন খতম করতেন। আমার কাছে যৎসামান্য ফিক্‌হের জ্ঞান আছে তা' তো আমি তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি।

আবূ মুতী' বলেন, আমি রাতের যে অংশেই তাওয়াফের জন্য বাইতুল্লাহতে গিয়েছি তখনই আবূ হানীফা ও সুফয়ান(সাওরী)কে তাওয়াফরত পেয়েছি।

হাসান ইবন 'আম্মারা যখন তাকে জানাযার গোছল দিচ্ছিলেন তখন বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি তো ত্রিশ বৎসর যাবত রোযা রেখেছেন, একাধারে চল্লিশ বৎসর রাতে ঘুমান নি, পরবর্তীদের কষ্টে ফেলেছেন, ক্বারীদের লজ্জায় ফেলেছেন।[১১৫]

মিস'আর ইবন কিদাম বলেন, আমি তাকে দেখেছি তিনি ফজর নামাযের পর 'ইল্‌ম শিক্ষাদানে বসে গেলেন। মাঝখানে নামাযের সময়টুকু বাদে 'ইশা পর্যন্ত দারসে লিপ্ত থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম, ইনি কখন (নফল) 'ইবাদাতে লিপ্ত হবেন, আমি তা অবলোকন করব? 'ইশার পর যখন লোকজন চলে গেল, তিনি পবিত্রতা অর্জন করে নতুন বরের মত মসজিদে আসলেন, ফজর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকলেন। এরপর ঘরে যেয়ে পোশাক পাল্টিয়ে ফজর নামায আদায় করতে আসলেন। আমি মনে মনে বললাম, এক রাতের আমল দেখলাম, আগামী রাতের আমলও দেখব। পরবর্তী রাতে অনুরূপ আমল করলেন। তৃতীয় রাতেও অনুরূপ আমল করতে দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি অবশ্যই তার আমৃত্যু(তার অথবা আমার) সাহচর্য অবলম্বন করব। মিস'আর বলেন, আমি তাকে দিনে খেতে, রাতে ঘুমাতে দেখিনি। তিনি যুহরের আগে সামান্য ঘুমাতেন। আর ইমাম মিস'আর আবূ হানীফার মসজিদে সাজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।[১১৬]

ফাদল ইবন দুকাইন বলেন, আমি তাবি'ঈ ও অন্যান্যদের এক জামাতকে দেখেছি। কিন্তু আবূ হানীফার থেকে উত্তম নামায আদায়কারী আর দেখিনি। তিনি নামাযের আগে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতেন। কেউ বলে উঠত, আল্লাহর শপথ! তিনি তো আল্লাহভীরু। আমি দেখতাম তিনি 'ইবাদাত করতে করতে শুষ্ক মশকের মতো হয়ে যেতেন।[১১৭]

ইমাম আ'যমের এক দাসী বলেন, আমি তাঁকে চেনার পর থেকে রাতে বিছানায় পিঠ লাগাতে দেখিনি। তিনি শুধু গ্রীষ্মকালে যুহর-আসরের মাঝে ও শীতকালে মসজিদে রাতের শুরুতে একটু ঘুমিয়ে নিতেন।[১১৮]

ইবন আবী দাউদ বলেন, আমি মক্কায় থাকা কালে আবূ হানীফার থেকে নামায-তাওয়াফ-ফাতওয়ায় আর কাউকে অধিক মশগুল দেখিনি। তিনি রাতে-দিনে সব সময় আখিরাতের তলবে মশগুল থাকতেন। আমি দশ রাত দেখেছি তিনি ঘুমাননি, দিনেও তাওয়াফ-নামায-শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত হননি।[১১৯]

---

১১৫. প্রাগুক্ত

১১৬. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৬

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

১১৭. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

১১৮. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১১৯. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

রাত্রিজাগরণ :

ইমাম আ'যমের রাতজেগে 'ইবাদাতের ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমদিকে তিনি শেষরাতে 'ইবাদাতে কাটাতেন। তাঁর পুরো রাতজাগরণের কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, অমি একদা তাঁর সাথে হাটছিলাম। দু'জন লোক বলাবলি করছিল, ইনি আবূ হানীফা যিনি রাতে ঘুমান না। এটা তাঁর কানে গেলে তিনি আমাকে বললেন, সুবহানাল্লাহ! দেখ, আল্লাহ আমার ব্যাপারে সুআলোচনা ছড়িয়ে দিয়েছেন অথচ আল্লাহ জানেন যে আমার মাঝে এগুণ নেই! আল্লাহর শপথ! আমি যা করি না তা' আলোচনার সুযোগ লোকদেরকে দিব না(অর্থাৎ আমি এখন থেকে পুরো রাত জাগব)। এরপর থেকে ইমাম আ'যম নামায-দু'আ-রোনাজারিতে রাত কাটাতেন।[১২০]

দানশীলতা :

ফুযাইল ইবন 'ইয়ায বলেন, আবূ হানীফা দানশীলতা, নীরবতা ও 'ইলম-'আলিমের সম্মানদানে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১২১]

ইমাম আবূ হানীফাকে আল্লাহ তা'আলা 'ইলম-'আমল-দানশীলতা-কুরআনী আখলাক দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

তিনি তার সাথী-শিক্ষার্থীদের ইকরাম করতেন, নানা জিনিস দান করতেন। অভাবী শিক্ষার্থীর বিবাহের খরচ বহন করতেন, প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী দান করতেন। তিনি এক শিক্ষার্থীকে জীর্ণ পোশাক পরিধান করতে দেখে তাকে সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। সবাই চলে গেলে তাকে বললেন, জায়নামাযের নিচে যা' আছে তা' দিয়ে সুন্দর পোশাক কিনে পরিধান কর। সে দেখল সেখানে এক হাজার দিরহাম আছে।[১২২]

তিনি প্রতি বৎসর বাগদাদে যে ব্যবসা-পণ্য পাঠাতেন তার লাভ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের জন্য খরচ করতেন। তিনি তাদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র কিনে সেগুলো ও বাকী টাকা তাদের হাতে দিয়ে বলতেন, শুধু আল্লাহর প্রশংসা করুন। আমি আসলে আমার মাল থেকে আপনাদের কিছু দেই নি বরং আল্লাহ তার অনুগ্রহ আমার হাত দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১২৩]

সুফ্য়ান ইবন 'উয়াইনা বলেন, আবূ হানীফা অধিক পরিমাণে সদকা করতেন। যেই তার কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে আসতো তাকেই তিনি কিছু না কিছু দান করতেন। একবার তিনি আমাকে এত পরিমাণ হাদিয়া দিলেন যে আমি অবাক হয়ে তার এক সাথীকে তা জানালাম। তিনি বললেন, সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবাকে যে পরিমাণ হাদিয়া দেন তা দেখলে তো আপনি আরও অবাক হতেন। তিনি প্রত্যেক মুহাদ্দিসকেই বিপুল পরিমাণ দান করেন।[১২৪]

মিস'আর ইবন কিদাম বলেন, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য ফল-পোশাক ইত্যাদি যা কিছু কিনতেন সে পরিমাণ 'উলামা-মাশাইখের জন্যও কিনতেন। আবূ ইউসুফ বলেন, কোন দানগ্রহীতা তাঁর দানের প্রশংসা করলে তিনি চিন্তিত হয়ে বলতেন, আল্লাহর শোকর আদায় করুন, এত আপনারই রুযি

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
♦ ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১২১. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
১২২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬০-৩৬১
১২৩. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬০
১২৪. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

যা' আল্লাহ আপনার কাছে টেনে এনেছেন। আল্লাহ বিশ বৎসর যাবত এভাবে আমাকে ও আমার পরিবারকে পালছেন।[১২৫]

তিলাওয়াতনিমগ্নতা :

ইমাম আবূ হানীফা যেস্থানে তিলাওয়াত করতেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেস্থানে মোট সাত হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। রাতে নামাযে তিলাওয়াতকালে তার কান্নাকাটিতে প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে পড়তো।[১২৬]

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, তিনি প্রতিদিন এক খতম করতেন। রোযার মাস ও 'ঈদের দিন মিলিয়ে বাষট্টি খতম করতেন।

তিনি একরাতে সারারাত এই আয়াত পড়েই কাটিয়ে দেন,

بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر–القمر–٤٦

অর্থ : বরং কিয়ামত হলো তাদের সাথে ওয়াদাকৃত বিষয়। আর কিয়ামত হলো ভয়ানক তিক্ত ব্যাপার।[১২৭]

আরেক রাতে তিলাওয়াত করছিলেন যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন

فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم —الطور–٢٧

অর্থ : আর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ও আমাদেরকে (জাহান্নামের) উত্তপ্ত শাস্তি থেকে রেহাই দিয়েছেন।[১২৮]

বার বার এই আয়াত পাঠে ফজরের আযান দিয়ে দিল।[১২৯]

বিচক্ষণতা :

ইবনুল মুবারক বলেন, আমি তাঁর থেকে বিচক্ষণ আর কাউকে দেখিনি।

ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন, আমি আবূ হানীফা থেকে বিচক্ষণ, উত্তম ও পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি।[১৩০]

একবার খলীফা হারূনুর রশীদের দরবারে আবূ হানীফার কথা আলোচিত হচ্ছিল, খলীফা তাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে বললেন, তিনি আকলের নযরে যা দেখতে পেতেন, অন্যরা চোখের নযরে তা দেখতে পেত না।

'আলী ইবন 'আসিম বলেন, যদি আবূ হানীফার বিচক্ষণতার সাথে অর্ধেক জমিনবাসীর বিচক্ষণতা মাপা হয় তাহলে আবূ হানীফার পাল্লাই ভারী হবে।[১৩১]

---

১২৫. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫

১২৬. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২-১৫

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৪

১২৭. ক্বামার : ৪৬

১২৮. তূর : ২৭

১২৯. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪

♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

১৩১. প্রাগুক্ত

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৩

মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-আনসারী বলেন, আবূ হানীফার বিচক্ষণতা তাঁর চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা ও কাজ-কারবারে ফুটে উঠত।[১৩২]
আবূ বাকর ইবন হুবাইশ বলেন, যদি আবূ হানীফার ও তাঁর যুগের লোকদের বিচক্ষণতা একত্রিত করা হয় তবে তাঁর বিচক্ষণতার পাল্লাই ভারী হবে।[১৩৩]

প্রত্যুৎপন্নমতিতা :

ইমাম আবূ হানীফার উপস্থিতবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিতার অনেক ঘটনা জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফার প্রতি বিদ্বেষপোষণ করে এমন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত/ফাতওয়া কি যে জান্নাতের আশা করে না, জাহান্নামের ভয় করে না, আল্লাহকে ভয় করে না, মৃত ভক্ষণ করে, রুকু-সাজদা ছাড়া সালাত আদায় করে, যা সে দেখে না তার সাক্ষ্য দান করে, সত্যকে অপছন্দ করে, ফিতনা পছন্দ করে, রহমত থেকে পালায়, ইহুদী-খ্রিস্টানদের সত্যায়ন করে। ইমাম আ'যম লোকটিকে বললেন, তুমি এমন ব্যক্তি দেখেছ? সে বলল, না, তবে আমার দৃষ্টিতে এমন লোক সবচেয়ে ঘৃণিত, তাই আপনার কাছ থেকে এব্যাপারে জেনে রাখতে চাচ্ছি। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের মত কি? তারা বললেন, এমন ব্যক্তি নিকৃষ্ট, এগুলো তো কাফিরের সিফত। তিনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, এমন ব্যক্তি খাঁটি আল্লাহর অলী। তিনি লোকটিকে বললেন, আমি যদি সঠিক জবাব দিই তাহলে তুমি আমার মন্দ রটনা থেকে নিজেকে ও ফিরিশতাদের তোমার মন্দ কর্ম লিখানো থেকে বিরত রাখবে? লোকটি বলল, জি, আচ্ছা। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তো জান্নাতের রবের আশা করে, জাহান্নামের রবকে ভয় করে, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না যে ন্যায়বান আল্লাহ তার প্রতি জুলুম করবেন, মৃত ভক্ষণ করে অর্থাৎ মাছ খায়, রুকু-সাজদা ছাড়া সালাত আদায় করে অর্থাৎ জানাযার নামায বা দরুদ পাঠ করে, যা সে দেখে না তার সাক্ষ্য দান করে মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'একথার সাক্ষ্য দেয়, সত্য অপছন্দ করে মানে, সবচেয়ে সত্য যে মৃত্যু তা' অপছন্দ করে আল্লাহর 'ইবাদাতের আশায়, ফিতনা পছন্দ করে মানে, মাল-সন্তানের প্রতি জায়েয মহব্বত রাখে(কারণ কুরআনে মাল-সন্তানকে ফিতনা বলা হয়েছে), রহমত থেকে পালায় মানে বৃষ্টি থেকে পালায়(বৃষ্টিকে কুরআনে রহমত বলা হয়েছে), ইহুদীদেরকে সত্য মনে করে তাদের একথায় যে খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই, খ্রিস্টানদেরকে সত্য মনে করে তাদের একথায় যে ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। এ উত্তর শুনে লোকটি ইমাম আ'যমের কপাল চুম্বন করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যের উপর রয়েছেন।[১৩৪]

একবার ইমাম আবূ ইউসুফ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ইমাম আ'যম বললেন, সে যদি মারা যায় তাহলে জমিনের বুকে তার মত মনীষী আর পাওয়া যাবে না। ইমামের দু'আর বরকতে আবূ ইউসুফ সুস্থ হয়ে নিজে আলাদা ফিকহী মজলিস কায়েম করলেন, লোকজন তার কাছে আসতে লাগল। ইমাম আবূ হানীফার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মজলিসের একজনকে বললেন, তুমি ইয়া'কূবের(আবূ ইউসুফ) মজলিসে যেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, এমন ধোপার ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কি যার কাছে

---

১৩২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪
১৩৩. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭
১৩৪. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

এক লোক দু'দিরহাম দেওয়ার শর্তে একটি কাপড় দিল। পরে কাপড় ফেরত চাইলে সে দিতে অস্বীকার করল। এরপর আবার এসে লোকটি কাপড় ফেরত চাইলে ধোপা তাকে কাপড়টি ধোলাইকৃত অবস্থায় ফেরত দিল, ধোপা কি মজুরী পাবে? যদি সে উত্তর দেয় হ্যাঁ, তাহলে বলবে আপনি ভুল করেছেন, যদি বলে না, তাহলেও বলবে আপনি ভুল করেছেন। লোকটি আবূ ইউসুফের মজলিসে যেয়ে সেই ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে, আবূ ইউসুফ বললেন, হ্যাঁ সে মজুরী পাবে। সে বলল, আপনি ভুল করেছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, না মজুরী পাবে না। সে বলল, আপনি ভুল করেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আবূ হানীফার কাছে ছুটে গেলেন। তিনি তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কি! ধোপার মাসআলা জানতে এসেছ ? তিনি বললেন, জি! ইমাম আ'যম বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে ফাতওয়া দিতে বসে যায়, নিজের জন্য আলাদা মজলিস কায়েম করে আল্লাহর দ্বীনের আলোচনা করে, অথচ তার জ্ঞানের দৌড় হলো সে ইজারার এক মাসআলার উত্তরই ভালভাবে দিতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ বললেন, আমাকে শিখিয়ে দিন! তিনি বললেন, ধোপা যদি কাপড় দিতে অস্বীকৃতির(গসব) পর তা ধোয় তাহলে সে মজুরী পাবে না কারণ সে ক্ষেত্রে তা সে নিজের জন্য ধুয়েছে। আর অস্বীকৃতির আগে ধুয়ে থাকলে মজুরী পাবে কেননা সে ক্ষেত্রে তা সে মালিকের জন্য ধুয়েছে।[১৩৫]

একবার খারিজী নেতা যাহ্হাক ইবন ক্বাইস আল-হারূরী ইমাম আ'যমকে বলল, তুমি দু'শালিস জাইয বলার জন্য তাওবা কর।[১৩৬]
তিনি বললেন, তুমি কি আমার সাথে বিতর্ক করবে না আমাকে হত্যা করবে?! সে বলল, না, বিতর্ক করব। তিনি বললেন, যদি আমাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কে ফয়সালা করবে? সে বলল, তুমি যাকে চাও তাকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত কর। তিনি যাহ্হাকের এক সাথীকে বললেন, তুমি আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে। তারপর যহ্হাককে বললেন, তুমি একে আমাদের মাঝে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিচ্ছ? সে বলল, হা। ইমাম আবূ হানীফা বললেন, তাহলে তুমিও তো দু'শালিস জাইয বলছ! যহ্হাক তর্কে হেরে হতভম্ব হয়ে গেল।[১৩৭]

ইমাম আবূ হানীফাকে ইবন মুবারক জিজ্ঞেস করলেন, গোশতের তরকারীর পাত্রে পাখি পড়ে মারা গেলে কি হুকুম? তিনি সাথীদের বললেন, তোমাদের মত কি? তারা ইবন 'আব্বাস(রা.) থেকে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করলেন যে তিনি বলেছেন, ঝোল ঢেলে গোশত ধুয়ে খেতে হবে। তিনি বললেন, এ হুকুম তরকারী গরম হয়ে ফোটার আগে, ফুটন্ত তরকারীতে পড়লে গোশত ফেলে দিতে হবে। ইবন মুবারক বললেন, কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ফুটন্ত অবস্থায় নাপাকী গোশতের সাথে মিশে যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নাপাকী শুধু গোশতের বাহিরে লাগে। ইবন মুবারক এ উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।[১৩৮]

এক লোক তার কিছু মাল মাটিতে পুঁতে রেখে স্থানটি ভুলে যেয়ে ইমাম আ'যমের কাছে এসে বলল, আমাকে এর সমাধান বলে দিন। তিনি বললেন, এটা তো কোন ফিকহী মাসআলা নয় যে আমি তোমাকে সমাধান জানাব। তবে তুমি এক কাজ কর সারারাত নামায পড়তে থাক তাহলে মনে পড়ে যাবে। লোকটি তাই করল, রাতের এক চতুর্থাংশ না যেতেই তার মনে পড়ে গেল। সে এসে ইমাম আ'যমকে তা জানাল। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম শয়তান তোমাকে সারারাত নামায

---

১৩৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৯

১৩৬. খারিজীরা হযরত 'আলী ও মু'আবিয়া(রা.)এর শালিস নিযুক্তির বিরোধী ছিল। তাদের দাবী ছিল কুরআনই ফয়সালাকারী, এর সাথে মানুষ শালিস হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে না।

১৩৭. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

১৩৮. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

পড়তে দিবে না, তার আগেই মনে পড়ে যাবে। তোমার নাশ হোক! তুমি কেন আল্লাহর শোকর আদায় স্বরূপ বাকী রাত নামাযে কাটালে না?[১৩৯]

ইমাম লাইছ ইবন সা'দ বলেন, আবূ হানীফার প্রশংসা শুনে তার সাথে সাক্ষাত করতে মন চাইল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। লোকজনকে একব্যক্তির চারপাশে ভিড় জমাতে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, হে আবূ হানীফা! আমি মনে মনে বললাম যাক তার দেখা পেলাম! সেই লোক প্রশ্ন করল, আমার প্রচুর সম্পদ ও এক সন্তান রয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়ে সম্পদ দান করি আর সে তালাক দিয়ে সে সম্পদ ব্যয় করে ফেলে। আমাকে এথেকে বাঁচার উপায় বলে দিন। তিনি বললেন, রক্বীক্ব বাজারে গিয়ে তার পছন্দ মত একটি দাসী তোমার নিজের জন্য কিনে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি সে তালাক দেয় তাহলে তোমার মালিকানায় চলে আসবে, আর তাকে মুক্ত করে দিলে তা কার্যকর হবে না। ইমাম লাইছ বলেন, আল্লাহর শপথ! তার এ সমাধান ও দ্রুত উত্তরদান আমাকে মুগ্ধ করল।[১৪০]

ইমাম আ'যমের এক প্রতিবেশীর গোলাম মালিকের ময়ূর চুরি করে। সেই লোক তাঁর কাছে অভিযোগ করলে তিনি তাকে চুপ থাকতে বলেন। তিনি মসজিদে চলে যান। লোকজন নামায পড়তে আসলে তিনি বললেন, মানুষের কি লজ্জা নেই প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করে নামায পড়তে আসে, মাথায় পালকও দেখা যাচ্ছে! তখন চোর মাথায় হাত রাখল। তিনি বুঝে গেলেন কে চোর, বললেন, এই! তুমি মালিককে ময়ূর ফিরিয়ে দিবে। সে মালিককে তা ফিরিয়ে দিল।[১৪১]

ইমাম আবূ হানীফার সময়ে এক লোক নবী দাবী করে বলল, আমাকে সময় দাও, আমি আমার নবুওয়তের প্রমাণ পেশ করব। আবূ হানীফা বললেন, যে তার কাছে নবুওয়তের প্রমাণ চাবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ এতে করে সে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীস অস্বীকার করছে, আমার পর কোন নবী নেই।[১৪২]

একবার ইবন হুবাইরা ইমাম আ'যমকে একটি (আংটির) পাথর দেখাল যাতে লেখা ছিল আতা বিন 'আব্দিল্লাহ। সে বলল, আমি অন্যের নাম লেখা আংটি পরতে অপছন্দ করি, অথচ এটা তুলে ফেলাও যাচ্ছে না। তিনি বললেন বা' এর মাথা ঘুরিয়ে দাও, তাহলে আতা মিন 'ইনদিল্লাহ হয়ে যাবে।(অর্থাৎ বিন এর বা'র ফোটা মুছে, 'আব্দিল্লাহ-এর বা'র ফোটা উপরে উঠিয়ে 'ইনদিল্লাহ বানিয়ে দাও। আতা মিন 'ইনদিল্লাহ অর্থ আল্লাহর দান।) সে ইমাম আ'যমের এ দ্রুত চমৎকার সমাধানে মুগ্ধ হয়ে গেল।[১৪৩]

এক লোক আরেকজনকে হাজার দিনারের একটি থলে দিয়ে ওসীয়ত করল, আমার ছেলে বড় হলে তাকে তুমি যা পছন্দ কর তা দিবে। ছেলে বড় হলে লোকটি তাকে দিনার বাদে শুধু থলে দিল। ছেলেটি ইমাম আ'যমের কাছে সব জানাল। তিনি ওসীয়তগ্রহণকারীকে ডেকে বললেন, তাকে এক হাজার দিনার দিয়ে দাও। কেননা তুমি তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছ। ওসীয়তমত তা দিয়ে দাও। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ পছন্দনীয় জিনিস নিজের কাছে রাখে, অপছন্দনীয় জিনিস দান করে।[১৪৪]

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০
১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২
১৪১. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
১৪৩. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১৪৪. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

একদল প্রকৃতিবাদী নাস্তিক ইমাম আ'যমকে হত্যা করতে চাইল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করতে চাই, তারপর তোমরা আমাকে মেরে ফেল। বল তো দেখি, মালভর্তি এক জাহাজ উদ্বেল সাগরে সারেং ছাড়া চলতে পারবে কিনা? তারা বলল, এটা তো অসম্ভব। তিনি বললেন, তাহলে এ বৈচিত্রময়-ঘটনাবহুল পৃথিবী কোন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা-বিজ্ঞ পরিচালক ছাড়াই চলছে ? তারা বুঝতে পেরে সবাই তাওবা করল ও তাদের তরবারী কোষবদ্ধ করে ফিরে চলল।[১৪৫]

সূক্ষ্মদর্শিতা :

ইমাম আ'যমের সূক্ষ্মদর্শিতা তথা ফিরাসাত ছিল প্রবল। তিনি তাঁর কিছু সাথীর ব্যাপারে যা মন্তব্য করেছিলেন তাই ঘটেছিল। যেমন দাউদ আত-তাঈকে বলেছিলেন, তুমি 'ইবাদাতগুজার হবে, তিনি সেরকমই হয়েছিলেন। আবূ ইউসুফকে বলেছিলেন, তুমি দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়বে, তাই ঘটেছিল, তিনি প্রধান বিচারকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, লম্বা মাথার লোক দেখলে বুঝবে সে আহম্মক। আরও বলতেন, কোন ভাল হাফিযুল হাদীসের দেখা পেলে তার হাদীস মুখস্ত করে নিবে। কোন লম্বা দাড়িওয়ালা দেখলে তাকে আহাম্মক জানবে। কোন লম্বা ব্যক্তি বুদ্ধিমান হলে তার সাথে থাকবে কেননা লম্বা বুদ্ধিমান খুব কমই মিলে।[১৪৬]

কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, মাদীনার 'আলিমদের কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে লাল চামড়া, নীল চোখওয়ালা কামিয়াব হবে।(অর্থাৎ ইমাম মালিক বিন আনাস।) তাঁর এ ফিরাসাত সত্যে পরিণত হয়েছিল, ইমাম মালিকের চেয়ে মাদীনার কেউ প্রসিদ্ধ হন নি।[১৪৭]

যখন ইমাম সুফয়ান সাওরী, মিস'আর ইবন কিদাম, আবূ হানীফা ও শারীককে বিচারকের পদের জন্য খলীফা মানসূরের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আবূ হানীফা তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যা অনুমান করছি তা সত্য হয় কিনা দেখ! প্রথম নিজের কথাই বলছি আমি কৌশল অবলম্বন করব। সুফয়ান পথ থেকেই পালাবে। মিস'আর নিজেকে পাগল সাজাবে। শারীক খলীফার চালে জড়িয়ে পড়বে। তারা চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে সুফয়ান বললেন, আমি প্রাকৃতিক কর্ম করব। তার সাথে পাহপরাদারও গেল। তিনি এক দেয়ালের আড়ালে গিয়ে এক কাঁটাবোঝাই জাহাজ দেখতে পেয়ে তাদের বললেন, ভাই! এ দেয়ালের ওপাশে একজন লোক আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। তারা বলল, ঠিক আছে জাহাজে উঠে পড়। তিনি তাতে উঠলে তারা তাকে কাঁটা দিয়ে ঢেকে দিলেন, পাহারাদার তাকে দেখতে পেল না। পাহারাদার কতক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে আসতে না দেখে ডাকতে লাগল। সাড়া না পেয়ে সে যেয়ে দেখল সুফয়ান সেখানে নেই। দলে ফিরে আসলে সেনাপতি তাকে মারল ও বকাঝকা করল। তাদের তিনজনকে মানসূরের দরবারে হাজির করা হলে মিস'আর খলীফার সাথে মুসাফা করে বললেন, কেমন আছেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দাসীরা কেমন আছে? আপনার পশুগুলো ভাল আছে তো? আমীরুল মু'মিনীন, আমাকে বিচারক নিযুক্ত করবেন? রাজসভার এক লোক বলে উঠল, এ তো দেখা যায় পাগল! খলীফা বললেন, ঠিক বলেছ। একে বের করে দাও। মিস'আর ছাড়া পেয়ে বাচল। আবূ হানীফাকে ডাকা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি নু'মান ইবন সাবিত দাসের ছেলে, কাপড় ব্যবসায়ী। কূফাবাসী দাসপুত্র, কাপড় ব্যবসায়ীকে তাদের বিচারক মানবে না। খলীফা বললেন, ঠিক বলেছেন। শারীক তখন কথা বলতে যাবেন খলীফা বললেন, চুপ করুন।

১৪৫. মুয়াফ্ফাক্ব, আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

১৪৬. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

১৪৭. প্রাগুক্ত

আপনি ছাড়া কেউ বাকী নেই আপনাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্মরণশক্তি ভাল নয়। খলীফা বললেন, আপনি লুবান(একপ্রকার গাছ) কাঁমড়াবেন। তিনি বললেন, আমি হালকা পাতলা। খলীফা বললেন, আপনার জন্য ফালুযা(এক প্রকার খাবার) তৈরি করা হবে বিচারে যাওয়ার আগে তা খাবেন। তিনি বললেন, আমি সব ধরনের ফয়সালা দিয়ে থাকি। খলীফা বললেন, আমার পুত্রের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিলেও অসুবিধা নেই। তিনি অবশেষে বললেন, ঠিক আছে আমি রাজি আছি। আবূ হানীফা যেরকম অনুমান করেছিলেন ঠিক সেরকমই ঘটল।[১৪৮]

একবার মসজিদের পাশ দিয়ে এক লোক যাচ্ছিল। ইমাম আবূ হানীফা বললেন, লোকটি অপরিচিত, তার হাতে মিষ্টি আছে আর সে বাচ্চাদের শিক্ষক। ইমাম আ'যমের ফিরাসাত সত্য হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন, আমি তাকে এদিক সেদিক তাকাতে দেখলাম, অপরিচিত লোক এরকমই করে। তার হাতার কাছে মাছি দেখে বুঝলাম হাতে মিষ্টি। সে বাচ্চাদের দিকে তাকাচ্ছিল বুঝলাম সে বাচ্চাদের শিক্ষক।[১৪৯]

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ :

ইমাম আ'যমের এক প্রতিবেশী ছিল। সে আবূ হাম্মাদ নামে পরিচিত ছিল। সে গোবর-কাঁটা ইত্যাদি কুড়িয়ে বিক্রি করত। প্রায়ই সে রাতে মাতাল হয়ে গাইত

أضاعوني وأي فتي أضاعوا

(অর্থাৎ তারা আমাকে গোমরা করেছে, তারা কি জানে কোন যুবককে গোমরাহ করেছে?!)
আবূ হানীফা এটা শুনে হাসতেন। এক রাতে চৌকিদার তাকে মাতাল অবস্থায় ধরে নিয়ে জেলে ভরল। আবূ হানীফা তার গান শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হাম্মাদের কী হলো যে বলত

أضاعوني وأي فتي أضاعوا

লোকেরা বলল তাকে তো বন্দী করা হয়েছে। তিনি বললেন, আরে! আমি তো জানি না। ভোরে তিনি শাসনকর্তার কাছে যেয়ে তাকে মুক্ত করে আনলেন। তিনি বললেন, হে আবূ হাম্মাদ! তোমার প্রতিবেশীরা তোমাকে গোমরাহ করেনি। তিনি তাকে একশ দিরহাম হাদিয়া দিলেন।[১৫০]

আল্লাহভীতি :

মাক্কী ইবন ইবরাহীম বলেন, আমি কূফাবাসীদের সাথে উঠাবসা করেছি, কিন্তু আবূ হানীফার চেয়ে আল্লাহভীরু আর কাউকে দেখিনি।[১৫১]

হাসান ইবন সালিহ বলেন, তিনি খুব পরহেযগার ছিলেন। হারাম থেকে বেঁচে থাকতেন, এমনকি সন্দেহযুক্ত অনেক হালাল মাল থেকেও বেঁচে থাকতেন। নিজের ও 'ইলমের হিফাজতকারী তার মত আর কোন ফক্বীহ আমি দেখিনি, তার সব চেষ্টাই ছিল কবরকেন্দ্রিক অর্থাৎ আখিরাতকেন্দ্রিক।[১৫২]
নাযর ইবন মুহাম্মাদ বলেন, তাঁর থেকে আল্লাহভীরু আর কাউকে দেখিনি।[১৫৩]

১৪৮. মুয়াফ্‌ফাক্ব, আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৪৯. প্রাগুক্ত

♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

১৫০. ইব্‌ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

১৫১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮

১৫২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৫৩. প্রাগুক্ত

হাফস বলেন, আমি আবূ হানীফার সাহচর্যে ত্রিশ বৎসর থেকেছি, তার ভিতর বাহির সমান দেখেছি। কোন বিষয়ে তার সন্দেহ দেখা দিলে তা' থেকে মুক্ত থাকতেন, পুরো সম্পদের বিনিময়ে হলেও।[১৫৪]

ইমাম আবূ হানীফা বলেন, আল্লাহর কাছে 'ইলম নষ্ট করার জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে অমি ফাতওয়া প্রদান করতাম না, মানুষের জন্য সহজ হতো, আমার উপর পাপের বোঝা নামত।[১৫৫]

একবার কূফার ভেড়ার পালের সাথে কিছু আত্মসাতকৃত ভেড়া মিশে যায়, ইমাম আ'যম প্রশ্ন করলেন, ভেড়া কত দিন বাঁচে? লোকেরা উত্তর দিল, সাত বৎসর। তিনি সাত বৎসর ভেরার গোশত খেলেন না। সেসময় তিনি দেখতে পেলেন, এক সৈনিক ভেড়ার গোশত খেয়ে ঝুটা কূফার নদীতে ফেলে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মাছ কতদিন বাঁচে? তারা বলল, এত এত দিন। তিনি ততদিন মাছ খাওয়া বাদ দিলেন।[১৫৬]

পিতামাতার প্রতি সদাচরণ :

ইমাম আবূ হানীফা(র.) মাঝে মাঝে তাঁর আম্মার নির্দেশে তাকে 'উমার ইবন আবী যার-এর মাজলিসে নিয়ে যেতেন। কখনও কখনও তাঁর আম্মার নির্দেশে 'উমারের কাছে ফাতওয়া জানতে যেতেন। তিনি বলেন, আমি বলতাম আম্মা আপনার কাছে মাসআলা জানতে পাঠিয়েছেন। 'উমার বলতেন, আপনি আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করছেন?! তিনি বলেন, কী করব, আম্মা জানতে বলেছেন! 'উমার বলেন, তাহলে আপনি বলুন এর সমাধান কী? আমি তা'ই আপনাকে জানিয়ে দিই। তিনি মাসআলার জবাব বলে দিলেন, 'উমার সেটাই তাঁকে জানিয়ে তার আম্মাকে জানাতে বললেন। তিনি তাঁর আম্মার কাছে এসে তা' জানালেন।[১৫৭]

ইমাম আ'যম বলেন, একবার আম্মা কোন বিষয়ে জানতে চাইলে আমি তার জওয়াব বললাম। তিনি তা মেনে না নিয়ে বললেন, বক্তা যুর'আর কথা ছাড়া আর কারও জবাব মানব না। তিনি যুর'আর কাছে তার আম্মাকে নিয়ে গেলেন। যুর'আকে বললেন, আম্মা আমাকে আপনার কাছে অমুক ফাতওয়া জানতে পাঠিয়েছেন। যুর'আ বললেন, আপনিই তো বড় ও বিজ্ঞ ফক্বীহ, আপনিই ফাতওয়া দিয়ে দিন। তিনি বললেন, বলেছিলাম কিন্তু তিনি মানছেন না। যুর'আ বললেন, আবূ হানীফার বক্তব্য সঠিক। এটা ইমাম আ'যম তার আম্মাকে জানালে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন।[১৫৮]

ইমাম আবূ হানীফা বলেন, যখন আমাকে বিচারক নিয়ুক্তির ব্যাপারে বেত্রঘাত করা হয়, তখন বেত্রঘাতের থেকেও আমার মায়ের দুশ্চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত।[১৫৯]

---

১৫৪. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
১৫৫. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৫৬. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
১৫৮. ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯
১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

ক্ষমাশীলতা :

শাক্বীক্ব বলেন, একবার আমি আবূ হানীফার সাথে চলছিলাম। এক লোক তাঁকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে অন্য পথ ধরল। তিনি বুঝতে পেরে চিৎকার করে তাকে ডেকে বললেন তুমি নিজেকে লুকালে কেন? সে বলল আপনি আমার কাছে দশ হাজার দিরহাম পাবেন। আমি বর্তমানে অভাবে পড়ে গেছি, দিতে দেরি হচ্ছে তাই লজ্জায় লুকিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এই ব্যাপার ? যাও তোমার ঋণ মাফ করে দিলাম। কসম খেয়ে বলছি লুকাবে না। আমার কারণে তোমার যে ইতস্ততাবোধ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। শাক্বীক্ব বলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনিই আসল যাহিদ(দুনিয়াবিরাগী)।[১৬০]
ইমাম আবূ হানীফা বলতেন, আমি কারও থেকে মন্দের বদলা মন্দ নেইনি, কাউকে গালি দেইনি, কোন মুসলিম ও জিম্মির উপর জুলুম করিনি, কাউকে ধোঁকা দেইনি, কারও সাথে প্রতারণা করিনি। তাঁকে বলা হলো, সুফয়ান(সাওরী) আপনার ব্যাপারে এটা-সেটা বলে! তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তারপর তিনি তার প্রশংসা করলেন।[১৬১]

জিহ্বাশাসন ও নীরবতা :

শারীক্ব বলেন, ইমাম আ'যম দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করতেন, তার আলোচনা হতো বুদ্ধিদীপ্ত ও ফিকহে পরিপূর্ণ। মানুষের সমালোচনা ও তাদের সাথে বাদানুবাদে খুব কমই লিপ্ত হতেন।[১৬২]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সুফয়ান সাওরীকে বলেছিলেন, আবূ হানীফা গীবত থেকে শত যোজন দূরে অবস্থান করতেন। আমি তাঁকে তাঁর কোন শত্রুর গীবতও করতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তাঁর পাপ তাঁর পূণ্যকে খেয়ে ফেলবে এব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক থাকতেন।[১৬৩]

যামরা ইবন রাবী'আ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা যে জিহ্বাকে সুসাশন করতেন এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তিনি কারও খারাপ বলতেন না। তাঁকে বলা হলো, লোকেরা আপনার সমালোচনা করে অথচ আপনি কারও মন্দ বলেন না! তিনি বলেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে তা দান করেন।[১৬৪]

ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, ইমাম আ'যম ছিলেন গাম্ভীরর্যতায় পরিপূর্ণ, তিনি জওয়াব দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কথা বলতেন না। তিনি অনর্থক কথা-কাজে লিপ্ত হতেন না ও বাজে কথায় কান দিতেন না।[১৬৫]

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সাথীদের বলতেন, মানুষের সমালোচনা করা থেকে বেঁচে থাকবে। যারা আমাদের সমালোচনা করে আল্লাহ তাদের মাফ করুন, যারা সুআলোচনা করে আল্লাহ তাদের রহম করুন। দ্বীনের বুঝ হাসিল করতে থাক, মানুষের সমালোচনা ছেড়ে দাও। তারা যা করছে সে কারণে একসময় আল্লাহ তাদেরকে মুখাপেক্ষী করে তোমাদের কাছে পাঠাবেন।[১৬৬]

---

১৬০. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১৬১. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
১৬২. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৬৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৩
১৬৪. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
১৬৫. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
১৬৬. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

এক সময় তাকে বলা হলো, আপনি কাকে উত্তম মনে করেন, 'আলক্বামা না আসওয়াদ? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো শুধু তাদের সম্মানার্থে দু'আ-ইসতিগফার করি, তাদের উত্তমতা নির্ধারণের সময় কোথায়?[১৬৭]

মুরাক্বাবা :

ইমাম ওয়াক্বী বলেন, আল্লাহর ধ্যান-মুরাক্বাবা তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তিনি সবকিছু থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন।[১৬৮]

আবুল আহওয়াস বলেন, যদি আবূ হানীফাকে বলা হতো তিন দিন পর আপনি মারা যাবেন তাহলে তাতে তাঁর নিয়মিত 'আমলে কম-বেশী হতো না। ঈসা ইবন ইউনুসের কাছে একবার আবূ হানীফার আলোচনা হচ্ছিল, তিনি ইমাম আ'যমের জন্য দু'আ করে বললেন, আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে ও ইসলামী শি'আর বজায় রাখতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।[১৬৯]

একবার তিনি ফজর নামাযে তিলাওয়াত করলেন,

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون – إبراهيم-٤٢

(অর্থাৎ আপনি ধারনা করবেন না যে আল্লাহ যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফিল)[১৭০]এই আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি এমনভাবে কেঁপে উঠলেন যে সকলেই বুঝতে পারল।[১৭১]

যখন ইমাম আ'যম কোন মাসআলায় আটকে যেতেন তখন সাথীদের বলতেন, আমার গুনাহের কারণে এরকম হচ্ছে, আমি ইস্তিগফার করছি। কখনও কখনও অযু করে দু' রাক'আত নামায আদায় করে ইস্তি-গফার করতেন ফলে মাসআলার সমাধান বুঝে আসত। তিনি বলতেন, আমি আশা করি যে আল্লাহ আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে মাসআলাটি বুঝিয়েছেন। ফুযাইল ইবন 'ইয়াযের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি কেঁদে দিয়ে বললেন, আল্লাহ আবূ হানীফার প্রতি রহম করুন। তার গুনাহ ছিল না বললেই চলে তাই এ অবস্থা! অন্যেরা এসব অনুভবই করেনা কারণ তারা তো গুনাহের মাঝে ডুবে রয়েছে।[১৭২]

ইমাম আ'যমের রাতের নামাযে তার অশ্রু চাটাইয়ে পড়ার এমন আওয়াজ পাওয়া যেত যেন বৃষ্টি হচ্ছে। কান্নার কারণে তাঁর চোখে ও গালে চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল।[১৭৩]

স্বনির্ভরতা :

ইমাম আ'যমের ব্যাপারে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে তিনি ধনী দক্ষ কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কূফায় তার দোকান ছিল, শরীকরা তাঁর পক্ষ থেকে পণ্য কিনে বিক্রি করত। এ ব্যবসায় তিনি চলতেন কারও হাদীয়ার লোভ করতেন না।[১৭৪]

---

১৬৭. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯
১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৭১. ইবরাহীম : ৪২
১৭২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৭৩. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২৩০
১৭৪. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

হাসান ইবন যিয়াদ বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি আমীর-উমারা থেকে কোন উপঢৌকন-হাদীয়া কবূল করতেন না। একবার খলীফা মানসূর তাঁর কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম হাদীয়া পাঠালেন। তিনি খলীফার দরবারে যেয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি বাগদাদে অপরিচিত, আমার কাছে মানুষের কিছু আমানত আছে, দয়া করে তা' যদি বায়তুল মালে রাখতেন তাহলে খুব উপকার হতো। তিনি তা' বায়তুল মালে রাখার হুকুম দিলেন। ইমাম আ'যমের ইন্তিকাল হয়ে গেলে খলীফা বায়তুল মাল থেকে সে আমানত বের করে আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সে হাদীয়াই আবূ হানীফা ফেরত দিয়েছেন! তিনি বললেন, আবূ হানীফা আমাদের চোখে ধূলো দিয়েছে![১৭৫]

গঠনাকৃতি :

তিনি মধ্যমাকৃতি থেকে একটু লম্বা ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর, ভাষা ছিল মিষ্টি-প্রাঞ্জল, উপস্থাপনাভঙ্গি ছিল অপূর্ব, নিজের বক্তব্যের প্রামাণ্যতায় ছিলেন অসাধারণ। গায়ের রং ছিল কিছুটা ধূসর।[১৭৬]

ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, তাঁর চেহারা-দাঁড়ি-পোশাক সবই ছিল সুন্দর।[১৭৭]

তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ :

ইমাম আ'যমের ছেলে হাম্মাদ বলেন, তিনি পরিপাটি থাকতেন, বেশি বেশি আতর ব্যবহার করতেন, তাঁকে দেখার আগে থেকেই আতরের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত।[১৭৮]

তাঁর সাতটি টুপি ছিল, তারমধ্যে একটি ছিল লম্বা কোণাকার ও কালো রঙের।[১৭৯]

তাঁর দুটি জুব্বা ছিল, একটি ফিন্‌কের, একটি সানজাবের। এর উপর নকশাদার চাদর('আবা) পড়তেন।[১৮০]

নযর ইবন মুহাম্মাদ বলেন, একবার ইমাম আ'যম কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে বললেন, তোমার পোশাকটি আমাকে দাও, আমারটি তোমার কাছে রাখ। ফিরে এসে বললেন, তোমার মোটা কাপড় আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল। আরেকদিন দেখলাম তাঁর পরনে ত্রিশ দিনারের পোশাক, অথচ আমারটা ছিল পাঁচ দিনারের।[১৮১]

মৃত্যু :

ইমাম আ'যমকে খলীফা মানসূরের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে বলা হয়, তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। খলীফা শপথ করে বলেন আপনাকে এপদ গ্রহণ করতেই হবে, তিনি শপথ করে বলেন আমি গ্রহণ করব না। খলীফা পদ গ্রহণে বাধ্য করতে তাকে বন্দী করে শাস্তি দিতে থাকেন। প্রতিদিন দশ চাবুকাঘাত করা হতো। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এসময় তিনি তাঁর জন্য তাঁর মায়ের দুশ্চিন্তায় বিচলিত বোধ করতেন, কান্না করতেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। এতটুকু বর্ণনায় সব ঐতিহাসিক ও জীবনীকার একমত। তিনি বন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন

---

১৭৫. প্রাগুক্ত

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৭৭. ইব্‌ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৭৮. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৭৯. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১

১৮০. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৮১. ইব্‌ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

কিনা? তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল কিনা? নাকি বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাড়িতে নযরবন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন-এবিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ গবেষক ড.মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বন্দী অবস্থায় ইন্তিকালের বর্ণনা প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রখ্যাত ফক্বীহ ইমাম আবূ যাহরা বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাড়িতে নযরবন্দী অবস্থায় ইন্তিকালের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন। তারা উভয়ে বিষপ্রয়োগে হত্যার বর্ণনা সমর্থন করেননি। ইমাম আবূ হানীফা অসীয়ত করেন তাকে অধিকৃত জমিতে দাফন না করে মুক্ত পবিত্র ভূমিতে দাফন করা হয়। খলীফা যখন এটা জানতে পারলেন আফসোস করে বলেছিলেন, আবূ হানীফা জীবিত-মৃত সব অবস্থায় 'আযীমাতের(দৃঢ়তার) উপর আমল করে গেলেন! কারও অভিযোগের পাত্র হলেন না!

যা হোক বন্দীত্বের কিছুদিনের মধ্যেই তার ইন্তিকাল হয়। তিনি ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। কেউ মৃত্যুসন ১৫৩হি. বলেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়।

ইমাম আ'যমের ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার লোক জানাযার জন্য ছুটে আসে। হাসান ইবন 'আম্মারা ও আবূ রজা তাঁর গোসল দেন। কয়েকবার তাঁর জানাযা পড়া হয়। শেষে তাঁর ছেলে হাম্মাদ নামায পড়ান। কেউ বলেন পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। কেউ বলেন এত লোকসমাগম হয়েছিল যে তাদের সরগোল-কান্নাকাটির আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁকে বাগদাদের নিকটবর্তী খাইযারান গোরস্থানে দাফন করা হয়। দাফনের পর বিশ দিন পর্যন্ত তার কবরের নিকট জানাযা পড়া হতে থাকে। খলীফা মানসূরও কবরের নিকট জানাযা আদায় করেন।

মক্কার বিশিষ্ট ফক্বীহ ইবন জুরাইজের কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়ে বললেন, কোন 'ইলম যে চলে গেল তা কেউ বুঝল না!

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'বার নিকট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়ে বললেন, কূফা থেকে 'ইলমের নূর নিভে গেল। কূফাবাসী তাঁর মত ব্যক্তি আর খুঁজে পাবে না।

দীর্ঘকাল পরে বাদশাহ আবূ সা'দ আল-মুসতাওফি আল-খাওয়ারিযমী তাঁর কবরের উপর বিশাল গম্বুজ ও এর পাশে মাদরাসা নির্মাণ করেন।[১৮২]

শোকগাঁথা :

সাধারণ মানুষ, কবি,'আলিম-'উলামা সকলে তাঁর শোকে কেঁদেছিলেন। বলা হয়ে থাকে জিনরা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর দিন শোকগাঁথা রচনা করেছিল। সাদাক্বা আল-মুক্বাবিরী যিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়া(যার দু'আ কবূল হয়) ছিলেন বলেন, খাইযারান গোরস্থানে ইমাম আ'যমকে দাফনের পর ক্রমাগত তিনরাত আমি এই গায়েবী আওয়াজ শুনতে পাই :

ذهب الفقه فلا فقه لكم   فاتقوا الله وكونوا خلفا

مات نعمان فمن هذا الذي   يحي الليل إذا ما سجفا

১৮২. ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১-১৪৩
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩২৯-৩৩৮
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৭
- ♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
- ♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

''ফিকহ গত হয়েছে তোমাদের জন্য এমন ফিকহ(গবেষক) আর পাবে না।
আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর উত্তম নমুনা-অনুসারী হয়ে যাও।
নু'মান ইহধাম ত্যাগ করেছেন, রাতের আঁধার নেমে এলে আর কে বিনিদ্র থেকে 'ইবাদাতে মাশগুল হবে!?''[১৮৩]

অনেকে তাঁর শোকগাঁথা রচনা করেছেন, এখানে সব আলোচনা অসম্ভব। কিছু উল্লেখ করা গেল। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সবচেয়ে উত্তম শোকগাঁথা রচনা করেছেন, তিনি বলেন,

رأيت أبا حنيفة كل يوم　　يزيد نباهة ويزيد خيرا
وينطق بالصواب ويصطفيه　　إذا ما قال أهل الحق حورا
يقايس من يقايسه بلب　　ومن ذا تجعلون له نظيرا
كفانا فقد حماد وكانت　　مصيبتنا به أمرا كبيرا
رأيت أبا حنيفة حين يؤتي　　ويطلب علمه بحرا غزيرا
إذا ما المشكلات تدافعتها　　رجال العلم كان بها بصيرا

''আমি আবূ হানীফাকে দেখেছি, প্রতিদিন তাঁর জ্ঞান-কল্যাণ বৃদ্ধি পেত
সত্যপন্থীদের সাথে বাক্যালাপে তাঁর বচন সত্য-সুনির্বাচিত হতো।
যে ইচ্ছা তাঁকে প্রজ্ঞার নিক্তিতে মেপে নিত, কাকে তাঁর সমকক্ষ পাবে?
তিনিই হাম্মাদের শূণ্যস্থান, তাঁর বিয়োগে হয়েছে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি
আমি তাঁকে দেখেছি, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁর অতলান্ত সাগরসম 'ইলমের মাঝেই
যে সংকটে বিজ্ঞ 'আলিমগণ গলদঘর্ম, এর সমাধান তাঁর কাছে জাজ্বল্যমান।''[১৮৪]

অন্য একজন বলেন,

لقد طلع النعمان من أرض كوفة　　كغرة صبح يتفيض انبلاجها
هو المرتضي في الدين والمقتدي به　　وصدر الوري في الخافقين وتاجها
إذا مرض الإسلام والدين مرضة　　فمن نكت النعمان يلفي علاجها
وإن كسدت سوق الهدي وتوجعت　　فمن مذهب النعمان أيضا رواجها
وإن فتحت أبواب جهل وبدعة　　علي الناس يوما كان منه رتاجها
وإن غمة غمت فمنه انجلاؤها　　وإن شدة ضاقت فمنه انفراجها
سقاه إله الخلق في الخلد شربة　　بكأس من الكافور كان مزاجها

''ঊষার প্রভার ন্যায় নু'মান-প্রতিভা কূফার দিগন্তে উদিত হয়েছে
দ্বীনের ব্যাপারে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য, অনুসরণীয়, যুগশ্রেষ্ঠ, সকলের মাথার তাজ
দ্বীন-ইসলামের রুগ্নতায় নু'মানের চিকিৎসা অব্যর্থ

১৮৩. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
১৮৪. তাক্বিয়্যুদ্দীন ইবন 'আব্দিল ক্বাদির, আল-গয্যী, আল-হানাফী, *আত-ত্ববাক্বাতুস সানিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা*, (সি. ডি.: আলমাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৫

হিদায়াতের মন্দা বাজার পুনরুদ্ধারে নু'মানের মাযহাব রাখে পূর্ণ সামর্থ
বিদ'আত-মূর্খতার দুয়ার কোন দিন উন্মুক্ত হলে এ মাযহাব তা করবে বন্ধ
উম্মাহর দুঃচিন্তা নির্মূল, সংকট সমাধান এ মাযহাবেই নিহিত
সৃষ্টির মা'বূদ একে স্থায়ীত্বের জান্নাতী কর্পূর মিশ্রিত অমৃত সুধা পান করিয়েছেন।"[১৮৫]

ইমাম আবুল মুআইয়াদ আল-খাওয়ারিযমী বলেন,

لأبي حنيفة في العلوم منار ملئت به الآفاق والأقطار

شيخ البرية في العلوم ومن له تروي المناقب عنه والأخبار

''আবূ হানীফা 'ইলমে এমন দিশারী যার আলোতে দিক-দিগন্ত হয়েছে পূর্ণ
তিনি আপন যুগের জগদ্বিখ্যাত শাইখ, কে আছে তাঁর প্রশংসা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে ?![১৮৬]

তাঁর প্রশংসাসূচক হাদীসসমূহ : পর্যালোচনা

ইমাম আ'যম(র.)এর জীবনীকারগণ তাঁর ফযীলত-মর্যাদার ব্যাপারে তিনটি হাদীস উল্লেখ করে থাকেন। আমরা প্রতিটি হাদীসের হাদীসশাস্ত্রগত মান-প্রামাণ্যতা বিস্তারিত আলোচনা করে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম হাদীস :

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أوقال من أبناء فارس حتي يتناوله.

অর্থ : দ্বীন যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও থাকে তাহলেও পারস্যের এক লোক তা নিয়ে আসবে।[১৮৭]

আলোচনা : এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে ও কাছাকাছি অর্থে আরও অনেক হাদীসগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,

لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس(وفي رواية رجال من أبناء فارس).

অর্থ : 'ইলম যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও থাকে তাহলেও পারস্যের কিছু লোক তা ধরে ফেলবে।[১৮৮]

এহাদীসটি ইবন হিব্বান সহীহ সনদে ও অন্যরা হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, কারণ তাদের বর্ণনায়

---

১৮৫. প্রাগুক্ত

১৮৬. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.

১৮৭. আবুল হুসাইন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আন-নাইসাবুরী(আল-ইমাম), *আস-সহীহ* (বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি.), খ. ৭, পৃ. ১৯১

♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল আশ-শাইবানী(আল-ইমাম), *আল-মুসনাদ* (কায়রো : মুআস্সাসাতু কুরতুবা, ১৪১০ হি.), খ. ২, পৃ.৩০৮

♦ আবূ বাকর, 'আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম, আস-সান'আনী(আল-ইমাম), *আল-মুসান্নাফ* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি.), খ. ১১ পৃ. ৬৬

১৮৮. আবূ হাতিম, মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, আল-বুস্তী (আল-ইমাম), *আস-সহীহ[আত-তাকাসীম ওয়াল আনওয়া'] বিতারতীবি ইবন বালবান* (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৪হি.), খ. ১৬, পৃ. ২৯৯

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২০-৪২২-৪৬৯

♦ নূরুদ্দীন, 'আলী ইবন আবী বাকর, আল-হাইছামী, *বুগয়াতুল বাহিছ 'আন যাওয়াইদি মুসনাদিল হারিছ* (মাদীনা মুনাওয়ারা : মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১৪১৩হি.), খ. ২, পৃ. ৯৪৩

♦ আবূ নু'আইম, আল-আসবাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৪

শাহর ইবন হাওশাব রয়েছেন। ইমাম হাইছামী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমাদ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি শাহরকে নির্ভরযোগ্য(ছিকাহ) বলেছেন। শাহর-এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ হাদীসের অন্যসব রাবী(বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য।[১৮৯]
আরেকটি হাদীস হলো,

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال (أو)رجل من هؤلاء مشيرا إلي سلمان

অর্থ: ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও থাকে তবুও এদের(হযরত সালমান[রা.]এর দিকে ইঙ্গিত করে) এলাকার কিছু লোক বা এক ব্যক্তি তা ধরে ফেলবে।[১৯০]
হাদীসগুলোতে 'দ্বীন, ঈমান, 'ইলম-শব্দতিনটি প্রায় সমার্থক। কোন বর্ণনায় কিছু লোক, কোন বর্ণনায় একজন লোক এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা 'আব্দুর রঊফ মুনাবী বলেন, হাদীসে পারস্যের কিছু লোকের প্রশংসা করা হয়েছে। আসলেই পারস্যে অনেক বিখ্যাত 'আলিম, ফাক্বীহ, মুহাদ্দিসের জন্ম হয়েছিল। ইমাম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আল-'আজলূনী ও ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, যে বর্ণনায় একজন লোক এসেছে নিঃসন্দেহে সেই একজন লোক হলেন ইমাম আবূ হানীফা। এ বিষয়ে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার একমত। ফলে উপরিউক্ত প্রথম হাদীসটি তার ফযীলত প্রমাণ করে।[১৯১]

দ্বিতীয় হাদীসঃ
হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ(রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة.

অর্থ : ১৫০ হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য উঠিয়ে নেওয়া হবে।

আলোচনা :
ইমাম ইবন হাজার হাইতামী বলেন, এটা মাওযূ'(জাল) হাদীস। কোন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তা বর্ণনা করেন নি।[১৯২]

বরং যে শব্দে হাদীসটি বর্ণিত আছে তা হলো, ترفع زينة الدنيا سنة خمس وعشرون ومائة.

অর্থ : ১২৫ হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য উঠিয়ে নেয়া হবে।[১৯৩]

---

১৮৯. আল-হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বা'উল ফাওয়াইদ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১২হি.), খ. ১০, পৃ. ৪৯

♦ প্রাগুক্ত, *মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবন হিব্বান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৫৭৪

১৯০. ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, *আল-লু'লু' ওয়াল মারজান ফী মাত্তাফাকা 'আলাইহিশ শাইখান* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৮০৬

১৯১. 'আব্দুর রঊফ, আল-মুনাবী, *ফাইযুল ক্বাদীর* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৫হি.), খ. ৫, পৃ. ৪১০

♦ ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ, আল-'আজলূনী, *কাশফূল খফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস 'আম্মাশতুহিরা মিনাল আহাদীস 'আলা আলসিনাতিন নাস* (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৩

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

১৯২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৯৩. আবূ বাকর, আহমাদ ইবন 'আমর, আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৭৯

♦ আবূ ইয়া'লা, আহমাদ ইবন 'আলী, আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ* (দামেস্ক : দারুল মা'মূন লিত তুরাছ, ১৪০৪হি.), খ. ২, পৃ. ১৬০

ইমাম নূরুদ্দীন হাইছামী বলেন, হাদীসটি আবূ ইয়া'লা ও বায্যার রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে মুস'আব ইবন মুস'আব রয়েছেন। তিনি দুর্বল রাবী(যঈফ)।[১৯৪]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীও হাদীসটি যঈফ বলেছেন।[১৯৫]

ইবনুল জাওযী হাদীসটি মাওযূ' (জাল) বলেছেন।[১৯৬]

ইমাম পাট্টানীও একে মাওযূ' বলেছেন।[১৯৭]

ইমাম শাওকানীও একে মাওযূ বলেছেন।[১৯৮]

ইমাম ইবন 'আররাক্ব সবিস্তারে আলোচনা করে একে মাওযূ বলেছেন। কারণ উক্ত সনদে যঈফ রাবী ছাড়াও সাহাবী ও তাঁর সন্তানের মাঝে ইনক্বিতা' (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে অর্থাৎ ছেলে তার পিতা থেকে শুনেন নি। আর অন্য দু' সনদের একটির বর্ণনাকারী(রাবী) বারাকা আল-হালাবী কায্যাব(চরম মিথ্যাবাদী) ও আরেকটির রাবী হাবীব ইবন আবী হাবীব মিথ্যা বলতেন।[১৯৯]

মোটকথা বায্যার ও আবূ ইয়া'লার হাদীসটি মাওযূ আর শিরোনামের হাদীসের কোন ভিত্তিই নেই। ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, যদি হাদীসটি সহীহ বলেও ধরে নেয়া হয় তবুও ইমাম আ'যমের মৃত্যুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এটা স্পষ্ট যে কোন অন্ধভক্ত ১৫০ বৎসরওয়ালা হাদীসটি জাল করেছে।[২০০]

তৃতীয় হাদীস :

إن في أمتي –أو يكون في أمتي– رجلا اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي هو سراج أمتي.

অর্থ: নিশ্চয় আমার উম্মাতের মাঝে এক ব্যাক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম হবে নু'মান, উপনাম আবূ হানীফা। তিনি আমার উম্মাতের প্রদীপস্বরূপ, তিনি আমার উম্মাতের প্রদীপস্বরূপ, তিনি আমার উম্মাতের প্রদীপস্বরূপ।[২০১]

---

১৯৪. আল-হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বা'উল ফাওয়াইদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫০৯

১৯৫. আস-সুয়ূতী, *আল-লাআলিউল মাসনূ'আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩২৫

১৯৬. ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল মাওযূ'আত* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ১৯৩

১৯৭. মুহাম্মাদ তাহির ইবন 'আলী, আল-পাট্টানী, আল-হিন্দী, *তাযকিরাতুল মাওযূ'আত* (বৈরুত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৯৯হি.), পৃ.২২২

১৯৮. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আশ-শাওকানী, *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ৫১০

১৯৯. আবুল হাসান, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আররাক্ব, আল-কান্নানী, *তাযীহুশ শারী'আতিল মারফূ'আ 'আনিল আহাদীসিশ শানী'আতিল মাওযূ'আ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৪২৭

২০০. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

২০১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৫

♦ সিবত ইবনিল 'আজামী, বুরহানুদ্দীন হালাবী, *আল-কাশফুল হাছীছ 'আম্মান রুমিয়া বিওয'ইল হাদীস* (বাগদাদঃ মাকতাবাতুন নাহদাতিল 'আরাবিয়্যা, ১৪০৭হি.), পৃ. ২১৩

♦ মার'ই ইবন ইউসুফ, আল-কারামী, *আল-ফাওয়ায়িদুল মাওযূ'আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৪১

♦ মাহমূদ ইবন আহমাদ, আল-'আইনী, *মাগানিল আখয়ার ফী শারহি আসামী রিজালি মা'আনিল আছার* (সি. ডি.:

আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৫, পৃ. ১৬৩

আলোচনা :

খতীব বাগদাদী বলেন, এটা জাল হাদীস। এটা শুধু মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আল-বাওরাক্বী/আদ-দাওরাক্বী রিওয়য়াত করেছেন। এই রাবীর জীবনী আলোচনায় তিনি বলেন, ইমাম হাকিম নাইসাবুরী বলেন, এই লোক নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে হাদীস জাল করত।[২০২]

এই হাদীস বিভিন্ন শব্দে আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবন 'আদী আহমাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-জাওবারী/আল-জুয়াইবারীর জীবনীতে তার সনদে মারফূ' হাদীস উল্লেখ করেন,

يكون في أمتي رجل يقال له النعمان بن ثابت يكني أبا حنيفة يجدد الله سنتي علي يديه.

অর্থ : আমার উম্মাতের মাঝে এক ব্যাক্তির আবির্ভাব হবে যিনি নু'মান ইবন ছাবিত নামে পরিচিত হবেন। তার উপনাম হবে আবূ হানীফা। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমার সুন্নাহর পুর্নজীবন দান করবেন। তিনি বলেন, আল-জাওবারী/আল-জুয়াইবারী হাদীস জাল করত।[২০৩]

এটি জাল হাদীস হিসেবে অনেকে উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইবনুল জাওযী,[২০৪] যাহাবী,[২০৫] সুয়ূতী,[২০৬] আজলূনী,[২০৭] ইবন 'আররাক্ব,[২০৮] আল-কারামী [২০৯] প্রমুখ।

শুধু বাদরুদ্দীন 'আইনী বলেন, মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসগুলো গ্রহণ করেন না, বরং তাদের অধিকাংশ জাল বলে দাবী করেন। কিন্তু এর সনদ-মতন-বর্ণনাকারীর আধিক্য নির্দেশ করে যে এর ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।[২১০]

আরেক শব্দে যা বর্ণিত আছে তা হলো,

يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر علي أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي .

অর্থ : আমার উম্মাতের মাঝে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যে মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস নামে পরিচিত হবে। সে ইবলিস থেকেও আমার উম্মাতের জন্য ক্ষতিকর হবে। আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি আবূ হানীফা নামে পরিচিত হবেন। তিনি আমার উম্মাতের প্রদীপস্বরূপ হবেন।

এটি সবার ঐক্যমতে জাল হাদীস। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি কিতাব থেকে মতামত উদ্ধৃত করা হলো :

ইমাম ইবন হিব্বান বলেন, যে এই হাদীস বা এর কিছু অংশ বর্ণনা করবে সে 'আলিম হিসেবেই গণ্য হবে না।[২১১]

হাফিয আবূ নু'আইম আল-আসবাহানী বলেন, এই হাদীসের রাবী মা'মূন ইবন আহমাদ আস-সুলামী হলো খবীছ, নির্ভরযোগ্যবর্ণনাকারীদের নামে হাদীস জালকারী, সে চরম মিথ্যাবাদী আহমাদ আল-

---

২০২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৮

২০৩. আবূ আহমাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আদী, আল-জুরজানী, *আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল* (বৈরুত :দারুল ফিকর, ১৪০৯হি.), খ. ১, পৃ. ১৭৮

২০৪. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯

২০৫. আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়্যাতুল মাশাহীরি ওয়াল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৫৬

২০৬. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৭

২০৭. আল-'আজলূনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩

২০৮. ইবন 'আররাক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০

২০৯. আল-কারামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২১০. আল-'আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৩
২১১. ইবন হিব্বান, *কিতাবুল মাজরূহীন* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ৪৬

জাওবারী থেকে এটি বর্ণনা করেছে। এদের উপর আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের অভিশাপ পতিত হোক।[২১২]

খতীব বাগদাদী বলেন, এই হাদীসের এক রাবী বাওরাক্বী/দাওরাক্বী এটা জাল করেছে, তার কত সাহস! কিভাবে সে এ দুঃসাহস দেখাল?[২১৩]

ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, এটি জাল হাদীস। আল্লাহ এর জালকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন।[২১৪]

ইমাম যাহাবী বলেন, (এই হাদীসের রাবী) মা'মূন ও তার শাইখ জুয়াইবারী দু'জনই দাজ্জাল![২১৫]
হাফিয ইবন হাজার বলেন, খতীব বাগদাদী বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'ঈদ আল-বাওরাক্বী এটা জাল করেছে![২১৬]

ইমাম সূয়ুতী বলেন, মামূন, জুয়াইবারী অথবা বাওরাক্বী হাদীসটি জাল করেছে।[২১৭]

ইমাম শাওকানী ইমাম সূয়ুতীর সাথে সহমত পোষণ করেন।[২১৮]
আল্লামা 'আজলূনীও একে জাল বলেছেন।[২১৯]
'আল্লামা ইবন 'আররাক্বও ইমাম সূয়ুতীর সাথে একমত।[২২০]
আল-কারামীও একে জাল গণ্য করেছেন।[২২১]

শেষ কথা তাই যা ড. হারিছী বলেছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় হাদীস শিরোনামে যা উল্লেখিত হলো সব জাল। অন্ধমাযহাবভক্তরা এগুলো জাল করেছে। আল্লাহ আমাদের ভারসাম্যতা রক্ষার তাওফীক দিন।[২২২]

স্বপ্ন বৃত্তান্ত :

সুস্বপ্ন মু'মিন-নেককার বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সুসংবাদ। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة– يونس– ٦٤

অর্থাৎ তাদের(ঈমানদারদের) জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও।[২২৩]

---

২১২. আবূ নু'আইম, *কিতাবুয যু'আফা* (মরক্কো : দারুছ ছাক্বাফা, ১৪০৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫০
২১৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৫
২১৪. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮
২১৫. আয-যাহাবী, *আহাদীছু মুখতারা* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১১২
২১৬. ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান* (বৈরূত : মুআসসাসাতুল আ'লামী লিলমাতবূ'আত, ১৪০৬হি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৮
২১৭. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৭
২১৮. আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২০
২১৯. আল-'আজলূনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪
২২০. ইবন 'আররাক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০
২২১. আল-কারামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
২২২. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩
২২৩. ইউনুস : ৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবীজী ρ বলেছেন,

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قوله عز و جل { لهم البشرى في الحياة الدنيا } قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.

'(দুনিয়ার জীবনে এ সুসংবাদ হলো) সুস্বপ্ন, যা মু'মিন-নেককার বান্দা নিজে দেখে অথবা তার ব্যাপারে অন্য কাউকে দেখানো হয়।'[২২৪]

অন্য রিওয়ায়াতে আছে,

قال بشراهم في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وبشراهم في الآخرة الجنة

'ঈমানদারদের দুনিয়ার জীবনের সুসংবাদ হলো সুস্বপ্ন, যা সে নিজে দেখে অথবা তার ব্যাপারে অন্য কাউকে দেখানো হয় ; আর আখিরাতে তাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত।'[২২৫]

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর জীবনেও অনেক সুভস্বপ্ন সুসংবাদ হিসেবে এসেছিল। যার ফিরিস্তি অনেক লম্বা। এখানে অল্প কিছু আলোচিত হচ্ছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, একবার ইমাম আবূ হানীফা(র.) স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি নবীজী ρ এর কবর খনন করে তাঁর হাড়গোড় এক জায়গায় জড়ো করছেন ও সেগুলো জোড়া লাগাচ্ছেন। তিনি এস্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে তাঁর এক বন্ধুকে বসরায় মুহাম্মাদ ইবন সীরীন(র.)এর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে পাঠালেন। তিনি বলে দিলেন তাঁর পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়। সে ব্যক্তি ইবন সীরীনের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, স্বপ্নদ্রষ্টা তো এমন ব্যক্তি যিনি নবীজী ρ এর সুন্নাত একত্রিত করবেন ও তা জিন্দা করবেন।[২২৬]

এ রকমের স্বপ্ন তাঁর এক ছাত্রও দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ইমাম আ'যম নবীজী ρ এর কবর খনন করছেন আর লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কেউ প্রতিবাদ করছে না। তারপর তিনি কবরের মাটি নিয়ে চতুর্দিকে উড়িয়ে দিলেন। ইবন সীরীনের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনি বল-

২২৪. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* (রিয়াদ : দারু তয়্যিবা, ১৪২০ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৯
- ♦ আত-ত্বাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলি আইল কুরআন* (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪২০ হি.), খ. ১৫, পৃ. ১২৪-১২৬
- ♦ শিহাবুদ্দীন, মাহমূদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ৮, পৃ. ৫৭-৫৮
- ♦ ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪
- ♦ আবূ 'ঈসা, মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, আত-তিরমিযী(আল-ইমাম), *আস-সুনান* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩৪
- ♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২৫
- ♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আন-নাইসাবূরী(আল-হাকিম), *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১৪১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৩৩, ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

২২৫. আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৪৭, শু'আইব আরনাঊত একে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

২২৬. ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

লেন এ স্বপ্ন নিশ্চয়ই কোন বড় ফক্বীহ বা 'আলিম দর্শন করেছেন?! তাকে বলা হলো জি হা তিনি একজন ফক্বীহ। তিনি বললেন আল্লাহর শপথ! এ মহান ব্যক্তি নবীজীর এমন জ্ঞানভান্ডার প্রকাশ করবেন যা অন্য কেউ প্রকাশ করেনি। আর অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে ও যেদিকেই মাটি ছড়িয়েছে সেদিকেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে।[২২৭]

আযহার ইবন কীসান বলেন, আমি স্বপ্নে নবীজী ρ কে ও তাঁর পেছনে হযরত আবূ বাকর-'উমার(রা.)কে দেখতে পেলাম। তাঁদের দুজনকে বললাম, আমি নবীজী ρ কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি ? তাঁরা বললেন, জিজ্ঞেস কর কিন্তু আওয়াজ উঁচু করবে না। আমি নবীজী ρ এর কাছে আবূ হানীফার 'ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম কেননা আমি তাঁর থেকে বিমুখ ছিলাম। নবীজী ρ উত্তর দিলেন, তাঁর 'ইলম হযরত খিযর(আ.)এর 'ইলম থেকে উৎসারিত।[২২৮]

ফাযল ইবন খালিদ বলেন, আমি নবীজী ρ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম আবূ হানীফার 'ইলমের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, মানুষ তাঁর 'ইলমের প্রতি ঝুঁকে পড়বে।[২২৯]

মুকাতিল ইবন সুলাইমানের মাজলিসে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আসমান থেকে এক লোক অবতরণ করল যার পরণে ছিল সাদা পোশাক, সে বাগদাদের সর্বোচ্চ মিনার থেকে ঘোষণা করছিল, লোকেরা কী হারিয়েছে?! মুকাতিল বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকলে বিশ্ব সবচেয়ে বড় 'আলিমকে হারাবে। সত্য সত্যই আবূ হানীফার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। মুকাতিল ইন্না লিল্লাহ.... পড়ে বললেন, এমন ব্যক্তি বিদায় নিলেন যিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সমস্যা দূর করতেন।[২৩০]

একবার ইমাম আবূ হানীফা(র.) স্বপ্নে দেখলেন, নবীজী ρ হাশরের ময়দানে হাউযে কাওছারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বুকে মাথা রেখে হযরত ইবরাহীম(আ.), আবূ বাকর(রা.) এরকম সতের জন দাঁড়িয়ে আছেন। হাউযের সামনে তাঁর এক প্রতিবেশীকে দেখতে পেলেন যার সামনে একটি পেয়ালা রয়েছে। সে তাঁকে পানি পান করাতে বলল। তিনি বললেন, দাঁড়াও আগে নবীজী ρ এর থেকে অনুমতি নিয়ে নেই। নবীজী ρ অনুমতি দিলেন তখন তিনি তাকে ও তাঁর ছাত্রদেরকে হাউয থেকে পান করালেন কিন্তু তা থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণও কমল না। সে পানি ছিল দুধের থেকে সাদা মধুর থেকে মিষ্টি ও বরফের থেকে শীতল।[২৩১]

মুসাদ্দাদ ইবন 'আব্দুর রহমান আল-বাসরী বলেন যে তিনি ফাজরের কিছু আগে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। নবীজী ρ কে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কূফার নু'মান ইবন সাবিত সম্পর্কে আপনার মতামত কী, তাঁর থেকে 'ইলম শিখব? তিনি উত্তর করলেন, তাঁর থেকে 'ইলম শিখ ও সে অনুযায়ী 'আমল কর, তিনি বড় উত্তম ব্যক্তি। আমি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে লাগলাম কেননা আমি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ঘৃনা করতাম।[২৩২]

২২৭. প্রাগুক্ত
২২৮. প্রাগুক্ত
২২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
♦ মুয়াফ্ফাক্ব, আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
২৩০. প্রাগুক্ত
২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

২৩২. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

মুহাম্মাদ ইবন আবী রজা বলেন, আমি স্বপ্নে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম আপনার অবস্থা কী? তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম কোন 'আমলের উসিলায়? তিনি বললেন, আমাকে বলা হলো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব বলেই তোমার কাছে এ 'ইলম গচ্ছিত রেখেছিলাম। আমি বললাম আবূ ইউসুফের কী অবস্থা? তিনি বললেন, আমাদের থেকে এক মর্তবা উপরে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর আবূ হানীফা? তিনি বললেন, তিনি তো 'ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় রয়েছেন।[২৩৩]

'আব্বাদ আত-তাম্মার বলেন, আমি আবূ হানীফা(র.)কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবস্থা কী? তিনি বললেন, আল্লাহর অসীম রহমাতের ছায়ায় আছি। আমি বললাম, 'ইলমের কারণে? তিনি বললেন, আরে না! 'ইলমের তো অনেক শর্ত-শারায়েত ও বিপদ রয়েছে যা থেকে কম লোকই রক্ষা পায়! আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কীসের কারণে আপনার এ মর্যাদা? তিনি বললেন, লোকদের আমার এমন দোষচর্চার কারণে যা আমার মাঝে ছিল না।[২৩৪]

---

২৩৩. ইব্ন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

পরিচ্ছেদ : তিন

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : 'ইল্‌মী জীবন

প্রাথমিক শিক্ষা :

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে ইমাম আ'যম(র.) ছিলেন 'ইলমের সোনালী যুগের সন্তান। তাঁর জন্মস্থান কূফা ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ 'ইলমের মারকায বা কেন্দ্র। তা' ছিল প্রায় ১৫০০ সাহাবীর আবাসস্থল এবং বড় বড় 'উলামা-মুহাদ্দিস-ক্বারী-ভাষাবিদ-সাহিত্যিক-নাহব ও সরফবিদদের কেন্দ্রস্থল। তিনি এ শহরের এক পরহেযগার-দ্বীনদার-ধনী পরিবারে মৌলিক 'ইলম ও তারবিয়াত প্রাপ্ত হন। ছোটবেলায় কিছু সাহাবী থেকে 'ইলম হাসিল করেন। বিখ্যাত ক্বারী ইমাম 'আসিমের নিকট ক্বিরাআত শিখেন। তাফসীর-হাদীসের জরুরী জ্ঞানও হাসিল করেন। কিন্তু যৌবনে ব্যাপক 'ইলম চর্চায় মশগুল হওয়ার পরিবর্তে পিতার সাথে কাপড় ব্যবসায় লেগে যান।[২৩৫]

'ইল্‌ম অন্বেষার সূচনা :

ইমাম আ'যম(র.) যৌবনে ব্যবসায়ী হিসেবে জীবন শুরু করেন। একবার ইমাম আ'যমের দিকে কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ইমাম শা'বী, 'আমির ইবন শারাহীল(মৃ.১০৪ হি.)এর নযর পড়ে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় বেশি যাতায়াত কর? তিনি উত্তর দেন, বাজারে। ইমাম শা'বী বলেন, বাজারে তোমার যাতায়াত বেশি কেন? এরূপ করবে না, এখন থেকে 'আলিমদের মাজলিসে বেশি বেশি যাতায়াত করবে, 'ইলম চর্চায় মশগুল হবে, তোমার মাঝে আমি সতর্কতা-উদ্দমতা দেখতে পাচ্ছি(এ সদগুণ দ্বীনের কাজে লাগাও।) ইমাম আবূ হানীফা বলেন, তাঁর কথা আমার অন্তরে রেখাপাত করল, আমি বাজারে যাতায়াত ছেড়ে দিয়ে 'ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করলাম। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কথার বারকাত আমাকে দান করলেন। এভাবে ইমাম আ'যমের 'ইলমী জীবন শুরু হয়। এব্যাপারে সব ঐতিহাসিক একমত।[২৩৬]

ইমাম আ'যমের 'ইলমী চর্চার সূচনা সংক্রান্ত একটি বাতিল ঘটনা প্রচলিত আছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে এসব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন যে ইমাম আ'যম বলেছেন, আমি যখন 'ইলম অন্বেষার ইচ্ছা করলাম তখন কোন ধরনের 'ইলম শিখব তা বাছাই করতে লাগলাম ও বিভিন্ন ধরনের 'ইলম ও এর পরিণতি সম্পর্কে জানতে থাকলাম। বলা হলো, কুরআন শিখ। আমি বললাম, কুরআন শিখে হিফয করলে এর ফলে কী হবে ? লোকেরা বলল, কোন মসজিদে বসে যাবে ছোট-বড় সকলে তোমার কাছে শিখতে আসবে।

---

২৩৫. ড. মুস্তফা আস-সুবা'ঈ, *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'ইল ইসলামী* (ইসলামী শারী'আহ্ ও সুন্নাহ), (ঢাকা : ই. ফা. বা., অনু. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ৪১১

- ♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২১
- ♦ আল-কাওছারী, *ফিক্বহু আহলিল 'ইরাক্ব ওয়া হাদীসুহুম* (জিদ্দা: দারুল ক্বিবলা লিছ ছাক্বাফাতিল ইসলামিয়া, তা. বি.), পৃ. ৫৪
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৩৬. প্রাগুক্ত

- ♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

কিছুদিন পর তাদের মধ্যে থেকে তোমার সমান বা তোমার চেয়ে ভাল হাফিয বের হবে, তখন তোমার মাতব্বরী চলে যাবে। আমি বললাম যদি হাদীস শিখে লিখে রাখি, আর আমার থেকে বড় হাফিযে হাদীস কেউ না হয়? তারা বলল, তুমি যখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়বে তখন ঠিকমত হাদীস বলতে পারবে না, ছোট-বড় সব শিক্ষার্থী তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। এটা তোমার লজ্জার কারণ হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। তারপর আমি বললাম, আমি নাহব শিখব, জিজ্ঞেস করলাম, নাহব ও আরবী শিখলে এর ফলে কী লাভ হবে? তারা বলল, বড় জোর নাহব-এর শিক্ষক হতে পারবে তাতে তোমার বেতন দু' থেকে তিন দিনার হবে। আমি বললাম, এত সুভ পরিণতি নয়। জিজ্ঞেস করলাম, যদি কবিতা শিখে বড় কবি হই তাহলে কী হবে? তারা বলল, কেউ কেউ তোমার প্রশংসা করবে, ভাল সওয়ারীতে চড়াবে, হাদীয়া-তোহফা পাবে। আর তোমাকে কেউ পাত্তা না দিলে তুমি কবিতার ভাষায় গাল দিবে ফলে তা সতীর প্রতি যিনার অপবাদের পর্যায়ে পড়বে। আমি বললাম, আমার এসবের দরকার নেই। আমি বললাম, কালামশাস্ত্র(যুক্তিভিত্তিক আকীদাশাস্ত্র) শিখলে কী হবে? তারা বলল, এ শাস্ত্র শিখলে এর কুপ্রভাব তোমার উপর পড়লে লোকেরা তোমাকে যিন্দিক আখ্যা দিবে। ধরা পড়লে হত্যা করবে, ছেড়ে দিলে নিন্দিত হয়ে থাকবে। আমি বললাম, ফিকহ শিখলে কী হবে? তারা বলল, লোকেরা মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, তুমি ফাতওয়া দিবে, তুমি সামর্থবান হলে বিচারক পদের জন্য ডাক পড়বে। আমি বললাম, এটাই তো সবচেয়ে উপকারী 'ইলম। আমি ফিকহশাস্ত্র শিখা পছন্দ করলাম ও তা শিখলাম।[২৩৭]

ইমাম আবূ হানীফার সব জীবনীকার এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, অথচ এতে ইমাম আ'যমকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী 'সিয়ারে' এটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, এটা বানোয়াট কাহিনী, এর সনদে অবিশ্বস্ত লোক রয়েছে।

হাফিয যাহাবী এ ঘটনার সমালোচনায় বলেন, যে নেতৃত্ব অর্জনের জন্য কুরআন শিখবে তাদের ব্যাপারে ঘটনায় উল্লেখিত কুফল মিলবে, এছাড়া নবীজী ρ থেকে বর্ণিত আছে, ''তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কুরআন শিখে ও শিখায়।'' সুবহানাল্লাহ! মসজিদ থেকে উত্তম স্থান আর আছে?! কুরআনের 'ইলম ছড়ানো অন্য কোন জ্ঞান বিতরণ থেকে অনুত্তোম?! আল্লাহর কসম! কখনো নয়। আর নিষ্পাপ শিশুদের থেকে উত্তম তালিবে 'ইলম(শিক্ষার্থী) কেউ হতে পারে? আমার মতে ঘটনাটি জাল এবং এর সনদে অনির্ভরযোগ্য লোক রয়েছে। এছাড়া এ ঘটনা থেকে বুঝে আসে ইমাম আ'যম হাদীস শিখতে চাননি অথচ তা সত্য নয়। তিনি হিজরী ১০০সনের আগে-পরে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আর সেসময় বালকেরা হাদীস শিখত না। বরং বালক অবস্থায় হাদীস শিখার প্রচলন হয়েছে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে। তাঁর সময়ে বড় বড় 'আলিম হাদীস চর্চা করতেন, এমনকি ফকীহগণ কুরআনের পর হাদীসকেই বড় জ্ঞানভান্ডার বলে জানতেন। আর সেসময় মাসআলা-মাসাইল তথা ফিকহশাস্ত্র আলাদা শাস্ত্র হিসেবে লিপিবদ্ধ হয় নি। শেষে যাহাবী বলেন, আল্লাহ এ গালগল্প রচয়িতার নাশ করুন- সেসময় কি 'ইলম কালামের অস্তিত্ব ছিল?[২৩৮]

যাহাবীর বক্তব্যের সাথে যুক্ত করে বলা যায়, ইমাম আ'যম কি মুফতী-বিচারক হওয়া ও যশোখ্যাতির জন্য 'ইলম শিখেছিলেন?! কখনই নয়-যা তাঁর পুরো জীবনই প্রমাণ। এছাড়া সেসময়ের ইতিহাস-সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞতা এ বানোয়াট কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ আমাদের এসব থেকে হিফাযত করুন।

---

২৩৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩২
২৩৮. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫-৩৯৭

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে তিনি কত বৎসর বয়সে 'ইলম চর্চা শুরু করেন তা সঠিকভাবে ইতিহাসে সংরক্ষিত নেই। আনুমানিক যা পাওয়া যায় তা হলো ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একাধারে চল্লিশ বৎসর রাত্রিজাগরণ করেছেন- এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাঁর রাত্রিজাগরণের সূচনামূলক ঘটনাটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসময় তাঁর 'ইলম অন্বেষা শেষ হয় ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল (৭০-৪০ =) ৩০ বৎসর। অর্থাৎ মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি কূফার বিখ্যাত ফক্বীহ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমানের সাহচর্যে ১৮ বৎসর অতিবাহিত করেন। হাম্মাদের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বৎসর বা এর কিছু বেশি। হাম্মাদের সাহচর্যের আগে তিনি অন্যান্য 'ইলম শিখেন। সে হিসেবে তাঁর 'ইলম শিক্ষার সূচনাকাল ১৫ থেকে ২০বৎসরের মধ্যে হবে।[২৩৯]

তাঁর 'ইলম শিক্ষার ধারাবাহিকতা :

ইমাম আবূ হানীফার 'ইলম শিক্ষার ধারাবাহিকতা ইতিহাস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় না। ব্যাপক অধ্যয়ন থেকে যতটুকু জানা যায় তা হলো, তিনি ইমাম শা'বীর ইঙ্গিতের পর ফিক্হ বাদে সেসময়ে প্রচলিত সবধরণের 'ইলম বিশেষভাবে যুক্তিভিত্তিক আকীদা তথা কালাম শিখেন। তখনও 'ইলমুল কালাম আলাদা শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেনি, তবে সেসময় থেকেই নানা বাতিল ফিরকা তথা শী'আ-খারিজিয়া-মু'তাযিলা-কাদরিয়া ইত্যাদি ফিরকার আবির্ভাব হয়। তাদের কুরআন-হাদীসের আলোকে যুক্তির ভিত্তিতে পরাস্ত করতে এ বিদ্যার সূচনা হতে থাকে। তিনি 'ইলমুল কালামে এত পারদর্শিতা অর্জন করেন যে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ হিসেবে সবাই তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করত। এ সময় তিনি বাতিল ফিরকার মুকাবালার জন্য বিশ বারেরও বেশি বসরায় গমণ করেন। কোন কোন বার এক বৎসরেরও অধিক সময় সেখানে অবস্থান করতেন। তিনি ফিক্হ ছাড়া সর্বজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে বিখ্যাত ফক্বীহ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমানের মাজলিসের পাশে একই মাসজিদে শিক্ষা মাজলিস কায়েম করেন। একদিন এক মহিলা এসে তাকে জিজ্ঞেস করে এক লোকের এক দাসী রয়েছে, তাকে সে কীভাবে সুন্নতী তালাক দিবে? ইমাম আবূ হানীফা বলেন, আমি জবাব দিতে পারলাম না, তাকে বললাম হাম্মাদের কাছে জিজ্ঞেস কর এবং কী জবাব দেয় তা আমাকে এসে বলো। সে এসে বলল, হাম্মাদ উত্তর দিয়েছে যে দাসী হায়েয-সহবাস থেকে পবিত্র হলে তাকে এক তালাক দিবে। এরপর দু' হায়েযের সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নিলে সে বিবাহের উপযুক্ত হবে। উত্তর শুনে আবূ হানীফা বললেন, আমার আলাদা মাজলিসের দরকার নেই, আমি হাম্মাদের সাহচর্যে বসব। আমি হাম্মাদের মাজলিসে বসা শুরু করলাম, তাঁর সব মাসাইল মুখস্ত করে নিলাম। পরদিন আমি সব মাসাইল মুখস্ত শোনালাম, অন্যরা ভুল করল। হাম্মাদ বললেন, মাজলিসের সামনে আবূ হানীফা ছাড়া অন্য কেউ বসবে না। আবূ হানীফা বলেন, আমি তাঁর কাছে দশ বৎসর অবস্থান করলাম। এরপর আমার ইচ্ছে হলো আলাদা মাজলিস কায়েম করি। একদিন সে উদ্দেশ্যে বিকালে মাসজিদে রওয়ানা হলাম। কিন্তু তাঁর দিকে নযর পরার পর ইচ্ছা মুলতবী রাখলাম। ইতোমধ্যে তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তিনি আমাকে তাঁর মাজলিসের দায়িত্বভার অর্পণ করে দু' মাস অনুপস্থিত থাকলেন। এরমধ্যে ৬০টি মাসআলা পেশ করা হলো। আমি এর জবাব দিলাম। তিনি এসে ৪০টি জবাব সঠিক বললেন, ২০টিতে আমার সাথে দ্বিমত পেশ করলেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমৃত্যু তাঁর

২৩৯. আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬
♦ ড.মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৮০

সাহচর্য অবলম্বন করব। আবূ হানীফা বলেন, আমি তাঁর সাহচর্যে ১৮ বৎসর ছিলাম।[২৪০]

এভাবে তাঁর সব বিষয়ে জ্ঞান হাসিল হয়। অনেকে বলে থাকে তিনি আরবী ভাল জানতেন না, হাদীস জানতেন না -এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে শুধু ইমাম হাইতামীর বরাতে এতটুকু বলছি যে, যারা বলে তিনি আরবী জানতেন না তারা যেন তাঁর সেসব মাসাইলের প্রতি দৃষ্টি বুলায় যার ভিত্তি আরবী শব্দ-ভাষার উপর তাতে তারা স্তম্ভিত হতে বাধ্য। যারা বলে তিনি হাদীস জানতেন না তারা যেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস সুফয়ান ইবন 'উয়াইনার কথা লক্ষ করে যে তিনি বলেছিলেন, আবূ হানীফাই সর্ব প্রথম আমাকে হাদীস শিখাতে বসান। অর্থাৎ তিনি আমার উস্তায, তাঁর নির্দেশেই আমি হাদীস শিখাই। আর সুফয়ানকে কে না চেনে?! তিনি ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ, আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস।[২৪১]

'ইল্‌মী সফর :

অনেকে ইমাম আবূ হানীফার 'ইলমী সফর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো তিনি বসরা-মক্কা-মাদীনা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করেন নি। এর কারণ কী? কারণ হলো তাঁর জন্মস্থান কূফা ছিল তৎকালে 'ইলমের প্রাণকেন্দ্র। পনের শ' সাহাবী সেখানে বসবাস করতেন। হযরত 'উমার(রা.) তা আবাদ করেছেন, হযরত 'আলী একে দারুল খিলাফা(রাজধানী) বানিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ফাকীহ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.) সেখানে 'ইলম বিতরণ করতেন। 'ইলম ও ফিকহে প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মিলনভূমি ছিল কূফা। ইমাম আ'যম ও হযরত 'আলী, ইবন মাস'ঊদ, আনাস(রা.)এর মাঝে এক/দু' জনের ব্যাবধান মাত্র। তিনি হযরত 'আলী(রা.)এর 'ইলম তাঁর সাথীদের থেকে, ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর 'ইলম তাঁর সাথীদের থেকে অর্জন করেছিলেন। হযরত আনাস(রা.)কে দেখেছিলেন, তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছিলেন এবং তাঁর 'ইলম হযরত কাতাদা ও অন্যদের থেকে অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি বসরা ও হিজাজের(মক্কা-মাদীনা) 'ইলম-পিয়াসী ছিলেন। কারণ সেসব এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবীদের 'ইলম ধারণ করেছিলেন তাদের সাথীগণ। তাই তিনি বসরা ও হিজাজে অনেকবার সফর করেছিলেন।[২৪২]

'ইলমী সফর : বসরায়

ইমাম আ'যম বলেন, আমি বিশ বারের অধিক বসরায় গমণ করেছি। আমি সেখানে যেয়ে কোন কোন বার এক বৎসরও অবস্থান করেছি। সেখানকার অধিবাসীদের 'ইলম শিখেছি, জমা করেছি তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তণ করেছি।[২৪৩]

ইমাম আ'যমের এ সফর 'ইলমী সফর ছিল, ব্যবসায়িক সফর ছিল না। কেননা তিনি ব্যবসা থেকে 'ইলমের জগতে প্রত্যাবর্তনের পর অন্যদের মাধ্যমে ব্যবসার কাজ পরিচালনা করাতেন। যা লাভ আসত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। প্রয়োজন মাফিক মাঝে মাঝে ব্যবসা তদারকির জন্য বাজারে যেতেন।

২৪০. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮
♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০
২৪১. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
২৪২. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৪৩. আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
♦ ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

বসরাও সেকালে 'ইলমী মারকায ছিল। সেখানে 'আরবী ভাষা চর্চা হতো ব্যাপকভাবে। খলীল, সীবুওয়াইহ ছিলেন বসরার প্রখ্যাত ভাষাবিদ। তাদের কাছে আরবী ভাষার সূক্ষ দিকগুলো হাসিল করতেন। কারণ ভাষার নিয়মকানুন ও শব্দের সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ ছাড়া অনেক আয়াত ও হাদীসের সঠিক অর্থ-মর্ম নিরূপণ করা সুকঠিন। তাফসীর-হাদীস-ফিকহ আরবী জানার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ছাড়া ফিকহের জগৎ অচল। কুরআন ছাড়া কোন ফিকহ নেই, সুন্নাহ ছাড়া কোন ফিকহ নেই, আরবী(ভাষা জানা) ছাড়া কোন ফিকহ নেই। এছাড়া বসরায় বাতিল ফিরকার উৎপাত ঠেকাতে ও এগুলোর প্রতিরোধ পদ্ধতি জানতেও সেখানে গমণ করতেন।[২৪৪]

'ইলমী সফর : হিজাজে

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন, ইমাম আ'যম ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। এটা অতিরঞ্জিত। আসলে তিনি অনেকবার হজ্জ করেছেন। কেউ কেউ ১৫ বার বলেছেন। এটা গ্রহণযোগ্য। সেসময় হজ্জ ছিল মুসলিমবিশ্বের 'উলামা-ফুযালার মিলনসেতু। তারা মিলিত হতেন একজন অপরজন থেকে নানা বিষয় শিখতেন-শিখাতেন। তিনি হজ্জের মৌসুমে অসংখ্য তাবি'ঈ থেকে 'ইলম হাসিল করেন। উমাইয়া শাসকগণ তাকে বিচারক ও উচ্চ পদ নিতে চাপ সৃষ্টি করে। কূফার শাসক ইবন হুবাইরা এদুদ্দেশ্যে তাঁকে বেত্রাঘাতও করে। তিনি এচাপের মুখে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে ১৩০ হিজরীতে মক্কা হিজরত করেন। উমাইয়াদের পতনের আগ পর্যন্ত তিনি কুফায় ফিরেন নি। আব্বাসীয়গণ খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হলে তিনি কূফায় ফিরে আসেন। প্রথম আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার মানসূর ১৩৭ হিজরীতে খলীফা হন। সে হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা প্রায় সাত বৎসর মক্কায় অবস্থান করেন। এসময় তিনি শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষাদানেই অধিকাংশ সময় কাটান। ইমামু দারিল হিজরাহ্ ইমাম মালিকও তাঁর মাজলিসে বসতেন। এ ব্যাপরে ইমাম মালিকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বলেন, আমি এমন লোকের সাহচর্যে বসেছি যিনি ইচ্ছা করলে এই (পাথরের) স্তম্ভকে যুক্তিদিয়ে সোনার স্তম্ভে পরিণত করতে পারবেন। এই হলো ইমাম আবূ হানীফার ভ্রমণবৃত্তান্ত। হাল যামানার কেউ কেউ দাবী করেন আবূ হানীফা সিরিয়াতেও সফর করেছেন। কিন্তু প্রাচীন নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক সূত্রে এর সত্যতা প্রমাণ করা যায় না।[২৪৫]

তাঁর উস্তাদবৃন্দ : পরিচয়

ইমাম আবূ হানীফার অধিকাংশ জীবনীকার বলেছেন, তাঁর উস্তাদবৃন্দ ও শিষ্যের সংখ্যা অসংখ্য। তারা তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদের সংখ্যা ৮০০জন বলেছেন। কেউ কেউ ইমাম আ'যমের উস্তাদের বিবরণ দিয়ে আলাদা কিতাব রচনা করেছেন। কেউ বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ৪ হাজার। এটা অসম্ভব নয় কারণ সেসময় কূফা-বসরা-মক্কা-মাদীনাতে হাজার-হাজার মাশাইখ তাবি'ঈ অবস্থান করতেন। ইমাম আ'যম এসব এলাকায় গিয়েছিলেন যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।[২৪৬]

---

২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
♦ প্রাগুক্ত, পৃ.৭২-৭৩
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬
২৪৫. মুয়াফ্‌ফাক্ব, আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৬৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪
♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

♦ ড.মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৫
২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

ইমাম সালিহী 'উকূদুল জুমানে'র ৪র্থ অধ্যায়ে তাঁর ২৫০জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। হাফিয মিয্যী 'তাহযীবুল কামালে' ৭৬জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী 'তাবয়ীদুস সহীফা'য় এটা অনুসরণ করেছেন। আমরা এখানে তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদবৃন্দের নাম, সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উস্তাদবৃন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ২য় অধ্যায়ে উস্তাদবৃন্দের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর প্রসিদ্ধ উস্তাদবৃন্দ :

১. 'আতা ইবন আবী রবাহ, তিনি প্রসিদ্ধ ফাকীহ, মুফতী, মুহাদ্দিস ছিলেন।
২. শা'বী, 'আমির ইবন শারাহীল, তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন।
৩. জাবালা ইবন শুহাইম, তিনি মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ছিলেন।
৪. 'আদি ইবন ছাবিত।
৫. 'আব্দুর রহমান ইবন হুরমুয, আল-আ'রাজ, ইমাম আ'যম তাঁর বিশেষ শিষ্য ও তাঁর থেকে রিওয়ায়াতকারী।
৬. 'আমর ইবন দীনার, বিখ্যাত মুহাদ্দিস।
৭. তালহা ইবন নাফি', আবূ সুফ্য়ান।
৮. নাফি', ইবন 'উমার(রা.)এর গোলাম, মাদীনার সাত ফাকীহর একজন।
৯. কাতাদা ইবন দি'আমা, হযরত আনাস(রা.)এর থেকে বিশিষ্ট রিওয়ায়াতকারী।
১০. 'আওন ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উতবা, আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ(রা.)এর ছাত্র।
১১. কাসিম ইবন 'আব্দির রহমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ(রা.)এর নাতি।
১২. মুহারিব ইবন দিছার।
১৩. 'আব্দুল্লাহ ইবন দীনার।
১৪. হাকাম ইবন 'উতবা।
১৫. 'আলকামা ইবন মারছাদ।
১৬. 'আলী ইবনুল আকমার।
১৭. 'আব্দুল 'আযীয ইবন রফী', ১২-১৭ সবাই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস।
১৮. 'আতিয়্যা আল'আওফী, হযরত ইবন 'আব্বাস(রা.) থেকে তাফসীর রিওয়ায়াতকারী (তাঁর বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে)।
১৯. হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, তাঁর আজীবনের উস্তাদ।
২০. যিয়াদ ইবন 'আলাকা।
২১. সালামা ইবন কুহাইল।
২২. 'আসিম ইবন কুলাইব।
২৩. সিমাক ইবন হারব, ২০-২৩ সবাই মুহাদ্দিস।
২৪. 'আসিম ইবন বাহদালা, সাতক্বারীর একজন।
২৫. সা'ঈদ ইবন মাসরূক, সুফয়ান সাওরীর পিতা।

২৬. ‘আব্দুল মালিক ইবন ‘উমাইর।
২৭. আবূ জা‘ফার বাকির, আহলে বাইতের সদস্য।
২৮. ইবন শিহাব যুহরী।
২৯. মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির।
৩০. আবূ ইসহাক্ব সাবীয়ী‘, ২৯-৩০ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।
৩১. মানসূর ইবন মু‘তামির।
৩২.মুসলিম আলবিত্তীন।
৩৩. ইয়াযীদ ইবন সুহাইব।
৩৪. আবুয যুবাইর।
৩৫. আবূ হুসাইন আলআসাদী।
৩৬. ‘আতা ইবনুস সাইব, ৩১-৩৬ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।
৩৭. হিশাম ইবন ‘উরওয়া, মাদীনার সাত ফাকীহ্র একজন।
৩৮. শাইবান, তিনি ব্যাকরণবিদ।
৩৯. মালিক ইবন আনাস, তিনি একইসাথে ইমাম আ‘যমের শিষ্যও ছিলেন, একে অপর থেকে শিখতেন-শিখাতেন। ইমাম আবূ হানীফা বয়সে বড়।

উপরিউক্ত সবাই ইমাম আ‘যমের উস্তাদ এবং নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। (‘আতিয়্যা আল‘আওফী ব্যতীত, তিনি অধিকাংশের নিকট দুর্বল। কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার ব্যাপারে ‘‘আবূ হানীফার উস্তাদবৃন্দ(যারা দুর্বল রাবী)’’ শিরোনামে আলোচিত হবে।

তিনি তাঁর অধিক প্রসিদ্ধ উস্তাদদের থেকে রিওয়ায়াত করে গর্ব অনুভব করতেন। খলীফা মানসূর যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাদের কাছ থেকে ‘ইলম শিখেছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন, হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার(রা.)এর ‘ইলম তাঁর শিষ্যগণের নিকট থেকে, হযরত ‘আলী(রা.)এর ‘ইলম তাঁর শিষ্যগণের, হযরত ইবন মাস‘ঊদ(রা.)এর ‘ইলম তাঁর শিষ্যগণের, হযরত আনাস(রা.)এর ‘ইলম তাঁর শিষ্যগণের, হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)এর ‘ইলম তাঁর শিষ্যগণের নিকট থেকে শিখেছি।[২৪৭]

আমরা এখানে উক্ত সাহাবীদের প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ যাদের থেকে ইমাম আ‘যম ‘ইলম শিখেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি :

১. আবূ মুহাম্মাদ, ‘আতা ইবন আবী রবাহ (আসলাম) : তিনি ইবন ‘আব্বাস(রা.)এর শিষ্য ও কুরাইশদের গোলামবংশের ছিলেন। তিনি মক্কার বিখ্যাত মুফতী ও ফক্বীহ ছিলেন। হযরত ‘উছমান(রা.)এর খিলাফাতকালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি সাহাবীদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হযরত ইবন ‘আব্বাস(রা.) থেকে তাঁর রিওয়ায়াত অধিক পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরাইরা, ‘আইশা, উম্মু সালামা, ইবনুয যুবাইর, রাফি ইবন খদীজ(রা.) প্রমুখ থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর নিকট থেকে মুজাহিদ, আবূ ইসহাক আস-সাবী‘ঈ, কাতাদা, ‘আমর ইবন শু‘আইব, মালিক ইবন দীনার, আবূ হানীফা, জারীর ইবন হাযিম, উসামা ইবন যায়েদ আল-লাইছী, ইসমা‘ঈল ইবন মুসলিম আল-মাক্কী, বারদ ইবন সিনানসহ হাজার হাজার ছাত্র রিওয়ায়াত করেছেন।

জারহ-তা‘দীলের ইমামগণ বলেন, মক্কাবাসীর ফাতওয়া তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। হজ্জের সময় ঘোষণা করা হতো, ‘‘শোন! ‘আতা ছাড়া কেউ ফাতওয়া দিবে না।’’ তিনি প্রবীণ তাবি‘ঈগণের একজন। তিনি বলেন, আমি দুশ’ সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি সিকাহ(নির্ভরযোগ্য), ফক্বীহ, অধিক হাদীসবর্ণনা-

২৪৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ. ৩৩৪

♦ ড.মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্‌দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

কারী 'আলিম ছিলেন। লোকজন তাঁর থেকে 'ইলম শিখতে হুমড়ি খেয়ে পরতো। যদিও তিনি ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ, একচক্ষু বিশিষ্ট, পঙ্গু ও লুলা। ইবনুয যুবাইরের সাথে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর হাত কেটে গিয়েছিল। একবার লোকজন 'ইলম শিখতে আবূ জা'ফার বাকির(র.)এর কাছে সমবেত হলে তিনি বললেন, 'আতার কাছে যাও, আল্লাহর শপথ! তিনি আমার থেকে উত্তম। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর বয়স একশ' অতিক্রম করেছিল। তিনি ১১৪ হি.তে ইন্তিকাল করেন।[২৪৮]

২. **আবূ দাঊদ, 'আব্দুর রহমান ইবন হুরমুয, আল-আ'রাজ, আল-মাদানী ঃ** তিনি হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)এর বিশিষ্ট ছাত্র ও হাশিমীদের গোলাম বংশের ছিলেন। তিনি ক্বারী-ফক্বীহ-হাফিযুল হাদীস-নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। তিনি হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)এর 'ইলম রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী(রা.) থেকেও হাদীস শুনেছেন। তিনি কুরআনের অনুলিপিকার ছিলেন। তাঁর থেকে আবুয যিনাদ(যিনি তাঁর বিশেষ শাগরিদ), যুহরী, সালিহ ইবন কীসান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইবন লাহী'আ, আবূ হানীফাসহ অনেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি লোকেরা রমাদানে কাফিরদের প্রতি লা'নত করে। সেযুগে তারাবীহ্‌র ইমাম আট রাক'আতে সূরা বাকারা শেষ করত, তিনি বার রাক'আতে তা' শেষ করলে লোকেরা আরামবোধ করত। তিনি আরবী ভাষা ও আনসাবে(বংশধারাবিদ্যা) পারদর্শী ছিলেন। তিনি আবুল আসওয়াদ আদ্দু'লী থেকে আরবী শিখেছিলেন। আ'রাজ মাদীনাতে বসবাস করতেন। শেষ জীবনে মিসর চলে যান। তিনি ইসকান্দারিয়া(আলেকজেন্ড্রিয়া)-তে সীমান্ত পাহারাদানরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। সময়টি ছিল ১১৭হি. বা তারপরে। তাঁর বয়স আশি অতিক্রম করেছিল।[২৪৯]

৩. **নাফি',** ইবন 'উমার(রা.)এর গোলাম ঃ তিনি ইবন 'উমার[রা.]এর বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি ছিলেন মাদীনার বিখ্যাত 'আলিম-ফাকীহ-মুফতী-নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমাম, কুরাইশদের দাসবংশের লোক। তিনি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার(রা.)এর 'ইলম রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হযরত আবূ হুরাইরা,

---

২৪৮. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৮

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭৯

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬১

♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৩১০

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৬, পৃ. ৪৬৩

♦ আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতিম, আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ৬, পৃ. ৩৩০

♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৫

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩০৫

২৪৯. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৯

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬০

♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাত* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩৯৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ১০৭

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭

♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৭

♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৩

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৭

'আইশা, রাফি' ইবন খাদীজ, আবূ সা'ঈদ খুদরীসহ অনেক সাহাবী(রা.)এর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম যুহরী, আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী, হুমাইদ আত-ত্বীল, ইবন জুরাইজ, ইবন 'আওন, আবূ হানীফা, মালিক, লাইছ, ইউনুস ইবন ইয়াযীদ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ইবন 'উমার(রা.)এর গোলাম ছিলেন। একজন গোলাম হয়েও 'ইল্‌মের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফার(রা.) একবার হযরত ইবন 'উমার(রা.)কে বললেন, তুমি কি তাকে আমার কাছে বার হাজার দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করবে? তিনি বিক্রি করতে অস্বীকার করে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। নাফি' বলেন, যে আমাকে মুক্ত করেছেন, আল্লাহ তাঁকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করুন। খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর খিলাফাতকালে তাঁকে ইয়ামানের যাকাত বিভাগের দায়িত্ব দান করেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় কান্না করছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হযরত সা'দ(রা.)এর কথা(যিনি সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও জিনদের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন) ও কবরের চাপের বিষয়টি মনে পড়ল। তিনি **১২০হি.**-তে, কারও মতে **১১৭হি.**-তে ইন্তিকাল করেন।[২৫০]

৪. আবুল খিতাব, কাতাদা ইবন দি'আমা ইবন কাতাদা ইবন 'আযীয, আস-সাদূসী : তিনি হযরত আনাস[রা.]এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তিনি মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের আদর্শ, ফক্বীহ, হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হযরত আনাস(রা.)এর জীবদ্দশায় কূফায়, পরে বসরায় বসবাস করতেন। তিনি 'আব্দুল্লাহ বিন সারজিস, আবুত তুফাইল আলকানানী, যুরারা ইবন আবী 'আওদা(রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া 'ইকরিমা, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও হাসান বসরী প্রমুখ তাবি'ঈ থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে আইয়ূব আসসাখতিয়ানী, ইবন আবী 'আরূবা, মা'মার ইবন রাশিদ, আউযা'ঈ, শু'বা, হাম্মাদ ইবন সালামা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ছিলেন 'ইলমের ভাণ্ডার, তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। সব 'আলিম তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও ইমাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, তিনি কাদরিয়া মতবাদ সমর্থক ছিলেন। এ ব্যাপারে হাফিয যাহাবী বলেন, ''আল্লাহ রক্ষা করুন! তিনি কাদরিয়া মতবাদ সঠিক মনে করতেন। এসত্ত্বেও সকলে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ধীশক্তির ব্যাপারে একমত। আল্লাহ সম্ভবতঃ তাঁর ওযর গ্রহণ করবেন কারণ এ বিদ'আত সমর্থনের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর মহত্ত্ব ও পবিত্রতাকে সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন, এজন্য সচেষ্ট ছিলেন। আর আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ফয়সালাকারী, বান্দাদের সূক্ষ্ম অবস্থাও জানেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করার নেই। বড় মাপের 'আলিমের যখন সঠিক কাজ বেশি হয়, সত্যসন্ধানী হন, 'ইলমের প্রশস্ততা অর্জন করেন, তাঁর মেধা প্রকাশ পায়, তাঁর মাঝে সততা-আল্লাহভীরুতা দেখা যায়, তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার নযরে দেখা হয়। তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়ে তাঁর সুকর্ম অবজ্ঞা করা হয় না। তবে হ্যাঁ! বিদ'আত ও ভুলের ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণীয় নন, তিনি তাওবা করেছেন এ আশাই আমরা করব।''

---

২৫০. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৫

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৪

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৬৮

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭

♦ প্রাগুক্ত, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার* (মানসূরা : মিসর : দারুল ওয়াফা, ১৪১১হি.), খ. ১, পৃ. ১২৯

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫১

তিনি ১১৮হি.-তে ইন্তিকাল করেন।[২৫১]

৫. আবুল মুনযির, হিশাম ইবন 'উরওয়া ইবনুয যুবাইর ইবনুল 'আওওয়াম, আল-কুরাশী, আল-আসাদী, আল-মাদানী : তিনি হযরত 'আইশা[রা.]এর হাদীস রিওয়ায়াতকারী। তিনি মাদীনার বিশিষ্ট ফক্বীহ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা 'উরওয়া থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর পিতা হযরত 'আইশা(রা.)এর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর পিতামহ 'আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ও অনেক সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বড় বড় ইমাম যেমন মালিক, শু'বা, সাওরী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হুয়াইব বলেন, হিশাম ইবন 'উরওয়া আমাদের কাছে আসলেন, তিনি ছিলেন, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-এর মত 'আলিম। তিনি ছিলেন, নির্ভরযোগ্য রাবী(সিকাহ, সাবত, হুজ্জাহ), অধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি কূফায় তিন বার গিয়েছিলেন এবং হাদীস শুনিয়েছেন। ''তিনি শেষ জীবনে সহীহ-য'ঈফ মিশ্রিত করে ফেলতেন''-এ মন্তব্য সঠিক নয়। তিনি এমন দানশীল ছিলেন যে মানুষের প্রয়োজন পুরা করতে ধার-কর্যও করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি একবার খলীফা মানসূরের কাছে যেয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করুন। খলীফা বললেন, আপনার ঋণের পরিমাণ কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ(দীনার/দিরহাম)। খলীফা বললেন, আপনি এত বড় ফক্বীহ, সম্মানিত ব্যক্তি অথচ এক লক্ষ পরিশোধ করতে পারছেন না? তিনি বললেন, আমাদের দু জন অভাবী যুবকের বাড়ি-ঘর নির্মাণ ও বিবাহ-শাদীর জন্য এ টাকা ঋণ করেছিলাম আল্লাহর উপর ভরসা করে ও আমীরুল মু'মিনীনের বদান্যতার আশায়! খলীফা তখন তাঁকে তাঁর সম্মানার্থে এক লক্ষ (দীনার/দিরহাম) দিয়ে দিলেন। তিনি ১৪৬হি.-তে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[২৫২]

৬. আবূ ইসমা'ঈল, হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, আল-কূফী : তিনি আশ'আরীদের গোলাম বংশের ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের প্রধান উস্তাদ ছিলেন। তাদের আসল ঠিকানা ইস্পাহান। তিনি 'ইরাকের বিখ্যাত ফক্বীহ, ইমাম, 'আল্লামা ছিলেন। তিনি ৩০বৎসরের অধিককাল যাবত সর্বপ্রধান মুফতী ছিলেন। তিনি ইবরাহীম নাখ'ঈর 'ইলম হাসিল করেন, তাঁর কাছে ফিক্হ শিখেন। আর ইবরাহীম নাখ'ঈ হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। হাম্মাদ হযরত আনাস(রা.) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি 'আসহাবুর রায়'(আহলুল ফিক্হ)এর অন্যতম একজন হিসেবে

---

২৫১. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৯

♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২

♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২২৯

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৩

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৪১

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৫

২৫২. আয-যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৪

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮০

♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫০৩

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯৩

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৩

♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২

প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কিয়াস ও তর্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্ঞানে-ধনে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, দানশীল, বিত্তশালী। তিনি সুন্দর-পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। ইবরাহীম নাখ'ঈকে প্রশ্ন করা হলো আপনার পর আমরা কাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করব? তিনি উত্তর দিলেন, হাম্মাদকে। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী যখনই হাম্মাদের কথা আলোচনা করতেন তখনই তাঁর প্রশংসা করতেন। ইবন শিবরিমা ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজও তাঁর প্রশংসা করতেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, তিনি ফিক্হে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে মুরজী। জীবনীকারগণ ইমাম নাসাঈর এ অপবাদ অসত্য বলেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি তাওবা করেছিলেন। মা'মার বলেন, আমরা আবূ ইসহাকের কাছে গেলে তিনি বলতেন তোমরা কোথা থেকে এসেছ? আমরা বলতাম, হাম্মাদের কাছ থেকে। তিনি বলতেন, মুরজিয়াদের ভাই তোমাদের কী বলে? আর হাম্মাদের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কার কাছ থেকে এসেছ? আমরা বলতাম, আবূ ইসহাকের কাছ থেকে। তিনি বলতেন, তাঁর সোহবত ইখতিয়ার কর কারণ অচিরেই সে বাড়াবাড়ি শুরু করবে। মা'মার বলেন, হাম্মাদ তার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। মা'মার বলেন, আমি হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো মুরজিয়াদের মাথার মণি(ইমাম) ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের কাছে সাধারণ লোকে পরিণত হয়েছেন। তিনি বললেন, হক্বের অনুগামী হয়ে থাকা বাতিলের নেতৃত্ব থেকে উত্তম। এ রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় তিনি 'ইরজা' থেকে তাওবা করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শিষ্য ছিলেন, এজন্য 'তিনিও মুরজী'এ অপবাদের সূত্রপাত এখানেই। আ'মাশ হাম্মাদের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। এর জবাবে আবূ বাকর বিন 'আইয়্যাশ বলেন, এবক্তব্য অসত্য, অপ্রমাণিত। আ'মাশের বক্তব্যের সূত্র ধরে ইবন 'আদী বলেছেন, ''হাম্মাদের হাদীসে অভিনবতা(গরাবত) ও পৃথকতা(আফরাদ) রয়েছে অথচ তিনি মজবুত হাদীস বর্ণনাকারী।'' এর উত্তরে বলা যায় এটা সমসাময়িকদের তুহমত যা গ্রহণীয় নয়। যেমন ইমাম আ'যমের সমসাময়িকেরা তাঁকে তুহমত(অপবাদ) দিয়েছিল। তিনি ১২০হি.-তে ইন্তিকাল করেন।[২৫৩]

৭. আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন (যাইনুল 'আবিদীন) 'আলী ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব, আল-বাকির, আল-মাদানী, আল-কুরাশী : তিনি আহলে বাইতের সদস্য ও হযরত 'আলী(রা.)এর পরিবারের হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইমাম যাইনুল 'আবিদীন 'আলী ইবন হুসাইনের পুত্র। তিনি ৫৬হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন, নির্ভরযোগ্য রাবী, মাদীনার ফক্বীহ তাবি'ঈ, 'জ্ঞানের সাগর' এজন্য তাঁকে 'বাকির' বলা হয়। তিনি তাঁর পিতা যাইনুল 'আবিদীন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম হাসান-হুসাইন, হযরত 'আলী(রা.) থেকে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ, ইবন 'উমার, আনাস, ইবন 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ খুদরী, 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফার(রা.) ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র জা'ফার আস-সাদিক, 'আতা ইবন আবী রবাহ, ইবন জুরাইজ, হাজ্জাজ ইবন আরতা, আবূ

২৫৩. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩১

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৬

♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৩

♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩২

হানীফা, ইবন শিহাব যুহরী, রবী'আতুর রায়ী, আ'মাশ, আ'রাজ, আওযা'ঈ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। যুহরী তাঁকে সিকাহ(নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। সমস্ত হাফিযুল হাদীস তাঁর বর্ণিত হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে একমত। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ, অনেক হাদীস জানতেন। 'ইজলী বলেন, তিনি মাদীনার নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ। ইবনুল বারকী বলেন, তিনি সম্মানিত ফক্বীহ। তিনি ১১৪হি.-তে মাদীনায় ইন্তিকাল করেন। কেউ ১১৭হিজরী বা অন্য মতও উল্লেখ করেছেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৫৪]

উপরিউক্ত সবাই হলেন ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ উস্তাদ। তাঁদের থেকে তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীদের হাদীস শিখেছেন, রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর থেকে মুহাদ্দিসগণ সেগুলো গ্রহণ করেছেন।

তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ :

কিছু জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যসংখ্যা তিন হাজার। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন একশ' জন। হাফিয মিয্যী 'তাহযীবুল কামালে' এই একশ' জনের নাম উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ জীবনীকার তাঁকে অনুসরণ করে এই একশ' জনের নাম উল্লেখ করেছেন।[২৫৫]

ইমাম হাইতামী বলেন, তাঁর শিষ্যসংখ্যা গণনা অসম্ভব। কোন ইমাম বলেছেন, অনুসরণীয় ইমামদের মধ্যে আবূ হানীফার মতো অন্য কারও এত সাথী ও শিষ্য নেই। তাঁর থেকে যত 'আলিম উপকৃত হয়েছেন, অন্য কারো থেকে তত উপকৃত হন নি।[২৫৬]

ইমাম সালিহী 'উকূদুল জুমানে'র পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর প্রায় ৮০০জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম কারদারী মানাক্বিবু আবী হানীফা'য় ৭৩০জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফার জীবনীর উপর সর্বপ্রাচীন নির্ভরযোগ্য সনদসহ বর্ণনামূলক কিতাব হলো 'ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু'। এর রচয়িতা হলেন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ত্বহাবীর ছাত্র আবুল কাসিম 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবনুল হারিছ আস-সা'দী(মৃ. ৩৩৫হি.)। তিনি ''ইবন আবিল 'আওওয়াম'' নামে পরিচিত। তিনি ইমাম আ'যমের প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের যে তালিকা প্রদান করেছেন আমরা এখানে তা' উল্লেখ করব। তারপর তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হবে। ২য় অধ্যায়ে তাঁর শিষ্যদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

২৫৪. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০১-৪০৯
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১১
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৪
♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৪
♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮০
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩
♦ সম্পাদনা পরিষদ : *মালাহিকু তারাজিমিল ফুকাহা* (সৌদি 'আরব : আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা), খ. ৩, পৃ. ৩৮

২৫৫. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

২৫৬. আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

ইমাম আ'যম(র.)এর প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ : এলাকা ভিত্তিক

কূফার :

১. হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, তিনি ইমাম আ'যমের প্রসিদ্ধ উস্তাদ, তিনি ইমাম আ'যমের নিকট থেকে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এজন্য ইবন আবিল 'আওওয়াম তাঁকে ইমাম আ'যমের নিকট থেকে রিওয়ায়াতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

২. আ'মাশ, সুলাইমান ইবন মিহরান, তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠীও ছিলেন।

৩. মুগীরা ইবন মুক্‌সিম আয-যব্বী।

৪. যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা।

৫.সুফয়ান আস-সাওরী।

৬. মিস'আর ইবন কিদাম, ৫-৬ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

৭. যুহাইর ইবন মু'আবিয়া।

৮. যায়িদা ইবন কুদামা।

৯. মালিক ইবন মুগাওওয়াল।

১০. শারীক ইবন 'আব্দিল্লাহ।

১১. 'আলী ইবন সালিহ।

১২. হাসান ইবন সালিহ ইবন হাই, (১১-১২-এরা দু' ভাই)।

১৩. আবূ বাকর ইবন 'আইয়্যাশ।

১৪. ইউনুস ইবন আবী ইসহাক।

১৫. ইসরাইল ইবন ইউনুস।

১৬. 'ঈসা ইবন ইউনুস, (১৫-১৬এরা দু' ভাই)।

১৭. 'আলী ইবন মুসহির।

১৮. 'আব্দুর রহমান ইবন মুসহির, (১৭-১৮এরা দু' ভাই)।

১৯. দাঊদ ইবন নুসাইর আত-তাঈ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আবিদ।

২০. ক্বাসিম ইবন মা'ন।

২১.হাফ্‌স ইবন গিয়াছ।

২২. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা।

২৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল ইয়ামান।

২৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী।

২৫. জারীর ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আব্দিল হামীদ।

২৬. 'আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীস।

২৭. 'আব্দুল্লাহ ইবন নুমাইর।

২৮. মুহাম্মাদ ইবন ফুযাইল।

২৯. মুহাম্মাদ ইবন রবী'আ।

৩০. মুহাম্মাদ ইবন হাযিম, আবূ মু'আবিয়া, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

৩১. ওয়াক্বী ইবনুল জার্‌রাহ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম শাফি'ঈর উস্তাদ।

৩২. 'আব্দুল হামীদ আল-হাম্মানী।

৩৩. আবূ উসামা, হাম্মাদ ইবন উসামা।

৩৪. আবূ শিহাব, আল-হান্নাত, 'আব্দ রব্বিহি।

৩৫. যুফার ইবনুল হুযাইল, তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ, ইমাম আ'যমের তৃতীয় শিষ্য(মর্যাদার দিক থেকে)।

৩৬. আসাদ ইবন 'আমর আল-বাজালী।

৩৭. 'আফিয়া ইবন ইয়াযীদ।

৩৮. মুনীর।

৩৯. আবূ ইউসুফ, ইয়া'কূব, ইমাম আ'যমের সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য, ১ম শিষ্য(মর্যাদার দিক থেকে), প্রধান বিচারক('আব্বাসী যুগে)।

৪০. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী, ইমাম আ'যমের ২য় শিষ্য, ইমাম শাফি'ঈর উস্তাদ।

৪১. হিব্বান ইবন 'আলী আল-'আনযী, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

৪২. ইউনুস ইবন বুকাইর।

৪৩. 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী।

৪৪. 'আব্দুর রহীম ইবন সুলাইমান।

৪৫. 'আব্দুস সালাম ইবন হারব।

৪৬. 'উবাইদুল্লাহ ইবন মূসা।

৪৭. 'আলী ইবন হাশিম।

৪৮. 'আলী ইবন ইয়াযীদ আস-সুদাই।

৪৯. 'আইয ইবন হাবীব, আবূ আহমাদ।

৫০. 'আমর ইবন মুহাম্মাদ আল-'আনকাযী।

৫১. মুস'আব ইবনুল মিকদাম।

৫২. মুসহির ইবন 'আব্দিল মালিক।

৫৩. মুশমি'আল ইবন মিলহান।

৫৪. আবূ নু'আইম, ফাযল ইবন দুকাইন, ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

৫৫. আসবাত ইবন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী।

৫৬. ক্বাসিম ইবন গুস্ন।

৫৭. জা'ফার ইবন 'আওন।

৫৮. ইয়াযীদ ইবনুল কুমাইত।

৫৯. ক্বাইস ইবনুর রবী' ।

৬০. আবূ খালিদ, আল-আহমার।

৬১. আবূ ইসহাক, আল-ফায্যারী।

৬২. আবূ সা'ঈদ, আত-তাগলিবী।

৬৩. সিনান ইবন হারূন, আল-বারজামী।

৬৪. হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা(ইমাম আ'যমের পুত্র)।

৬৫. 'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ।

৬৬. দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার।

৬৭. বাকর ইবন খুনাইস।

৬৮. হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লু'আই, তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য।

৬৯. বুশাইর ইবন যিয়াদ।
৭০. হাসান ইবন 'আম্মারা।
৭১. কুতবা।

মক্কার :
৭২. 'আমর ইবন দীনার, তিনি ইমাম আ'যমের সমসাময়িক, উভয়ে একে অপর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।
৭৩. ইবন জুরাইজ, 'আব্দুল মালিক ইবন 'আব্দিল 'আযীয।
৭৪. সুফ্য়ান ইবন 'উয়াইনা, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।
৭৫. ইয়াহইয়া ইবন সুলাইম আত-তায়িফী।
৭৬. 'আব্দুল মাজীদ ইবন 'আব্দিল 'আযীয ইবন আবী রাওয়াদ।
৭৭. সা'ঈদ ইবন সালিহ।
৭৮. আবূ 'আব্দির রহমান, 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ, আল-মুকরী।

মাদীনার :
৭৯. 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার, আল-'উমারী।
৮০. নাফি' ইবন আবী নু'আইম, আল-ক্বারী।
৮১. হাতিম ইবন ইসমা'ঈল।
৮২. নু'আইম ইবন 'আমর আল-কাদীদী।
৮৩. মুহাম্মাদ ইবন 'উমার, আল-আসলামী, আল-ওয়াকিদী।

ইয়ামানের :
৮৪. মা'মার ইবন রাশিদ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ইমাম আ'যমের সতীর্থও ছিলেন।
৮৫. আবূ কুর্‌রা, মূসা ইবন তারিক।
৮৬. রবাহ ইবন যাইদ।
৮৭. ইউসুফ ইবন ইয়াকূব।
৮৮. হিশাম ইবন ইউসুফ।
৮৯. 'আব্দুর রয্‌যাক্ব ইবন হাম্মাম, আস-সান'আনী, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, আল-মুসান্নাফ রচয়িতা, ইমাম আহমাদের উস্তাদ।
৯০. আবুল খলীল আশ-শাইবানী।

বসরার :
৯১. আইয়ূব ইবন আবী তামীমা আস-সাখতিয়ানী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস।
৯২. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আওন।
৯৩. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ।
৯৪. আবূ 'আওয়ানা।
৯৫. সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা।
৯৬. 'আব্দুল ওয়ারিছ ইবন সা'ঈদ।

৯৭. ইয়াযীদ ইবন যুরাই'।

৯৮. বিশ্র ইবনুল মুফাদ্দাল।

৯৯. আবূ 'আসিম, যহ্হাক ইবন মাখলাদ, আন-নাবীল, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সহীহ বুখারীতে তাঁর সনদে ৬টি ছুলুছিয়্যাত(তিন রাবীতে নবী পর্যন্ত) রয়েছে।

১০০. ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, আল-কাত্তান।

১০১. 'আমর ইবনুল হাইছাম।

১০২. 'আব্দুল্লাহ ইবন দাঊদ।

১০৩. হাওযা ইবন খলীফা।

১০৪. হাম্মাদ ইবন যাইদ।

১০৫. ইউসুফ ইবন খালিদ আস-সামতী।

১০৬. 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ।

১০৭. 'আব্বাদ ইবন সুহাইব।

১০৮. সা'ঈদ ইবন আওস আল-আনসারী।

ইয়ামামার :

১০৯. মুহাম্মাদ ইবন জাবির।

১১০. ইয়াসীন আয-যাইয়্যাত।

ওয়াসিতের :

১১১. হুশাইম ইবন বুশাইর।

১১২. 'আব্বাদ ইবনুল 'আওওয়াম, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

১১৩. খালিদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আততহ্হান।

১১৪. ইয়াযীদ ইবন হারূন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

১১৫. 'আলী ইবন 'আসিম।

১১৬. ইসহাক ইবন ইউসুফ আল-আযরাক।

জাযীরায় :

১১৭. হাম্মাদ ইবন 'আমর আন-নাসীবী, দুর্বল রাবী।

১১৮. 'আফীফ ইবন সালিম।

১১৯. আল-মু'আফী ইবন 'ইমরান।

১২০. হাম্মাদ ইবন 'আমর।

১২১. 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আমর আর-রুকী।

১২২. ইয়াযীদ ইবন সিনান আর-রাহাবী।

১২৩. মুহাম্মাদ ইবন হাফ্স।

১২৪. ফায়য বিন মুহাম্মাদ।

১২৫. সাবিক আর-রুকী।

সিরিয়া ও মিসরের :

১২৬. ইয়াহ্ইয়া ইবন আইয়ূব আল-মিসরী।
১২৭. ইউনুস ইবন ইয়াযীদ।
১২৮. লাইছ ইবন সা'দ, বিখ্যাত ফক্বীহ।
১২৯. ইসমা'ঈল ইবন 'আইয়্যাশ।
১৩০. শু'আইব ইবন ইসহাক।
১৩১. সা'ঈদ ইবন 'আব্দিল 'আযীয।
১৩২. সুওয়াইদ ইবন 'আব্দিল 'আযীয।

রায় ও খুরাসানের :

১৩৩. আবূ জা'ফার আর-রাযী।
১৩৪. আবূ সিনান, সা'ঈদ ইবন সিনান আর-রাযী।
১৩৫. হাক্কাম ইবন সুলাম আর-রাযী।
১৩৬. ইসহাক ইবন সুলাইমান।
১৩৭. 'আলী ইবন মুজাহিদ আল-কাবুলী।
১৩৮. ইবরাহীম ইবন তহমান আন-নাইসাবূরী, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।
১৩৯. আবূ হামযা আস-সুকরী।
১৪০. 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, 'আবিদ, তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ, ইমাম বুখারীর উস্তাদ।
১৪১. খালিদ ইবন যিয়াদ বিন জায্ব।
১৪২. নাযর ইবন মুহাম্মাদ।
১৪৩. হাস্সান ইবন ইবরাহীম আল-কিরমানী।
১৪৪. মাক্কী ইবন ইবরাহীম আল-বালখী, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী উস্তাদ, তাঁর সনদে সহীহ বুখারীতে ১১টি ছুলুছিয়্যাত রয়েছে।
১৪৫. আবূ মুতী' আল-বালখী।
১৪৬. ফাযল ইবন মূসা।
১৪৭. খারিজা ইবন মুস'আব।
১৪৮. 'আফ্ফান ইবন সাইয়্যার আল-জুরজানী।
১৪৯. আবূ সা'দ আস-সাগানী।
১৫০. আবূ 'ইসমা, নূহ আল-জামি' ।
১৫১. হাইয়াজ ইবন বিসতাম।
১৫২. ইবরাহীম ইবন মাইমূন আস-সাইবা।
১৫৩. হাসান ইবন রাশিদ।
১৫৪. খালিদ ইবন সুবাইহ্।
১৫৫. আবূ হানীফা আল-খাওয়ারিযমী।

আরও কিছু ছাত্রের নাম যা লেখকের নাতি বৃদ্ধি করেছেন,

১৫৬. ইসমা'ঈল ইবন খালিদ।
১৫৭. জারূদ ইবন ইয়াযীদ।
১৫৮. মালিক ইবন আনাস।

১৫৯. ইয়াহইয়া ইবন নাসর ইবন হাজিব।
১৬০. আবূ হাম্মাম, মুহাম্মাদ ইবনুয যাবারকান।
১৬১. 'আব্দুল্লাহ ইবন বুযাইগ।
১৬২. ওয়াসীম ইবন জামীল।
১৬৩. মুহাম্মাদ ইবন মাসরূক।
১৬৪. আবুল খলীল, সুলাম ইবন বালিক আত-তিরমিযী।
১৬৫. সাবিক আল-বারবারী।
১৬৬. সাব্বাহ ইবন মুহারিব।
১৬৭. 'আব্দুল 'আযীম ইবন হাবীব।
১৬৮. আবুল জুওয়াইরিয়্যা।[২৫৭]

আমরা নিম্নে ইমাম আ'যমের প্রসিদ্ধ ৮জন শিষ্য, ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, যুফার, হাসান ইবন যিয়াদ, দাঊদ আত-তায়ী, ফুযাইল ইবন ইয়ায, ইবরাহীম ইবন আদহাম ও 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক(রাহিমাহুমুল্লাহ)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করব। তাঁদের প্রথম চারজন ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের ভিত্তি, তাঁরা চতুর্দিকে তাঁর মাযহাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফিক্হের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন। পরবর্তী তিনজন ছিলেন ইসলামী আধ্যাত্মিকতা তথা তাযকিয়া-আখলাক-ইহসানের মহান দিকপাল। আর শেষজন ছিলেন সর্বমুখী গুণের আধার। যার পদচারণা ছিল দ্বীনী সব কাজে তথা দা'ওয়াত-জিহাদ-তা'লীম-তাযকিয়া-আখলাক-যুহদে।

১. আবূ ইউসুফ আল-কাযী : তাঁর পূর্ণ পরিচয় ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবন খুনাইস ইবন সা'দ ইবন হাবতা আল-আনসারী। তিনি ১১৩হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আ'যমের প্রধান শিষ্য। তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রধান বিচারপতি(কাযীউল কুযাত) নামে ডাকা হতো। তিনি 'আব্বাসী খলীফা হাদী, মাহদী ও হারূনুর রশীদের সময় প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বলা হয়ে থাকে পূর্ব-পশ্চিমের তথা বিশাল ভূভাগের বিচার কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ, মুজতাহিদ 'আলিম, হাফিযুল হাদীস ও হাদীস বিশারদ, সুন্নাহ অনুসারী। তিনি ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য হিসেবে ২০ বৎসর কাটিয়েছেন। তিনি অভাবী ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম আ'যম ২০ বৎসর আমার ও আমার পরিবারের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তারপরও তাঁর আম্মা দারসে বসতে বাধ সাধতেন। তখন ইমাম আ'যম বললেন, তাঁকে বাধা দিবেন না। আল্লাহর শপথ! এমন সময় আসবে যখন সে শাহী খানা 'ফালুযা-ফিরোযজ' খাবে। খলীফা হারূনুর রশীদের সময় তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। খলীফা শপথ করলেন তাঁর স্ত্রী যদি তাঁর রাজত্বের সীমার বাইরে অবস্থান না করে তাহলে সে তালাক। তখন তাঁর রাজত্ব ছিল চীন থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ সিদ্ধান্ত দিলেন, মাসজিদে অবস্থান করলে তালাক পতিত হবে না, কারণ মাসজিদ তাঁর রাজত্বের অংশ নয়, এর মালিক স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ''এবং মাসজিদসমূহের মালিক আল্লাহ তাই তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকবে না।[২৫৮]
খলীফা হারূনুর রশীদ ও তাঁর স্ত্রী প্রধান বিচারপতির ফাতওয়া ও সূক্ষ্মবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। খলীফার স্ত্রী তাঁকে ডেকে পাঠালেন, নিজ তদারকিতে রাজপ্রসাদে শাহী খাবার 'ফালুযা-ফিরোযজ' খাওয়ালেন, নানা উপঢৌকন দিলেন। তিনি আমৃত্যু প্রধান বিচারপতি পদে থাকলেন। ইমাম আবূ

২৫৭. ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩-২৪১

২৫৮. সূরা জিন্ন : ১৮
হানীফার কথা সত্যে পরিণত হলো।

তিনি আবূ হানীফার থেকে তাঁর 'ইলম বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি হিশাম ইবন 'উরওয়া, 'আতা ইবনুস সাইব, আবূ ইসহাক আশ-শাইবানী ও তাঁদের সমসাময়িকদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আহমাদ ইবন হাসান, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, আহমাদ ইবন মানী', বিশর ইবনুল ওয়ালীদ, 'আলী ইবনুল জা'দ, 'আলী ইবন মুসলিম আত-তূসী, 'আমর ইবন আবী 'আমর প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। সর্ব যুগে 'উলামা কিরাম তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, একবার ইমাম আবূ হানীফার সময় ইমাম আবূ ইউসুফ অসুখে মরনাপন্ন হয়ে গেলেন। ইমাম আ'যম তাঁকে দেখতে গেলেন, আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হবার সময় চৌকাঠে হাত রেখে বললেন, এই যুবক যদি মারা যায় তাহলে কী অবস্থা হবে!? সে তো যমীনের বুকে সবচে' বড় 'আলিম!

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ হাদীস বিশারদ ও সুন্নাহ অনুসারী ছিলেন। ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া তাঁকে সিকাহ্(বিশ্বস্ত) বলেছেন। বলা হয়ে থাকে আবূ ইউসুফ না হলে আবূ হানীফার এত পরিচিতি হতো না। ইবন জারীর বলেন, আবূ ইউসুফ ফক্বীহ, 'আলিম, হাফিয(হাদীসের) ছিলেন। তিনি হাদীস হিফয করণে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কোন মুহাদ্দিসের কাছে যেয়ে পঞ্চাশ-ষাটটি হাদীস মুখস্থ করে তৎক্ষণাৎ উঠে এসে লোকদের হুবহু শুনিয়ে দিতে পারতেন। তিনি অনেক হাদীস জানতেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, আমি প্রথম ইমাম আবূ ইউসুফের কাছে হাদীস শিখি। এরপর অন্যান্যদের থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। ইমাম আহমাদ আরও বলেন, যে কোন মাসআলায় যখন তিনজনের ঐক্যমত পাওয়া যাবে তখন এর বিরোধিতা করা যাবে না। বলা হলো তাঁরা কারা? তিনি বললেন, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান। আবূ হানীফা 'আলিমদের মাঝে কিয়াসে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন। আবূ ইউসুফ হাদীসে পারদর্শী, মুহাম্মাদ 'আরবীতে পারদর্শী।

তালহা ইবন মুহাম্মাদ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ প্রসিদ্ধ, তাঁর সম্মান প্রকাশিত। তিনি ইমাম আবূ হানীফার সহচর। তিনি তাঁর সময়ের সবচে' বড় ফক্বীহ। সে যুগে কেউ কাউকে তাঁর চেয়ে বড় মনে করত না। 'ইলম, হিকমাত, নেতৃত্ব, মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন চূড়ান্ত সূচক। তিনি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের ফিক্হী নীতিমালার কিতাব রচনা করেন, তাঁর মাযহাবের মাসআলা-মাসাইল শিখান ও প্রচার করেন। সর্বোপরি আবূ হানীফার 'ইলম পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন।

কেউ ইমাম শাফি'ঈর ছাত্র মুযানীকে জিজ্ঞেস করল, ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? তিনি উত্তর করলেন, তিনি তো তাঁদের('আলিমদের/তাবি'ঈদের) সর্দার। সে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আবূ ইউসুফ?! তিনি বললেন, তাঁদের(সে যুগের লোকদের) মধ্যে সবচে' হাদীস অনুসারী। পুনরায় জিজ্ঞেস করল, আর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান?! তিনি উত্তর দিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচে' বড় মাসআলা উদ্ভাবণকারী। সে জিজ্ঞেস করল, আর যুফার?! উত্তর দিলেন, তিনি সুফলভাবে কিয়াস প্রয়োগকারী।

হিলাল ইবন ইয়াহইয়া বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ তাফসীর, মাগাযী, 'আরবদের ঘটনাবলী মুখস্থ করে নেন। আর তিনি ফিকহ কম জানতেন।

ইয়াহইয়া ইবন খালিদ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ আমাদের কাছে আসলেন। তিনি ফিক্হ কম জানতেন। অথচ এই ফিক্হ দিয়েই তিনি পূর্ব-পশ্চিম ভরে দিয়েছিলেন।
মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন, তিনি ফিক্হ কম জানতেন, অথচ তা দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম ভরে দিয়েছিলেন, তাহলে চিন্তা করুন, তাফসীর-হাদীস-মাগাযীতে তাঁর জ্ঞান কত ছিল!

দাঊদ ইবন রুশাইদ বলেন, ইমাম আবূ হানীফার যদি কোন ছাত্র না থেকে শুধু আবূ ইউসুফ থাকতেন তাহলে তিনিই ইমাম আ'যমের জন্য সবার মাঝে গর্বের কারণ হতেন।
হাফিয যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' ইমাম আবূ ইউসুফের পরিচয় দেন এভাবে, তিনি ছিলেন (হাদীস-ফিকহের) ইমাম, 'আল্লামা, 'ইরাকীদের ফাকীহ।

ইবন মা'ঈন বলেন, আসহাবুর রায়(ফিক্হবিদগণ)এর মধ্যে আবূ ইউসুফ সবচে' বেশি হাদীস জানতেন, সবচে' নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আবূ হাতিম বলেন, তাঁর হাদীস লেখা হতো। ইবন হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন সামা'আ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ বিচারকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পরও দৈনিক ২০০ রাক'আত নফল পড়তেন।
মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ নেককার লোক ছিলেন। তিনি ক্রমাগত রোযা রাখতেন।

'আসিম ইবন ইউসুফ বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফকে বললাম, আপনি 'ইলমে অগ্রবর্তী এ ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি বললেন, আমার 'ইলম ও ইমাম আবূ হানীফার 'ইলমের তুলনা হলো একটি ছোট নদী ও ফুরাত নদ-এর মতো।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, যে ব্যাপারে আমি ইমাম আ'যমের সাথে মতভেদ করেছি পরে দেখেছি যে সেটা তাঁরই অভিমত যা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি 'কিতাবুল আছার', 'আল-আমালী'(এটি তিনশ' খণ্ডে) ও 'কিতাবুল খারাজ' রচনা করেন। তিনি বাগদাদে ১৮১ বা ১৮২হি.-তে ইন্তিকাল করেন। ইমাম যাহিদ কাওছারী তাঁর জীবনীর উপর ''হুসনুত তাকাযী ফী সীরাতিল ইমাম আবী ইউসুফ আলকাযী'' নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন।[২৫৯]

---

২৫৯. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৪২
- ♦ আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৪ এবং খ. ৪, পৃ. ৪৩২
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯২
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৯১
- ♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৯৩
- ♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯১
- ♦ ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩৩১
- ♦ ক্বাসিম ইবন কুতলুবগাঁ, *তাজুত তারাজিম*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ২৭
- ♦ আল-'আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৪
- ♦ মাওলানা 'আশিক ইলাহী, *আল-মাওয়াহিবুশ শারীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা* (দেওবন্দ : ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ১৮৬-১৮৮
- ♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫-৮৬
- ♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪
- ♦ যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৭

২. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ফারকাদ, আশ-শাইবানী :

তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম,ফক্বীহ। ইবন 'আসাকির 'তারীখু দিমাশ্‌কে' উল্লেখ করেন, তাঁদের আদি নিবাস ছিল ফিলিস্তিনের রামাল্লার নিকটবর্তী এক গ্রামে। সেখান থেকে তাঁরা কূফায় আসেন। ইবন সা'দ 'আত-তবাকাতুল কুরবা'য় বলেন, তাঁদের আদি নিবাস ছিল জাযীরায়। তাঁর পিতা সিরিয়ায় সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর পরিবার সেখান থেকে ওয়াসিত আসলে তাঁর জন্ম হয়। খতীব বাগদাদী 'তারীখু বাগদাদে' উল্লেখ করেন, তাঁরা দামিশ্‌কের নিকটবর্তী গ্রাম হারাস্তার অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা 'ইরাক আসেন। তিনি ওয়াসিতে জন্মগ্রহণ করেন। কূফায় প্রতিপালিত হন। শাইখ আবুল ওয়াফা আফগানী 'কিতাবুল আছারে'র ভূমিকায় বলেন, সঠিক কথা এই যে, তাঁরা জাযীরার বানী শায়বানের দিয়ার রবী'আ গোত্রের লোক ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর পিতা সিরিয়ায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তার পরিবার কখনও হারাস্তা, কখনও ফিলিস্তিনের কোন গ্রামে বাস করত। দু'টো জায়গাই প্রাচীন সিরিয়ায়(শামে) অবস্থিত। তারা সেখান থেকে কূফায় চলে আসার পথে ওয়াসিতে তাঁর জন্ম হয়। কূফায় তিনি প্রতিপালিত হন। আল্লাহই অধিক অবগত। তিনি ১৩২হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর দু' উস্তাদ ইমাম মালিক ও ইমাম শা'বীর শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, সুফ্‌য়ান সাওরী, মিস'আর ইবন কিদাম, কাইস ইবনুর রবী', 'উমার ইবন যার, আওযা'ঈ, মালিক ইবন মিগওয়াল, আবূ মু'আবিয়া, আবুয যিনাদ, সুফ্‌য়ান ইবন 'উয়াইনা, রবী' ইবন সবীহ, 'আব্বাদ ইবন 'আওওয়াম, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, আহমাদ ইবন হাম্বাল, আবূ হাফস কাবীর, আহমাদ ইবন হাফস আল-'ইজলী, আবূ 'উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম, হিশাম ইবন 'উবাইদিল্লাহ আর-রাযী, আবূ সুলাইমান আল-জুযেজানী, আবূ জা'ফার আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মিহরান, 'আলী ইবন মুসলিম আত-তূসী, আসাদ ইবন ফুরাত, মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল আর-রাযী, ইয়াহইয়া ইবন আকসাম, খালাফ ইবন আইয়ূব, ইয়াহইয়া ইবন সালিহ প্রমুখ।

তিনি ফিকহে হানাফী প্রচার করেছেন, যদিও তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। সবাই তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবূ ইউসুফের পরে তাঁকে সবচে' বড় ফক্বীহ মনে করা হতো। খলীফা হারূনুর রশীদের সময় তিনি রিক্কার কাযী(বিচারক) ছিলেন। তিনি বলেন, আমার আব্বা ত্রিশ হাজার দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন। আমি ১৫হাজার নাহব-শি'র(ব্যাকরণ-কবিতা) ও ১৫হাজার হাদীস-ফিকহ শিখতে ব্যয় করেছিলাম। তিনি আরও বলেন, আমি ইমাম মালিকের কাছে তিন বৎসরের কিছু বেশি সময় ছিলাম। তাঁর মুখ থেকে আমি সাতশ'র বেশি হাদীস শুনেছি। (তিনি সাধারণতঃ বলতেন না, তাঁর সামনে পড়া হতো।) ইয়াহইয়া ইবন সালিহ বলেন, আমাকে ইবন আকসাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মালিককে দেখেছেন, তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের সাহচর্যও অবলম্বন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কে বড় ফক্বীহ? আমি বললাম, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মালিক থেকে বড় ফক্বীহ।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ছাড়া কোন মোটা 'আলিমকে উদ্যমী দেখিনি। তিনি সবচেয়ে শুদ্ধভাষী ছিলেন। তিনি আরও বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে 'ইলমে কুরআনে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। তিনি এত শুদ্ধ তিলাওয়াতকারী ছিলেন যে, ইচ্ছে করলে আমি বলতে পারতাম যে তাঁর ভাষাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাঁর থেকে কুরআন অধিক সমঝদার আর কাউকে দেখিনি।

তিনি আরও বলেন, আমি তাঁর থেকে এক উটের বিশাল বোঝা পরিমাণ কিতাব-পত্র লিখে নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ আমাকে দু'জনের মাধ্যমে 'ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। সুফয়ান ইবন 'উয়াইনার মাধ্যমে হাদীস ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের মাধ্যমে ফিক্‌হ শিখিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আমি দশ বৎসর তাঁর সোহবতে ছিলাম। তাঁর কথামালা লিখে রেখেছিলাম, যা এক উটের বোঝা পরিমাণ ছিল। তিনি যদি তাঁর মেধা অনুযায়ী কথা বলতেন তাহলে আমরা কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু তিনি আমাদের বুঝার যোগ্যতানুযায়ী কথা বলতেন।
তিনি আরও বলেন, আমি কারও সাথে বিতর্ক শুরু করলে তাঁর চেহারা বদলে যেত(পরাজিত হত)। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর ব্যতিক্রম।

তিনি আরও বলেন, ফিক্‌হে আমার উপর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের অবদান সবচেয়ে বেশি।
ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, আমি তাঁর থেকে 'আল-জামি'উস সগীর' লিখেছি।
ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব সূক্ষ্ম মাসাইল আপনি কোত্থেকে বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কিতাব থেকে।
ইমাম দারাকুতনী তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদের কোন ছাত্র উল্লেখ করেন, তিনি দৈনিক এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তেন।

বলা হয়ে থাকে তিনি ৯৯০টি কিতাব রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে হাদীসে আল-মুআত্তা যা ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, কিতাবুল আছার যা ইমাম আ'যম থেকে বর্ণনা করেছেন, কিতাবুল হুজ্জাহ্ এবং ফিক্‌হে আল-জামি'উল কাবীর, আল-জামি'উস সগীর, আস-সিয়ারুল কাবীর, আস-সিয়ারুস সগীর, আল-মাবসূত, আয-যিয়াদাত, রুকিয়্যাত, কাইসানিয়্যাত, হারূনিয়্যাত, কিতাবুন নাওয়াদির, কিতাবু ইজতিহাদির রায়, কিতাবুল ইসতিহসান, কিতাবুল খিসাল, কিতাবু উসুলিল ফিক্‌হ প্রসিদ্ধ।

খলীফা হারূনুর রশীদ নাহুবিদ কিসাই ও ফক্বীহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানসহ রায় শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে একই দিনে দু'জনই ইন্তিকাল করেন। তখন খলীফা বললেন, আজকে ভাষা ও ফিক্‌হ দু'টোই দাফন করলাম। সনটি ছিল ১৮৭ হিজরী। ইমাম কাউছারী ''বুলূগুল আমানী ফী সীরাতিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আশ-শাইবানী'' নামে তাঁর জীবনী লিখেছেন।[২৬০]

---

২৬০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭২
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৪
- ♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৪
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬
- ♦ ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৭৮
- ♦ যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯৮
- ♦ মাওলানা 'আশিক ইলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০
- ♦ আবুল ওয়াফা, আল-আফগানী, *'কিতাবুল আছার'এর ভূমিকা* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১২-২০
- ♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩. যুফার ইবনুল হুযাইল ইবন কায়স ইবন সুলাম, আল-আনবারী, আত-তামীমী ঃ

তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম, ফক্বীহ, 'আবিদ, আবূ হানীফার ছাত্রদের মধ্যে ক্বিয়াসে সবচে' পারদর্শী। তিনি ১১০হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ইস্পাহান(আসবাহান)। তিনি আবূ হানীফার ফিক্হী মাজলিসের একজন মজবুত রোকন। তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের এক সুপরিচিত ব্যক্তি। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর বিয়ের প্রস্তাবের সময় তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে- ''তিনি হলেন যুফার, মুসলমানদের মান্যবর ইমাম, ভদ্রতা-বংশ-'ইলমে তাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত।

মুহাম্মাদ ইবন ওহ্ব বলেন, তিনি হাদীসবিশারদদের একজন, তিনি সেই দশের একজন যারা (হাদীসের) কিতাব রচনা করেছিলেন।

ইবরাহীম ইবন সুলাইমান বলেন, আমরা তাঁর সামনে বসলে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলতে সাহস পেতাম না। কেউ দুনিয়াবী কথা বললে তৎক্ষণাৎ তিনি মাজলিস থেকে উঠে যেতেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আমি ইমাম যুফারকে বলতে শুনেছি, হাদীস থাকতে আমরা রায়(ক্বিয়াস) গ্রহণ করি না, যখন হাদীস পেয়ে যাই তখন ক্বিয়াস পরিত্যাগ করি।

ইমাম ওয়াক্বী'(ইমাম শাফি'ঈর উস্তাদ) বলেন, যুফারের মাজলিসের মত অন্য কারও মাজলিস থেকে আমি বেশি উপকৃত হই নি। কেউ ইমাম ওয়াক্বী'কে তাচ্ছিল্যভরে বলল, যুফারের মাজলিসে যাচ্ছেন?! তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা ইমাম আবূ হানীফা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে, তিনি হাতছাড়া হয়েছেন। এখন যুফারের মাজলিস থেকে বাঁধা দিচ্ছ। তাহলে কি আমরা উসাইদ ও তাঁর সাথীদের প্রতি ঝুঁকব? [উসাইদ তাঁর ধোপা ছিল, অর্থাৎ অনুপোযুক্ত লোকের হাতে পড়ব?]

ইমাম বুখারীর উস্তাদ আবূ নু'আইম ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, ইমাম যুফার আমাকে বললেন, তোমরা হাদীস বের কর, আমি তা (চালনি দিয়ে) ঝেড়ে দিচ্ছি!

তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ইন্তিকালের পর আমি যুফারের সাহচর্য অবলম্বন করি, কারণ তিনি তাঁর সাথীদের মধ্যে সবচে' বিজ্ঞ ও মুত্তাকী ছিলেন। আমি তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখি।

হাসান ইবন যিয়াদ বলেন, যুফার ও দাঊদ তাঈ ভাই-ভাই পাতিয়েছিলেন। দাঊদ ফিক্হ ছেড়ে 'ইবাদাতে মগ্ন হন, আর যুফার দু'টোই একসাথে চালিয়ে যান।

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান বলেন, ইমাম যুফার নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, যাহিদ('ইবাদাতগুযার)। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ হাফিযুল হাদীস।

হাফিয আন-নাইসাবূরী বলেন, একলোক ইমাম আবূ হানীফার কাছে এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি কি দেইনি ঠিক মনে করতে পারছি না। তিনি উত্তর দিলেন তালাকের কথা স্পষ্টভাবে মনে না পড়লে, তালাক হয় নি। তারপর সুফয়ান সাওরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে দোষ হবে না। তারপর সে শারীককে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, তাকে তালাক দিয়ে তারপর (নিজের কাছে) ফিরিয়ে নাও। লোকটি ইমাম যুফারের কাছে এসে সব কথা জানাল। তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আ'যম ফিক্হ অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন। সাওরী সতর্কতামূলক ফাতওয়া দিয়েছেন। আর শারীক বিষয়টি কঠিন করে ফেলেছেন। আমি তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি, মনে কর এক লোকের সন্দেহ হলো তার কাপড়ে নাপাকী আছে নাকি নেই?! ইমাম আ'যম বললেন, নাপাকীর

ব্যাপারে স্পষ্টভাবে না জানা পর্যন্ত কোন হুকুম কার্যকর হবে না। সাওরী বললেন, যদি ধুয়ে ফেল তবে সমস্যা নেই। আর শারীক বললেন, আগে কাপড়ে প্রস্রাব করে নাও তারপর ধুয়ে ফেল।

ইমাম যুফার খলীফা মাহদীর সময়ে বসরার বিচারক ছিলেন। সেখানেই মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৫৮হি.-তে ইন্তিকাল করেন। তিনিও 'কিতাবুল আছার' রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় একবার বলছিলেন, তার পুরো মহর ওয়াজিব, আবার বলছিলেন, তার দু'তৃতীয়াংশ মহর ওয়াজিব। ইমাম কাউছারী তাঁর জীবনী লিখেছেন। এর নাম 'লামাহাতুন নাযার ফী সীরাতিল ইমাম যুফার'।[২৬১]

৪. আবূ 'আলী, হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লুই, আল-আনসারী, আল-কূফী :

তিনি ছিলেন মুজতাহিদ, 'ইরাকের ইমাম ও ফক্বীহ। তাঁকে ১৯৪হি.-তে কূফার বিচারকের পদে বাধ্য করা হয়, তাই কিছুদিন সে পদে থেকে ইস্তফা দেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার সাহচর্য অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর মাযহাব প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি কূফার লোক ছিলেন, পরবর্তীতে বাগদাদে অবস্থান করেন।

তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইবন সাম'আ, মুহাম্মাদ ইবন শুজা আছ-ছালজী, শু'আইব ইবন আইউব আস-সরীফীনী রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি সুন্নাহ্র ধারক-বাহক ছিলেন। তিনি নিজের মত কাপড় দাস-দাসীদের পরাতেন। মুহাম্মাদ ইবন সাম'আ বলেন, তিনি ইবন জুরাইজ থেকে বার হাজার হাদীস লিখেছেন। যা ফক্বীহদের জানা অত্যাবশ্যক। ইয়াহইয়া ইবন আদম বলেন, আমি তাঁর থেকে বিজ্ঞ ফক্বীহ আর কাউকে দেখিনি।

আহমাদ ইবন 'আব্দিল হামীদ আল-হারিছী বলেন, আমি তাঁর থেকে সুন্দর-পরিপাটি, (দলীল-প্রমাণ) সুউপস্থাপক আর কাউকে দেখিনি। কেউ কেউ তাঁর প্রতি বিরুপ মন্তব্য করেছেন, যা অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারটি ইমাম আবূ হানীফার মতোই, যেমন তাঁর ব্যাপারে অনেক অগ্রহণীয় মন্তব্য রয়েছে। তিনি ফিকহের অনেক কিতাব রচনা করেছেন এবং অনেক মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ক্বিয়াস ও ইজতিহাদে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'আদাবুল কাযী', 'মা'আনিল ঈমান, 'আন-নাফাকাত', 'আল-খারাজ', 'আল-ফারাইজ', আল-ওয়াসায়া, 'আল-আমালী' অন্যতম। তিনি মুক্তাবিক্রেতা ছিলেন। এজন্য তাঁকে লু'লু'ই(মুক্তাবিক্রেতা) বলা হয়। তিনি ২০৪ হি.-তে ইন্তিকাল করেন। ইমাম কাউছারী তাঁর ও তাঁর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবন শুজার জীবনী লিখেছেন। এর নাম ''আলইমতা' বিসীরাতিল ইমামাইনিল হাসান ইবন যিয়াদ ওয়া সাহিবিহী মুহাম্মাদ ইবন শুজা''।[২৬২]

২৬১. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৮
- ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৬
- ইবন হিব্বান, *আস-সিকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৯
- ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৭
- ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৮
- খয়রুদ্দীন, আয-যিরিক্‌লী, *আল-আ'লাম* (বৈরুত : দারুল 'ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮০), খ. ৩, পৃ. ৪৫
- ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-৩০০
- ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
- যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৭
- মাওলানা 'আশিক ইলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
- আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৫. আবূ সুলাইমান, দাঊদ ইবন নুসাইর আত-তাঈ, আল-কূফী (আল-ইমাম আর-রব্বানী) :
তিনি ১০০হিজরীর পর কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাদের আদি নিবাস খুরাসান। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ্, 'আবিদ, পূর্ববর্তী আউলিয়াদের একজন, সূফীদের ইমাম। তিনি 'আব্দুল মালিক ইবন 'উমাইর, হিশাম ইবন 'উরওয়া, আবূ হানীফা, ইসমা'ঈল ইবন আবী খলীল, হুমাইদ আত-তবীল, সা'দ ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইবন আবী লাইলা, আ'মাশ প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁর থেকে 'আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীস, ইবন 'উয়াইনা, ইবন 'উলাইয়্যা, মুস'আব ইবনুল মিকদাম, ইসহাক ইবন মানসূর, ওয়াক্বী', আবূ নু'আইম ও আরও অনেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ইমাম আবূ হানীফার সাহচর্যে থেকে ফিক্হ শিখে 'ইবাদাতে লিপ্ত হন, নির্জনতা অবলম্বন করেন।

ওয়ালীদ ইবন 'উকবা বলেন, দাঊদ তায়ী ইমাম আ'যমের মাজলিস থেকে এসে মাসজিদের কোন এক খুঁটির কাছে বসে যেতেন। লোকজন চলে গেলে একাকী 'ইবাদাতে লিপ্ত হতেন।

বিশর ইবনুল হারিছ বলেন, দাঊদ যখণ পুরোপুরি নির্জনতা অবলম্বন করলেন ও বাড়িতে থাকা শুরু করলেন তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি ইমাম আ'যমের মাজলিসে বসতেন, এখন তা ছেড়ে দিলেন কেন ?! তিনি বললেন, আমরা যদি পুরো সময় নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহেই ব্যয় করি তাহলে বাড়ি বানাব কবে ? (অর্থাৎ শুধু 'ইলমই শিখি তবে 'আমল করব কবে ?)

সুফয়ান সাওরী তাঁকে সম্মান করতেন, বলতেন, দাঊদ আসল ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, দাঊদের কাজই সঠিক।

দাঊদ বলতেন, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু হলো, এমন রাজত্ব যার শেষ নেই, এমন জীবন যাতে মৃত্যু নেই।

ইয়াহইয়া ইবন সুলাইমান বলেন, যখন থেকে দাঊদ বাড়িতে থাকা শুরু করলেন তখন মাসজিদে শুধু ফরয পড়েই বাড়িতে চলে যেতেন।

হাফ্স ইবন 'উমার বলেন, দাঊদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি দাঁড়ি আঁচরান না কেন? তিনি বললেন, দুনিয়া দুঃশ্চিন্তার ঘর। জিজ্ঞেস করা হলো লোকদের সাথে মিশেন না কেন? বললেন, আল্লাহ মাফ করুন! ছোটরা সম্মান করে না, বড়রা দোষ বলে বেড়ায়।

এক জ্ঞানী লোক তাঁর সাক্ষাতে এসে তাঁকে চিনতে পারল না কারণ তিনি রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে এমনভাবে চলতেন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি। আর ইমামের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে পলায়নপর ব্যক্তির মত উঠে বাড়িতে চলে আসতেন।

মুহারিব ইবন দিছার বলতেন, দাঊদ যদি পূর্ববর্তী উম্মাতের লোক হতেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর খবর কুরআনে শুনাতেন।

---

২৬২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩১৪
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪৩
♦ আয-যিরিক্লী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯১
♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮
♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
♦ সম্পাদনা পরিষদ : *মালাহিকু তারাজিমিল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৭

কেউ দাঊদকে বলল, হে আবূ সুলাইমান! আমাকে সংক্ষেপে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, বাঘ দেখে যেমন পলায়ন কর তেমন মানুষ থেকে ভাগ, কিন্তু মুসলমানদের জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে

নয়(অর্থাৎ সম্মিলিত কাজ ছেড়ে দিয়ে নয়)। সে বলল, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, দ্বীন রক্ষার সাথে অল্পে তুষ্ট থাক যেমন অন্যরা দ্বীন নষ্ট করে বেশির লোভ করে!

আরেকজন বলল, হে আবূ সুলাইমান! আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ যেন তোমাকে তাঁর নিষিদ্ধ কাজের স্থানে না দেখেন। আর তাঁর নির্দেশিত স্থানে যেন অনুপস্থিত না পান। সে বলল, আরও বলুন। তিনি বললেন, তোমার পুরো জীবনকে একদিন মনে করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে রোযা রাখ। তোমার মৃত্যুর দিন হবে ইফতারের সময়।

আবূ নু'আইম বলেন, আমি দাঊদ তাঈকে দেখেছি, তিনি সবচেয়ে শুদ্ধভাষী ও জ্ঞানী ছিলেন।

দাঊদ তাঈ বলতেন, যুহদ(দুনিয়াবিমুখতা) হিসেবে ইয়াক্বীনই যথেষ্ট, 'ইবাদাত হিসেবে 'ইলম তলবই যথেষ্ট, 'ইবাদাত হিসেবে ব্যস্ততাই যথেষ্ট(অর্থাৎ ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণসময় দ্বীনের কাজে লাগানো)।

উম্ম সা'ঈদ বলেন, আমাদের ঘর ও দাঊদের ঘরের মাঝে একটি ছোট দেয়াল ছিল মাত্র। আমি অধিকাংশ রাত্রে তাঁর বিলাপ শুনতাম, যা রাতভর চলতে থাকত, মাঝে মাঝে শেষ রাত্রে সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। আমার মনে হতো সব নি'আমত সেই সুললিত তিলাওয়াতে জমা হয়েছে! তিনি বাতি জ্বালাতেন না।

ইবন হিব্বান বলেন, দাঊদ ফক্বীহ ছিলেন। তিনি আবূ হানীফার মাজলিসে বসতেন। পরবর্তীতে 'ইবাদাতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করেন। মীরাছ হিসেবে বিশ দীনার লাভ করেন যা দিয়ে বিশ বৎসর চলেন। এরপর মৃত্যুবরণ করেন। খলীফার থেকে কোন ভাতা, ভাই-বন্ধুদের থেকে কোন হাদিয়া নিতেন না।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন, আমি দাঊদ তাঈর কাছে যেয়ে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করতাম। যদি দ্বীনী বিষয় হতো তাহলে জবাব দিতেন। আর যদি মনে করতেন সাধারণ প্রশ্ন খোঁজ-খবর নিচ্ছি তাহলে মুচকি হেসে বলতেন, ভাই আমার কাজ আছে, কাজ আছে।

ইবন মা'ঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সুনান নাসাঈতে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। ইবন হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি ১৬০/১৬২/১৬৫ হিজরীতে কূফায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়েছিল।[২৬৩]

---

২৬৩. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪২২
- আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৭
- আল-মিযযী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫৫
- আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩৫
- আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৫
- ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮২
- আবুল হাসান, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন সালিহ, আল-'ইজলী, আল-কূফী, *মা'রিফাতুস সিকাত* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুত দার, ১৪০৫হি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৩
- ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৭
- ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৬৩
- যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

৬. আবূ 'আলী, ফুযাইল ইবন 'ইয়ায, আত-তামীমী, আল-ইয়ারবূয়ী, আল-মারওয়াযী ঃ

তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'আবিদ, যাহিদ। তাঁর উপাধী ছিল '''আবিদুল হারামাইন''। তাঁর আদি নিবাস খুরাসানে। তিনি সমরকান্দে ১০৫হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবিল ওয়ারদ নামক স্থানে প্রতিপালিত হন। যৌবনে তিনি ডাকাত ছিলেন। এক সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন। একদা রাতে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় শুনতে পেলেন কেউ তিলাওয়াত করছে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

অর্থ : ঈমানদারদের এখনও কি সেসময় আসেনি, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর কম্পিত হবে?[২৬৪]

তিনি বলে উঠলেন, হে রব! এসেছে সেসময়! তারপর সেখান থেকে ফিরে আসলেন। পথে এক কাফেলা দেখতে পেলেন। তারা বলাবলি করছে, কখন রওয়ানা দিবে? কেউ বলছে, রাতেই চল। কেউ বলছে না, সকালে রওয়ানা দিব, তোমরা কি জান না ফুযাইল ডাকাত ওঁত পেতে আছে ডাকাতির জন্য ?! তিনি মনে মনে বললেন, হায়! আল্লাহর বান্দারা আমাকে ভয় করে অথচ আমি আল্লাহকে ভয় করি না! এরপর তাওবা করে কূফায় চলে আসলেন। কূফায় তিনি হাদীস ও ফিক্হ শিখেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে মানসূর ইবনুল মু'তামির, বায়ান ইবন বিশর, 'আতা ইবনুস সাইব, সুফয়ান সাওরী, আবূ হানীফা অন্যতম। আর তাঁর থেকে ইমাম শাফি'ঈ, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, বিশর হাফী, সিররী সাকতী, ইবরাহীম ইবন আদহাম ও অনেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর হাদীস আছে।

তিনি 'ইলম শিখার পর কূফা থেকে মক্কায় চলে আসেন। সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি রাতভর 'ইবাদাত করতেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, যমিনের বুকে ফুযাইল থেকে উত্তম কেউ নেই।

ইবন সা'দ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানী, সম্মানিত ও 'আবিদ ছিলেন। তিনি অনেক হাদীস জানতেন। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত।

শারীক বলেন, প্রত্যেক জাতিতে এক যুগ সেরা ব্যক্তিত্ব থাকে, ফুযাইল আপন যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।
সাইমারী বলেন, তিনি ইমাম আবূ হানীফার কাছ থেকে ফিক্হ শিখেছেন আর তাঁর থেকে ইমাম শাফি'ঈ রিওয়ায়াত করেছেন। অতএব এক বড় ইমাম থেকে তিনি শিখেছেন, আরেক বড় ইমাম তাঁর থেকে শিখেছেন। তিনিও এক বড় ইমাম। আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমীন।

সা'ঈদ ইবন মানসূর বলেন, আমি ফুযাইল ইবন 'ইয়াযকে বলতে শুনেছি, ইমাম আবূ হানীফা একজন ফক্বীহ ছিলেন, ফিক্হে তিনি পরিচিত, আল্লাহভীতিতে প্রসিদ্ধ। রাত-দিন ধৈর্যের সাথে তা'লীম দিতেন, রাত জাগতেন নীরবতা অবলম্বন করতেন, কম কথা বলতেন। হালাল-হারামের অনেক মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস পেলে অনুসরণ করতেন। সাহাবী-তাবি'ঈগণ থেকে কোন বক্তব্য পেলেও তার অনুসারী হতেন। কোন কিছু(হাদীস-আছার) না পেলে উত্তমভাবে ক্বিয়াস করতেন।

ওয়াক্বী' ইবনুল জাররাহ বলেন, ফুযাইল ইমাম আবূ হানীফার মাজলিসে বসতেন এবং তাঁর থেকে 'ইলম শিখতেন।
ইবনুল মুবারক বলেন, ফুযাইল আল্লাহকে সত্য মেনেছেন, আল্লাহ তাঁর যবানে হিকমাত জারী করেছেন, তিনি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা 'ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

২৬৪. হাদীদ : ১৬

ফুযাইল বলেন, মানুষের সর্বোত্তম অলংকার হলো সত্য বলা ও হালাল উপার্জন। তিনি আরও বলেন, মানুষের কারণে 'আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়া, মানুষের জন্য আমল করা শিরক, ইখলাস হলো এ দুটো থেকে বেঁচে থাকা।

তিনি আরও বলেন, কাল, দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আজ, 'আমলের দিন। পরশু, আশার পাত্র।
তিনি আরও বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তাঁর চিন্তা বাড়িয়ে দেন। আর যাকে অপছন্দ করেন তাঁর জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দেন।

তিনি আরও বলেন, সুস্থাবস্থায় (রহমাতের)আশা থেকে (আল্লাহ)ভীতি উত্তম। আর মরণকালে (রহমাতের) আশা করা উত্তম।

তিনি আরও বলেন, ধৈর্য, স্থিরতা ও তাহাজ্জুদ নবীদের সিফাত। তিনি আরও বলেন, দু' স্বভাব অন্ত-রকে কঠিন করে, ১. বাচালতা(বেশি কথা), ২. ভোজনবিলাসিতা(বেশি খাওয়া)।
তিনি ১৮৭হি.-তে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[২৬৫]

৭. আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইবন আদহাম ইবন মানসূর, আল-'ইজলী, আল-বালখী, আত-তাইমী ঃ
তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'আবিদ, যাহিদ। পিতা-মাতার হজ্জের সফরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ! এই সন্তানকে সৎ বানিও। সেটাই কবূল হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতা

---

২৬৫. আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৪
♦ ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সফওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৭
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪২১
♦ প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৫
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬১
♦ আস-সুয়ূতী, *তবাকাতুল হুফ্ফায*, িিি.ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৯
♦ আবূ 'আব্দির রহমান, আস-সুলামী, *তবাকাতুস সূফীয়্যাহ*, িিি.ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ২৩
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৩
♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭
♦ আবুল ক্বাসিম, 'আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতিল্লাহ ইবন 'আসাকির, *তারীখু দিমাশ্ক* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি.), খ. ৪৮, পৃ. ৩৭৫
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ২৮১
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৬৪
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫০০
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮০
♦ সিরাজুদ্দীন, 'উমার ইবন 'আলী, ইবনুল মুলাক্কিন, *তবাকাতুল আউলিয়া*, িিি.ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ৪৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৩
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৫
♦ প্রাগুক্ত, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৩ ,
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৭
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক* (দামিশ্ক : দারুল ক্বাদিরী, ১৯৮৮), খ. ৩, পৃ. ২০২

আদহাম ইবন মানসূর, সা'ঈদ ইবনুল মারযুবান, সুফয়ান সাওরী, আ'মাশ, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, আওযায়ী', আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, মানসূর ইবনুল মু'তামির, ফুযাইল বিন 'ইয়ায প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর খাদিম ইবরাহীম ইবন বাশ্শার আল-খুরাসানী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাযযারী, শাকীক ইবন ইবরাহীম আল-বালখী প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলখ থেকে 'ইলমের তলবে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে কূফা আসেন। সাত ক্বারীর একজন হামযা আয-যাইয়্যাত থেকে ক্বিরাআত শিখেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁকে নসীহত করেন, 'ইলম, 'আমালের সমন্বয় করতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তিনি হাদীস-ফিক্হ শিখে কূফা থেকে মক্কা যান। সেখানে ফুযাইল ইবন 'ইয়াযের সোহবতে থেকে সিরিয়া চলে আসেন। সেখানে 'ইবাদাত-সীমান্তপাহারা-জিহাদে লিপ্ত থাকেন। জিহাদরত অবস্থায় জাযীরাতে ১৬১/১৬২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সিরিয়ার সূর নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, ইবন নুমাইর, 'ইজলী, ইবন হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তাঁর বর্ণনা সঠিক(সহীহুল হাদীস)। জামি' তিরমিযী ও বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

ইবরাহীম ইবন আদহাম বলেন, যে তাওবা করতে চায় সে যেন জুলুম(যুল্‌ম) বন্ধ করে দেয়। মানুষের সাথে (অপ্রয়োজনীয়) মেলামেশা পরিত্যাগ করে। তা না হলে উদ্দিষ্ট বিষয় লাভ করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, যুহদ তিন প্রকার; ১.ফরয যুহদ, যা হলো হারাম পরিত্যাগ করা, ২.নিরাপদ যুহদ, তা হলো সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা, ৩.নফল যুহদ, বৈধ (অপ্রয়োজনীয়) বিষয় পরিত্যাগ।

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, ইবরাহীম ইবন আদহাম লোকদের(বিজ্ঞ 'আলিমদের) থেকে 'ইলম শিখেছেন। তিনি মর্যাদাবান ব্যক্তি, অনেক গুপ্তভেদ জানতেন। তিনি 'আমল গোপনে এমনভাবে করতেন যে কারও কাছে প্রকাশ পেত না। তাঁর তাসবীহটিও কেউ দেখতে পেত না। তিনি সবার সাথে খেতে বসলে সবশেষে উঠতেন।

বাকিয়্যা বলেন, ইবরাহীম ইবন আদহাম আমাকে একবার খেতে ডাকলেন। আমি এসে দেখলাম বা' পা নিতম্বের নিচে দিয়ে ডান পা' খাড়া রেখে, এর উপর কনুই রেখে বসেছেন। তারপর বললেন, এভাবে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসতেন। তিনি গোলামের মত বসতেন। বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর।

আবূ নুআইম ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, ইবরাহীম ইবন আদহামের চরিত্র ছিল ঠিক হযরত ইবরাহীম(আ.)এর মত। তিনি যদি সাহাবী হতেন তাহলে একজন মর্যাদাবান সাহাবী হতেন। ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়ামান বলেন, সুফয়ান সাওরী ইবরাহীম ইবন আদহামের সাথে বসলে সাবধানে কথা বলতেন।

মাক্কী ইবন ইবরাহীম বলেন, ইবরাহীম ইবন আদহামকে জিজ্ঞেস করা হলো, মু'মিনের কারামাত(মর্যাদা) কতদূর পৌঁছে? তিনি বললেন, মু'মিন যদি পাহাড়কে নড়তে বলে তাহলে তা নড়ে উঠবে। তখন পাহাড় নড়ে উঠল। তিনি বললেন, এই আমি তো তোকে নড়তে বলিনি।

ইবরাহীম ইবন আদহাম বলেন, যে বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ নয় সে আর চোর সমান, যে 'আলিম মুত্তাকী নয় সে আর নেকড়ে সমান, যে গায়রুল্লাহর কাছে নত হয় সে আর কুকুর সমান।

একবার ইবরাহীম ইবন আদহাম সমুদ্রে সফর করছিলেন। ভীষণ ঝড় শুরু হলো, জাহাজ উল্টে যেতে

লাগল। লোকজন কান্নাকাটি চিৎকার শুরু করল। কেউ বলল, এখানে তো ইবরাহী ইবন আদহাম রয়েছেন, তাঁর কাছে যেয়ে দু'আ করতে বল। লোকজন এসে দেখল তিনি জাহাজের এক কোনে মাথা ঢেকে বসে আছেন। একজন এগিয়ে বলল, হে আবূ ইসহাক্ব! আপনি লোকদের অবস্থা দেখছেন না?! তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি আপনার কুদরত(ক্ষমতা) দেখিয়েছেন, এবার রহমত(দয়া) দেখান। তখনই সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল।

একবার ইবরাহীম ইবন আদহাম বসরার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকজন জড়ো হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আবূ ইসহাক্ব! আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি জবাব দিব। আমরা অনেকদিন যাবত আল্লাহকে ডাকছি অথচ তিনি সাড়া দিচ্ছেন না কেন?! তিনি উত্তর দিলেন, দশ কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে, তাই তিনি সাড়া দিচ্ছেন না। ১. তোমরা আল্লাহকে চিন কিন্তু হক আদায় কর না, ২. তোমরা কুরআন পড় কিন্তু সেমতে চল না, ৩. তোমরা নবীর মুহাব্বাতের দাবীদার কিন্তু তাঁর জীবনরীতি(সুন্নাহ) এখতিয়ার কর না, ৪. তোমরা শয়তানকে শত্রু জেনেও তার মতে চল, ৫. তোমরা বল যে আমরা জান্নাত ভালবাসি অথচ সেখানে পৌঁছার জন্য 'আমল কর না, ৬. তোমরা বল আমরা জাহান্নামকে ভয় করি অথচ সেদিকেই চল, ৭. তোমরা বল মৃত্যু সত্য কিন্তু এর জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতি নাও না, ৮. তোমরা অপরের দোষ দেখ অথচ নিজেদের দোষ ভুলে থাক, ৯. তোমরা আল্লাহর নি'আমাত খাও অথচ তাঁর শোকর আদায় কর না, ১০. তোমরা মৃতদের দাফন কর অথচ তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না।[২৬৬]

---

২৬৬. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮৭
- ♦ প্রাগুক্ত, আল-'ইবার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০০
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮
- ♦ ইবন হিব্বান, খ. ৬, পৃ. ২৪
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭
- ♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৬৭
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৩
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭
- ♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৭
- ♦ আবুল মাহাসিন, ইউসুফ ইবনুল হাসান, ইবনুল মুবাররাদ, *বাহরুদ দাম* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৩১
- ♦ আবুল খাইর, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইবনুল জাযারী, *গয়াতুন নিহায়া ফী তবাকাতিল কুররা*, f i f .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ.১, পৃ.১১৫;
- ♦ শাইখ ফাইয 'আব্দুল কাদির, *তারাজিমুল কুররা* (সি. ডি. : আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ২৮
- ♦ আস-সুলামী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬
- ♦ আবুল হুসাইন, আহমাদ ইবন আইবেক ইবনুদ দিময়াতী, *আল-মুসতাফাদ মিন যাইলি তারীখি বাগদাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৩১
- ♦ ইবনুল মুলাক্কিন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১
- ♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
- ♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪২
- ♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৮

৮. আবূ 'আব্দির রহমান, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আল-মারওয়াযী, আল-হানযলী ঃ

তিনি আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, ইমাম, হাফিয, 'আল্লামা, শাইখুল ইসলাম, ফখরুল মুহাদ্দিসীন, কুদওয়াতুয যাহিদীন। তিনি ১১৮/১১৯ হিজরীতে খুরাসানের(ইরানের) মার্ভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তুর্কী ও মাতা খাওয়ারিযমী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, মুজতাহিদ, 'আবিদ, যাহিদ, দা'ঈ, দানশীল তথা সর্বগুণের অধিকারী। তিনি সারাটি জীবন মুসাফির হিসেবেই কাটিয়ে দেন। কখনও হজ্জের সফর, কখনও জিহাদের সফর, কখনও ব্যবসায়িক সফর। তিনি ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। এছাড়া তিনি রবী' ইবন আনাস আল-খুরাসানী, সুলাইমান আত-তাইমী, 'আসিম আল-আহওয়াল, হুমাইদ আত-তবীল, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইসমা'ঈল ইবন আবী খালীদ, খালিদ আল-হায্যা, ইয়াযীদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আবী বুরদা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আউন, মূসা ইবন 'উকবা, আজলাহ আল-কিন্দী, হুসাইন আল-মু'আল্লিম, হানযালা আস-সাদূসী, হাইওয়া ইবন শুরাইহ, কাহমাস, আউযা'ঈ, ইবন জুরাইজ, মা'মার, সুফয়ান সাওরী, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইবন আবী যি'ব, ইউনুস আলআইলী, হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, হাম্মাদ ইবন সালামা, মালিক, লাইছ, ইবন লাহী'আ, হুশাইম, ইসমা'ঈল ইবন 'আইয়্যাশ, ইবন 'উয়াইনা প্রমুখ থেকে 'ইলম অর্জন ও হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য হলেন, ইবন ওহব, ইবন মাহদী, আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী, 'আব্দুর রয্যাক ইবন হাম্মাম, আল-কাত্তান, 'আফ্ফান, ইবন মা'ঈন, আহমাদ ইবন মানী', আহমাদ ইবন হাম্বাল, বুখারী, আবূ বাকর ইবন আবী শাইবা, ইয়াহইয়া ইবন আদাম, আবূ উসামা, আবূ সালামা আল-মুনকারী, মুসলিম ইবন ইবরাহীম, 'আবদান, হাসান ইবনুর রবী', 'আলী ইবন হাজার, হাসান ইবন আরফা, ইয়াকূব আদ্দাওরাকী প্রমুখ।

ইমাম আবূ হানীফা একবার তাঁর শুরু জীবনের ঘটনা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, একবার আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বাগানে রাতভর খানা-পিনায় মত্ত ছিলাম। গানবাদ্যও চলল। ভোর হলে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথার উপর গাছের ডাল থেকে এক পাখি বলছে, ঈমানদারদের কি সময় আসেনি আল্লাহর ও তাঁর সত্যবাণীর স্মরণে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? আমি বলে উঠলাম অবশ্যই সময় হয়েছে। তখনই ঘুম থেকে জেগে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেললাম, সবকিছু জ্বালিয়ে ফেললাম। এটাই ছিল আমার দুনিয়াত্যাগ।

ইবনুল মুবারক বলেন, আমার কাছে যে ফিক্হ তা আবূ হানীফা থেকে হাসিল করা।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আবূ হানীফা ও সুফয়ানকে (সাওরী) দিয়ে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি আর দশজন লোকের মতই থাকতাম।

আবূ উসামা বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক হলেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস(হাদীসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আমীর)।

ইমাম 'আব্দুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, (হাদীসের) ইমাম হলেন চারজন। ১.মালিক, ২.সাওরী, ৩.হাম্মাদ ইবন যায়েদ, ৪.ইবনুল মুবারক।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, ইবনুল মুবারকের জমানায় তাঁর চেয়ে 'ইলমপিপাসু আর কেউ ছিল না।

শু'আইব ইবন হারব বলেন, ইবনুল মুবারকের উদাহরণ তিনি নিজেই। শু'বা বলেন, ইবনুল মুবারকের মত আর কেউ আমাদের কাছে আসেনি। আবূ ইসহাক্ব ফায্যারী বলেন, ইবনুল মুবারক মুসলিমদের ইমাম। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, মজবুত রাবী।
ইয়াহইয়া ইবন আদাম বলেন, যখন আমি সূক্ষ্ম মাসআলাসমূহ তালাশ করতাম তখন ইবনুল মুবারকের কিতাবসমূহে সেগুলো না পেলে হতাশ হয়ে পড়তাম।

ইসমা'ঈল ইবন 'আইয়্যাশ বলেন, জমিনের বুকে ইবনুল মুবারকের মত আর কেউ নেই।
'আব্বাস ইবন মুস'আব বলেন, ইবনুল মুবারক হাদীস, ফিক্হ, 'আরবী, ইতিহাস, বীরত্ব, দানশীলতা, সর্বজনের মুহাব্বত এসবই হাসিল করেছিলেন।

হাসান ইবন 'ঈসা ইবন মাসারজিস বলেন, একবার ইবনুল মুবারকের ছাত্রগণ একত্রিত হয়ে আলোচনা করলেন, ইবনুল মুবারকের গুণাবলী কি কি? তাঁরা একমত হলেন যে তিনি 'ইলম, ফিক্হ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষা, যুহদ(কৃচ্ছ্রতা), বীরত্ব, কাব্যতা, বাগ্মিতা, রাত্রিজাগরণ, 'ইবাদাত, হজ্জ, জিহাদ, অশ্বচালনা, অনর্থক আলাপ বর্জন, ন্যায়পরায়তা, কম বিতর্কিত হওয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত।

ফুযাইল ইবন 'ইয়ায বলেন, কাবার রবের কসম! ইবনুল মুবারকের মত আর কাউকে আমার চোখ দর্শন করেনি।

ইমাম হাকিম বলেন, তিনি তাঁর যুগের ইমাম। 'ইলম, যুহদ, বীরত্ব, দানশীলতায় তাঁর নাম প্রথমেই এসে যায়।

হাফিয যাহাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে মহব্বত করি এবং তাঁর মহব্বতের কারণে কল্যাণ প্রত্যাশা করি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাকওয়া, 'ইবাদাত, ইখলাস, জিহাদ, প্রশস্ত 'ইলম, নিপুনতা, মহানুভবতাসহ অনেক গুণাবলী দান করেছিলেন। তিনি 'ইলমী খিদমাত ও জিহাদে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। ব্যবসা করে তার লাভ 'আলিমদের মাঝে বিতরণ করতেন। বলা হয়ে থাকে তিনি 'আবদাল'এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর অনেক কারামাত রয়েছে।

আবূ ওহব বলেন, একবার 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এক অন্ধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন। আল্লাহ সে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি।

হাসান ইবন 'ঈসা বলেন, তিনি মুজাবুদ দু'আ ছিলেন। (এমন ব্যক্তি যার দু'আ কবূল করা হয়।)
'আলী বিন হাসান বিন শাক্বীক্ব বলেন, ইমাম ইবনুল মুবারক প্রতি বৎসর গরীবদের জন্য একলক্ষ দীনার ব্যয় করতেন।

ইমাম বুখারী বলেন, ইবরাহীম ইবন শাম্মাসকে বলতে শুনেছি, সবচে' বড় ফক্বীহ 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সবচে' বড় আল্লাহভীরু ফুযাইল, সবচে' বড় (হাদীসের) হাফিয ওয়াক্বী' ইবনুল জাররাহ। উল্লেখ্য এই তিনজনই ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য।
হাবীব আল-জাল্লাব বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ কি? তিনি উত্তর দিলেন, স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি তা না থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ। আমি বললাম, যদি তাও কারও মাঝে না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, পরামর্শদাতা হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই। পুনরায় বললাম, যদি তাও না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, তাহলে দীর্ঘ নীরবতা। আমি বললাম, তাও যদি না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, তড়িৎ মৃত্যু।

তিনি বড়ই ইখলাসের সাথে জিহাদে শরীক হতেন। তিনি রোমানদের সাথে জিহাদ করে ফেরার পথে ফোরাত তীরে হীত নামক স্থানে ১৮১ হি.-তে ইন্তিকাল করেন।

বড় বড় 'আলিম, জনসাধারণ, এমনকি খলীফা হারুনুর রশীদ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে পড়েন।

যাকারিয়া ইবন 'আদী বলেন, আমি একবার ইবনুল মুবারককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম কিসে আপনার নাজাত হয়েছে? তিনি উত্তর করলেন, হাদীস অন্বেষায় নানা জায়গায় সফর করার কারণে। তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। এরমধ্যে 'আর-রকাইক', 'আয-যুহদ', 'কিতাবুল জিহাদ', 'আস-সুনান ফিল ফিক্হ', 'কিতাবুত তাফসীর', 'আত-তারীখ', 'আল-বির্ ওয়াস সিলা' অন্যতম।[২৬৭]

তাঁর ফিকহী মাদরাসা :

ইমাম আবূ হানীফা মূলতঃ ফক্বীহ ছিলেন। তিনি অন্যান্য মুজতাহিদদের মত ইজতিহাদ করতেন। তাঁর ছিল এক ফিকহী পরামর্শ পরিষদ। এর সদস্য ছিল তৎকালীন বিখ্যাত বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফক্বীহ। তাঁর ও সেসময়ের অন্যান্য মুজতাহিদদের মাঝে পার্থক্য ছিল মূলতঃ দুটি;
১. তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে ইজতিহাদী রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন,
২. ঘটিতব্য মাসআলার ক্ষেত্রেও তিনি ইজতিহাদ করতেন। এ শেষোক্ত কারণে তাঁকে অনেকে ভাল চোখে দেখত না। অথচ তিনি নিয়ম মাফিকই ক্বিয়াস করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিন্দাবাদের শিকার হন।

এছাড়া আহলুল হাদীসগণ ক্বিয়াসের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলেন। পরবর্তীতে এনিয়ে আহলুল হাদীস সম্প্রদায় চরম বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। যা ছিল অনভিপ্রেত। তারা বলে বেড়াতো আবূ হানীফা ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেন। বর্তমানেও সে হাওয়া কোথাও কোথাও বয়ে চলে। এসবই

২৬৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭৮
- প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৪
- প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২
- আস-সুয়ূতী, *তবাকাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৯
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭
- প্রাগুক্ত, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৯
- আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৫
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪
- ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৩৯৬
- আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫২
- ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭২
- আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬২
- আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৫
- ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩২
- ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৮

সংকীর্ণচিত্ততা ও সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ, যা পরিত্যাজ্য। তারা মনে করত ক্বিয়াস-ইজতিহাদ হাদীস পরিপন্থী, এমনকি দ্বীন পরিপন্থী?! অথচ চিন্তা করে দেখুন 'রায়' কী, ক্বিয়াস কী? রায়পন্থী ও ক্বিয়াসপন্থী সব ইমাম ও বিশেষভাবে হানাফীদের 'উসূলুল ফিক্‌হে'র কিতাবসমূহ খুলে দেখুন সেগুলোতে আছে, 'নস'এর বিরুদ্ধে 'ক্বিয়াস' অচল। তাদের নিকট 'নস' হলো কুরআন, বিশুদ্ধ সুন্নাহ, সাহাবীদের 'আমলী প্রমাণ, উম্মাহর সর্বসম্মত ইজমা'সমূহ। বলাই বাহুল্য সে ক্ষেত্রে 'রায়'(ক্বিয়াস-ইজতিহাদ) হাদীসের সাথে সাজ্ঘর্ষিক হতেই পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা নিজেই বলেছেন, ''আমরা আল্লাহর কিতাবের উপর 'আমল করি। আর নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথা প্রমাণিত হলে তা মাথা পেতে নেই। সাহাবীদের কোন কথা-কাজ সামনে আসলে তা বাছাই করি, তাদের কথার বাইরে যাই না। তাবি'ঈগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে বলি তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ(অর্থাৎ তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন, আমরাও ইজতিহাদ করতে পারব)।'' দেখুন একথায় কি কোন ফাঁক রয়েছে? এমন কোন বিষয় যা কুরআন-সুন্নাহতে নেই তা পেশ হলে আমরা কী করব? আমরা কি চুপ থাকব ও বলব, এবিষয়ে কিছু বর্ণিত হয় নি, নাকি বলব আমরা জানি না?!(কি আর করা, কারণ ক্বিয়াস অচল!) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে কী বর্ণিত হয় নি যে, তিনি যখন হযরত মু'আয ইবন জাবাল(রা.)কে ইয়ামানের বিচারক হিসেবে পাঠালেন তখন বললেন, কোন বিষয় পেশ হলে কিভাবে ফয়সালা করবে ? তিনি উত্তর দিলেন, কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা করব। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তাতে না পাও? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে সুন্নাহর মাধ্যমে। তিনি বললেন, যদি তাতেও না পাও ? তিনি উত্তর দিলেন, তবে (কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী) যথাসাধ্য ইজতিহাদ করে রায় দিব।

চার ইমাম ফক্বীহ হওয়ার সাথে সাথে হাদীসের ইমামও কী ছিলেন না? তাহলে এসব অবান্তর আলোচনা বিভেদই বাড়িয়ে তুলবে। যা শারী'আতে নিন্দনীয়। ইমাম আ'যমের ফিক্‌হী পদ্ধতি নিয়ে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের জবাবে বড় বড় কিতাব রচিত হয়েছে।[২৬৮]

পরবর্তীতে আমরা ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী পদ্ধতি-অবদান, তাঁর ফিক্‌হী মাজলিস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

২৬৮. ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

♦ ড. মুস্তফা আস-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

পরিচ্ছেদ : চার

তাঁর 'ইলমী অবদানসমূহ :

ইমাম আ'যম(র.)এর পদচারণা ছিল 'ইলমের সকল ক্ষেত্রে। তাঁর 'ইলমী অবদান উম্মাহ চিরকাল স্মরণ রাখবে। কী 'আকীদা, কী ফিক্হ, কী হাদীস, কী যুহদ, কী রচনা সবক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হচ্ছে।

'আকীদাগত চিন্তাধারা :

ইমাম আবূ হানীফার '' 'ইলম অন্বেষা''য় আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেন সেখানে নানা 'আকীদাগত ফির্কার উদ্ভব হয়েছিল। এজন্য তিনি প্রথমে শি'আ, খারিজী, মু'তাযিলা, জাবরিয়া ইত্যাদি নানা দল-উপদলের চিন্তাধারা ও এর বিপরীত সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাস কী তা আগে শিক্ষা করেন। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে নানা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে তাদের পরাজিতও করতেন। এউদ্দেশ্যে সফরও করতেন। এমনকি ফিক্হকে তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য স্থির করার পরও দ্বীনী প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাতিল ফিরকাগুলোর জওয়াব দিতেন। তবে সেসময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে '' 'ইলমুল কালামে''র উদ্ভব হয় নি।

ইমাম আ'যমের দিকে সম্পর্ককৃত দুটি কিতাব 'আল-ফিক্হুল আকবার' ও 'আল-'আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম' এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা হলো তিনি 'ঈমানের সংজ্ঞা', 'পাপাচারীর অবস্থান', 'তাক্বদীর ও স্বাধীনকর্ম', 'কুরআনের মাখলুক হওয়া' ইত্যাদি বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখন তাঁর সেসব মতামত আলোচনা করব।

ঈমান :

ইমাম আ'যমের মতে ঈমানের হাকীকত(মূলবিষয়) হলো : الإيمان هو الإقرار والتصديق

অর্থ : ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক সত্যায়নের(বিশ্বাসের) সমন্বয়।

আর ইসলাম হলো :

هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر من البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها.

অর্থ : আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি আত্মসমর্পণ ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। আভিধানিক দৃষ্টিকোণে ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য আছে। কিন্তু (পারিভাষিকভাবে) ইসলাম ছাড়া ঈমান হয় না, আবার ঈমান ছাড়া ইসলাম পাওয়া যায় না। এ দু'টি পেট ও পিঠের মত। আর দ্বীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম ও পুরো শারী'আতকে নির্দেশ করে।[২৬৯]

ইমাম আবূ যাহরা 'মুয়াফ্ফাক আল-মাক্কী'র 'মানাক্বিবুল ইমাম আল-আ'যম'এর বরাতে জাহম ইবন সফওয়ানের সাথে ইমাম আ'যমের এক দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। তাতে ইমাম আ'যম কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে ঈমানের সংজ্ঞা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রয়োজনে ঘটনাটি দেখা যেতে পারে।

এছাড়া ঈমানের পরিচয় ও প্রকারভেদের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আরো বলতেন, ''ঈমান হলো (গায়েবী

২৬৯. ড. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান আল-খুমাইস, *আশ-শারহুল মুয়াস্সার*(শারহুল ফিকহিল আকবার), ('আম্মান: জর্ডান : মাকতাবাতুল ফুরক্বান, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫-৫৭

বিষয়ে) পরিপূর্ণ পরিচয় ও সত্যয়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি। মানুষ সত্যয়নের ক্ষেত্রে তিনভাগে বিভক্ত।

১.কেউ মন-মুখ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর থেকে যা এসেছে সেগুলো সত্যায়ন করে।

২.কেউ মুখে স্বীকার করে, মনে অস্বীকার করে।

৩.কেউ মনে সত্যায়ন করে, মুখে স্বীকার করে না।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ যারা মনে-মুখে সত্যায়ন করে তারা আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের কাছে মু'মিন।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যারা মুখে স্বীকার, অন্তরে অস্বীকার করে তারা মানুষের কাছে মু'মিন আল্লাহর কাছে কাফির, কারণ মানুষ জানে না তাদের অন্তরে কী রয়েছে। বাহ্যিক স্বীকারোক্তির কারণে তাদের মু'মিন বলা যায়।

তৃতীয় প্রকারের মানুষ আল্লাহর কাছে মু'মিন, মানুষের কাছে কাফির। এরা হলো তারা যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে মুখে কুফুরী করে, যারা তাদের আসল ব্যাপার জানে না তারা তাদেরকে কাফির মনে করে অথচ তারা আল্লাহর কাছে মু'মিন।

তিনি আরো বলতেন, আসমানবাসী ও জমিনবাসীদের ঈমান একই। পূর্ববর্তী-পরবর্তী মানুষ, নবী-রাসূল সবার ঈমান এক। কারণ আমরা প্রত্যেকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। কিন্তু 'আমাল(ফারযিয়্যাত) অনেক ও বিভিন্ন । এমনিভাবে কুফরও এক, কিন্তু কাফিরদের গুণাগুণ বিভিন্ন। পার্থক্য কেবল আসলের তারতম্যে।

অতএব, ইমাম আ'যমের নিকট ঈমান এক অপরিবর্তনীয় বস্তু, যার মৌলিকভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আর 'আমল ঈমানের মূল অংশ নয়। অনেকে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে একমত নন। এ স্বল্পপরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।[২৭০]

পাপাচারীর অবস্থান :

ইমাম আ'যম 'ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই'-এনীতি এজন্য গ্রহণ করেছিলেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে পাপাচারীকে তার পাপের কারণে কাফির সাব্যস্ত না করা হয়। কারণ তার মূল ঈমান রয়েছে। তবে পাপের কারণে যে শাস্তিযোগ্য হয়েছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন। তিনি বলতেন,

ولا نكفر مسلما بذنب وإن كان كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان.

অর্থ : ''আমরা গোনাহের কারণে কোন মুসলিমকে কাফির বলি না, যদিও কবীরা গোনাহ করে। তবে গোনাহকে হালাল মনে করলে ভিন্ন কথা(তাহলে কাফির বলা হবে)। আর গোনাহের কারণে তার ঈমান চলে গেছে এরূপও মনে করি না।''

তিনি আরও বলতেন, গোনাহগার মু'মিন যে ভাল-মন্দ উভয় 'আমলই করেছে, আশা করা যায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

তাঁর একথার সুযোগে অনেকে তাঁকে 'মুরজি'(মুরজিয়াদের একজন) অপবাদ দিয়েছে। অথচ এটা সত্য নয়। তিনি মুরজি ছিলেন না। কারণ মুরজিয়াদের মতবাদ হলো গোনাহের কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ঈমানদার গোনাহ করলেও পার পেয়ে যাবে। তাদের এ মতবাদ লোকদের গোনাহ করতে উৎসাহিত করত। এব্যাপারে ইমাম যায়েদ ইবন 'আলী(র.) বলেন, আমি মুরজিয়াদের মতবাদ থেকে

---

২৭০. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৪

নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমার ছায়াতলে ফাসিকদের পাপাসক্তির লোভ জাগ্রত করে।

ইমাম আ'যম যে মুরজি নন তা তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, ''আমরা একথা বলি না যে গোনাহ ঈমানদারকে ক্ষতি করে না, এও বলি না যে সে জাহান্নামী হবে না, এটাও বলি না যে গোনাহগার ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে চিরজাহান্নামী হবে। এমনও বলি না যে আমাদের নেক কাজ কবূল হবেই, গোনাহ মাফ হবেই। এসব মুরজিয়াদের কথামালা। আমরা বলি, যে ব্যক্তি ঈমানের সমস্ত শর্তাবলীর সাথে ও কুফর-রিদ্দা(ধর্মত্যাগ)-দুঃশ্চরিত্রমুক্ত হয়ে নেক কাজ করবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার 'আমাল নষ্ট করবেন না, কবূল করবেন, তাকে প্রতিদান দিবেন। আর কুফর-শির্ক ছাড়া অন্য যেসব গোনাহ করে বিনা তাওবায় মারা যাবে, সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন, চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে বিনা শাস্তিতে মুক্তি দিবেন।''[২৭১]

এভাবে তিনি জমহূরের(অধিকাংশ 'আলিমের) মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

তাকদীর ও মানুষের কর্মস্বাধীনতা :

ইমাম আ'যম 'তাকদীর ও মানুষের স্বাধীনতা'এ নিয়ে খুব কমই আলোচনা করতেন। তাঁর সময়ে এনিয়ে দু'টি দলের প্রচলন ছিল। একদল মনে করত মানুষের কর্মস্বাধীনতা আছে। তারা কাদরিয়া। আরেক দল মনে করত মানুষের স্বাধীনতা নেই, তারা জাবরিয়া ও জাহমিয়া। উভয়দলের লোকজন তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাইলে তিনি খুব সূক্ষ্মতার সাথে তাদের জবাব দিতেন।

তিনি একবার কাদরিয়াদের নেতা ইউসুফ ইবন খালিদ আস-সামতীকে বলেছিলেন, তাকদীর হলো এমন এক সমস্যা(মাসআলা) যা লোকেরা কঠিন মনে করে। এর সমাধান তারা করবেই বা কীভাবে? এত এমন তালা যার চাবি হারিয়ে গেছে। তা পাওয়া গেলে মূল হাকীকত জানা যেত। এত তিনিই খুলতে পারবেন যিনি আল্লাহর থেকে দলীল-প্রমাণের সাথে খবর বলেন(অর্থাৎ নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তিনি নেই অতএব বিস্তারিত জানার সুযোগও নেই।)

তিনি তাঁর সাথীদের তাকদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করতেন। মোটকথা তিনি এব্যাপারে সীমিত পর্যায়ে বিতর্ক করতেন। তিনি বিশ্বাস রাখতেন যে ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। সমগ্র মাখলূকে আল্লাহর জ্ঞান-ইচ্ছা-কুদরত কাজ করে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ 'আমাল করতে পারে না। মানুষের সৎ-অসৎ কাজ তার কর্ম। এক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা রয়েছে। একারণে সে জবাবদিহিতা ও বিচারের সম্মুখীন হবে। ভাল-মন্দ যা কিছুই সে করছে এর প্রতিদানে অণু পরিমাণ কম-বেশ হবে না। এটাই কুরআনী আকীদা যা তিনি বিরুদ্ধবাদীদের বলতেন।

অথচ আফসোসের বিষয় অনেকে তাঁকে জাহমী(জাবরিয়াদের এক প্রকার যারা বিশ্বাস করে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই) অপবাদ দিয়েছে। অথচ তিনি এথেকে মুক্ত যা উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল।

তিনি বলেছেন, খুরাসানের দু' দল মানুষের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট তারা হলো :

১.জাহমিয়া, ২.মুশাব্বিহা(এরা হলো তারা যারা আল্লাহর প্রতি মাখলূকের গুণাগুণ ও আকৃতি আরোপ করে)।[২৭২]

২৭১. ড. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান আল-খুমাইস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৯

২৭২. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৬০

খল্‌কে কুরআন :

জা'দ ইবন দিরহাম প্রথম কুরআন মাখলূক হওয়ার দাবী করে। খুরাসানের গভর্ণর খালিদ ইবন 'আব্দিল্লাহ তাকে কতল করে দেন। জাহম ইবন সফওয়ানও এই মত পোষণ করতেন। ইমাম আ'যম কুরআন আল্লাহর কালাম বলেই জানতেন। অথচ মিথ্যাবাদীরা বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে একথা ছড়িয়েছে যে, তিনি 'খল্‌কে কুরআনে'র(কুরআনের মাখলূক হওয়ার মতবাদ) সমর্থক ছিলেন। এটা তাঁর প্রতি এক রকম অপবাদ। পরবর্তীতে কোন কোন হানাফী 'আলিম 'খলকে কুরআনে'র সমর্থক বনে গেলে তাঁদের দোষ সুকৌশলে ইমাম আ'যমের ঘাড়ে চাপানো হয়!

অথচ বিশুদ্ধ সনদে যা বর্ণিত আছে তা হলো, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, আহমাদ ও তাঁদের অনুসারীরা কেউ 'খল্‌কে কুরআন' মতবাদ প্রচার-সমর্থন করেন নি। এটা প্রচার করেছিল বিশর আল-মারীসী, ইবন আবী দাঊদ। তারা আবূ হানীফার সাথীদের দোষারোপ করত।[২৭৩]

এ ব্যাপারে 'আল-ইনতিকা'য় বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, কূফার মাসজিদে কোন এক জুমু'আতে এক লোক এসে আমাদেরকে 'খলকে কুরআনে'র ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ইমাম আবূ হানীফা তখন মক্কায় ছিলেন। লোকজন এব্যাপারে মতভেদ করল। আল্লাহর শপথ! আমি মনে করলাম শয়তান মানবরূপে এসে আমাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। আমরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু তার উত্তরদানে বিরত থাকলাম। আমরা বললাম আমাদের শাইখ(উস্তাদ) উপস্থিত নেই, আমরা তার আগে কথা বলা অপছন্দ করি। ইমাম আবূ হানীফা ফিরে এসে সুস্থির হলে আমরা বললাম একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, এব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি বললেন, কী সমস্যা? আমরা ব্যাপারটি বললে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তোমরা কী উত্তর দিয়েছ? আমরা বললাম, আমরা আপনার পূর্বে আগ বাড়িয়ে কিছু বলিনি। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, এমন কিছু বলে ফেলব আর আপনি অপছন্দ করবেন। এটা শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতিদান দিন। আমার ওসিয়ত মনে রাখবে, এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবে না, কাউকে জিজ্ঞেস করবে না, শুধু এতটুকু বলবে যে এক অক্ষরের বাড়তি-কমতি ছাড়া এটা আল্লাহর কালাম। আমার ধারণা এ বিষয়টি এমন ফিতনার উদ্ভব ঘটাবে যে ইসলামপন্থীরা উঠতে-বসতে এ আলোচনাই করতে থাকবে।[২৭৪]

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা :

পূর্বে গত হয়েছে যে ইমাম আবূ হানীফা উমাইয়্যা শাসনের শেষ ও 'আব্বাসী শাসনের শুরু পেয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কী ছিল তা স্পষ্টভাবে এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। তা বুঝতে হলে ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলো চষে বেড়াতে হয়। সব ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায় তা হলো ইমাম আ'যম মনে করতেন খলীফা জনগণের স্বতস্ফুর্ত মাশওয়ারার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কোন ওসীয়তের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন শুদ্ধ নয় অর্থাৎ রাজতন্ত্র ইসলামসম্মত নয়। এ হিসেবে তিনি উমাইয়্যা ও 'আব্বাসী শাসন শুদ্ধ মনে করতেন না। ইসলামী শাসন যেহেতু 'খিলাফাত ব্যবস্থা' তাই তিনি এর প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানের(আধুনিক যুগের) রাজনীতির আলোচনা সেখানে খোঁজা অবান্তর।

২৭৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

২৭৪. আবূ 'উমার, ইউসুফ ইবন 'আব্দিল্লাহ, ইবন 'আব্দিল বার, আন-নামিরী, *আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা* (মরক্কো: দারুল ফিকরিল ইসলামী, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৬৬

♦ আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

রবী ইবন ইউনুস বলেন, ‘আব্বাসী খলীফা মানসূর একবার ইমাম মালিক, ইবন আবী যুআইব ও আবূ হানীফাকে ডেকে পাঠিয়ে খিলাফাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইমাম মালিক এ ব্যাপারে নমনীয় মন্তব্য পেশ করলেন। ইবন আবী যুআইব কঠোর বক্তব্য দিলেন। ইমাম আবূ হানীফা বললেন, খলীফা হবেন দ্বীনী বিষয়ে পরামর্শগ্রহণকারী, ক্রোধমুক্ত। আপনি যদি নিজের দিকে সুবিবেচনার সাথে তাকান তাহলে বুঝবেন যে আপনার আমাদেরকে একত্রিত করা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়। আপনি তো আসলে চান যে, জনগণ দেখুক আমরা আপনার ভয়ে আপনার মর্জি মাফিক কথা বলি। আপনি তো এমনভাবে খলীফা হয়েছেন যে দু’জন বিজ্ঞ মুফতীও আপনার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত নন। অথচ খিলাফাত শুদ্ধ হবে মুসলিমদের ঐক্যমত ও মাশওয়ারার মাধ্যমে।[২৭৫]

এই ঘটনায় ইমাম আ‘যমের উপরিউক্ত মত স্পষ্টভাবে বুঝে আসে।

এছাড়া তিনি হযরত ‘আলী(রা.)এর বংশে খিলাফাত রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি উমাইয়্যা ও ‘আব্বাসীযুগে যথাক্রমে যায়িদ ইবন ‘আলী ও ইবরাহীম ইবন হাসান-এ দু’জন আহলে বাইতের খলীফা হওয়ার সমর্থক ছিলেন। এ হিসেবে তিনি শী‘আ মতবাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিলেন, অবশ্য এমন শী‘আ নন যারা বাতিল চিন্তায় আক্রান্ত, হযরত আবূ বাকর, ‘উমার(রা.)এর গালাগালিতে লিপ্ত। বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের চিন্তাধারার নিকটবর্তী ‘যায়িদিয়্যা শী‘আ’দের সাথে তাঁর মিল ছিল। এটা ছিল শুধু হযরত ‘আলী(রা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর ভক্তি-ভালবাসার প্রকাশ মাত্র। তিনি না সীমা অতিক্রম করেছিলেন, না সালাফ(পূর্ববর্তী সাহাবা)-কে গালি দিতেন। এছাড়া তিনি হযরত ‘আলী(রা.)এর সাথে বিপরীত মত পোষণকারী কোন সাহাবীর সমালোচনা ব্যতিরেকেই হযরত ‘আলী(রা.)এর সব সিদ্ধান্ত ও যুদ্ধকে সঠিক মনে করতেন।

তিনি মক্কায় ‘আতা ইবন আবী রবাহের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তো সে এলাকার লোক যারা তাদের দ্বীন বিভক্ত করেছে ও দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ কূফায় বিভিন্ন দল-উপদলের লোক ছিল)। তুমি কোন দলের লোক? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাদের মধ্য থেকে যারা সালাফকে গালি দেয় না, তাকদীরে বিশ্বাস রাখে, গোনাহর কারণে মুসলিমকে কাফির বলে না।

তিনি বলতেন, যারাই হযরত ‘আলী(রা.)এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে তিনিই হক্বের উপর ছিলেন। বর্ণিত আছে, কূফাতে তাঁর মত আর কেউ হযরত ‘উছমান(রা.)এর জন্য রহমতের দু‘আ করতেন না। তিনি আহলে বাইত খিলাফাতের হকদার মনে করলেও প্রকাশ্যে কখনও তাদের সাথে থেকে উমাইয়্যা ও ‘আব্বাসীদের সাথে অস্ত্রধারণ করতেন না। বরং মানুষকে সঠিক ফাতওয়া দিতেন ও উৎসাহিত করতেন। নিজেকে তাকওয়ার উপর চালাতেন। যেমন তিনি হযরত যায়িদ ইবন ‘আলী(র.)কে উমাইয়্যা খলীফা হিশাম ইবন ‘আব্দিল মালিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ব্যাপারে সমর্থন করলেও তাঁর অনুসারীদের উপর আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই তাঁর সাথে অস্ত্রধারণে অপারগতা জানিয়ে বলেছিলেন, যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে যায়িদ ইবন ‘আলীর অনুসারীরা তাঁকে লজ্জিত না করবে ও তাঁর সাথে লেগে থাকবে তাহলে আমি তাঁর সাথী হতাম ও জিহাদ করতাম। কেননা তিনি তো সত্য ইমাম।

এছাড়া তিনি সুনির্দিষ্টভাবে শী‘আদের কোন দলের সাথ সম্পর্ক রেখেও চলতেন না।[২৭৬]

---

২৭৫. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইবনুল বায্যায, আল-কারদারী, *মানাক্বিবুল ইমাম আল-আ‘যম* (বৈরুত : দারুল হিকমা, ১৩৪২ হি.), খ. ২, পৃ. ১৬

২৭৬. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৮

ব্যক্তি, চরিত্র, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি :

ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, গভীর ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। তিনি পারিপার্শিক অবস্থা থেকে নানা বিষয় বুঝে নিতেন। এমন বিষয় যা সাধারণ মানুষের নযর এড়িয়ে যায় তা তাঁর নযর এড়াতো না, তিনি তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন, নানা সূত্র উদ্ধার করতেন। তিনি যেমন ফিক্‌হ ও হাদীস শিখেছিলেন তেমনি বাস্তব জীবন থেকেও নানা পাঠ নিতেন। ব্যক্তি-চরিত্র-জীবন-জগৎ সম্পর্কে তাঁর ছিল বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সেভাবেই চলতেন ও তাঁর ছাত্রদের তৈরী করতেন। তাঁর সেসব দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য পাথেয় স্বরূপ। নিচে এব্যাপারে আলোকপাত করা হলো :

১. তিনি মনে করতেন সঠিক 'আমাল সঠিক বিশ্বাস ও জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়। সে প্রকৃত সৎ ব্যক্তি নয় যে শুধু সৎ কাজ করে, বরং প্রকৃত সৎ ব্যক্তি সেই যে সৎ-অসৎ উভয়ের জ্ঞান অর্জন করে সৎ কাজের উপকারিতা দর্শনে তাতে প্রবৃত্ত হয়, অসৎ কাজের অপকারিতা দর্শনে তা থেকে নিবৃত্ত হয়। সে ন্যায়পরায়ণ নয় যে অন্যায়-অত্যাচারের পরিচয় না জেনেই ন্যায় কাজ করে, বরং সেই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ যে যুলম-অত্যাচারের পরিচয় ও এর ক্ষতিকারিতার জ্ঞান এবং ন্যায়-'আদলের পরিচয় ও এর উদ্দেশ্যেও জ্ঞান, এউভয় জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে ন্যায়ের দিকে ঝুঁকে। কারণ ন্যায়ের মাঝে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য ও সুপরিণতি।

তিনি ''কিতাবুল 'আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম''-এ উক্ত বিষয় আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর কোন এক ছাত্রকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেন, ''জেনে রাখ যে 'আমল 'ইলমের অধীন যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখের অধীন(অর্থাৎ চোখের দর্শন অনুযায়ী যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া-চলাফেরা হয় তেমন 'ইলম অনুযায়ী 'আমল হয়। 'ইলমের সাথে অল্প 'আমল, মূর্খতার সাথে বেশি 'আমল থেকে উত্তম। একইভাবে বলা যায় অচেনা গন্তব্যে পথ-পরিচিতির সাথে অল্প পাথেয়, পথ না জানার সাথে বেশি পাথেয় থেকে উত্তম।''

অন্য এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,'' 'আলিম সেই যে ন্যায়পরায়ণতার('আদল) জ্ঞান রাখার সাথে সাথে অন্যায়-অত্যাচারের(যুলম-জাওর)ও জ্ঞান রাখেন।''

২. ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন জ্ঞানীর মত যিনি মানব মন ও এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতির গভীর বিশ্লেষক। কোন 'আলিম তাঁর সমাজে কীভাবে চলবে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে সেসম্পর্কে তিনি ছাত্রদের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁর এক শিষ্য ইউসুফ ইবন খালিদ আস-সামতীকে বিদায়কালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে এসব বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। তিনি সে উপদেশে বলেছিলেন, ''তোমার ব্যবহার খারাপ হলে তোমার প্রিয়জনও (যেমন পিতা-মাতা) শত্রুতে পরিণত হবে। তোমার সদ্ব্যবহারে অপরিচিতও তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তোমার মতের বিপরীতে অবস্থানকারী লোকদের কাছে নিজেকে জাহির করছ, তাদের কাছে জ্ঞান-গরীমা প্রকাশ করছ, তুচ্ছভরে তাদের সঙ্গত্যাগ করছ, এমন করলে তারা তোমাকে ত্যাগ করবে, তাদের নিন্দা করলে তারাও তোমার নিন্দা করবে, তাদের গোমরাহ ঠাওরালে তারাও তোমাকে পথভ্রষ্ট বলে বেড়াবে, বিদ'আতী সাব্যস্ত করবে। তাতে আমারও বদনাম হবে। ফলে সেখান থেকে তোমার পলায়নের পথ খুঁজতে হবে। এসব চিন্তা-কার্যকলাপ সঠিক নয়, প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বসরায় গমণ করলে লোকেরা যখন তোমাকে স্বাগতম জানাবে, সম্মান করবে তখন তুমি তাদের প্রত্যেকের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। গণ্যমান্যদের সম্মান করবে, আহলুল 'ইলম ও শাইখদের কদর করবে, নবীনদের সাথে কোমল হবে। সাধারণ লোকদের সাথে মিলবে, ফাসিক-ফুজ্জার ও ধনীদের হিদায়াত করবে। কঠোর হবে না, কাউকে হীন মনে করবে না।

নিজের ব্যক্তিত্বকেও খাটো করবে না। নিজের গোপন বিষয় কাউকে জানাবে না। কাউকে যাচাই না করে তার সঙ্গে যাবে না। ইতর-অভদ্রদের প্রিয়বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। নির্বোধদের সাথে উঠাবসা করবে না। মানুষের সাথে ধৈর্য-সবর-কোমলতা-সুআচরণ ও প্রশস্ত অন্তর নিয়ে মিলিত হবে। নিজের পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখবে। বাহনের পরিচর্যা করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে। লোকদের আপ্যায়ণ করবে কেননা কৃপণ কখনও প্রভাববিস্তার করতে পারে না। কোথাও নাফরমানী দেখতে পেলে তাদের সংশোধন করবে। কোথাও নেক লোক দেখতে পেলে তুমিও তাদের সাথে মিলে আগ্রহের সাথে নেককাজে অগ্রসর হবে। তোমার সাথে লোকেরা সাক্ষাত করুক আর না করুক তুমি সবার সাথে সাক্ষাত করবে। সবার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। চাই কেউ তোমার উপকার করুক বা ক্ষতি। সবাইকে ক্ষমা করে দেবে, সৎকাজের আদেশ দান করবে, অনর্থক কাজে লিপ্ত হবে না। অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। সবার হক আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। অসুস্থকে নিজে দেখতে যাবে, তার সেবা করবে। তোমার বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিবে, চাই কেউ তোমার খোঁজ-খবর রাখুক বা না রাখুক। সাধ্যানুযায়ী সবার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখবে। সবাইকে সালাম দিবে, নিচু শ্রেণীর হলেও। যদি অন্যদের 'ইলমী মাজলিসে গমণ কর আর সেখানে মতপার্থক্যযুক্ত নানা মাসআলার চর্চা হতে থাকে তখন তাদের বিরোধী মত প্রকাশ করবে না। তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে তাদের মতানুযায়ীই উত্তর দিবে। তারপর বলবে এব্যাপারে অন্য একটি মতও আছে তা হলো এই, এর দলীল হলো এই এই। এভাবে তারা তা শুনলে সে মত ও তোমাকে কদর করবে। তারা যদি বলে এটি কার মত? তুমি বলে দিবে, কোন এক ফক্বীহর মত এটি। এভাবে তোমার সাথে তাদের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হবে। তারা তোমাকে সম্মান করবে। যে তোমার কাছে শিখতে আসবে তাকে কোন না কোন বিষয় অবশ্যই শিখাবে, তাদের আপন করে নিবে, মাঝে মাঝে তাদের সাথে কৌতুকও করবে, খানা খাওয়াবে। তাদের প্রয়োজন পুরা করবে। তার ভাল দেখবে, মন্দের দিকে নযর দিবে না। তাদের সাথে কোমল হবে, তাদের বাহুল্য উপেক্ষা করবে, কঠোর হবে না, গালমন্দ করবে না। এমনভাবে থাকবে যেন তুমি তাদেরই একজন। মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বিষয় চাপিয়ে দিবে না। তাদের খুশিতে খুশি থাকবে। তাদের প্রতি সুধারণা রাখবে, অহংকার ঝেড়ে ফেলবে। কাউকে ধোকা দিবে না, যদিও তোমাকে ধোকা দেয়। আমানত আদায় করবে যদিও তোমার খিয়ানত করে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। তাকওয়া অবলম্বন করবে। অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথেও সুআচরণ করবে। এসব ব্যাপারে যত্নবান থাকবে।''

এই উপদেশমালা বিশ্লেষণ করলে মহান ইমামের তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে :

১. তিনি ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। সচ্চরিত্র তার কাছে প্রকৃতগত হয়ে উঠেছিল। এছাড়া এমন উপদেশ প্রদান সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, ''আমি নাফরমানীতে অপমান প্রত্যক্ষ করি তাই মনুষ্যত্বের তাড়নায় তা পরিত্যাগ করি। ফলে তা ধার্মিকতায় পরিণত হয়।''

২. এতে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। 'আলিমের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সমাজে তিনি কীভাবে মিলবেন, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে কী হিকমাতে তার মত ব্যক্ত করবেন এসবই সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে।

৩. তিনি যে একজন বাস্তব সম্মত দীক্ষাদাতা ছিলেন, যার সুশিক্ষা ও দীক্ষায় তাঁর ছাত্রগণ বেড়ে উঠতেন, এ উপদেশমালায় তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।[২৭৭]

২৭৭. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৫

তাঁর ফিকহী অবদান :

ইমাম আ'যম ছিলেন মূলতঃ একজন জগদ্বিখ্যাত ফক্বীহ। বিশ্ববাসীর নিকট তিনিই প্রথম ফিকহের(ইসলামী আইনশাস্ত্র) দ্বার উন্মোচন করেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন,

الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.

অর্থ : ''মানুষ ফিক্‌হের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার পোষ্য(ঋণী)।''

ইমাম আ'যমের ফিক্‌হে অনন্য অবদান রয়েছে। স্বল্প পরিসরে এর বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব। আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি :

১. ইসলামী শারী'আর মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবনের মজবুত নিয়ম ও এর সফল প্রয়োগে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। পরবর্তী সকলে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ঋণী হয়ে আছে। সেসময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হাজার হাজার ফিক্‌হবিদ তাঁর নীতি অনুসরণ করে আসছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে,

الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة حصاده ثم إبراهيم دواس

نعمان طاحنه، يعقوب عاجنه محمد خابزه والآكل الناس

অর্থ : ফিকহের বীজ বুনেছেন হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ(রা.), 'আলকামা(র.) তা কেটেছেন, ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ তা মাড়াই করেছেন, নু'মান(আবূ হানীফা) তা ঝেড়েছেন-ছেটেছেন, ইয়া'কূব(আবূ ইউসুফ) মেখেছেন, মুহাম্মাদ(ইমাম মুহাম্মাদ) তার রুটি পাকিয়েছেন, আর লোকেরা তা খেয়েছে-খাচ্ছে।[২৭৮]

ইমাম শাফি'ঈ বলেন, ''যে ফিক্‌হ শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবূ হানীফার সাথীদের সাহচর্য অবলম্বন করে। তাঁরা (কুরআন-হাদীসের) মর্ম সহজে উপলব্ধি করেন। আল্লাহর শপথ! আমি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের গ্রন্থাবলী থেকেই ফিক্‌হ শিখেছি।''[২৭৯]

২. ইমাম আ'যম হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ভিত্তিক সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করেন। হাদীসে তাঁর অমর গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার'। অযূ অধ্যায়, সলাত অধ্যায়, 'ইবাদাত অধ্যায়...... এই ধারাবিন্যাসে তিনি ফিক্‌হগ্রন্থও রচনা করেন বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ফিক্‌হগ্রন্থের নাম কী ছিল তা জানা যায় না।

ইমাম সুয়ূতী বলেন,

أبوحنيفة أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب المؤطا ولم يسبق أبا حنيفة أحدٌ.

অর্থ : শারী'আতের 'ইলম(হাদীস-ফিক্‌হ) প্রথম সংকলন করেন ইমাম আবূ হানীফা(র.)। তারপর ইমাম মালিক তাঁকে অনুসরণ করে মুআত্তা রচনা করেন। এ ব্যাপারে আবূ হানীফার থেকে কেউ অগ্রসর নয়।[২৮০]

হাফিয দাইলামী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (হাদীসগ্রন্থ) 'আল-আছার' রচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রগণ-যারা ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হের বড় বড় ইমাম- যেমন যুফার, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, হাসান ইবন যিয়াদ প্রমুখ তাঁর থেকে এ কিতাব রিওয়ায়াত করেছেন।[২৮১]

২৭৮. 'আলাউদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আল-হাসকাফী, *মুকাদ্দিমাতুদ দুররিল মুখতার* (মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.), পৃ. ১৪২

২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

২৮০. আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

২৮১. আল-কারদারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫০

ইবন নুদাইম বলেন,

والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوينه رضي الله عنه.

অর্থ : আর জলে-স্থলে-পূর্ব-পশ্চিমে-দূর-নিকটে যে (ইসলামী) 'ইলম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা তাঁরই(আবূ হানীফার) সংকলন।[২৮২]

ইমাম আবূ যাহরা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা মূলত: কোন হাদীস ও ফিক্হগ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তাঁর ছাত্রগণ তাঁর থেকে হাদীস ও ফিক্হী মতামত তাঁদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৮৩]
ইমাম আবূ যাহরার এবক্তব্য পুরোপুরি সঠিক নয়, যা বিখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা 'আব্দুর রশীদ নু'মানীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। বিস্তারিত পরে আলোচনা হবে।

৩. ইমাম আবূ হানীফার সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি কুরআন-হাদীসের নীতিমালার আলোকে ভাবী সমস্যার সমাধানের নিয়মনীতি উদ্ভাবণ করেছেন। ভবিষ্যতে একটি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এমন ধরে নিয়ে সে সমস্যার অনুরূপ কোন সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীসে আছে কিনা তা খুঁজতেন ও কিয়াসভিত্তিক সেসব সমস্যার সমাধান করতেন। ফিক্হশাস্ত্রের পরিভাষায় একে 'আল-ফিক্হুত তাক্বদীরী'(الفقه التقديري) বলা হয়। তিনিই মূলত: এ ধরণের ফিক্হের সফল উদ্ভাবক ও প্রসারক ছিলেন।[২৮৪]

একবার ইমাম কাতাদা কূফায় আগমণ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল খাত্তাব! সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কী যে তার পরিবার থেকে কয়েক বৎসর যাবত নিরুদ্দেশ এবং তার স্ত্রী তাকে মৃত ধরে নিয়ে অন্যকে বিবাহ করেছে? ইতোমধ্যে তার প্রথম স্বামী ফিরে এসেছে, তার বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে? (ইমাম আ'যম তাঁর সাথীদের বলে রেখেছিলেন যে যদি হযরত কাতাদা তোমাদের এ ব্যাপারে হাদীস শুনায় তাহলে তাকে মিথ্যা মনে করবে। আর যদি নিজ থেকে কিছু বলেন তাহলে বলবে আপনার ভুল হয়েছে। এটা ছিল কাতাদাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।) তখন কাতাদা বললেন, তোমার নাশ হোক! এরূপ সমস্যা কি পাওয়া গেছে? তিনি উত্তর করলেন, না। কাতাদা বললেন, তাহলে যা ঘটেনি সে ব্যাপারে কেন প্রশ্ন করছ? আবূ হানীফা বললেন, আমরা সমস্যা আসার পূর্বেই তার সমাধান প্রস্তুত করে থাকি, যাতে তার পক্ষে দলীল কি ও তা উত্তোরণের উপায় কি তা জানা যায়।[২৮৫]

৪. তিনি ফিক্হশাস্ত্রে তার পূর্ববর্তীদের শুধু অনুসারী(মুক্বাল্লিদ) ছিলেন না বরং একজন মুজতাহিদ ইমামের স্থান দখল করে আছেন। বিশেষত: 'আল-ফিক্হুত তাক্বদীরী'তে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, অন্যরা এটা তাঁর থেকে গ্রহণ করেছে।[২৮৬]

---

২৮২. আবুল ফারাজ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইবনুন নুদাইম, *আল-ফিহ্রিস্ত* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৮), পৃ. ২৮৪

২৮৩. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২৮৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৮

♦ তাকী আল-গায্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০

♦ আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০১

৫. ইমাম আ'যম অসংখ্য যোগ্য ছাত্র তৈরি করেছিলেন। তারা তাঁর মতামত তথা মাযহাবকে মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষভাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ইমাম আ'যমের ফিক্হী মতামত তাঁর কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেগুলো হানাফী মাযহাবের মুখপাত্রের ভূমিকায় রয়েছে। তাঁর লিখিত ছয়টি কিতাবকে হানাফী মাযহাবের মূলভিত্তি(الأصول) গণ্য করা হয়। এগুলোকে كتب ظاهر الرواية (কুতুবু যাহিরির রিওয়ায়াহ্)ও বলা হয়। এগুলোতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও তাঁর নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন। কিতাবগুলো হচ্ছে :

(ক) আল-জামিউ'স সগীর(الجامع الصغير) : এই কিতাবে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে মাসআলা রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) আল-জামিউ'ল কাবীর(الجامع الكبير) : এখানে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ ও 'ইরাকের অন্যান্য ফাকীহ থেকে আহরিত মাসআলা বয়ান করেছেন। তবে সরাসরি ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে রিওয়ায়াত করেন নি।

(গ) আস-সিয়ারুস সগীর(السير الصغير) : এই কিতাবে তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে জিহাদ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন।

(ঘ) আস-সিয়ারুল কাবীর(السير الكبير) : ইমাম আউযায়ী'র এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কিতাব লিখেন। যাতে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের(রা.) জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) আল-মাবসূত(المبسوط) : এটি ইমাম মুহাম্মাদের লিখিত সবচেয়ে দীর্ঘ কিতাব। ইমাম আবূ হানীফা যেসব ফাতওয়া দিয়েছেন তা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের দ্বিমত থাকলে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

(চ) কিতাবুয যিয়াদাত(كتاب الزيادات) : এই কিতাবে সেসব মাসআলা বর্ণিত হয়েছে যেগুলো উপরিউক্ত পাঁচ কিতাবে নেই।

এই ছয়টি কিতাব হানাফী মাযহাবের মূলভিত্তি। বিখ্যাত হানাফী ফক্বীহ আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-মারওয়াযী -যিনি হাকীম শহীদ নামে পরিচিত- এই ছয় কিতাবের মাসআলা-মাসাইল দ্বিরুক্তি বাদে এক কিতাবে জমা করেছেন। এর নাম হচ্ছে 'আল-কাফী'(الكافي)। শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী 'আল-কাফী'র ব্যাখ্যা লিখেছেন। প্রত্যেক মাসআলার দলীল(কুরআন-হাদীস-ইজমা'-ক্বিয়াস থেকে) প্রদান করেছেন। এটি একটি বিখ্যাত কিতাব। এর নাম 'আল-মাবসূত'(المبسوط)।

ইমাম মুহাম্মাদ উপরিউক্ত ছয় কিতাব ছাড়াও অন্যান্য কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের, প্রথমগুলোর মতো প্রামাণিক নয়।[২৮৭]

৬. ইমাম আ'যমের ফিক্হের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না। তার ছিল এক ফিক্হী পরামর্শ-পরিষদ। এ সম্পর্কে পরবর্তী শিরোনামে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে।

---

২৮৭. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৯৭

তাঁর ফিক্‌হী মাজলিস :

ইমাম আ'যমের ফিক্‌হ চর্চা একক ছিল না, তা ছিল দলগত। তাঁর ছিল এক ফিক্‌হী মাজলিস বা ফিক্‌হী পরামর্শ পরিষদ। তাতে নামকরা সব মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, সাহিত্যিক উপস্থিত থাকতেন। কোন একজন অনুপস্থিত থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো না। সবার মতামত যাচাই-বাছাইয়ের পর যেটি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হতো তা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিতেন। এপরামর্শ ভিত্তিক ফিক্‌হী মাযহাবই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম গ্রহণ করে নেয় সেই সূচনালগ্ন থেকে। অন্যান্য মাযহাব এরূপ নয় কেননা সেগুলো শুধু মাযহাবের ইমামের মতামত।

আসাদ ইবন 'আমর বলেন, তারা কোন মাসআলার জওয়াবে ইমাম আবূ হানীফার মাজলিসে মতভেদ করতেন। বিভিন্ন রকম জওয়াব আসতো। সেগুলো তাঁর কাছে পেশ করা হতো। তিনি প্রায়ই সহমত পোষণ করতেন। কোন কোন মাসআলার সমাধানে তিন দিন পর্যন্ত অতিবাহিত হতো। অত:পর সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো।[২৮৮]

ইমাম মুয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদ শূরার(পরামর্শ) উপর রেখেছেন। তিনি কখনও শূরার রায়ের উপর তাঁর রায়ের প্রভাব খাটান নি। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনি ব্যাপারে যথাসাধ্য চিন্তা-গবেষণা করা এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের জন্য সার্বিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা। তাঁর মাজলিসে প্রতিটি মাসআলা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হতো। তিনি সহচরদের থেকে জবাব শুনতেন, তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। কোন ক্ষেত্রে একমাস বা মাসাধিক কাল বিতর্ক চলত। তারপর একটি মত সর্বসম্মতিতে গৃহীত হতো। আবূ ইউসুফ তা মূল কিতাবে লিখে নিতেন। এমনিভাবে সব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হতো। এই কর্মপদ্ধতিই সর্বোত্তম ও সঠিক, তা সত্যের অধিক নিকটবর্তী, অন্তরসমূহ এতে প্রশান্তি লাভ করে-তুষ্ট হয়, সেই মাযহাব থেকে যা একক সিদ্ধান্তের ফসল, একজনের রায় যেখানে মূলভিত্তি।[২৮৯]

ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরগণ কোন কোন সময় কোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করলে যদি 'আফিয়া ইবন ইয়াযীদ অনুপস্থিত থাকতেন, ইমাম আ'যম বলতেন, 'আফিয়া না আসা পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাও। 'আফিয়া এসে আলোচনায় অংশ নিয়ে তাদের সাথে একমত হলে তিনি বলতেন, এখন লিখে নিতে পার। 'আফিয়া একমত না হলে তিনি বলতেন, এই বিষয়টি এখনই লিখবে না, আরো আলোচনা হবে।[২৯০]

আবূ নু'আইম ফাযল ইবন দুকাইন বলেন, আমি ইমাম যুফারকে একথা বলতে শুনেছি যে আমরা ইমাম আবূ হানীফার 'ইলমী মাজলিসে যেতাম। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও আমাদের সাথে থাকতেন। আমরা সবাই ইমাম আ'যমকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মাসাইল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তা লিখে নিতাম। যুফার বলেন, ইমাম আ'যম একদিন আবূ ইউসুফকে বললেন, হে ইয়াকূব! আমার কাছ থেকে যা শোন, সবই লিখে নিও না। কেননা আমি আজ একটি অভিমত পেশ করি, কাল তা পরিবর্তন করি। কাল যে রায় দেই, পরদিন তা পরিবর্তন করি। সুতরং তোমরা মাজলিসে শূরায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মাসআলা লিখে নিবে।[২৯১]

২৮৮. ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৩৪২

♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৮৯. মুওয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩

♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯ ২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

ইবন কারামা বলেন, একদিন আমি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ওয়াক্বী‘র নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, অমুক মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ভুল করেছেন। ওয়াক্বী‘ বললেন, যে এটি বলবে সে তো পশু বা তারচেয়েও অধম! ইমাম আবূ হানীফা কিভাবে ভুল করতে পারেন? যখন তাঁর সহচর ফক্বীহ সর্দার আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, অমুক অমুক হাদীসের ইমাম, অমুক অমুক ভাষা-সাহিত্যের ইমাম, যুহদ-তাকওয়ার ইমাম ফুযাইল, দাঊদ আত-তাঈ ?! তারপর ওয়াক্বী‘ বললেন, যে ব্যক্তির এমন সহচর থাকবে তিনি কখনও ভুল করতে পারেন না। কেননা যদি কোন ভুল হয়েও থাকে, তবে এমন ব্যক্তিগণ অবশ্যই তা সাথে সাথে ধরিয়ে দিবেন।[২৯২]

তাঁর ফিক্হী মাজলিসের সভাসদবৃন্দ :

ইমাম আ‘যমের ফিক্হী মাজলিসের সভাসদবৃন্দের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর ফাতওয়া লিখতেন এমন সহচরের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। বড় বড় মুহাদ্দিস-ফক্বীহ তাঁর সভাসদের অন্ত-র্ভূক্ত ছিল। আল্লামা যফর আহমাদ ‘উছমানী থানবী ‘‘আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন’’ কিতাবে তাঁর অনেক মুহাদ্দিস শিষ্যের জীবনী উল্লেখ করেছেন। তন্মদ্ধে ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ওয়াক্বী‘ ইবনুল জাররাহ, হাফস ইবন গিয়াছ, মিস‘আর ইবন কিদাম, মাক্কী ইবন ইবরাহীম, আবূ ‘আসিম আন-নাবীল, ফাযল ইবন দুকাইন, ইবরাহীম ইবন তহমান, ইয়াযীদ ইবন হারূন, ‘আলী ইবন মুসহির, ক্বাসিম ইবন মা‘ন, হাম্মাদ ইবন যাইদ, লাইছ ইবন সা‘দ, নযর ইবন শুমাইল, ‘আব্দুর রায্যাক্ব ইবন হাম্মাম উল্লেখযোগ্য। মুগীরা ইবন হামযা বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ফাতওয়া-মাসাইল লেখক সহচরের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তারা ছিলেন বড় বড় ‘আলিম।[২৯৩]

আসাদ ইবনুল ফুরাত বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ৪০ জন বিশিষ্ট সহচর মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তাদের প্রথম সারির দশ জনের কয়েক জন হলেন, আবূ ইউসুফ, যুফার ইবনুল হুযাইল, দাঊদ আত-তাঈ, আসাদ ইবন ‘আমর, ইউসুফ ইবন খালিদ আস-সামতী, ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা। শেষোক্ত ইয়াহইয়া সে ব্যক্তি যিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ফিক্হ হানাফীর সমাধানকৃত মাসআলাসমূহ লিখেছেন। অর্থাৎ ইমাম আ‘যমের ‘ইলমী মাজলিসের লেখক ছিলেন।[২৯৪]

ইসমা‘ঈল ইবন হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা একদিন বললেন, আমার সহচরদের মধ্যে ৩৬ জন বিশিষ্ট ‘আলিম রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৮ জন বিচারক(কাযী) হওয়ার যোগ্য, ৬ জন ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য, ২ জন আছেন এমন ব্যক্তি যারা কাযী ও মুফতীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন, আবূ ইউসুফ ও যুফারকে ইঙ্গিত করে একথা বলেছিলেন।[২৯৫]

২৯২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৪৭

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২৯৩. ইবন আবিল ‘আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

♦ আল-কাওছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৯৪. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত

২৯৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৪৮

তাঁর ফিক্‌হী উসূল (নীতিমালা) :

ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হী উসূল তথা নীতিমালা কী ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর থেকে বর্ণিত হয় নি। 'ফিক্‌হে হানাফী'র কিতাবাদির মাসআলা-মাসাইল থেকে পরবর্তী অনেকে তাঁর বিস্তারিত নীতিমালা উদ্ভাবণ করেছেন। তবে সামগ্রিকভাবে তাঁর ফিক্‌হী নীতিমালা কী ছিল সেসম্পর্কে বিশুদ্ধ সনদে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেসব বর্ণনা থেকে তিনটি বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করেছেন বিখ্যাত ফক্বীহ ইমাম আবূ যাহরা(র.)। আমরা তাঁর আলোচনাটি এখানে পেশ করছি :

(১) ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন,

آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر– أو جاء– إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب – وعدد رجالا– فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

অর্থাৎ ''আমি কিতাবুল্লাহ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করি, যা তাতে না পাই তা সুন্নাতে রসূল(সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে গ্রহণ করি। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে যা না পাই তা নবীজীর(সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের(রা.) বক্তব্য থেকে গ্রহণ করি। তাদের কারও বক্তব্য গ্রহণ করি, কারওটি পরিত্যাগ করি কিন্তু তাদের মতামতের বিপরীত অন্য কারও মত গ্রহণ করি না। আর যখন ইবরাহীম, শা'বী, ইবন সীরীন, হাসান, 'আতা, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (আরও কিছু লোকের নাম বললেন)এর মতামত গ্রহণের ব্যাপার এসে যায়, যারা ইজতিহাদ করেছেন, তখন আমিও তাদের মতো ইজতিহাদ(গবেষণা) করি।''[২৯৬]

(২) মুয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কীর 'মানাক্বিবু আবী হানীফা'য় আছে-

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمض له، رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق رجع إليه، قال سهل : هذا علم أبي حنيفة رحمه الله، علم العامة.

অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা নির্ভরযোগ্য বিষয় প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, অনির্ভরযোগ্য বিষয় থেকে বেঁচে থাকেন। 'আলিমগণের সেসব প্রমাণাদির প্রতি নযর রাখেন যেগুলো তারা মজবুতির সাথে গ্রহণ করেছেন, যা উত্তম বলে বিবেচিত। ক্বিয়াস যেখানে সচল সেখানে ক্বিয়াস করতেন। যেখানে ক্বিয়াস খাপ খায় না সেখানে যতক্ষণ ইসতিহসান(সূক্ষ্ম ক্বিয়াস) চলে ততক্ষণ তার ভিত্তিতে প্রমাণ পেশ করতেন। যখন ইসতিহসান অচল হয়ে যেত তখন মুসলিম সমাজের (সাহাবা থেকে) অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসা 'আমল দিয়ে প্রমাণ পেশ করতেন। সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত, প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করতেন। এরপর এগুলোর উপর যতক্ষণ ক্বিয়াস চলে ক্বিয়াস করতেন। তারপর ইসতিহসানের দিকে ফিরে

---

২৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৮

♦ ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

আসতেন। ক্বিয়াস ও ইসতিহসানের মধ্যথেকে যেটি যেখানে উপযোগী সেটি সেখানে প্রয়োগ করতেন। সাহল বলেন, এই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফার 'ইলম, যা ব্যাপক 'ইলম।[২৯৭]

(৩) মানাক্বিবু আবী হানীফায় আরো আছে :

كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده.

অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা নাসিখ-মানসূখ হাদীস খুব যত্নের সাথে তালাশ করতেন। তারপর যে হাদীস তাঁর নিকট নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের(রা.) থেকে প্রমাণিত মনে হতো এর উপর 'আমল করতেন। তিনি কূফাবাসীদের হাদীস-ফিক্হ সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁর এলাকাবাসী যে 'ইলম-'আমলের ধারক ছিল তিনি তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন।[২৯৮]

ইমাম আবূ হানীফার ইজতিহাদের ভিত্তির ব্যাপারে এই তিনটি বর্ণনা আমরা অনেক বর্ণনার মধ্যথেকে বাছাই করে গ্রহণ করেছি। এতে ইমাম আ'যমের ফিক্হ গবেষণার মূলনীতি সামগ্রিকভাবে এসে গিয়েছে।

১ম বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফার নিকট প্রথম দলীল হচ্ছে কুরআন, দ্বিতীয় দলীল সুন্নাহ্, তৃতীয় দলীল সাহাবীদের ইজমা' আর সাহাবীদের মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের কারও একজনের মত গ্রহণ করতেন,অন্যদের মত গ্রহণ করতেন না। 'তাদের মধ্যথেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করতেন'একথার উদ্দেশ্য হলো যে মতটি তাঁর দৃষ্টিতে অধিক ক্বিয়াসযুক্ত বা কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে সঠিক সামঞ্জস্যশীল তা গ্রহণ করতেন।

২য় বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে যেখান কোন 'নস'(কুরআন-সুন্নাহ্র মূলভাষ্য) বা সাহাবীদের বক্তব্য নেই সেখানে যতদূর সম্ভব ক্বিয়াস করতেন। ক্বিয়াস না চললে ইসতিহসান(সূক্ষ ক্বিয়াস) করতেন। ইসতিহসানও অচল হলে মানুষের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ 'আমল দলীল হিসেবে অর্থাৎ 'উর্ফ'(العرف)কে দলীল গ্রহণ করতেন। এই বর্ণনায় বুঝা যাচ্ছে যে তিনি তিনটি বিষয় দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন যেমন প্রথম বর্ণনায় তিনটি বিষয়(কুরআন-সুন্নাহ্-সাহাবীদের ইজমা') গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। আর সে তিনটি বিষয় হলো : ক্বিয়াস, ইসতিহসান, 'উরফ।

৩য় বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর দেশের লোকদের 'ইলম-'আমলের অনুসারী ছিলেন। যিনি লোকদের 'আমলের অনুসারী তিনি স্থানীয় সব ফক্বীহগণের ঐক্যমতের অনুসারী ছিলেন এটা ভালভাবেই বুঝে আসে। এবর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে তিনি ফক্বীহগণের ইজমা'কেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে জানা গেল যে ইমাম আ'যমের নিকট ফিক্হী গবেষণার মূলনীতি বা দলীলসমূহ হচ্ছে সাতটি ; (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ্, (৩) সাহাবীদের মতামত, (৪) ইজমা', (৫) ক্বিয়াস, (৬) ইসতিহসান, (৭) 'উর্ফ।[২৯৯]

---

২৯৭. মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮২

২৯৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯

♦ 'আব্দুস সালাম + 'আব্দুল হালীম + আহমাদ ইবন 'আব্দিল হালীম আলে তাইমিয়্যা, *আল-মুসওয়াদ্দা ফী উসূলিল ফিক্হ* (কায়রোঃ মাদানী প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ. ৩০২

২৯৯. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

এছাড়া ইমাম আ'যমের বিস্তারিত ফিক্হী মূলনীতি তথা দলীল-প্রমাণ তাঁর থেকে বর্ণিত হয় নি। তাঁর থেকে বর্ণিত শাখাগত মাসআলা-মাসাইল(الفروع) থেকে অনেকে দলীল ও উসূল উদ্ভাবণ করেছেন। অনেক ফিক্হ ও উসূলুল ফিকহের কিতাবে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ ও উসূল দেখা যায়। ইমামদের ইখতিলাফের দলীল দিতে দেখা যায়। বলা হয় এটা মূল বক্তব্য যা ইমাম আবূ হানীফার দলীল, এটা সাহিবাইনের(আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) দলীল, এটা সবার ঐক্যমতে বর্ণিত। পরবর্তীদের লিখিত কিতাবপত্রে এধরণের বক্তব্যের ব্যাপারে ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী 'আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' কিতাবে বলেন, ''এটা জেনে রাখুন যে আমি তাদের অনেককে(পরবর্তী 'আলিম-'উলামা) দেখেছি তারা ধারণা করেন যে ইমাম আবূ হানীফা ও শাফি'ঈ(র.)এর মতভেদের দলীল সেগুলোই যা 'আল্লামা বাযদাবী(র.) ও অন্যান্যদের কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু সত্য কথা হলো এসব দলীল-মূলনীতি তাদের বক্তব্য থেকে উদ্ভাবণ করা হয়েছে। আমার মতে 'খাস' নিজেই সুস্পষ্ট, তাকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন নেই। 'যিয়াদাত(কুরআনের হুকুমের সাথে অতিরিক্ত হুকুম সংযোজন) নসখের অন্তর্ভূক্ত', 'আম, খাসের মতো অকাট্য', 'রাবীর আধিক্য তারজীহ(প্রাধান্যদান)এর কারণ নয়', 'সাধারণ ক্ষেত্রে ফাকীহ নয় এমন রাবীর বর্ণিত হাদীসের উপর 'আমল ওয়াজিব নয়', 'শর্ত ও বর্ণনা(ওস্ফ)এর মাফহুম(উদ্দিষ্ট্য বিষয়) ধর্তব্য নয়', 'যে কোন নির্দেশই ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত'-এসব মূলনীতি ইমামদের বক্তব্য থেকে বের করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহিবাইনের থেকে এসব সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। এসব মূলনীতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা ও এর বিরুদ্ধবাদীদের জবাব প্রদানে অতি আগ্রহ দেখানো পূর্ববর্তী ফক্বীহদের কর্মনীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল, যেমন 'আল্লামা বাযদাবীর কর্ম-পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়।''

'আল্লামা দিহলাবী 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থেও এধরনের মতামত পুর্নব্যক্ত করেছেন।

তাঁর এবক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে হানাফীগণ যেসব মূলনীতি(উসূল) তাঁদের মাযহাবের মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করেন অথবা 'এগুলো সেই মূলনীতি যার ভিত্তিতে তাদের ইমামগণ মাসআলা বের করেছেন' তাদের এবক্তব্যে উল্লিখিত উসূল ইমামগণ প্রবর্তন করেন নি। তাই এটা বলা সঠিক নয় যে তাঁরা এগুলো উসূলরূপে গ্রহণ করে মাসআলা বের করেছেন। বরং এ উসূল সেসব 'উলামা প্রবর্তন করেছেন যারা ইমামগণ(আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরগণ) ও তাদের ছাত্রদের পরবর্তীতে এসেছেন। তারাই ইমামদের থেকে বর্ণিত শাখাগত মাসআলা থেকে উসূল উদ্ভাবণ করেছেন। এসব উসূল শাখাগত মাসআলার পরবর্তীতে উদ্ভাবিত।

''এসব উসূল পরবর্তীতে উদ্ভাবিত, ইমামদের থেকে তা বর্ণিত হয় নি''-এটা সত্য হলেও এব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত :

(১) ইমাম আবূ হানীফা(র.)-যদিও তাঁর থেকে বিস্তারিত উসূল বর্ণিত হয় নি-অবশ্যই কিছু উসূলের ভিত্তিতেই মাসআলা আহরণ(ইস্তিম্বাত) করতেন। তবে তাঁর সে উসূল লিখিত আকারে পাওয়া যায় না, যেভাবে তাঁর মাসআলা-মাসাইল লিখিত আকারে পাওয়া যায়। আর তাঁর থেকে বর্ণিত মাসআলাসমূহ সুগভীর পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি এমন ফাকীহ ছিলেন যিনি নির্ধারিত মূলনীতির গণ্ডী থেকে বের হন না, সেগুলোর সীমা অতিক্রম করেন না। সেসব তাঁর থেকে বর্ণিত না থাকা একথার দলীল নয় যে বাস্তবে সেগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তিনি তো তাঁর মাসআলাগুলোও নিজে লিপিবদ্ধ করতেন না বরং তাঁর সহচরগণ তা লিপিবদ্ধ করেছেন ও রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর সহচরগণ তাঁর উসূল লিপিবদ্ধ করেন নি বলে বাস্তবে তা ছিলই না এটা সঠিক নয়। তাঁর সহচরগণ সব দলীল লিপিবদ্ধ

করেন নি বরং অল্প কিছু দলীল পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফের 'ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবন আবী লাইলা', 'আররদ্দ 'আলা সিয়ারিল আউযা'ঈ' ও 'কিতাবুল খারাজ'-এ কিছু দলীল ও উসূল পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মাদের অধিকাংশ কিতাবে কোন দলীল-নীতিমালা পাওয়া যায় না। যদিও 'শাখাগত মাসাইল' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইস্তিম্বাতের(দলীল থেকে মাসআলা উদ্ভাবণ) উৎস জানান দেয়।

(২) যে সব 'আলিম ফিক্হী মূলনীতি উদ্ভাবণ করেছেন-যেমন 'আল্লামা বাযদাবী(র.) ও অন্যান্যরা-তারা ইমামগণের বক্তব্য ও তাদের থেকে বর্ণিত মাসাইল ঘেঁটে তা উদ্ভাবণ করেছেন। যখন সেসব মূলনীতি(উসূল) ইমামদের দিকে সম্পর্কিত করা হয় ও সেই মাসআলা উল্লেখ করা হয় যা থেকে নীতিটি(আসল-ক্বায়ি'দা) উদ্ভাবণ করা হয়েছে, তখন সেসব মূলনীতির মাসআলার সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে এটা বুঝা যায়। আর যেসব মূলনীতির ক্ষেত্রে মাসআলা উল্লেখ করা হয় না সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে তা পরবর্তী কোন হানাফী ফাকীহ উদ্ভাবণ করেছেন, যেমন 'আল্লামা কারখী(র.)। আর এসব মূলনীতি মূলত: তাত্ত্বিক যার সাথে 'আমলের তেমন সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ফিক্হে হানাফীর মূলনীতিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) সেসব উসূল যা ইমামগণের দিকে সম্পর্কিত করা হয় যে তারা মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য রাখতেন। এসব উসূল থেকে বের হওয়া মাসআলা তাহক্বীক্বের সাথে উল্লেখ করা হয়।
(খ) সেসব উসূল যা হানাফী মাযহাবের ফাকীহগণের মতামত, যেমন 'ঈসা ইবন আবান(র.)এর মত 'নির্ভরযোগ্য কিন্তু ফক্বীহ নয় এমন রাবীর রিওয়ায়াতের ব্যাপারে যদি তা ক্বিয়াসের বিপরীত হয়'।
১ম প্রকারের উসূলের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত কারণ তা ইমাম আবূ হানীফার বিস্তারিত ফিক্হী মূলনীতি কী ছিল তা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। এব্যাপারে ফখরুল ইসলাম 'আল্লামা বাযদাবীর উসূলুল ফিক্হের কিতাব অধ্যয়ন সবচেয়ে উপযোগী।

(৩) ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর থেকে যদিও ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবণের বিস্তারিত নীতিমালা বর্ণিত হয় নি, তবে সামগ্রিক ও সাধারণ নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনীকারগণ তাদের গ্রন্থাবলীতে সেসব মূলনীতি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সেসব বর্ণনা থেকে এ শিরোনামের শুরুতেই আমরা তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করেছি।[৩০০]

তাঁর 'ইলমী বিতর্কসমূহ :

ইমাম আবূ হানীফার 'ইলমী বিতর্কের অনেক ঘটনা জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো তাঁর বিশাল প্রতিভার স্বাক্ষর। আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একবার ইমাম আ'যমের সাথে আহ্লে বাইতের সম্মানিত সদস্য ইমাম বাকির(র.)এর সাক্ষাত হলো। ইমাম বাকির তাঁকে বললেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি নানাজানের দ্বীন ও হাদীসকে ক্বিয়াস দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলেন? আবূ হানীফা বললেন, আল্লাহর পানাহ! আমি তো ক্বিয়াসকেই বরং দ্বীন ও হাদীসের অনুগত করি। ইমাম আ'যম বললেন, আপনি সস্থানে সচ্ছন্দে বসে থাকুন আমিও বসছি, আমি আপনাকে সে রকম সম্মান করব যেমন নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীগণ সম্মান করতেন। ইমাম বাকির(র.) বসে গেলেন। আর ইমাম আবূ হানীফা(র.) তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে

৩০০. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৭

বসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব আমাকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। দুর্বল কে, পুরুষ না মহিলা? ইমাম বাকির উত্তর দিলেন, মহিলা। ইমাম আ'যম বললেন, তাহলে মহিলাদের গণীমতের ভাগের অনুপাত কত? তিনি উত্তর দিলেন, পুরুষ দু' ভাগ মহিলা একভাগ পাবে। আবূ হানীফা(র.) বললেন, এটা আপনার নানাজানের বক্তব্য, যদি আমি আপনার নানাজানের দ্বীনকে পরিবর্তন করতাম তাহলে ক্বিয়াস করে বলতাম, পুরুষ পাবে একভাগ, মহিলা পাবে দু' ভাগ কেননা সে পুরুষ থেকে দুর্বল।

তারপর বললেন, নামায উত্তম না রোযা? ইমাম বাকির বললেন, নামায উত্তম। আবূ হানীফা বললেন, এটা আপনার নানাজানের বক্তব্য। যদি আমি ক্বিয়াস করে দ্বীনকে পরিবর্তন করতাম তাহলে বলতাম, মহিলাগণ হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে রোযার পরিবর্তে নামায কাযা করবে।

তারপর ইমাম আ'যম প্রশ্ন করলেন, কোনটি নাপাক প্রস্রাব না বীর্য? তিনি উত্তর দিলেন, প্রস্রাব। ইমাম সাহিব বললেন, আমি যদি ক্বিয়াস দিয়ে দ্বীন পরিবর্তন করতাম তাহলে বলতাম, প্রস্রাবের পর গোসল করবে, বীর্যপাতের পর ওযূ করবে। 'আপনার নানাজানের দ্বীনকে ক্বিয়াস দিয়ে পরিবর্তন করছি' এরূপ বক্তব্য থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি! ইমাম বাকির(র.) তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কপালে চুমো খেলেন ও তাঁকে সম্মান করলেন।[৩০১]

আরেকটি ঘটনা, ইমাম আ'যমের কাছে খারিজীদের -যারা কাবীরাগুনাহকারীকে কাফির মনে করে- একদল লোক এসে বলল, মসজিদের দরজায় দু'টি জানাযা আছে। একটি এমন ব্যক্তির যে মদপানরত অবস্থায় মারা গেছে, আরেকটি এমন মহিলার যে যিনা করে গর্ভবতী হয়ে আত্মহত্যা করেছে। ইমাম আ'যম(র.) জিজ্ঞেস করলেন, তারা দু'জন কোন ধর্মের? তারা কী ইয়াহূদী? তারা উত্তর দিলেন, না। তিনি বললেন, তারা অগ্নিউপাসক? তারা বলল, না। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তারা কোন ধর্মের? তারা উত্তর দিল, তারা সেই ধর্মের যারা স্বাক্ষী দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। তিনি বললেন, তাহলে বল এই সাক্ষ্য কি ঈমানের তৃতীয়াংশ, পঞ্চমাংশ না চতুর্থাংশ? তারা বলল, ঈমানের কোন ভাগ হয় না। এর তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ বলে কিছু নেই। তিনি বললেন, তাহলে ঈমান কী? তারা বলল, ঈমানের পুরোটাই ঈমান। তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে এমন লোকদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ যাদেরকে তোমরা ঈমানদার হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তারা (সদুত্তর দিতে না পেরে) বলল, এটা বাদ দিন। বলুন তারা জান্নাতী না জাহান্নামী? তিনি বললেন, তোমরা মেনে না নিলেও আমি সেকথাই বলব যা বলেছিলেন হযরত ইবরাহীম('আ.) এমন জাতির ব্যাপারে যারা এদের থেকেও বড় অপরাধী ছিল। তিনি বলেছিলেন,

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . إبراهيم : ٣٦

অর্থ : যে আমাকে অনুসরণ করবে সে আমার উম্মতভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হবে (তার ব্যাপারে তো) নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩০২]

আর আমি সেকথাই বলব যা বলেছিলেন হযরত 'ঈসা('আ.) এমন জাতির ব্যাপারে যারা এদের থেকেও বড় পাপাচারী। তিনি বলেছিলেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . المائدة : ١١٨

অর্থ : যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তো তারা আপনারই বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দেন

৩০১. আল-কারদারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩০২. ইবরাহীম : ৩৬

তাহলে তো আপনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞময়।[৩০৩]
আমি সেকথাই বলব যা বলেছিলেন আল্লাহর নবী নূহ(‘আ.)। যখন কওমের লোকেরা তাঁকে বলল,
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ . قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ . الشعراء : ١١١-١١٤

অর্থ : আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনব অথচ তোমার অনুসারী হচ্ছে ইতর লোকেরা। তখন তিনি বললেন, তাদের ‘আমলের ফলাফল আমার জানা নেই, তাদের হিসাব আমার প্রতিপালকের কাছে, যদি তোমরা জানতে! আর আমি ঈমানদারদের বিতাড়ন করতে পারি না।[৩০৪]
আমি তাই বলব যা বলেছিলেন হযরত নূহ(‘আ.)। তিনি বলেছিলেন,
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ . هود : ٣١

অর্থ : তোমরা যাদেরকে তাচ্ছিল্যভরে দেখছ আমি তাদের ব্যাপারে একথা বলব না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দিবেন না, আল্লাহ ভাল জানেন তাদের অন্তরে কী রয়েছে? এরূপ বললে তো আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হব।[৩০৫]
খারিজীগণ এসব শুনে (তাঁকে হত্যার সংকল্প ত্যাগ করে) অস্ত্র হাত থেকে নামিয়ে রাখল।[৩০৬]

হাকাম ইবন সালাম আর-রাযী বলেন, ইমাম আবূ হানীফাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, ‘আরযামী নিন্দাচ্ছলে বলে যে, হযরত ‘আইশা(রা.) মাহরাম ছাড়া সফর করতেন?! আবূ হানীফা উত্তর দিলেন, ‘আরযামী এর কী বুঝবে? (তার কী জ্ঞান নেই যে) হযরত ‘আইশা(রা.) উম্মুল মু’মিনীন? আর সকল মুসলমানই তার মাহরাম। (অতএব মাহরাম ছাড়া সফরে তো তার কোন সমস্যাই নেই।[৩০৭]

তাঁর প্রচলনকৃত প্রবাদসমূহ :

ইমাম আবূ হানীফা উঁচু পর্যায়ের আরবী সাহিত্য জ্ঞান রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন যা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যতুল্য হয়ে গিয়েছিল। সেসব প্রবাদ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। আমরা তাঁর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। এগুলো সব ‘আল্লামা মুয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কীর ‘মানাক্বিবু আবী হানীফা’য় সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

(১)

ما قاتل أحد عليا إلا علي أولى بالحق منه . ولو لا ما سار علي فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين.

অর্থ : হযরত ‘আলী(রা.) এর সাথে যেই লড়াই করেছে, হযরত ‘আলী(রা.)ই ছিলেন সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আর তিনি যদি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করতেন তাহলে মুসলিমদের সাথে আপোশে লড়াইয়ের পদ্ধতিগুলো কেউ জানতে পারতো না।

---

৩০৩. মায়িদা : ১১৮
৩০৪. শু‘আরা : ১১১
৩০৫. হূদ : ৩১
৩০৬. আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
♦ ইবন আবিল ‘আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

(২)

غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين حجة.

অর্থ : ফরয হজ্জ আদায়ের পর জিহাদের ফযীলত পঞ্চাশ হজ্জের থেকেও বেশি।

(৩)

عطاء ذي العرش خير من عطائكم وسيبه واسع يرجى وينتظر أنتم يكرر ما تعطون منكم والله يعطي فلا من ولا كرر

অর্থ : 'আরশ অধিপতির দান তোমাদের দানের চেয়ে উত্তম, তাঁর করুণা বারি অবারিত, সেটাই কাম্য ও প্রতিক্ষীত। তোমরা দান করে ফলাও আর আল্লাহ দান করেন, দান ফলান না, খোটা দেন না।

(৪)

إن شر الديكة ما صاح أول الليل .

অর্থ : নিকৃষ্ট মোরগ সেটি যেটি রাতের প্রথমাংশে ডেকে উঠে।

(৫)

قراءة عاصم قراءة مستقيمة .

অর্থ : 'আসিমের কিরাত বিশুদ্ধ, সঠিক।

(৬)

من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي .

অর্থ : যে সময় আসার আগেই নেতৃত্ব কামনা করে সে জীবনভর লজ্জিত হয়।

(৭)

من لم يرد بالعلم الخير لم يوفق .

অর্থ : যে কল্যাণ কামনার (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনার) উদ্দেশ্যে 'ইলম হাসিল করে না, তাকে প্রকৃত 'ইলম দেওয়া হয় না।

(৮)

من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم يرسخ في قلبه ولم ينتفع به كثير أحد. ومن تعلمه للدين بورك في علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه بعلمه .

যে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে 'ইলম শিখে সে 'ইলমের বরকত পায় না, তাতে গভীরতা লাভ করে না, বেশির ভাগ লোক তার 'ইলম থেকে উপকৃত হয় না। আর যে দ্বীনের উদ্দেশ্যে 'ইলম শিখে তার 'ইলমে বরকত দেওয়া হয়, তাতে গভীরতা লাভ করে, তার থেকে 'ইলম আহরণকারীগণ তার 'ইলম দিয়ে উপকৃত হয়।

(৯)

من طلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلاني يجمع الأودية ولا يدري لأي داء هو، حتى يجئ الطبيب . هكذا طالب الحديث لا يعرف وجه حديثه حتى يجئ الفقيه .

অর্থ : যে হাদীস শিখে কিন্তু এর মর্মার্থ হাসিল করে না সে ঐ ওষুধ বিক্রেতার মত যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছাড়া জানে না যে কোন রোগের কোন ওষুধ। ঠিক তেমনি হাদীসের তালিব ফাকীহর কাছে যাওয়া ছাড়া তার হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র বুঝবে না।

(১০)

إذا أردت حاجة من حاجات الدنيا فلا تأكل حتى تقضيها فإن الأكل يغير العقل .

অর্থ : প্রাকৃতিক কর্মের(প্রস্রাব-পায়খানার) চাপ নিয়ে খানা খাবে না, তা সেরে খানা খাবে। তা না হলে বুদ্ধি নষ্ট হবে।

(১১)

كسرة خبز وقعب ماء وسحق ثوب مع السلامة خير من العيش في نعيم يكون من بعدها ندامة .

অর্থ : শান্তি-নিরাপত্তার সাথে একখণ্ড রুটি, এক পেয়ালা পানি ও একখণ্ড কাপড়ই উত্তম সেই বিলাসী জীবন থেকে যার পরিণতিতে লজ্জিত হতে হয়।

(১২)

لا تحدث بفقهك من لا يشتهي فتؤذي جليسك ومن قطع عليك حديثا فلا تعد . فإنه قليل المحبة للعلم والأدب .

অর্থ : যে তোমার জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে চায় না তাকে তা শুনাবে না কারণ সে বিরক্তবোধ করবে। যে তোমার কথার মাঝে কথা বলা শুরু করে তাকে কোন কথা শুনাবে না, কারণ 'ইলম ও আদবের প্রতি তার ভক্তি খুব কম।

(১৩)

القرآن كلام الله لا يجاوز به .

অর্থ : 'কুরআন আল্লাহর কালাম' এর থেকে বেশি কিছু বলা ঠিক নয়।

(১৪)

لا تجمع الذنوب لحبيبك والأموال لبغيضك فالحبيب النفس والبغيض الوارث .

অর্থ : তোমার বন্ধুর জন্য গুনাহ ও শত্রুর জন্য মাল জমা করবে না। বন্ধু হলো 'নফস' (তোমার সত্ত্বা) ও শত্রু হলো ওয়ারিসগণ।

(১৫)

إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس الله ولي .

অর্থ : দুনিয়া ও আখিরাতে যদি ফক্বীহ ও 'আলিমগণ আল্লাহর ওলী না হয় তবে আর কে আল্লাহর ওলী হবে?

এছাড়া তিনি একটি তত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তা হলো-

ما صليت صلاة منذ نحو من خمسين سنة إلا وأنا أستغفرالله من تركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

অর্থ : আমি পঞ্চাশ বৎসর যাবত প্রতি নামাযের পর এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছি যে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান'-একাজটি আমি (ভালভাবে) করতে পারিনি। অর্থাৎ তিনি নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে 'ইলমী গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার কারণে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানে'র ফরীযা তথা দা'ওয়াতের কাজ করার সময় না পাওয়ায় অনুতপ্ত হয়েছেন।[৩০৮]

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী :

ইমাম আ'যম ঠিক কতগুলো কিতাব রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর তত্ত্বাবধানেই 'ইলমুল ফিক্হ পরিপূর্ণতা লাভ করে ও মাসাইল লিপিবদ্ধ হয়। তিনিই প্রথম সহীহ হাদীসগ্রন্থ 'কিতাবুল

৩০৮. মুয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩-৯৭

আছার’ রচনা করেন। ইমাম মালিক তা অনুসরণ করে ‘মুআত্তা’ রচনা করেন।[৩০৯]

তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহ বিভিন্ন মুসনাদে একত্রিত করা হয়েছে। এধরনের ২৩টি মুসনাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে ৩য় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ। প্রাচীন ঐতিহাসিক ইবনুন নুদাইম বলেন, ইমাম আ‘যমের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘আল-ফিকহুল আকবার’(এটি ‘আকীদার উপর লিখিত কিতাব), আর-রিসালা ইলা ‘উছমান আল-বাত্তী, কিতাবুল ‘আলিম ওয়াল মুতা‘আল্লিম, কিতাবুর রদ্দ ‘আলাল ক্বাদারিয়্যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর জলে-স্থলে-পূর্ব-পশ্চিমে-দূরে-নিকটে যে ‘ইলম(ইসলামী জ্ঞান) দেখতে পাওয়া যায় তা তাঁরই উদ্যোগে রচিত হয়েছে।[৩১০]

ঐতিহাসিক খয়রুদ্দীন যিরিক্‌লী বলেন, ফিক্‌হে তাঁর রচিত একটি পুস্তিকা ‘আল-মাখারিজ’ যা আবূ ইউসুফ রিওয়ায়াত করেছেন।[৩১১]

---

৩০৯. আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩১০. ইবনুন নুদাইম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৪

৩১১. আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬

অধ্যায় : দুই
ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীসের জগতে

পরিচ্ছেদ : এক

হাদীস ও এর সংকলন-সংরক্ষণ : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর হাদীস ও হাদীসশাস্ত্রে ভূমিকা কি ছিল সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা হাদীস, হাদীসশাস্ত্র, হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনবোধ করছি। সে হিসেবে প্রথমেই আসছে 'হাদীসের সংজ্ঞা'র আলোচনা।

হাদীসের সংজ্ঞা :

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো : কথা, বক্তব্য তা অল্প হোক বা বেশি।[৩১২]
এটি নতুন বা অভিনব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত শব্দ قديم অর্থ পুরাতন বা নিত্ব।[৩১৩]

মুহাদ্দিসগণ হাদীস শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা একটু বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করছি।

(১) 'হাদীস' অর্থ হলো-

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسهوه وتقاريره وتروكه وما هم به ففعله أو لم يفعله وأحواله وشمائله حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام .

অর্থাৎ নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, ভুলক্রমে ঘটিত কার্যাবলী, মৌন সমর্থন, পরিত্যাক্ত বিষয়াবলী, কোন কাজের সংকল্প তা কাজে পরিণত করেছেন বা না করেছেন, তার অবস্থা, চালচলন, এমনকি জাগ্রত ও নিদ্রাকালীন যাবতীয় অবস্থাই হাদীস।[৩১৪]

(২)

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك أو هم أو سيرة وصفة خُلقية أو خلْقية، سواء كان قبل البعثة أو بعدها.

অর্থ : নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে নবুওয়্যতের আগের বা পরের যেসব কথা, কাজ, অনুমোদন, পরিত্যাজ্য বিষয়, চিন্তা, জীবনী, গঠনাকৃতি, চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কিত করা হয়

---

৩১২. আবূ নাসর, ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ, আল-জাওহারী, আল-ফারাবী, *আস-সিহাহ ফিল লুগাহ্*, ffff.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ১১৭

♦ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, মুরতাযা আয-যাবীদী, *তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৩৩

৩১৩. প্রাগুক্ত

♦ মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম, ইবন মানযূর, আল-আফরীক্বী, *লিসানুল 'আরব* (বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৩১

৩১৪. আবুল 'আব্বাস, আহমাদ ইবন 'আব্দিল হালীম ইবন তাইমিয়্যা, আল-হাররানী, *মাজমূউল ফাতাওয়া* (বৈরুত : দারুল ওয়াফা, ২০০৫), খ. ১৮, পৃ. ৬-১০

♦ ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.), খ. ১৩, পৃ. ২৫২-২৫৩

♦ শাইখ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ্, *আস-সুন্নাতুন নাবাবিয়্যা ওয়া বায়ানু মাদ্‌লূলিহাশ শার'ঈ*, (হালাব : সিরিয়া :

মাকতাবুল মাতবূ‘আতিল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ৭-৮

সেগুলোকে হাদীস বলে।[৩১৫]

প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথে শুধু একটি বিষয়ে পার্থক্য তা হলো সহীহ-অসহীহ যা কিছু নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করা হবে তাই দ্বিতীয় সংজ্ঞার আওতায় পড়বে। আর নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা সহীহভাবে প্রমাণিত তাই প্রথম সংজ্ঞার আওতাধীন।

উদাহরণস্বরূপ, মুহাদ্দিসদের বক্তব্য ‘‘হাদীস হলো কয়েক প্রকার সহীহ, হাসান, য‘ঈফ... ’’ এটা দ্বিতীয় সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। এমনিভাবে ‘হাদীসের কিতাবসমূহ’ এটিও দ্বিতীয় সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত।

আর নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.

অর্থ : আল্লাহ তা‘আলা সে ব্যক্তিকে সজীব(হাসিখুশি) রাখুন যে আমার থেকে কোন হাদীস শুনে মুখস্থ করে নেয় এবং অন্যের কাছে পৌঁছায়। কারণ অনেক জ্ঞানের বাহক তারচেয়ে বড় জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়। আবার অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে বিজ্ঞ ফাকীহ হয় না।[৩১৬]
এখানে ‘হাদীস’ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين.

অর্থ : যে আমার নামে এমন হাদীস বর্ণনা করে যা তার কাছে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।[৩১৭]

এখানে ‘হাদীস’ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৩১৫. শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দির রহমান, আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১০

♦ ড. হাতিম ইবন ‘আরিফ আশ-শারীফ, *আত-তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ*, ি ি .ধযষধষ্মফববঃয.পড়স , খ.১, পৃ. ৪

♦ হামযা আল-মালিবারী, *‘উলূমুল হাদীস ফী দ্বাওয়ি তাতবীক্বাতিল মুহাদ্দিসীনান নুক্কাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮

♦ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-‘উছাইমীন, *‘ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ২

৩১৬. আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৩

♦ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ* (আত-তাক্বাসিম ওয়াল আনওয়া‘), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৪

♦ আবূ দাঊদ, সুলাইমান ইবন আশ‘আছ, আস-সিজিস্তানী(আল-ইমাম), *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘আরবী, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬০

♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩

৩১৭. আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮

♦ আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আল-ক্বাযবীনী(আল-ইমাম), *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১৫

♦ আবূ বাকর, ‘আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা, আল-কূফী, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছি ওয়াল আছার*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৮

(৩) সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কথা, কাজ, ফাতওয়া ও অন্যান্য অবস্থা বুঝাতেও 'হাদীস' শব্দটি পূর্ববর্তী 'উলামা কিরাম ব্যবহার করতেন। আল্লামা সাখাবী বলেন,

وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كلٍ حديثا.

অর্থ : এমনিভাবে সাহাবী, তাবি'ঈ ও অন্যদের আছার ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রেও সালাফ(পূর্ববর্তী 'উলামা) 'হাদীস' শব্দটি ব্যবহার করতেন।[৩১৮]

(৪) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব কথা, কাজ, অনুমোদন, চরিত্র শারী'আতের দলীল হিসেবে মনে করা হয় সেগুলোকেও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ 'হাদীস' হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। যেমন যখন বলা হয় 'হাদীস শারী'আতের দলীল' তখন 'হাদীস' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।[৩১৯]

(৫) 'হাদীস' শব্দটি সনদ ও বর্ণনাধারা বুঝাতেও বহুল ব্যবহৃত হয়। 'আল্লামা সাখাবী স্পষ্ট বলেছেন যে পূর্ববর্তী 'উলামা তাকরারযুক্ত (বারবার উল্লেখিত) হাদীসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। হিজরী তৃতীয় শতকের ও তার পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ 'হাদীস' শব্দটি সনদ অর্থে বহুল ব্যবহার করেছেন। যেমন বলা হয়, 'অমুক মুহাদ্দিস এত এত হাদীস জানতেন', 'অমুক কিতাবে এত এত হাদীস আছে' এসব ক্ষেত্রেও 'হাদীস' বর্ণনাধারা ও সনদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একটি হাদীস দু' সনদে বর্ণিত হলে তাকে দুটি হাদীস হিসেবে ধরা হয়।[৩২০]

'হাদীস' শব্দটি নবীদের('আ.) কথা, কাজ, ঘটনা, অবস্থা বুঝাতে আল-কুরআনুল কারীমেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ . الضحى : ١١

অর্থ : আপনি আপনার প্রতিপালকের নি'আমতের কথা বর্ণনা করুন।[৩২১]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . الذاريات : ٢٤

অর্থ : আপনার কাছে ইবরাহীম('আ.)এর সম্মানিত অতিথিদের হাদীস(খবর-ঘটনা) পৌঁছেছে কী?[৩২২]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . النازعات : ١٥

অর্থ : আপনার নিকট মূসা(আ.)এর ঘটনা পৌঁছেছে কী ?[৩২৩]

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا . التحريم : ٣

অর্থ : আর যখন নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপনে কিছু বললেন।[৩২৪]

---

৩১৮. আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১-৩২

৩১৯. মাওলানা 'আব্দুল মালিক, *আল-ওয়াজীয ফী মা'রিফাতি আনওয়া'ই 'ইলমিল হাদীসিশ শারীফ*, (ঢাকা : মারকাযুদ্দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১০-১৩

৩২০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১-৩২

♦ ইবন হাজার, *আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সলাহ* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৪ হি.), খ. ১, পৃ. ২৯৭

৩২১. দুহা : ১১

৩২২. যারিয়াত : ২৪

৩২৩. নাযি'আত : ১৫

৩২৪. তাহরীম : ৩

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *ইমাম ইবনে মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস* (মুম্বাই : মাকতাবাতুল হক্ক,

১৪২২হি./২০০১), পৃ. ১২৮

হাদীসশাস্ত্র (‘উলূমুল হাদীস-‘ইলমু উসূলিল হাদীস) :

আমরা হাদীসশাস্ত্রের সংজ্ঞা একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি :

সুন্নাহ ইসলামী শারী‘আতের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস করা অর্থ মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যে সুন্নাহ বিমুখ সে মূলতঃ নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়। আর সুন্নাহ তথা নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনরীতির উৎস হলো হাদীস। হাদীসের অর্থ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে হাদীস হলো নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত কথা, কাজ, অনুমোদন, বাহ্যিক আকৃতি, চরিত্র, আচার-ব্যবহার তা নবুওয়্যতের আগের হোক বা পরের। আর বিশাল হাদীস ভাণ্ডার থেকে সুন্নাহকে বাছাই করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

সুন্নাহ সেসব হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হবে যেগুলো নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হিসেবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত অথবা প্রবল ধারণার দ্বারা প্রমাণিত। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়। প্রবল ধারণার দ্বারা প্রমাণিত হাদীসকে সহীহ খবরে ওয়াহিদ বলা হয়। হাদীস ভাণ্ডার থেকে মুতাওয়াতির ও সহীহ খবরে ওয়াহিদ বের করতে হলে যাচাই বাছাই(নকদ) ও গবেষণার প্রয়োজন। মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে এর শর্তগুলো (شروط التواتر) ঠিক আছে কিনা ও খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে এর সহীহ হওয়ার শর্ত(شرط الصحة) পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই করতে হয়। অতএব সঠিক হাদীস জানতে যাচাই বাছাই ও গবেষণা (النقد والفحص) প্রয়োজন। এ যাচাই-বাছাইকরণ ও গবেষণার নীতিমালাও জানতে হয়। এই হলো এক বিষয়।

হাদীস আমাদের কাছে ব্যক্তি পরম্পরা বা প্রচারের মাধ্যমে এসেছে। একজন থেকে অন্যজনের হাদীস শিক্ষা করাকে পরিভাষায় ‘তাহাম্মুল’ বলা হয়। হাদীস শিক্ষা দেওয়া ও প্রচার করাকে ‘আদা ও রিওয়ায়াত’ বলা হয়। হাদীস প্রচার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা যথাযথ সংরক্ষণ করে বলা হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। যথাযথ সংরক্ষণকে পরিভাষায় ‘যবত’ বলা হয়। হাদীস শিখতে হলে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের আদবসমূহ (‘তাহাম্মুল ও আদা’র আদবসমূহ) এবং যথাযথ সংরক্ষণের নীতিমালা(‘যবতে’র নীতিগুলো) জানা প্রয়োজন। তাহলে সঠিকভাবে সহীহ হাদীস গ্রহণ করা যাবে।

হাদীস বিশারদগণ উপরিউক্ত বিষয়গুলো (হাদীস যাচাই-বাছাই, গবেষণা, তাহাম্মুল ও আদার আদবসমূহ, যবতের শর্তগুলো) আলোচনা করতে যেয়ে বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যাতে এগুলো ভালভাবে জানা ও আয়ত্ব করা যায়। এগুলোকে হাদীসসংক্রান্ত পরিভাষা(مصطلح الحديث) বলা হয়।

বর্তমানে আমরা হাদীস মূলতঃ হাদীসের কিতাব থেকে পাই। এসব কিতাব কী পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে, এগুলোর প্রকারভেদ, মান, শুদ্ধতা-বিশুদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ও হাদীস শিখতে হলে জানা থাকা প্রয়োজন।

হাদীস সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ ‘‘১. যাচাই-বাছাই ও গবেষণার নীতিমালা, ২. ‘তাহাম্মুল, আদা’র আদব এবং যবতের শর্তসমূহ, ৩. হাদীসবিশারদগণের পরিভাষাসমূহ, ৪. হাদীসের কিতাবের

পরিচয় ও এর মান-গ্রহণযোগ্যতা যাচাইকরণ'' যে শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে **'উলূমুল হাদীস বা হাদীসশাস্ত্র** বলা হয়। একে **'ইলমু উসূলিল হাদীস** বা **'ইলমু মুস্তলাহিল হাদীস** বা **'ইলমু রিওয়ায়াতিল হাদীস**ও বলা হয়ে থাকে।[৩২৫]

হাদীসশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ :

হাদীসশাস্ত্রের নিয়মনীতি সাহাবা ও তাবি'ঈযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে তখন এসব নিয়মকানুন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল না। তখন তা মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত ও মুখে মুখে চর্চিত হতো। পরবর্তীতে হাদীসের কিতাব ও বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থ(রিজালশাস্ত্র) রচিত হওয়ার সময় এসব নিয়মকানুন ধীরেধীরে অল্পাকারে গ্রন্থবদ্ধ হতে থাকে। তবে আলাদা শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে নি। পরবর্তীতে হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে এসব নীতিমালা আলাদাভাবে লিখিত হতে থাকে ও আলাদা শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করতে থাকে।

হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন ও পুস্তিকা রচনা করেন ইমাম 'আলী ইবনুল মাদীনী(মৃ. ২৩৪হি.)। ইমাম শাফি'ঈ(মৃ.২০৪হি.)ও তাঁর ''আর-রিসালা'' গ্রন্থে হাদীসশাস্ত্রের নানা নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ইমাম 'ঈসা ইবন আবান আল-হানাফী(মৃ.২২১হি.)ও তাঁর 'কিতাবুল হুজ্জাতিস সগীর' গ্রন্থে হাদীস শাস্ত্রের কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেছেন।

হিজরী ৩য় শতাব্দীতে এ শাস্ত্র আলো বিকিরণ করতে থাকল। এ সময় জারহ্-তা'দীলের(রাবী গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান শাস্ত্র) কিতাব, 'ইলালুল হাদীসের(হাদীস সংক্রান্ত সূক্ষ্মখুঁত নিরীক্ষণবিদ্যা) কিতাব ও হাদীসের কিতাবে বা আলাদা গ্রন্থাকারে অনেকে হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালা গ্রন্থবদ্ধ করেন। তাদের অন্যতম হলেন :

১. ইমাম দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দির রহমান(মৃ.২৫৫হি.) । তিনি তাঁর সুনানের ভূমিকায় অনেক নিয়মকানুন লিখেন।

২. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ(মৃ.২৬১হি.)। তিনি তাঁর 'আসসহীহ' কিতাবের ভূমিকায় হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন।

৩. ইমাম তিরমিযী(মৃ.২৭৯হি.)। তিনি তাঁর সুনানের শেষে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। যা 'আল'ইলালুস সগীর' নামে পরিচিত।

৪. ইমাম আবূ দাঊদ(মৃ.২৭৫হি.)। তিনি তাঁর 'আর-রিসালা ফী ওসফি সুনানিহী' পুস্তিকায় এ শাস্ত্রের কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন।

৫.হাফিয আবূ বাকর আহমাদ ইবন 'আমর আল-বায্যার(মৃ.২৯০হি.)। তিনি এ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন।

৬. ইমাম আবূ জা'ফার তহাবী(মৃ.৩২১হি.)। তাঁর বিভিন্ন কিতাবে এ শাস্ত্রের নানা নীতিমালা আলোচনা করেছেন।

এভাবে এ শাস্ত্র ডালপালা ছড়াতে থাকে।

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে হাদীসশাস্ত্রের পৃথক গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথম এ শাস্ত্র আলাদাভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করেন ইমাম আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবন খল্লাদ আর-রামাহুরমুযী(মৃ.৩৬০হি.)। তাঁর কিতাবের নাম ''আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ''। এরপর ইমাম হাকিম আন-নাইসাবূরী আবূ 'আব্দিল্লাহ

মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ(মৃ.৪০৫হি.) রচনা করেন ''মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস'' ও ''আল-মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহ ওয়াস সাক্বীম মিনাল আখবার''।

৩২৫. মাওলানা 'আব্দুল মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৫ম শতাব্দীতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। ইমাম খতীব বাগদাদী আবূ বাকর আহমাদ ইবন 'আলী ইবন সাবিত(মৃ.৪৬৩হি.) রচনা করেন ''আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ্'', ''আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'''।

ইমাম ইবন 'আব্দিল বার আবূ 'উমার ইউসুফ ইবন 'আব্দিল্লাহ(মৃ.৪৬৩হি.) তাঁর 'আত-তামহীদে' অনেক নীতিমালা আলোচনা করেছেন।

ইমাম বাইহাক্বী আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন(মৃ.৪৫৮হি.) ''আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা'' ও ''আল-মাদখাল ইলা দালায়িলিন নুবুওয়্যাহ্'' কিতাবে হাদীসশাস্ত্রের অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইমাম কাযী 'ইয়ায ইবন মূসা আল-ইয়াহ্সূবী(মৃ.৫৪৪হি.) রচনা করেন তার বহুল উপকারী গ্রন্থ ''আল-ইলমা' ইলা মা'রিফতি উসূলির রিওয়ায়া ওয়া তাক্বয়ীদিস সামা'''।

৭ম শতাব্দীতে ইমাম ইবনুস সলাহ আবূ 'আমর 'উছমান ইবন 'আব্দির রহমান আশ-শাহ্রাযূরী(মৃ.৬৪৩হি.) রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ ''মা'রিফাতু আনওয়াই' 'ইলমিল হাদীস'' যা ''মুক্বাদ্দিমা ইবনিস সলাহ'' নামে পরিচিত। তিনি হাদীসশাস্ত্রের('উলূমুল হাদীসের) প্রায় সকল বিষয় এতে অন্তর্ভূক্ত করেন।

পরবর্তী লেখকগণ যুগ যুগ ধরে তাঁরই অনুসরণ করেছেন। কেউ তাঁর কিতাব সংক্ষিপ্ত করেছেন, কেউ ব্যাখ্যা লিখেছেন। কেউ তাঁর কিতাব পদ্যে রূপ দিয়েছেন, কেউ টীকা লিখেছেন।

হিজরী নবম শতাব্দীতে এ শাস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছেন হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানী(মৃ.৮৫২হি.)। এর নাম ''নুখবাতুল ফিকার ফী মুস্তালাহি আহলিল আছার'। তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ''নুযহাতুন নাযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতিল ফিকার'' নামে পরিচিত। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ শাস্ত্রের উপর বিস্তারিত নতুন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।[৩২৬]

নববীযুগে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ :

হাদীস ইসলামী জীবনরীতির উৎস, কুরআনের ব্যাখ্যা। হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ . النحل : ٤٤

অর্থ : আমরা আপনার প্রতি যিক্র(কুরআন) নাযিল করেছি যাতে আপনি সে বিষয়ে লোকদেরকে ব্যাখ্যা করে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে।[৩২৭]

তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . البقرة :١٢٩

অর্থ : আর তিনি তাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাহ্(সুন্নাহ/হাদীস)।[৩২৮]

৩২৬. শাইখ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ্, *লামাহাতুম মিন তারীখিস সুন্নাহ্ ওয়া 'উলূমিল হাদীস* (হালাব : সিরিয়া : মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১০০-১১০

♦ মাওলানা 'আব্দুল মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৭

৩২৭. নাহল : ৪৪ ৩২৮. বাক্বারা : ১২৯

নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে উত্তমরূপে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরবগণ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির অধিকারী। কোন বিষয় সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারত। তাদের লেখাপড়া তেমন জানা ছিল না। এজন্য তারা মূলত: নির্ভর করত মুখস্থকরণের উপর। 'আরবের এককেজন সাধারণ লোক পর্যন্ত শত শত কবিতা-বর্ক্তৃতা এবং বিরাট বিরাট নসবনামা(বংশতালিকা) মুখস্থ করে রাখত।

হাফিয ইবন 'আব্দিল বার(রহ.) বলেন,

كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك .

''আরবগণ প্রকৃতিগতভাবেই স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিল আর এটা তাদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।''[৩২৯]

নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মুখস্থকরণের উপর জোর দেন। আর সাহাবীগণও অতি যত্নের সাথে তা বক্ষে ধারণ করেন। নববীযুগে সাহাবীগণ(রা.) মূলত: হিফয(মুখস্থকরণ), মুযাকারা(পারস্পরিক আলোচনা), রিওয়ায়াত(বর্ণনাকরণ), তা'আমুল('আমলী বাস্তবায়ন) ও কিতাবাত(লিখন)এর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন করে মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন। এ সংরক্ষণ-সংকলন পদ্ধতির এক সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো :

(১) হিফয(মুখস্থকরণ) : আগেই বলা হয়েছে 'আরবস্মরণশক্তি' ছিল বিশ্ববিখ্যাত। তাঁরা হাদীস সংরক্ষণের জন্য মূলত: এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। প্রিয়তম নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা, কাজ, চরিত্র, হাসি-কান্না ইত্যাদি অবস্থা পর্যন্ত তারা মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করতেন। তারা সব সময় সচেষ্ট থাকতেন যাতে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথা ছুটে না যায়। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব(রা.) বলেন,

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

''আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ('ইতবান ইবন মালিক, যিনি তাঁর দ্বীনী ভাই ছিলেন) বনূ উমাইয়্যা বিন যায়েদ গোত্রে থাকতাম। তা ছিল মাদীনার 'আওয়ালী' এলাকায়। আমরা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে হাজির হওয়ার জন্য পালা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি একদিন হাজির হতেন আর আমি একদিন হাজির হতাম। যে দিন আমি হাজির হতাম সেদিনের ওহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁকে দিতাম এবং যে দিন তিনি হাজির হতেন সেদিন তিনিও আমাকে অনুরূপ খবর দিতেন।'' মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[৩৩০]

কিছু সাহাবী(রা.) তো এমন ছিলেন যারা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সারাদিন পড়ে থাকতেন। তারা মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী সুফ্ফায়(এক উঁচু জায়গায়) অবস্থান করতেন। তাদেরকে বলা হতো 'আসহাবু সুফ্ফা'। ওহী ও হাদীস মুখস্থকরণই ছিল তাদের কাজ। তাদের একজন ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)। তিনি বলেন,

ما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحد أكثر حديثا عنه مني .

‘‘নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যথেকে আমিই সবচেয়ে বেশি হাদীস

৩২৯. ইবন ‘আব্দিল বার, *জামি‘উ বায়ানিল ‘ইলম ওয়া ফাদ্বলিহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩৩০. ফুয়াদ ‘আব্দুল বাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৪

জানতাম।’’[৩৩১]

তিনি আরও বলেন, আমি রাতকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম। একভাগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তাম, একভাগে ঘুমাতাম, একভাগে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মুখস্থ করতাম।[৩৩২]

এভাবে অসংখ্য সাহাবী(রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মুখস্থকরনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছিলেন।[৩৩৩]

মাওলানা ‘আব্দুর রশীদ নুমানী(রহ.) বলেন, কিছু সাহাবী এমন ছিলেন যারা এত হাদীস মুখস্থ করেছিলেন যে যদি তারা চাইতেন নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি শ্বাস গণনা করবেন তাহলে তাই পারতেন।[৩৩৪]

(২)মুযাকারা(পারস্পরিক আলোচনা) : সাহাবীগণ(রা.)এর হাদীস সংরক্ষণের দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল পারস্পরিক আলোচনা। এতে তাদের অন্তরে হাদীস গেঁথে যেত। নিজে ‘আমল করতে পারতেন অন্যকে পৌঁছাতে পারতেন। কুরআন-হাদীস তথা ‘ইলম মুযাকারার ব্যাপারে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছেন,

ما أفاد المسام أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه .

অর্থ : মুসলিম তাঁর অপর ভাইকে সবচেয়ে উত্তম উপকার এই করতে পারে যে তার কাছে যে উত্তম হাদীস পৌঁছেছে তা অন্যকেও পৌঁছাবে।[৩৩৫]

তিনি আরও বলেন, تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها .

অর্থ : রাতের কিছু অংশে(বা এক ঘন্টা) ‘ইলম(হাদীস) পরস্পর চর্চা করা পুরো রাত জেগে ‘ইবাদাত করা থেকে উত্তম।[৩৩৬]

পরস্পর ‘ইলম আলোচনাকে হাদীসের পরিভাষায় ‘‘তাদারুস’’ বলা হয়।

সাহাবীগণ নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত ও উৎসাহিত হয়ে পরস্পর তাদারুস বা মুযাকারাকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণপ্রিয় কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে ঘরে-

৩৩১. আল-ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১০৩

৩৩২. আবূ মুহাম্মাদ, ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্দির রহমান, আদ-দারিমী(আল-ইমাম), *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ১৪০৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৯৪

♦ ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম, ইবন রাহূইয়াহ্ (আল-ইমাম), *আল-মুসনাদ* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৪

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি‘ লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি‘*, ি ি ি.ধক্ষঁহহধ য.পড়স , খ. ৫, পৃ. ৮১

৩৩৩. মুফতী তাকী ‘উছমানী, *হুজ্জিয়াতে হাদীস* (দেওবন্দ : কুতুবখানা নাঈমিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১১১

♦ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৭

৩৩৪. শাইখ ‘আব্দুর রশীদ আন-নু‘মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান* (সিরিয়া : মাকতাবুল

মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৯হি.), পৃ. ৩৩
৩৩৫. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৮
৩৩৬. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭
♦ আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন নাসর, আল-মারওয়াযী, *মুখতাসারু ক্বিয়ামিল লাইল,* ্ি ্ি ্ি.ধষঁহহধ য.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৫১

বাইরে-জিহাদের ময়দানে সব জায়গায় পরস্পর হাদীস চর্চা করতেন। এতে করে তাদের হাদীসসমূহ বিশুদ্ধভাবে ইয়াদ হয়ে যেত। হযরত আনাস(রা.) বলেন,

كنا قعودا مع نبي الله صلى الله عليه و سلم – فعسى أن يكون قال : ستين رجلا – فيحدثنا الحديث ثم يدخل لحاجته فنتراجعه بيننا : هذا ثم هذا فنقوم كأنما زرع في قلوبنا .

''আমরা -পরবর্তী রাবী বলেন আমার মনে হয় তিনি ৬০জনই বলেছেন-নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে বসতাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন, তারপর তিনি নিজের কাজে চলে যেতেন। আর আমরা বসে সেগুলো একটির পর একটি পুণ: পুণ: আলোচনা করতাম। আমরা যখন মাজলিস ত্যাগ করতাম তখন হাদীস আমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত যেন সেগুলো আমাদের অন্তরে রোপণ করা হয়েছে।''[৩৩৭]

হযরত মু'আবিয়া(রা.) বলেন, একদিন আমরা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে কিছু বসে আছে। হুযূর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমারা এখানে বসে আছ কেন? তারা উত্তর দিলেন, আমরা ফরয নামায পড়েছি, তারপর এখানে বসে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ আলোচনা করছি।[৩৩৮]

হযরত আসীদ ইবন হুযাইর(রা.) বলেন, ''আমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা করছিলাম। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? আমরা বললাম, ক্বিয়ামত সংক্রান্ত হাদীস আলোচনা করছি।''[৩৩৯]

হযরত 'উক্ববা ইবন 'আমির(রা.) বলেন যে তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবূকের জিহাদে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের হাদীস শুনাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পর উত্তমভাবে ওযূ করে দু' রাক'আত নামায পড়বে তার পাপসমূহ এমনভাবে মোচন করা হবে যেন এইমাত্র তার মাতা তাকে জন্ম দিয়েছে। হযরত 'উক্ববা ইবন 'আমির(রা.) বলেন, আমি তখন বললাম, ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনার তাওফীক দিলেন। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব(রা.) -যিনি আমার সামনেই বসা ছিলেন- বললেন, এটা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ?! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তুমি আসার আগেই এরচেয়েও আশ্চর্যজনক কথা বলেছেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! বলুন তিনি কী বলেছেন?

---

৩৩৭. আল-ইমাম আবূ ইয়া'লা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩১,
♦ আল-হাইছামী, *মাজমাউ'য যাওয়াইদ,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৭,
৩৩৮. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭২; হাকিম একে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন
♦ আবূ বাকর, আহমাদ ইবনুল হুসাইন, আল-বাইহাক্বী(আল-ইমাম), *আল-মাদখাল 'ইলাস সুনানিল কুবরা,* ্ি ্ি ্ি.ধষঁহহধ য.পড়স , খ. ১, পৃ. ৩২৪
♦ আবুল ফারাজ, 'আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব, আল-হাম্বালী, *জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম* (বৈরুত :

দারুল মা'রিফা, ১৪০৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৫
৩৩৯. আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৭৮
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২০০

হযরত 'উমার(রা.) বললেন, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলবে,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।[৩৪০]
এভাবে হাদীসের কিতাবসমূহে সাহাবীদের(রা.) হাদীসচর্চা ও আলোচনার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

(৩) রিওয়ায়াত(বর্ণনাকরণ) : নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীস প্রচার-প্রসারের জন্য তা বর্ণনা করার হুকুম দিয়েছেন। যাতে তা প্রচার হয়ে সংরক্ষিত হতে থাকে।

তিনি হাদীস বর্ণনা ও প্রচারের নির্দেশ দিতে যেয়ে বলেন,

وحدثوا عني ولاحرج .

অর্থ : তোমরা আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা কর, কোন অসুবিধা নেই।[৩৪১]

তিনি 'আব্দ কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে বলেন,

احفظوهن عني وأخبروا بهن من وراءكم .

অর্থ : তোমরা আমার থেকে এগুলো(নির্দেশনামা) সামরণ করে নাও এবং তোমরা যাদের ছেড়ে এসেছ তাদের কাছে গিয়ে এগুলো জানিয়ে দাও।[৩৪২] মুত্তাফাকুন 'আলাইহি

তিনি আরও বলেন,

ليبلغ الشاهد الغائب .

অর্থ : যে উপস্থিত আছে সে যেন অনুপস্থিতের কাছে (হাদীস) পৌঁছে দেয়।[৩৪৩] মুত্তাফাকুন 'আলাইহি

তিনি আরও বলেন,

بلغوا عني ولو آية .

অর্থ : আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও অপরকে পৌঁছিয়ে দাও।[৩৪৪]

---

৩৪০. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৬
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯
♦ আল-ইমাম আবূ ইয়া'লা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৩
♦ আল-ইমাম আল-বায্যার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৩
৩৪১. আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২৯
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭
♦ আল-ইমাম আবূ ইয়া'লা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৬
৩৪২. ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮
৩৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২৪

৩৪৪. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৭৫
♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০
♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৫
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৪৯

তিনি আরও বলেন,

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره .

অর্থ : আল্লাহ সে ব্যক্তিকে সজীব রাখুন যে আমার পক্ষ থেকে হাদীস শুনে হিফয করে নেয় তারপর অন্যকে তা পৌঁছায় অর্থাৎ রিওয়ায়াত করে।[৩৪৫]

সাহাবীগণ(রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ব্যাপক নির্দেশ ও উৎসাহে অতি যত্নের সাথে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন। এভাবে হাদীস সংরক্ষিত হতে থাকে। তাছাড়া 'ইলম গোপন করা সম্পর্কে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন তাতে ভীত হয়েও সাহাবীগণ(রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন। ফলে হাদীস দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار .

অর্থ : যাকে এমন 'ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে তাহলে সে তা গোপন করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিধান করানো হবে।[৩৪৬]

তিনি আরও বলেন,

من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار .

অর্থ : যে ব্যক্তি এমন 'ইলম গোপন করে যা মানুষের উপকারে আসে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে তার মুখে আগুনের লাগাম পরিহিত থাকবে।[৩৪৭]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে 'ইলম অন্যের কাছে পৌঁছানো জরুরী তাকে জিজ্ঞেস করা হোক বা না হোক। সাহাবীদের(রা.) নযরে যেহেতু 'ইলমে হাদীস উঁচু দরজার 'ইলম ছিল তাই তারা তা বর্ণনায় বিশেষ যত্ন নিতেন। অন্যের কাছে হাদীস পৌঁছানোকে তারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন। ফলে বর্ণনাকরণ বা রিওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হতে থাকে।

(৪) তা'আমুল('আমলী বাস্তবায়ন) : হাদীস সংরক্ষণের ৪র্থ পদ্ধতি ছিল হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা। কুরআন শারীফের অসংখ্য আয়াতে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য-অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . النور :٥٤

অর্থ : (হে নবী!) বলুন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং (আরও) আনুগত্য কর রসূলের।[৩৪৮]

৩৪৫. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭০
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৩
৩৪৬. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯
♦ আল-ইমাম ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯৫

♦ হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮১
৩৪৭. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬
♦ আবূ খইছামা, যুহাইর ইবন হারব, *আল-'ইলম,* ি ি ি .ধষঁহ হধয.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৪৪
৩৪৮. নূর : ৫৪

আরও ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . آل عمران : ٣١

অর্থ : (হে নবী!) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তবে আমাকে অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৩৪৯]

আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সাহাবীগণ(রা.) হাদীস অনুযায়ী জীবন গড়তেন অতি মহব্বতের সাথে। এমনকি তাঁরা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিছক ব্যক্তিগত আদত-অভ্যাসও অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা বলার বা কোন কাজ করার সময় কোন বিশেষ স্বরভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি করে থাকলে সাহাবীগণ(রা.) সেকথা বলার বা সেকাজ করার সময় ঠিক সেরূপ স্বরভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি করারও চেষ্টা করেছেন। অত:পর সেই ঘটনার বর্ণনাকারী রাবী পরম্পরা বরাবর এর অনুকরণ করেছেন।[৩৫০]

সাহাবীগণ(রা.) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের অনুকরণ-অনুসরণ করার ব্যাপারে এর উদ্দেশ্য বুঝার অপেক্ষাও করতেন না। হযরত 'উমার(রা.)এর মত ব্যক্তি 'হাজারে আসওয়াদ' চুমু খাওয়ার সময় বলেছিলেন, ওহে পাথর! আমি জানি, তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র, তবুও আমি তোমায় এজন্য চুমু খাচ্ছি যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে চুমু খেয়েছিলেন। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[৩৫১]

এক কথায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় 'ইবাদাত, মু'আমালাত, কথাবার্তা, লিবাস-পোশাক, খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, শয়ন-বিচরণ এমন কোন বিষয় নেই যা সাহাবীগণ(রা.) অনুকরণ করার চেষ্টা করেন নি। বরং হাদীস হিফয ও বর্ণনার সাথে সাথে এর 'আমালী বাস্তবায়নের এক সাধারণ পরিবেশ সাহাবা কিরাম(রা.) কায়েম করেছিলেন। এভাবে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সুন্নাহ তথা জীবনরীতি রক্ষিত হয়েছে।[৩৫২]

(৫) কিতাবাত(লিখন) : নববীযুগে হাদীস শারীফ সংরক্ষণ-সংকলনের ৫ম পদ্ধতি ছিল হাদীস লিখে রাখা। খুব কম সংখ্যক সাহাবী(রা.) লেখাপড়া জানতেন। এজন্য কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন লিপিবদ্ধ করার বিশেষ ইহতিমাম করেছিলেন। ওহী লেখক নিযুক্ত করেছিলেন। সেসময় কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছিলেন,

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

. অর্থ

: আমার কথা শুনে তা লিখবে না, যে কুরআন ছাড়া আমার থেকে অন্য কিছু শুনে লিখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা কর তাতে অসুবিধা নেই। আর যে আমার নামে

৩৪৯. আলে ইমরান : ৩১

৩৫০. পরিভাষায় এগুলোকে মুসালসাল হাদীস বলে।
৩৫১. ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৩
৩৫২. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
♦ মুফতী তাক্বী 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বর্ণনা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।[৩৫৩]

পরবর্তীতে যখন অধিকাংশ কুরআন লিপিবদ্ধ ও হিফয(মুখস্থ) হয়ে গেল তখন মিশ্রণের আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস লিখতে অনুমতিও দিলেন, নির্দেশও দিলেন। প্রমাণ হিসেবে কিছু রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. হযরত রাফি' ইবন খাদীজ(রা.) হুযুর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আপনার অনেক কথা শুনি সেসব কি আমরা লিখে নিতে পারি? তিনি বললেন,

اكتبوا ولا حرج .

''লিখে নাও কোন অসুবিধা নেই।''[৩৫৪]

২. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস(রা.) বলেন, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

قيدوا العلم .

''ইলম(হাদীস) সংরক্ষণ কর।'' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে সংরক্ষণ করব? তিনি উত্তর দিলেন, ''লিখনীর মাধ্যমে।''[৩৫৫]

৩. হযরত আনাস(রা.) বলেন, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قيدوا العلم بالكتاب .

''লিখনীর মাধ্যমে 'ইলম সংরক্ষণ কর।''[৩৫৬]

৪. এক আনসারী সাহাবী(রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শেকায়েত করলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে শুনা হাদীস ভুলে যান। নবীজী

৩৫৩. আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২৯
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৫
♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯
৩৫৪. আবুল ক্বাসিম, সুলাইমান ইবন আহমাদ, আত-ত্বাবারানী(আল-ইমাম), *আল-মু'জামুল কাবীর* (মাওসিল : 'ইরাক্ব: মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৬
♦ আল-হাইছামী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮০
♦ আবূ হাফস, 'উমার ইবন আহমাদ, ইবন শাহীন, *নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু* (যারক্বা : সিরিয়া : মাকতাবাতুল মানার, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৪৭০
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল 'ইলম* (কায়রো : দারু ইহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা, ১৯৭৪ হি.), পৃ. ৭৩
৩৫৫. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮
♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪০
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩১

৩৫৬. ইবন শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৯

♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৪

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

استعن بيمينك وأوما بيده لخط .

''তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও।'' এটা বলে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখার দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৩৫৭]

৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস(রা.) বলেন, আমি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে আরয করলাম, আমি আপনার হাদীস বর্ণনা করতে চাই তাই মুখস্থ ছাড়াও লিখনীর সাহায্য নিতে চাই। আপনি কি এটা আমার জন্য ভাল মনে করেন ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, যদি আমার হাদীস বর্ণনার ব্যাপার হয় তাহলে তুমি হিফযের সাথে সাথে হাতের সাহায্যও নিতে পারবে।[৩৫৮]

৬. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস(রা.) আরও বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যাই শুনতাম তাই লিখে নিয়ে মুখস্থ করতাম। কুরাইশের কিছু লোক আমকে এটা করতে নিষেধ করে বলল, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যাই শুন তাই লিখবে?! তিনি তো মানুষ কখনও রাগের বশেও কোন কোন কথা বলেন! বিষয়টি তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করলেন। জবাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন ঠোঁট মোবারকের দিকে ইশারা করে বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এদুঠোটের মাঝ থেকে সত্য কথাই বের হয়। অতএব তুমি (সব কিছুই) লিখবে।[৩৫৯]

এ হুকুম পালনার্থে তিনি হাদীসের এক বিরাট ভাণ্ডার জমা করেন। এ কিতাবের নাম দেন, 'আস-সহীফা আস-সদীকা'।

৭. মক্কা বিজয়ের সময় নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারী'আতের হুকুম-আহকাম সম্বলিত এক বিস্তারিত খুতবা দেন। মজলিসের মধ্যথেকে আবূ শাহ নামক এক ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন, আমাকে খুতবাটি লিখে দেন। তখন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের(রা.) নির্দেশ দেন,

اكتبوا لأبي شاه .

''আবূ শাহর জন্য লিখে দাও।'' মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[৩৬০]

---

৩৫৭. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯

♦ আল-ইমাম আত-ত্বাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত* (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৬৯

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০

♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪১

৩৫৮. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬

৩৫৯. আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬

♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৭

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯২
৩৬০. ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১০

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের(রা.) পরবর্তীতে হাদীস লিখতে অনুমতি দেন। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ও নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে অনেক সাহাবী(রা.) হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে অসম্ভব। সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) হযরত ইবন 'আমর(রা.)এর সহীফা : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে হাদীস লিখেন। তাঁর সহীফাটি 'আস-সদীকা' নামে পরিচিত, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এ কিতাব থেকে হাদীস মুখস্থ করতেন, খুব যত্নের সাথে রাখতেন। হযরত মুজাহিদ(রহ.) বলেন, হযরত ইবনুল 'আস(রা.) আমাকে তাঁর কিতাব 'আস-সদীকা' দেখিয়ে বললেন, এটি হলো 'সদীকা'। এতে সেসব হাদীস রয়েছে যেগুলো আমি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছি। আমাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। যদি আমার কাছে এই কিতাব, কুরআন আর ওহত(তাঁর আবাদী যমিন) বাকী থাকে তাহলে দুনিয়ার আর অন্য কিছুর ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নেই।[৩৬১]

এই সহীফা হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর(রা.)এর ইন্তিকালের পর তাঁর সন্তানদের কাছে ছিল। তাঁর নাতি 'আমর ইবন শু'আইব এ কিতাবের হাদীসসমূহ শিখাতেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, 'আমর ইবন শু'আইবের বর্ণিত হাদীস যে কিতাবেই থাকুক না কেন তা উক্ত সহীফা থেকেই নেয়া হয়েছে।[৩৬২]
ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর বলেন, সেই সহীফাতে এক হাজার হাদীস ছিল।[৩৬৩]

(২) হযরত 'আলী(রা.)এর সহীফা : হযরত 'আলী(রা.) নবীর যুগেই একটি সহীফা লিখেন। যাতে অনেক হাদীস ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন,

ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة .

''আমি কুরআন কারীম এবং এই সহীফায় যা কিছু আছে এগুলো ছাড়া নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আর কিছুই লিখিনি।[৩৬৪]

ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' কিতাবে ৬ জায়গায় এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এসব বর্ণনা থেকে সামগ্রিকভাবে বুঝা যায় যে এ সহীফা বড় আকারে ছিল যাতে কিসাস, দিয়ত, ফিদ্‌য়া, ইসলামী খিলাফাত, অমুসলিমদের হক্ক, কিছু বিশেষ ওয়ারিছী মাসআলা, যাকাতের মাসআলা এবং মাদীনার পবিত্রতা ও সম্মানের আহকামাত সম্বলিত হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।[৩৬৫]

---

৩৬১. খতীব বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল 'ইলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ২৬২
♦ ইবনুল আছীর, *উস্‌দুল গবাহ্* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৬৫৭
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২
৩৬২. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৩-৪৮
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৮
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৭০

৩৬৩. ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫৭
৩৬৪. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬০
৩৬৫. মুফতী তাক্বী 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

(৩) হযরত রাফি' ইবন খাদীজ(রা.)এর সহীফা : হযরত রাফি' ইবন খাদীজ(রা.) নবীর যুগে হাদীস লিখতেন যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কাছে চামড়ায় লিখিত একটি কপি ছিল। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, একবার মারওয়ান খুতবায় মক্কার পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন হযরত রাফি' ইবন খাদীজ(রা.) উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, মক্কার মত মাদীনাও সম্মানিত, কারণ নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনাকেও হারাম(পবিত্র-সংরক্ষিত এলাকা) বলে ঘোষণা দিয়েছেন যা আমার কাছে চামড়ায় লিখিত আছে। আপনি চাইলে আমি তা শুনিয়ে দিতে পারি। মারওয়ান বললেন, আমার কাছেও নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে হুকুম পৌঁছেছে।[৩৬৬]

(৪) হযরত আনাস(রা.)এর সহীফা : হযরত আনাস(রা.) লেখাপড়া জানতেন। তিনি দশ বৎসর বয়সে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম হিসেবে আসেন ও দশ বৎসর যাবত তাঁর খিদমাতে লিপ্ত থাকেন। এসময় তিনি নবীজীর অনেক হাদীস শুনেছিলেন। তিনি হাদীস লিখেও রাখতেন। তাঁর এক ছাত্র মা'বাদ ইবন হিলাল(রহ.) বলেন,

كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج إلينا محالا عنده فقال : هذه سمعتها من النبي صلى الله عليه و سلم فكتبتها و عرضتها عليه .

''আমরা হযরত আনাস(রা.)কে অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তিনি আমাদের কাছে লিখিত কপি(যা মুখস্থ করার জন্য তৈরী) নিয়ে আসলেন। বললেন, এখানে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা হাদীস রয়েছে। এগুলো আমি লিখে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশও করেছিলাম।''[৩৬৭]

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, হযরত আনাস(রা.) হাদীস লিখে তা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করেছিলেন এবং তিনি তা সত্যয়ন করেছিলেন।

(৫) হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা.)এর সহীফা : হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সম্বলিত দু'টি কপি ছিল। একটিতে নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। এ কপিটির সব হাদীস সহীহ মুসলিমের 'বিদায় হজ্জ' অধ্যায়ে আছে।[৩৬৮] দ্বিতীয় কপিটিতে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। ইমাম কাতাদা(র.) বলেন,

لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة .

''আমার হযরত জাবির(রা.)এর সহীফা সূরা বাকারা থেকেও বেশি মুখস্থ রয়েছে।''[৩৬৯]

৩৬৬. আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪১
৩৬৭. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৬৪
♦ ইবন হাজার, *আল-মাতালিবুল 'আলিয়া বিযাওয়াইদিল মাসানীদিছ ছামানিয়া*, িিি.ধফ্হহধ য.পড়স , খ. ৯, পৃ. ১৫
৩৬৮. আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩
৩৬৯. আবুল হাসান, 'আলী ইবনুল জা'দ, আল-জাওহারী, আল-বাগদাদী, *আল-মুসনাদ* (বৈরুত : মুআস্সাসাতু নাদির, ১৪১০ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৯

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৬
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৫০৮

এই কপির হাদীসগুলো কিছু মুসান্নাফ 'আব্দির রয্যাক্বে বিদ্যমান আছে।[৩৭০]

(৬) হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)এর কপি : তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ছিলেন। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স কম ছিল। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের(রা.) থেকে হাদীস শিখতেন। তিনি তাঁর শোনা ও সাহাবীদের থেকে শোনা হাদীস লিখিত আকারে একত্রিত করেন। তাঁর কপিগুলো ছিল এক উটের বোঝা। তাঁর ইন্তিকালের পর এগুলো তাঁর ছাত্র কুরাইব(রহ.)এর নিকট স্থানান্তরিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মূসা ইবন 'উক্ববা বলেন,

وضع عندنا كريب حمل بعير أوعدل بعير من كتب ابن عباس رضي الله عنه .

''কুরাইব(রহ.) আমাদের কাছে হযরত ইবন 'আব্বাস(রা.)এর কিতাবগুলো রাখেন, যেগুলো ছিল এক উটের বোঝা।''[৩৭১]

হযরত ইবন 'আব্বাস(রা.) থেকে অসংখ্য ছাত্র এগুলোর অনুলিপি তৈরি করে তাঁকে দেখিয়ে সংশোধন করে নিত।[৩৭২]

(৭) হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)এর কপিসমূহ : হযরত আবূ হুরাইরা(রা.) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় হাদীস লিখতেন না কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি হাদীসের এক সংকলন তৈরি করেন যা ছিল কয়েকটি কপির সমষ্টি। হযরত হাসান ইবন 'আমর বলেন, আমি হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)-কে একটি হাদীস শুনালাম। তিনি তা সঠিক মনে করলেন না। আমি বললাম, এটি তো আমি আপনার থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, যদি আমার থেকে শুনে থাক তাহলে অবশ্যই আমার কাছে তা লিখিত থাকবে। তখন তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে নবীর হাদীস সম্বলিত অনেক কিতাব দেখালেন। তাতে সে হাদীসটি পাওয়া গেল। তিনি বললেন, আমি তো আগেই বলেছি যদি আমি তোমাকে শুনিয়ে থাকি তবে তা আমার কাছে লিখিতও থাকবে।[৩৭৩]

(৮) হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা.)এর কপি : তিনি একটি বড় কপি তৈরি করেন, যা থেকে তাঁর ছেলে সুলাইমান ও অন্যান্যরা রিওয়ায়াত করেছেন।[৩৭৪]

---

৩৭০. আবূ বাকর, 'আব্দুর রয্যাক্ব ইবন হাম্মাম, আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.), খ. ১১, পৃ. ১৮৩
৩৭১. আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৮
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫০, পৃ. ১২৩
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৩
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮০
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৮৮
৩৭২. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯
♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, *আল-'ইলালুস সগীর* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৭৫১
৩৭৩. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪০

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৮৪

♦ ‘আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহ্ইয়া, আল-মু‘আল্লিমী, ‘*ইলমুর রিজাল*, ি ি ি.নধফঁং ধংযর.পড়স , পৃ. ১২

৩৭৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৩

(৯) হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ(রা.)এর কপি : হযরত ইবন মাসঊদ(রা.)এর নাতি মা‘ন বলেন, (আব্বা) ‘আব্দুর রহমান একটি কিতাব বের করে শপথ করে বললেন, এটা আব্বা(‘আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ) নিজ হাতে লিখেছেন।[৩৭৫]

এভাবে অনেক সাহাবী(রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস লিখেছিলেন।[৩৭৬]

নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় তাঁর নির্দেশনামা লিখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করতেন। সেগুলো নববীযুগে লিখিত হাদীস ভাণ্ডারের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

(ক) নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘কিতাবুস সদাকা’ : নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত সংক্রান্ত আহকামাত বিস্তারিতভাবে লিখিয়েছিলেন। তাতে যাকাত আদায়যোগ্য মাল ও এর যাকাতের পরিমাণ বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। এই দস্তাবেজকে ‘কিতাবুস সদাকা’ বলা হতো। হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার(রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘কিতাবুস সদাকা’ লিখিয়েছিলেন কিন্তু তা গভর্ণরদের কাছে পাঠানোর আগেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। তিনি তা তাঁর তরবারীর সাথে রেখেগিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবূ বাকর ও ‘উমার(রা.) সে অনুযায়ী যাকাত উসূল করেন। তাতে লেখা ছিল .. পাঁচটি উটে একটি বকরী দিতে হবে..... ।[৩৭৭]

এ দস্তাবেজের হাদীগুলো বিভিন্ন কিতাবে আছে। বিশেষতঃ সুনান আবী দাঊদে। ইমাম যুহরী(রহ.) তাঁর ছাত্রদের এগুলো দার্‌স ভিত্তিক পাঠ দান করতেন।[৩৭৮]

(খ) হযরত ‘আমর ইবন হাযাম(রা.)এর সহীফা : নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ‘আমর বিন হাযাম(রা.)-কে দশ হিজরীতে নজরান অধিবাসীদের শাসক হিসেবে পাঠান। তখন তাঁর সাথে বিভিন্ন নির্দেশনামা সম্বলিত একটি কিতাব পাঠান। নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়ামানের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করেন তখনও তিনি তাঁর সাথে সেটি পাঠান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ বাকর ইবন হাযাম(রহ.)এর নিকট তা হস্তান্তরিত হয়। ইমাম যুহরী সেটি তাঁর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। একিতাবে কিছু নসীহত ছাড়া তহারাত, নামায, যাকাত, ‘উশর, হজ্জ, ‘উমরা, জিহাদ, গণীমত, ট্যাক্স, দিয়ত, তা‘লীম ও ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন আহকামাত উল্লেখ ছিল।[৩৭৯]

---

৩৭৫. ইবন ‘আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৮

♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫

♦ সম্পাদনা পর্ষদ : *মাক্বালাত ওয়া ফাওয়াইদ হাদীসিয়্যা* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৯২

৩৭৬. মুফতী তাক্বী ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

♦ শাইখ ‘আব্দুর রশীদ আন-নু‘মানী, *ইমাম ইবন মাজাহ আওর ‘ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫

৩৭৭. আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮

♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৯

৩৭৮. মুফতী তাক্বী ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৩৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

(গ) নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আহকামাত সম্বলিত এরূপ নিদের্শনামা অন্যান্য সাহাবী যাদেরকে তিনি গভর্ণর হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতেন সাথে দিয়ে দিতেন। যাতে তাঁরা সঠিকভাবে শারী‘আত বাস্তবায়ন ও বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারেন। হযরত আবূ হুরাইরা(রা.) ও হযরত ‘আলা ইবন হাযরামী(রা.)-কে হিজরবাসীদের নিকট প্রেরণকালে হিদায়াতনামা সাথে দেন। এভাবে হযরত মু‘আয ইবন জাবাল ও হযরত মালিক ইবন মারারা(রা.)কে ইয়ামান প্রেরণকালে তাঁদের সাথেও নির্দেশনামা পাঠান।[৩৮০]

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সাথে প্রেরিত নির্দেশনামা :

মাদীনা থেকে দূরদূরান্তের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবূল করতে থাকে। তারা তাদের প্রতিনিধি মাদীনায় পাঠিয়ে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হতেন। প্রতিনিধিদল নির্দিষ্ট সময় মাদীনায় অবস্থান করে নানা বিষয় শিখতেন। কোন কোন প্রতিনিধি দল নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লিখিত নির্দেশনামা তাদের সাথে প্রেরণ করার ‘আরয করতেন। সেমতে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাদের সাথে প্রেরণ করতেন।

(১) হযরত ওয়াইল ইবন হুজর(রা.) ইয়ামান থেকে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে লিখিত নির্দেশনামার আরজু পেশ করেন। নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এক দস্তাবেজ লিখিয়ে দেন।[৩৮১]

(২) হযরত মুনক্বিয ইবন হায়্যান(রা.) ‘আব্দ ক্বায়স গোত্র থেকে এসে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফেরার সময় তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে লিখিত নির্দেশনামা লাভ করেন।[৩৮২]

(৩) ‘গামিদ’ গোত্রের প্রতিনিধিদল নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে উবাই ইবন কা‘বের নিকট কুরআন শারীফ শিক্ষা করেন। নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে এক লিখিত দস্তাবেজ পাঠান যাতে শারী‘আতের বিভিন্ন আহকামাত লিখিত ছিল।[৩৮৩]

(৪) খাছ‘আম গোত্রের প্রতিনিধিদল নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের জন্যও নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনামা লিখান।[৩৮৪]

(৫) হযরত সাবিত ইবন ক্বায়েস(রা.) আসলাম গোত্রের জন্য নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এক নির্দেশনামা লিখেন।[৩৮৫]

৩৮০. প্রাগুক্ত
৩৮১. আবূ বাকর, আহমাদ ইবন ‘আমর, আশ-শাইবানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী* (রিয়াদ : দারুর রায়াহ্‌, ১৪১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ৫৪৮
♦ ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩০
♦ ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৭
৩৮২. মুফতী তাক্বী ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৩৮৩. ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৫

৩৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮

৩৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৪

এরকম অনেক প্রতিনিধিদলের সাথে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন।[৩৮৬]

এছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যেসব সন্ধি ও চুক্তি করেছিলেন সেগুলোও লেখা হয়েছিল। ইতিহাস ও সীরাতগ্রন্থে এরূপ অনেক চুক্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ১. হুদাইবিয়ার সন্ধি, ২. দ্বিতীয় হিজরীতে বনূ জামরার সাথে চুক্তি, ৩. খন্দক যুদ্ধের সময় বনূ ফাজারা ও গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি ইত্যাদি।[৩৮৭]

নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যক্তি বিশেষকেও আমাননামা(নিরাপত্তাচুক্তি) লিখে দিয়েছিলেন। যেমন হিজরতের সময় সুরাকা ইবন মালিককে লিখিত আমাননামা।[৩৮৮]

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্দের কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতপত্র লিখেছিলেন। এটা সর্বজন বিদিত। যেমন,
১. মিসরের শাসক মুক্বাওক্বিসের নিকট লিখিত পত্র, ২. নাজ্জাশীর নিকট প্রেরিত পত্র, ৩. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত পত্র, ৪. পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট প্রেরিত পত্র ইত্যাদি।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় সরকারীভাবে যেসব দাওয়াতনামা, হিদায়াতনামা, নির্দেশপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লেখা হয়েছিল তার সংখ্যা অল্প নয়। ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ তার ‘আলওয়াছাইকুস সিয়াসিয়্যাহ্’ কিতাবে এজাতীয় ১৪১টি লেখার বিবরণ দান করেছেন। এসবই নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।[৩৮৯]

সাহাবীযুগে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ :

সাহাবীযুগেও নববীযুগের মত হিফয, মুযাকারা, রিওয়ায়াত, তা‘আমুল, কিতাবাত-এর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীস-সীরাত-ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে রয়েছে। সাহাবীযুগে হাদীস সংরক্ষণের আরেকটি অন্যতম পদ্ধতি ছিল হাদীস শিখতে তাদের দূরদূরান্তে সফর। সাহাবীগণ দাওয়াত-জিহাদের কাজে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েন। তাই এক একজন সাহাবী অন্য সাহাবীদের থেকে হাদীস শিখতে শত শত মাইল সফর করেন। এধরনের বহু ঘটনা হাদীস-ইতিহাসের কিতাবে দেখতে পাওয়া যায়।

(১) হযরত জাবির ইবন ‘আব্দিল্লাহ(রা.) একটি হাদীস জানতে এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস(রা.)এর কাছে পৌঁছান। তিনি দারওয়ানের কাছে খবর পাঠান, যেয়ে বল! জাবির আপনার দরজায় অপেক্ষমান! তিনি তাঁর আওয়াজ শুনে বললেন, কে ইবন ‘আব্দিল্লাহ? আমি বললাম, জি হা! তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। হযরত জাবির বিন ‘আব্দিল্লাহ(রা.) বললেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি নবীর একটি (বিশেষ) হাদীস জানেন তা

---

৩৮৬. মুফতী তাক্বী ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৩৮৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৮৮. আল-ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪২০

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৫

৩৮৯. মুফতী তাক্বী ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

♦ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

জানতে আমি এতদূর এসেছি কারণ, জানা নেই হাদীসটি না জেনেই আমার মৃত্যু হয়ে যায় নাকি?! তখন তিনি আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে দেন।[৩৯০]

(২) এক সাহাবী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মিসরে হযরত ফুযালা ইবন 'উবাইদ(রা.)এর কাছে হাজির হন। তখন তিনি উটনীকে খাওয়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, মারহাবা! স্বাগতম! তিনি উত্তর করলেন, আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে আসিনি। আমি ও আপনি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছিলাম। আমার ধারনা সেটি আপনার মনে আছে, তা জানতে এসেছি। হযরত ফুযালা(রা.) বললেন, কোন হাদীসটি? তিনি বললেন, এই এই বিষয়ের হাদীস।[৩৯১]

(৩) হযরত আবূ আইউব আল-আনসারী(রা.) একটি হাদীস জানার জন্য মাদীনা থেকে মিসরে হযরত 'উক্ববা ইবন 'আমির(রা.)এর কাছে হাজির হন। মিসর পৌঁছে সেখানকার গভর্ণর হযরত মাসলামা ইবন মাখলাদ(রা.)এর মাধ্যমে 'উক্ববা ইবন 'আমির(রা.)এর বাড়ির সন্ধান পান। সেখান থেকে হাদীসটি শুনেই তিনি মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গভর্ণরের হাদিয়াবাহক মিসরের প্রান্তসীমায় তাঁর সাক্ষাত পেয়ে তা তাঁর কাছে অর্পণ করেন।[৩৯২]

তিনটি উদাহরণ পেশ করা হলো। এভাবে সাহাবীগণ হাদীস হিফাযতের জন্য দীর্ঘ সফরের কষ্ট সহ্য করতেন। সাহাবীগণ তাবি'ঈদের হাদীস শিখতে-লিখতে উদ্বুদ্ধ করতেন ও নির্দেশ দিতেন। তাদের থেকে হাজার হাজার তাবি'ঈ হাদীস শিক্ষা করেন ও লিখে রাখেন।

হযরত 'আলী(রা.) তাঁর শাগরিদদের বলতেন, তোমরা পরস্পর মিলিত হবে এবং বেশি বেশি করে

---

৩৯০. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১
♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৫
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৯৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৭
♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪২
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩

৩৯১. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১
♦ আল-ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৪
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২
♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১০ হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৭

৩৯২. আবূ বাকর, 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, আল-হুমাইদী, *আল-মুসনাদ* (প্রাগুক্ত, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১৮৯
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৩
♦ আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন হারূন, আর-রূয়ানী, *আল-মুসনাদ*, ি ি ি .ধফ্ঁহহধ য.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৯০
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আর-রিহ্লা ফী ত্বলাবিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৩৯৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১১৮
♦ প্রাগুক্ত, *আল-আসমাউল মুবহামা ফিল আনবাইল মুহকামা*, ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৬

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৩৯৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০

হাদীস আলোচনা করবে, তা নাহলে হাদীস তোমাদের অন্তর থেকে মুছে যাবে।[৩৯৩]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ(রা.) বলতেন, 'তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা করতে থাকবে। কেননা, আলোচনাতেই হাদীসের জীবন।[৩৯৪]

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী(রা.) বলেন, তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা করবে, আলোচনাই হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৯৫]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস(রা.) তাঁর ছাত্রদের বলতেন, আমাদের নিকট যখন হাদীস শুনবে, পরস্পরে তা বারবার আলোচনা করবে।[৩৯৬]

এ নির্দেশ পেয়ে তাবি'ঈগণ ব্যাপক হাদীসচর্চা করেন। এমনকি সেযুগে 'ইলম বলতে 'হাদীসের 'ইলম'ই বুঝাত।[৩৯৭]

প্রবীণ তাবি'ঈগণ উস্তাদ সাহাবীদের থেকে হাদীস লিখে রাখতেন।

(১) হযরত বাশীর ইবন নাহীক(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত আবূ হুরাইরা(রা.) থেকে শোনা হাদীসসমূহ লিখে নিয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে সেগুলোর বিশুদ্ধতার স্বীকৃতিও আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরাইরা(রা.) থেকে যেসব হাদীস শুনতাম সেগুলো লিখে নিতাম। আমি বিদায়ের সময় লিখিত সব হাদীস তাঁর কাছে পেশ করলাম। আমি সব পড়ে শুনালাম এবং বললাম, আমি আপনার কাছ থেকে এগুলো শুনেছি। তিনি বললেন, হা, ঠিক আছে।[৩৯৮]

---

৩৯৩. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮

♦ ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৫

♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৪

♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৩

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮

৩৯৪. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত

♦ হাসান ইবন 'আব্দির রহমান, আর-রামাহুরমুযী, আশ-শাহরাযূরী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৪৬

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১০

♦ যাইনুদ্দীন, 'আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন, আল-'ইরাক্বী, *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১৮৫

৩৯৫. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫

♦ ইবনুল জা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৮

♦ ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৫,

♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৭

৩৯৬. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯

♦ আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৭

৩৯৭. মুফতী তাক্বী 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৯

৩৯৮. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৮

♦ আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফা* (বৈরুত : আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়্যা, ১৪০২ হি.), পৃ. ৪২

(২) হযরত আবূ হুরাইরা(রা.)এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ্ তাঁর শতাধিক হাদীস লিখেছিলেন। এটা 'সহীফা হাম্মাম' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল(র.) এ পূর্ণ সহীফাটি মুসনাদে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ড. হামীদুল্লাহ 'সহীফা হাম্মামে'র প্রাপ্ত প্রাচীন কপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। এতে মোট **১৩৮**টি হাদীস রয়েছে।[৩৯৯]

(৩) তাবি'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন যুবাইর(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার(রা.) ও হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস(রা.)এর কিছু হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাতে হযরত ইবন 'উমার ও ইবন 'আব্বাস(রা.)এর নিকট হাদীস শুনতাম এবং তা উটের হাওদার কাঠে লিখে নিতাম।[৪০০]

অপর সূত্রে জানা যায়, হযরত সা'ঈদ ইবন জুবাইর(র.) খলীফা 'আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের নির্দেশে একটি তাফসীর লিখেছিলেন। সম্ভবত: তা উক্ত সাহাবীদ্বয়ের থেকে শোনা তাফসীরসংক্রান্ত হাদীসসমূহেরই সমষ্টি।[৪০১]

(৪) তাবি'ঈ হযরত আবূ 'আন্তারা(র.) বলেন, একবার হযরত ইবন 'আব্বাস(রা.) আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম, হুজুর! আমি কি এটি আপনার নামে লিখে নিতে পারি? আবূ আন্তারা(র.) বলেন, তিনি আমাকে তা লিখার অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু তিনি যেন তা দিতে চাচ্ছিলেন না।[৪০২]

(৫) হযরত 'উরওয়া ইবনুয যুবাইর(র.) তাঁর খালা হযরত 'আইশা(রা.)এর হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে 'হাররার' অগ্নিকাণ্ডে নিজেই জ্বালিয়ে দেন। পরে আক্ষেপ করে বলতেন, আহা! আমি যদি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের বিনিময়েও তা রক্ষা করতাম![৪০৩]

---

৩৯৯. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১২

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ. ২৯৯

♦ আল-মু'আল্লিমী, *'ইলমুর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২

♦ মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪০০. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৮

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল 'ইলম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৫

♦ আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০৬

৪০১. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৪০২. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

♦ ইবন আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১৫

৪০৩. ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৪০, পৃ. ২৫৮

♦ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, *আত-তারীখ* (মক্কা : মারকাযুল বাহছিল 'ইলমী ওয়া ইহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, ১৩৯৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৪২

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৬

(৬) তাবি'ঈ হযরত আবান ইবন সালিহ(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত আনাস(র.)এর কিছু হাদীস লিখেছিলেন। সাল্ম 'আলাবী বলেন, আমি আবান(র.)কে হযরত আনাস(রা.)এর কাছে ফলকে লিখতে দেখেছি।[৪০৪]

(৭) হযরত আনাস(রা.) তাঁর সন্তানদেরকেও হাদীস লিখার জন্য তাকীদ করতেন। তাঁর পৌত্র ছামামা ইবন 'আব্দিল্লাহ(র.) বলেন, আমার দাদা হযরত আনাস(রা.) তাঁর সন্তানদেরকে বলতেন, বাবারা! তোমরা এই 'ইলম(হাদীসকে) লেখায় আবদ্ধ কর।[৪০৫]

(৮) তাবি'ঈ হযরত ওহব ইবন মুনাব্বিহ(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা.)এর হাদীস লিখে নিয়েছিলেন।[৪০৬]

(৯) তাবি'ঈ সালমান ইবন কায়েস(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ(রা.) থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ লিখে নিয়েছিলেন। এটি 'সহীফা জাবির' নামে পরিচিত। ইমাম শা'বী ও ইমাম সুফয়ান সাওরী(র.) এটি সালমান(র.)এর কাছে সবক হিসেবে পড়েছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল(র.) হযরত কাতাদা(র.)এর স্মরণশক্তির তারীফ করতে যেয়ে বলেন, 'তাঁর নিকট একবার মাত্র 'সহীফা জাবির' পড়া হলে তিনি তা মুখস্থ করে নেন।'[৪০৭]

(১০) হযরত আবূ বুরদা(র.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী(রা.)এর কাছে যখন কোন হাদীস শুনতাম তখন তা লিখে ফেলতাম। একবার তিনি বললেন, বাছা! তুমি কি করছ? আমি বললাম, আমি যা আপনার থেকে শুনেছি লিখে নিচ্ছি। তিনি বললেন, দেখি আমার কাছে আন।

---

৪০৪. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৭
♦ আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৭
♦ আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন 'আমর, আল-'উক্বাইলী, *আয-যু'আফা আল-কাবীর*, িিি.ধষঁহ হধয.পড়স , খ. ১, পৃ. ১০০
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮১
৪০৫. আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৭
♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মুস্তাদরাক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮
♦ আবূ খইছামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৪০৬. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব, আল-মাক্কী, আল-ফাকিহী, *আখবারু মাক্কা*, িিি.ধষঁহহধ য.পড়স , খ. ৪, পৃ. ১৬০
♦ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৪০৭. ড. সালিহ ইবন আহমাদ রিযা, *সহীফাতু আবিয যুবাইর 'আন জাবির*, িিি.ধযষধষ্যফববঃয.পড়স , খ. ১, পৃ. ৩৮
♦ আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৭
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৩
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৮

♦ আবূ যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবন শারাফ, আন-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৫৭৪

তারপর আমি তাঁকে তা পড়ে শুনালাম। শুনে তিনি বললেন, হা! ঠিক হয়েছে। আমি নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমনই শুনেছি। তোমার লেখায় কমবেশি হলো কিনা এজন্য দেখলাম।[৪০৮]

(১১) বিখ্যাত তাবি‘ঈ হযরত নাফি‘(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার(রা.)এর হাদীস লিখেছেন বলে জানা যায়। হযরত সালমান ইবন মূসা(র.) বলেন, আমি দেখেছি হযরত ইবন ‘উমার(রা.) তাঁর শাগরিদ নাফি‘কে হাদীস বলছেন আর নাফি‘ তা লিখে নিচ্ছেন।[৪০৯]

(১২) ইমাম মুজাহিদ ইবন জাবর(র.) তাঁর উস্তাদ হযরত ইবন ‘আব্বাস(রা.)এর থেকে শোনা হাদীস লিখতেন।[৪১০]

(১৩) তাবি‘ঈ হযরত সালিম ইবন আবিল জা‘দ(র.)ও হাদীস লিখতেন।[৪১১]

(১৪) ইমাম হাসান বসরী(র.)ও হাদীস লিখতেন। ইমাম আ‘মাশ(র.) বলেন, হাসান বসরী(র.) বলেছেন, আমার কাছে হাদীস লিখিতাকারে কিতাবসমূহে রয়েছে। আমি তা বারবার দেখে থাকি।[৪১২]

এভাবে লিখনের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সে যুগেও নববীযুগের ন্যায় উল্লিখিত পাঁচ পদ্ধতিতেই হাদীস সংরক্ষিত হতে থাকে।

হাদীস-ফিক্‌হের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ(রা.)এর প্রকার :

সব সাহাবী সমান সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত তথা বর্ণনা করেন নি। অসতর্কভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধানবাণী থাকায় অনেক সাহাবী সভয়ে হাদীস বর্ণনা কম করতেন। তাঁরা স্মরণ করতেন নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণী :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

‘‘আমার নামে যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাবলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি[৪১৩]

---

৪০৮. আল-বায্যার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫০

♦ আল-হাইছামী, *মাজমাউ‘য যাওয়াইদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৯

৪০৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৪১০. প্রাগুক্ত

৪১১. আবুল ফারাজ, ‘আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব, আল-হাম্বালী, *শারহু ‘ইলালিত তিরমিযী*, িিি.ধযষধষাফববষ.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৫১

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬১

♦ আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৪

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৯

৪১২. ইবন ‘আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪১

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি‘ লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি‘*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৬

♦ আবূ খইছামা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল 'ইলম,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৯
৪১৩. ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫
হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর(রা.) বলেন, আমি (আব্বা) যুবাইর(রা.)কে বললাম, আমি তো আপনাকে নবীর হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনা যেমন অমুক অমুক বর্ণনা করে থাকে! তিনি বললেন, আমি সব সময়ই নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতাম। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ''যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।'' (তাই আমি বেশি বর্ণনা করি না।)[৪১৪]

আবার অনেক সাহাবী(রা.) বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণী যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন,

من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار .

''যে উপকারী 'ইলম গোপন করবে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।''[৪১৫]

আরও লক্ষ্য রাখতেন নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীস,

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره .

''আল্লাহ প্রফুল্ল-সজীব রাখুন সেই ব্যক্তিকে যিনি আমার হাদীস শুনে মুখস্থ করে নেয় তারপর অন্যের কাছে পৌঁছায়।''[৪১৬]
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীদের(রা.) চার ভাগ করা হয়। যারা এক হাজার বা ততোধিক হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন মুহাদ্দিসগণ তাদের বলেন, 'মুকছিরূন', যারা পাঁচশ' থেকে হাজারের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের বলেন, 'মুতাওয়াসসিতূন', যারা চল্লিশ হতে পাঁচশ' পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের বলেন, 'মুক্বিল্লূন', আর যারা চল্লিশের কম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের বলেন, 'আক্বাল্লূন'।[৪১৭]

নীচে প্রথম তিন শ্রেণীর সাহাবীদের কিছু নাম এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা দেওয়া গেল। 'আক্বাল্লূন'এর সংখ্যা অনেক যার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

মুকছিরূন :

১. হযরত আবূ হুরাইরা(রা., মৃ.৫৭হি.) ৫৩৬৪টি
২. হযরত আনাস ইবন মালিক(রা., মৃ.৯৩হি.) ২২৩৬টি
৩.হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস(রা., মৃ.৬৮হি.) ১৬৬০টি
৪. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার(রা., মৃ.৭৩হি.) ১৬৩০টি
৫. হযরত 'আইশা সিদ্দিকা(রা., মৃ.৫৭হি.) ১২১০টি

৪১৪. আল-ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২
♦ আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭
♦ আল-ইমাম ইবন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৫
৪১৫. ইবন 'আব্দিল বার, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬
♦ আবূ খইছামা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪
৪১৬. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭০
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৩

৪১৭. আল-‘ইরাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৯

♦ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

মুতাওয়াসসিতূন :

১. হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ(রা., মৃ.৩২হি.) ৮৪৮টি
২. হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস(রা., মৃ.৬৩হি.) ৭০০টি
৩. হযরত ‘আলী(রা., মৃ.৪০হি.) ৫৮৬টি
৪. হযরত ‘উমার(রা., মৃ.২৩হি.) ৫৩৯টি

মুক্বিল্লূন :

১. উম্মুল মুমি’নীন হযরত উম্মু সালামা(রা., মৃ.৫৯হি.) ৩৭৮টি
২. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী(রা., মৃ.৫৪হি.) ৩৬০টি
৩. হযরত বারা ইবন ‘আযিব(রা., মৃ.৭২হি.) ৩০৫টি
৪. হযরত আবূ যর গিফারী(রা., মৃ.৩২হি.) ২৮১টি
৫. হযরত সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস(রা., মৃ.৫৫হি.) ২১৫টি
৬. হযরত সাহল আনসারী(জুন্দুব বিন কায়েস, রা., মৃ.৯১হি.) ১৮৮টি
৭. হযরত ‘উবাদা ইবনুস সামিত আনসারী(রা., মৃ.৩৪হি.) ১৮১টি
৮. হযরত আবুদ্দারদা(রা., মৃ.৩২হি.) ১৭৯টি
৯. হযরত আবূ কাতাদা আনসারী(রা., মৃ.৫৪হি.) ১৭০টি
১০. হযরত উবাই ইবন কা‘ব(রা., মৃ.২১হি.) ১৬৪টি
১১. হযরত বুরাইদা ইবন হাসীব(রা., মৃ.৬৩হি.) ১৬৪টি
১২. মু‘আয ইবন জাবাল(রা., মৃ.১৮হি.) ১৭৫টি[৪১৮]

আবার কিছু সাহাবী(রা.) ছিলেন যারা হাদীসের মর্ম গবেষণা করতেন, মাসআলা বের করতেন। তাঁরা ছিলেন ফাকীহ সাহাবা(রা.)। আর কিছু সাহাবী ছিলেন যারা শুধু হাদীস মুখস্থ ও রিওয়ায়াত করতেন, অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন।

প্রথম প্রকারের মধ্যে চার খলীফা, উম্মুল মুমি’নীন হযরত ‘আইশা, হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ, হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস, হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার, হযরত মু‘আয ইবন জাবাল(রা.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা, হযরত আনাস, হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদরী(রা.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪১৯]

তবে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে সাহাবীগণ(রা.) সব হাদীস এক কিতাবে জমা করে সর্বসম্মতিতে এক নুসখা(কপি) তৈরি করেন নি যেমন করেছিলেন ‘কুরআন’কে ‘মুসহাফ’ আকারে। কারণ হাদীস ছিল ব্যাপক, তা সাহাবীগণের(রা.) মাধ্যমে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাইখ আবূ বাকর ইবন ‘ইক্বাল আসসিক্বিল্লী(র.) তাঁর ‘ফাওয়াইদে’ বলেন, সাহাবীগণ(রা.) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

---

৪১৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

♦ আল-‘ইরাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৯

♦ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ, আল-‘উছাইমীন, *‘ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ২৫

৪১৯. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান* (হালাব : সিরিয়া : মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৩৪

সাল্লামের সব হাদীস এক মুসহাফ(কপি)-এ জমা করেন নি যেমন জমা করেছিলেন কুরআন। কারণ সাহাবীদের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাদীস ছড়িয়ে পড়েছিল। হাদীসের ক্ষেত্রে হিফযকেই মাধ্যম ধরা হয়েছিল, তবে কুরআনের হিফযকে(মুখস্থকরণকে) যথেষ্ট ধরা হয়নি। তাছাড়া হাদীসের শব্দ কম-বেশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা অসম্ভব ছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দ অবিকল আল্লাহ হিফাযত করেছেন, যার অনুরূপ কেউ পেশ করতে সক্ষম হবে না। তাঁরা কুরআন জমার ব্যাপারে একমত ছিলেন, হাদীস শব্দে শব্দে জমা করার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। মতবিরোধপূর্ণ বিষয় তাঁরা কীভাবে এক কিতাবে জমা করবেন ? তাঁরা ইচ্ছা করলে তা জমা করতে পারতেন, কিন্তু তাহলে সবাই সে কিতাবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। এর বাহিরে কোন সাহাবী বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হতো। এভাবে অনেক হাদীস বাতিল হয়ে যেত। তাঁরা উম্মাহর জন্য রাস্তা খোলা রাখলেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে হাদীস লিখে রাখলেন। এভাবে একত্রিতভাবে না হলেও প্রয়োজনীয় হাদীস জমা হয়ে গেল।[৪২০]

তাবি'ঈযুগে হাদীসশাস্ত্র :

তাবি'ঈযুগের প্রথম দিকে নববী ও সাহাবাযুগের মত হিফয, রিওয়ায়াত, মুযাকারা, তা'আমুল, কিতাবাতের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত ও সংকলিত হতে থাকে। হাদীস ব্যাপকভাবে লিখন ও বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবদ্ধকরণের প্রচলন ছিল না। কিন্তু এযুগের মাঝামাঝিতে সাহাবা কিরাম(রা.) বিদায় নিতে থাকেন। বড় বড় তাবি'ঈগণ(র.)ও ইন্তিকাল করতে থাকেন। তাদের মৃত্যুতে 'ইলমও বিদায় নিতে থাকে। হযরত আনাস(রা., মৃ.৯৩ বা ৯৫হি.)এর মৃত্যুতে এক তাবি'ঈ বলে উঠলেন আজকে অর্ধেক 'ইলম চলে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে ? তিনি উত্তর দিলেন, বাতিলপন্থীরা যখন হাদীস নিয়ে মতবিরোধ করত তখন আমরা বলতাম, চল, যারা সরাসরি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন তাদের কাছে যাই।(এতে তারা পরাজিত হয়ে যেত।)[৪২১]

সাহাবীযুগের শেষের দিকে নানা বাতিল ফিরক্বার(যথা শী'আ, খারিজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি) উদ্ভব হতে থাকে। তাদের ঈমান ছিল নড়বড়ে, নানা কৌশলে তারা হাদীস অস্বীকার করত। নিজেদের স্বার্থে হাদীস রচনা করত। সরাসরি কুরআন বিকৃত করতে না পেরে নানা কুযুক্তি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিত। তাছাড়া তাবি'ঈযুগে অনেক অনারব এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হয় ও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তারা আরবদের মত মুখস্থশক্তির অধিকারী ছিল না। তাদের অভ্যাস ছিল 'ইলম লিখে রাখার। এসব কারণে সেযুগে কুরআন-হাদীস হিফাযত ও বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য হাদীস ব্যাপকভাবে সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেকে এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সমস্যা সমাধানে প্রথম এগিয়ে আসেন উমাইয়্যা খলীফা আমীরুল মুমি'নীন আবূ হাফস 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয(র., মৃ.১০১হি.)। যিনি ইতিহাসে 'খুলাফা রাশিদূনে'র 'পঞ্চম খলীফা' হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ইমাম, ফাকীহ, সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ, 'ইবাদাতগুযার, আল্লাহভীরু। তাঁকে প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

---

৪২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪২১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩১

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮

♦ আশ-শীরাযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৮

হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর খিলাফাত-অধীন সব এলাকায় ফরমান জারী করেন,

انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه .

''সকলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বাছাইকরে জমা করতে থাক।''[৪২২]
তিনি বিশেষভাবে মাদীনার গভর্ণর হযরত আবূ বাকর ইবন 'আমর ইবন হায্ম(র., মৃ.১২০হি.)কে - যিনি বিচারকার্য সংক্রান্ত হাদীসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন- নির্দেশ দিলেন,

أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لي فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء .

''রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও সুন্নাহ, হযরত 'উমার(রা.)এর হাদীস ও এরূপ বিষয় (অর্থাৎ অন্যান্য খলীফাদের হাদীস) আমার জন্য লিখে পাঠাও। কেননা আমি 'ইলম(হাদীস) চর্চা কমে যাওয়া ও 'আলিমদের তিরোধানের আশঙ্কা করছি।''[৪২৩]

খলীফার নির্দেশ পেয়ে সবাই (হাদীস বিশারদ তাবি'ণগণ) ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ যাচাই-বাছাই ও লেখার কাজে রত হলেন। দারুল খিলাফা(রাজধানী) দামিশ্কে প্রথম ইমাম মাকহূল(র., মৃ.১১২হি./১১৮হি.) 'কিতাবুস সুনান' রচনা করেন। কূফায় প্রথম ইমাম শা'বী(র., মৃ.১০৩হি./১১০হি.) ফিক্হী তারতীবে বিষয়ভিত্তিক 'আল-আবওয়াব' নামক হাদীসের কিতাব রচনা করেন। মাদীনায় প্রথম ইমাম যুহরী(র., মৃ.১২৪হি.) হাদীসের বড় বড় পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। সেগুলো খলীফা সব এলাকায় অনুলিপি করে পাঠিয়ে দেন।[৪২৪]

আর আবূ বাকর ইবন হায্ম(র.) হাদীস একত্রিত করে খলীফার নিকট পাঠানোর পূর্বেই খলীফার ইন্তি-কাল হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র বলেন, সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৪২৫]

উপরিউক্ত চার জনের মধ্যে কে প্রথম হাদীসের কিতাব রচনা করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে ইমাম শা'বী(র.)এর ইন্তিকাল যেহেতু সবার আগে হয়েছে তাই ধারণা করা হয় যে তিনিই প্রথম হাদীসের কিতাব রচনা করেন। কিছু বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে ইমাম যুহরী প্রথম হাদীসের কিতাব রচনা করেন। সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বিষয়ভিত্তিক হাদীসের কিতাব সর্ব প্রথম রচনা করেন ইমাম শা'বী(র.)। আর সাধারণ হাদীসের কিতাব সর্ব প্রথম রচনা করেন ইমাম যুহরী(র.)।[৪২৬]

এরপর সর্ব প্রথম ফিক্হী তারতীবে সহীহ হাদীসের কিতাব লিখেন ইমাম আবূ হানীফা(র.)। যার নাম 'কিতাবুল আছার'। তারপর ইমাম মালিক(র.) লিখেন 'মুআত্তা'।

---

৪২২. আবূ নু'আইম, *আখবারু আসবাহান*, ি ি ি.ধষঁহহধ য.পড়স , খ. ৪, পৃ. ৩৮২
♦ আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০
♦ জামালুদ্দীন, আল-ক্বাসিমী, আদ-দিমাশক্বী, *ক্বাওয়াইদুত তাহদীস*, ি ি ি.ধযষধষফবববঃয.পড়স , খ. ১, পৃ. ২৪
৪২৩. আল-ইমাম মুহাম্মাদ, *আল-মুআত্তা*, বাবু ইকতিতাবিল 'ইলম, (দামিশ্ক : দারুল কলম, ১৪১৩ হি.), খ. ৩, পৃ.৪২৮
♦ আল-ইমাম বাইহাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৬
৪২৪. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬
৪২৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৫
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৪০

৪২৬. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *ইমাম ইবন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
♦ মুফতী তাক্বী 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
ইমাম সুয়ূতী(র.) বলেন,

أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا ، ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب المؤطا ولم يسبق أبا حنيفة أحد .

''তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) সর্বপ্রথম শারী'আতের 'ইলম(হাদীস)এর উপর কিতাব রচনা করেন, অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। তারপর ইমাম মালিক ইবন আনাস 'মুআত্তা' রচনায় তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এব্যাপারে (সহীহ হাদীস রচনায়) ইমাম আবূ হানীফার চেয়ে কেউ অগ্রগামী নয়।''[৪২৭]

সে সময় 'কিতাবুল আছার' ও 'মুআত্তা'র মর্যাদা তেমনই ছিল যেমন এখন 'সহীহ বুখারী' ও 'সহীহ মুসলিমে'র মর্যাদা। তারপর তাদের অনুসরণে অনেকে হাদীসের কিতাব রচনায় অগ্রসর হন।[৪২৮]

সে সময়কার প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক হলেন,
১. হযরত খালিদ ইবন মা'দান(র., মৃ.১০৪হি.)
২. হযরত আবূ কিলাবা(র., মৃ.১০৪হি.)
৩. হযরত হাসান বসরী(র., মৃ.১১০হি.)
৪. হযরত মুহাম্মাদ আল-বাকির(র., ১১৪হি.)
৫. হযরত হাকাম ইবন 'উতবা(র.)
৬. হযরত বুকাইর ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবনুল আশ'আজ(র.)
৭. হযরত কাইস ইবন সা'দ(র., মৃ.১১৭হি.)
৮. হযরত সুলাইমান আল-ইয়াশকুরী(র.)
৯. হযরত আবুল 'আলিয়া(র.)
১০. হযরত মুজাহিদ ইবন জাবর(র., মৃ.১০৩হি.)
১১. হযরত রজা ইবন হাইওয়া(র., মৃ.১১২হি.)
১২. হযরত ইবন জুরাইজ(র.)
১৩. হযরত 'আব্দুল মালিক ইবন জুরাইব(র., মৃ.১৫০হি.)
১৪. হযরত ইবন আবী যি'ব(র., মৃ.১৫৩হি.)
১৫. হযরত মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক(র., মৃ.১৫১হি.)
১৬. হযরত রবী ইবন সবীহ(র., মৃ.১৬০হি.)
১৭. হযরত সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা(র., মৃ.১৫৩হি.)
১৮. হযরত মুহাম্মাদ ইবন সালামা(র., মৃ.১৬৭হি.)
১৯. হযরত সুফয়ান সাওরী(র., মৃ.১৬১হি.)
২০. হযরত মা'মার ইবন রাশিদ(র., মৃ.১৫৩হি.)
২১. হযরত 'আব্দুর রহমান আল-আওযায়ী'(র., মৃ.১৫৭হি.)
২২. হযরত ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর(র., মৃ.১২৯হি.)
২৩. হযরত মুহাম্মাদ ইবন সাওকা(র., মৃ.১০৫)
২৪. হযরত যাইদ ইবন আসলাম(র., মৃ.১৩৬হি.)
২৫. হযরত মূসা ইবন 'উকবা(র., মৃ.১৪১হি.)
২৬. হযরত আশ'আছ ইবন 'আব্দিল মালিক(র., মৃ.১৪৬হি.)

৪২৭. আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪২৮. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

♦ প্রাগুক্ত, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০

২৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী(র., মৃ.১৪৩হি.)

২৮. হযরত 'আব্দুর রহমান আল-মাস'ঊদী(র., মৃ.১৬০হি.)

২৯. হযরত সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা(র., মৃ.১৯৭হি.)

৩০. হযরত শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ(র., মৃ.১৬৪হি.)[৪২৯]

---

৪২৯. মুফতী তাক্বী 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫২

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

পরিচ্ছেদ : দুই

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : কূফার সন্তান

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর সময় কূফা ছিল ‘ইলমী শহর। তা ছিল হযরত ‘আলী(রা.)এর দারুল খিলাফা(রাজধানী)। এ শহর আবাদ করেছিলেন হযরত ‘উমার(রা.)। ইমাম আ‘যমের দাদা এখানে বসবাস শুরু করেন। সে মতে ইমাম আ‘যম ইসলামী ও ইসলাহী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর সময়ে কূফা কেমন ছিল, এর পরিচিতি ও প্রভাব মুসলিম বিশ্বে কতটা ছিল সেসম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করব।

মুসলিম বিশ্বে কূফার প্রভাব :

হযরত সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস(রা.)এর নেতৃত্বে পারস্য বিজয় হয়। কূফা সেসময় মুসলমানদের অধীনে আসে। সেখানে অনেক আরব ও সাহাবা কিরাম(রা.) বসবাস শুরু করেন। কূফাবাসীদের সহী দ্বীন শিখানো ও দ্বীনের প্রচারক হিসেবে তৈরি করতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ‘উমার(রা.) মনোনিবেশ করেন। তিনি সেখানে শাসক হিসেবে হযরত ‘আম্মার ইবন ইয়াসির ও শিক্ষক হিসেবে হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.)কে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.)কে প্রেরণকালে বলেন, ‘‘হে কূফাবাসী! আমি নিজের অনেক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে তোমাদের কাছে হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.)কে প্রেরণ করলাম।’’[৪৩০]

আর হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.) কেমন সাহাবী ছিলেন ?! তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ফাকীহ সাহাবী, যার ‘ইলম থেকে স্বয়ং হযরত ‘উমার(রা.)ও সাহায্য নিতেন। হযরত ‘উমার(রা.) তাঁর ব্যাপারে বলেছিলেন, তিনি এমন পাত্র যাতে ‘ইলম ও ফিক্হ ভর্তি করা হয়েছে।[৪৩১]

তাঁর প্রশংসায় নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনেক কথা বলেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন, ‘‘ইবন উম্মে ‘আব্দ(‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ) উম্মাতের জন্য যা পছন্দ করেন আমিও তা তাদের জন্য পছন্দ করি।’’[৪৩২]

৪৩০. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মুস্তাদরাক*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮

♦ আত-ত্ববারানী, *আল-মু‘জামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৬

♦ ইবন ‘আব্দিল বার, *আল-ইস্তি‘আব ফী মা‘রিফাতিল আসহাব*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ৩০৪

♦ ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮

♦ ইবন ‘আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৬৯

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪

♦ ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৩

৪৩১. আল-ইমাম মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৬

♦ ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৪

♦ আত-ত্ববারানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৪৯

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯১

৪৩২. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯

♦ ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৪

♦ আত-ত্ববারানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮০

♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৩
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৫৪

তিনি আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পাঠ করতে ইচ্ছা করে সে যেন ইবন উম্মে 'আব্দের তিলাওয়াতের অনুসরণ করে।[৪৩৩]

তিনি আরও বলেন, চারজন থেকে কুরআন(অর্থাৎ এর পঠন ও 'ইলম) গ্রহণ কর। প্রথমেই তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর নাম উল্লেখ করেন। মুত্তাফাকুন 'আলাইহি[৪৩৪]

তাঁর ব্যাপারে সাহাবী হযরত হুযাইফা(রা.) বলেন, নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ-উচ্চারণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সাথে সাহাবীদের মধ্যে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এরই বেশি মিল রয়েছে।[৪৩৫]

তাবি'ঈ হযরত মাসরূক(র.) বলেন, আমি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ(রা.)এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদেরকে 'ইলমে পূর্ণ জলাশয়ের মত মনে হয়েছে। একজন এমন জলাশয় যার থেকে একজনের তৃষ্ণা মিটে, আরেকজন এমন জলাশয় যার থেকে দু'জনের তৃষ্ণা মিটে, আরেকজন এমন যার থেকে দশজনের তৃষ্ণা মিটে। আরেকজন এমন জলাশয় যার থেকে পুরো পৃথিবীবাসী তৃপ্ত হবে। তিনি হচ্ছেন হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)।[৪৩৬]

তিনি আরও বলেন, আমি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ(রা.)এর মধ্যে ছয় জনকে সেরা 'আলিম হিসেবে পেয়েছি। তারা হলেন, হযরত 'আলী, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, হযরত 'উমার, হযরত যায়েদ ইবন সাবিত, হযরত আবুদ্দারদা ও হযরত উবাই ইবন কা'ব(রা.)।[কোন রিওয়ায়াতে উবাইয়ের পরিবর্তে হযরত মু'আয(রা.)এর নাম এসেছে।] তারপর দেখেছি এই ছয় জনের 'ইলম এসে হযরত 'আলী ও হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ(রা.)এর কাছে জড়ো হয়েছে।[৪৩৭]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ(রা.) কূফাকে 'ইলম ও ফিক্হে পরিপূর্ণ করে দেন। সবাই 'ইলম অর্জনে কূফামুখী হয়। এমনকি স্বয়ং খলীফা 'উমার(রা.) কূফার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, মানুষ তো সব কূফামুখী হয়ে পড়েছে!

---

৪৩৩. আল-ইমাম ইবন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৫৪২
♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭
৪৩৪. মুহাম্মাদ ইবন ফুতূহ, আল-হুমাইদী, *আল-জাম'উ বাইনাস সহীহাইন* (বৈরুত : দারু ইবন হাযম, ১৪২৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩২৪
৪৩৫. আল-ইমাম আত- তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৭৩
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৯৩
♦ ইবন হাজার, *আল-ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৫
৪৩৬. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৩
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৫৭
♦ ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সফওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৩
৪৩৭. আত-ত্ববারানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৪
♦ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯৩

♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৫৪
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫১

তিনি কোন এক পত্রে কূফাবাসীদের 'ইলমের মাথা বলে সম্বোধন করেন।

একবার তিনি কূফাবাসীদের আলোচনা করতে যেয়ে বলেন, তারা তো আল্লাহর বর্শা, ঈমানের ভাণ্ডার, আরবের মগজ, তারা শত্রুসীমায় আক্রমণকারী, মুসলিম এলাকাবর্ধিতকারী।

অন্যান্য সাহাবীও কূফার প্রশংসা করেছেন। হযরত সালমান ফারেসী(রা.) বলেন, কূফা ইসলাম ও মুসলিমদের গম্বুজ স্বরূপ।[৪৩৮]

কূফায় এসে অসংখ্য সাহাবী বসবাস করেন। ইমাম 'ইজলী(র.) বলেন, কূফায় বসবাসকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল পনেরশ'। তাদের মধ্যে সত্তরজন ছিলেন বদরী সাহাবী(রা.)।[৪৩৯]

ইমাম ইবরাহীম নাখ'ঈ বলেন, বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের থেকে তিনশত ও বদরী সাহাবীদের থেকে সত্তরজন কূফায় বসবাস করতেন।[৪৪০]

হযরত ইবন মাস'উদ(রা.)এর শিক্ষায় অসংখ্যলোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রসংখ্যা কম করে হলেও চার হাজার ছিল।[৪৪১]

হযরত ইবন মাস'উদ(রা.) ছাড়াও হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, হযরত হুযাইফা, হযরত 'আম্মার, হযরত সালমান, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী(রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীও সেখানে 'ইলম শিক্ষাদানে রত থাকেন।[৪৪২]

চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী(রা.) তাঁর রাজধানী হিসেবে কূফাকে নির্বাচিত করেন। তিনি কূফার 'ইলমী পরিবেশ ও 'আলিম-ফাকীহ-এর আধিক্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, আল্লাহ ইবন উম্মে 'আব্দ('আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ[রা.])এর প্রতি রহম করুন, তিনি তো এ জনপদকে 'ইলমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪৪৩]

তিনি আরও বলেন, কূফা ইসলামের মাথা, ঈমানের ভাণ্ডার, আল্লাহর এমন বর্শা ও তরবারী যা আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা প্রয়োগ করেন।[৪৪৪]

---

৪৩৮. ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৭-৪০৮
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬ এবং খ. ৬, পৃ. ৬
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫
♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৬

৪৩৯. আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-'ইজলী, আল-কূফী, *মা'রিফাতুস সিক্বাত* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৮
♦ আল-কাউছারী, *ফিক্হু আহলিল 'ইরাক্ব ওয়া হাদীসুহুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৪৪০. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯

৪৪১. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন আবী সাহল, আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ি ি ি .ধষ-রুষধস .পড়স , খ.২, পৃ.১৯;
♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪৪২. প্রাগুক্ত

৪৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪৪. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬

হযরত ইবন মাস'ঊদ ও হযরত 'আলী(রা.)এর কাছে অসংখ্য মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকে। কূফার পরিচিতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার বিখ্যাত তাবি'ঈ হযরত 'আতা ইবন আবী রবাহ(র.)কে 'আব্বাস নামীয় এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি কোন এলাকার? সে উত্তর দিল, কূফার। তখন 'আতা বললেন, 'ইলম আমরা তোমাদের থেকেই পেয়েছি।

হযরত হাসান বসরী(র.)কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কূফাবাসী না বসরাবাসী 'ইলমে এগিয়ে? তিনি বললেন, হযরত 'উমার(রা.) কূফাকে আবাদ করেছেন। সেখানে সব ঘর আরবদের বসরা এমন নয়।[৪৪৫]

হযরত মুহাম্মাদ ইবন সীরীন(র.) বলেন, আমি কূফায় দেখেছি চার হাজার যুবক 'ইলম(হাদীস) শিখছে।[৪৪৬]

তাবি'ঈগণের পরও কূফার 'ইলমী প্রভাব ও চর্চা অব্যাহত ছিল। ইমাম বুখারী(র.) অনেক এলাকা সফর করে 'ইলম অর্জন করেন। তিনি কূফা সম্পর্কে বলেন, আমার হিসেব নেই যে কতবার আমি মুহাদ্দিসদের সাথে কূফা ও বাগদাদে গমণ করেছি।[৪৪৭]

শুধু ফিক্হ ও হাদীসের 'ইল্মেই কূফা এগিয়ে ছিল না বরং আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং 'ইলমুল কিরাআতেও (কুরআনপঠনশাস্ত্র) কূফা এগিয়ে ছিল। বিখ্যাত সাত ক্বারীর মধ্যে তিনজনই ছিলেন কূফাবাসী। আরবীভাষার নিয়ম-কানুন কূফাতেই প্রথম সংকলিত ও লিখিত হয়।[৪৪৮]

ইমাম নববী(র.) কূফাকে 'দারুল ফাদ্বল ওয়া মাহাল্লুল ফুদ্বালা'(জ্ঞান-জ্ঞানী, গুণ-গুণীদের আবাসস্থল) বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম ইবন তাইমিয়া(র.) বলেছেন, হযরত 'আলী(রা.) কূফাকে রাজধানী করার আগে থেকেই কূফা ঈমান ও কুরআনের 'ইলমে পরিপূর্ণ ছিল।[৪৪৯]

ইমাম সাখাবী(র.) বলেন, ইমাম ইবন 'উকদা(র.)এর সময় পর্যন্ত কূফা 'ইলম চর্চায় এগিয়ে ছিল।[৪৫০]

ইমাম ইবন 'উক্বদা ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ৩৩২হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাহলে বুঝা গেল ক্রমাগত তিন শতাব্দী কূফার প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[৪৫১]

---

৪৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১

৪৪৬. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৮

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮

৪৪৭. ইবন হাজার, *মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারী* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৭৯

♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১

৪৪৮. আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *ইমাম ইবন মাজাহ্ আওর ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

৪৪৯. আন-নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৯২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৭৫

♦ ইবন তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, (বৈরুত : মুআসসাসাতু কুরতুবা, তা. বি.), খ. ৮, পৃ. ৩৮৭

৪৫০. আস-সাখাবী, *আল-ই'লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ১৩৯

৪৫১. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

হাদীসশাস্ত্র : কূফাবাসীদের অবদান-অবস্থান

কূফায় যত সাহাবী বসবাস করতেন এত সাহাবী আর কোথাও বসবাস করেন নি। একারণে তারা ‘ইলমে তথা হাদীসের ‘ইলমে এগিয়ে ছিল।
ইমাম ইবন তাইমিয়া(র.) বলেন, হযরত ‘আলী(রা.) কূফাতে যাওয়ার আগেই কূফাবাসী হযরত ইবন মাস‘ঊদ ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকে ‘ঈমান-কুরআন, তাফসীর, ফিক্‌হ ও সুন্নাহ্ শিখেছিল।[৪৫২]
ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে বিখ্যাত তাবি‘ঈ ইমাম ইবন সীরীন(র.) বলেছেন, আমি কূফায় বার হাজার লোককে হাদীস শিখতে দেখেছি। কূফাবাসী হাদীসে এত পারদর্শী ছিল যে, অন্যান্য এলাকার মুহাদ্দিসগণ তাদের থেকে হাজার হাজার হাদীস লিখে নিত। আর তারা কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেলেই তাঁর থেকে হাদীস শিখতেন। কূফার বিখ্যাত তাবি‘ঈ ইমাম শা‘বী(র.) বলেন, যখন কূফায় সাহাবী হযরত ‘আদী বিন হাতিম(রা.) আগমণ করলেন তখন আমরা কূফার এক জামাত ফাকীহর সাথে তাঁর খিদমাতে হাজির হয়ে বললাম, আপনি নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীস শুনেছেন তা আমাদের বর্ণনা করুন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ‘আফ্‌ফান বিন মুসলিম বলেন, আমি কিছু লোককে বলতে শুনেছি, আমরা অমুক অমুকের কিতাব থেকে হাদীস লিখে নিয়েছি। আসলে এধরণের লোক কামিয়াব নয়। আমাদের নিয়ম ছিল তো আমরা একজন উস্তাদ থেকে যা না পেতাম সেসব হাদীস অন্যজন থেকে শিখে নিতাম। এভাবে অনেকের কাছ থেকে হাদীস শিখতাম। শুধু কয়েকজনের কিতাব থেকে অনুলিপি করা যথেষ্ট মনে করতাম না। আমরা যখন কূফায় আসলাম তখন চার মাস অবস্থান করলাম। এসময় চাইলে এক লক্ষ হাদীস লিখে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিখে নিলাম। আমরা মুহাদ্দিস শারীক থেকে হাদীস লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। আর কূফায় আমরা কোন অশুদ্ধভাষী ও অশুদ্ধ কথায় অভ্যস্ত লোক পাইনি।[৪৫৩]

হাফিয আবূ বাকর ইবন আবী দা‘ঊদ(র.) বলেন, আমি কূফায় এসে একমাসে শুধু মুহাদ্দিস আশাজ্জ থেকেই ত্রিশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।[৪৫৪]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল(র.) তাঁর ছেলেকে হাদীস লিখতে উৎসাহিত করেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমে কূফার হাদীস লিপিবদ্ধ করবে।[৪৫৫]

ইমাম হাকিম আন-নাইসাবূরী(র.) ‘মা‘রিফাতু ‘উলূমিল হাদীস’ কিতাবে ৪৯নং অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছেন,

[redacted] معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق
إلى الغرب .

অর্থাৎ ‘পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের তাবি‘ঈ ও তাবি‘ তাবি‘ঈগণের মধ্যথেকে সেসব প্রসিদ্ধ ইমাম ও নির্ভরযোগ্য রাবীর পরিচিতি যাদের হাদীস মুখস্থ ও মুযাকারার জন্য একত্র করা হতো, যাদের থেকে

৪৫২. ইবন তাইমিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৮৭
৪৫৩. আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬, ৫৫৯
৪৫৪. তাজুদ্দীন, ‘আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন ‘আলী, আস-সুবকী, *ত্বাবাকাতুশ শাফিয়ি‘য়াতিল কুবরা,*
ffff .ধক্ষ বংযশধঃ.হবঃ, খ. ৩, পৃ. ১৯৮
৪৫৫. আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৩

♦ আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৫
বরকত হাসিল করা হতো ও যাদের আলোচনা বরকতের কারণ।'

উক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি তৎকালীন নানা এলাকার(যেমন কূফা, বসরা, হারামাইন, খুরাসান ইত্যাদি)বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের তালিকা পেশ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো তিনি শুধু কূফার বিশিষ্ট ইমামদের তালিকাই দিয়েছেন পুরো সাড়ে তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী। অন্য কোন এলাকার তালিকা এত দীর্ঘ নয়।
ইবন সা'দ তাঁর 'তবাকাতে' শুধু কূফার 'উলামা-ফুযালার বর্ণনায় পুরো বড় একখণ্ড ব্যয় করেছেন। এতে হাদীসের তথা 'ইলমের ক্ষেত্রে কূফার অবদান-অবস্থান অনুমান করা সহজ হয়ে যায়।[৪৫৬]

কূফাবাসী : হাদীসের ময়দানে

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, হযরত 'আলী(রা.)এর শাগরিদগণ বিশেষভাবে কূফায় হাদীস-ফিক্হ শিক্ষা দিতে থাকেন। হাদীসে কূফার অবদান-অবস্থান আমরা আলোচনা করেছি। ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে অধ্যায় অধ্যায় বিন্যাসে হাদীসের কিতাব প্রথম এক কূফাবাসীই রচনা করেন। তিনি হলেন ইমাম শা'বী(র.) আর প্রথম সহীহ হাদীসের কিতাবও আরেক কূফাবাসী ইমাম আবূ হানীফা(র.) রচনা করেন।[৪৫৭]

কূফায় কোন নতুন মুহাদ্দিসের আগমণ ঘটলেই তারা তার থেকে হাদীস শিখতেন। এভাবে তাদের হাদীসের 'ইল্ম বাড়তে থাকে। ইমাম আ'যমের বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম নযর ইবন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী বর্ণনা করেন, আমি হাদীসের ব্যাপারে কাউকে ইমাম আবূ হানীফা থেকে বেশি যত্নবান হতে দেখিনি।
একবার ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, হিশাম ইবন 'উরওয়া, সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা প্রমুখ কূফায় আগমণ করলে ইমাম আ'যম আমাদেরকে বললেন, দেখো, তাদের কাছে এমন কোন হাদীস আছে কিনা যা' আমরা শুনতে পারি![৪৫৮]

ইমাম আ'যমের আরেক ছাত্র 'আব্দুল 'আযীয ইবন আবী রিয্মা(র.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, কূফায় কোন মুহাদ্দিস আসলেই ইমাম আ'যম আমাদের বলতেন, দেখো তো তাঁর কাছে আমাদের অজানা কোন হাদীস আছে কিনা![৪৫৯]
কূফাবাসী নিজ এলাকা ছাড়াও হাদীস অন্বেষণে অন্যান্য এলাকার মুহাদ্দিসদের কাছেও যেতেন।
ইমাম ইবন তাইমিয়্যা(র.) বলেন, কূফার 'উলামা কিরাম (যেমন আলকামা, আসওয়াদ, যির বিন হুবাইশ) হাদীস অন্বেষণে মাদীনা গমণ করতেন। তাঁরা মাদীনায় হযরত 'উমার, 'আইশা(রা.) থেকে হাদীস শিখতেন।[৪৬০]

---

৪৫৬. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৪৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৪৫৮. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল ক্বাদির ইবন মুহাম্মাদ, আল-কুরাশী, আল-হানাফী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যাহ্ ফী তবাকাতিল হানাফিয়্যা* (মিসর : মাতবা'আতু ঈসা আল-হালাবী, তা. বি.), নযর বিন মুহাম্মাদের আলোচনায়

৪৫৯. মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৩

৪৬০. ইবন তাইমিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭

ইতোপূর্বে আরও আলোচিত হয়েছে যে, কূফার বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের ফিরিস্তিও অনেক লম্বা। আমরা এখানে কয়েকজনের পরিচিতি তুলে ধরছি :

(১) রিব্য়ী ইবন হিরাশ আল-কূফী : তিনি কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি হযরত 'উমার, 'আলী, হুযাইফা(রা.) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি জীবনে মিথ্যা বলেন নি। সবার ঐক্যমতে তিনি বিশ্বস্ত রাবী। তিনি ১০১হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬১]

(২) যির ইবন হুবাইশ : তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ক্বারী। তিনি হযরত 'উমার, 'উবাই ইবন কা'ব, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, 'আলী, হুযাইফা(রা.) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত ক্বারী 'আসিম তাঁর ছাত্র। 'আসিম বলেন, যির সবচেয়ে শুদ্ধভাষী। তিনি ৮২হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬২]

(৩) রবী' ইবন খাইছাম/খুছাইম : তিনি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আবূ আইয়ূব আনসারী(রা.) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তাঁর মত(উত্তম) কেউ নেই। ইমাম শা'বী বলেন, তিনি ছিলেন সত্যের খনি। তিনি ৬৫হিজরীর আগে ইন্তিকাল করেছেন।[৪৬৩]

(৪) আবূ ওয়াইল, শাক্বীক্ব ইবন সালামা : তিনি কূফার শ্রেষ্ঠ 'আলিম। তিনি প্রসিদ্ধ মুখাযরাম(যারা নবীযুগ পেয়েছিলেন কিন্তু সাহাবী নন)। তিনি অনেক সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 'আমর বিন মুররা বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে আবূ ওয়াইলই 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর হাদীস বেশি জানতেন। 'আসিম বলেন, তিনি জীবনে কাউকে এমনকি কোন প্রাণীকেও গালি দেন নি। তিনি ৮২হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৪]

(৫) 'আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা : তিনি কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও বিচারক। তিনি ১২০জন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। ইবন সীরীন বলেন, আমি তাঁর কাছে বসা ছিলাম তাঁর ছাত্রগণ তাঁকে এমন সম্মান করতেন যেন তিনি আমীর। তিনি ৮৩হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৫]

(৬) মানসূর ইবন মু'তামির : তিনি আবূ ওয়াইল, রিবয়ী ইবন হিরাশ, শা'বী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন মাহদী বলেন, কূফায় মানসূর থেকে বড় হাফিযুল হাদীস কেউ নেই। আহমাদ

---

৪৬১. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫৯
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪
৪৬২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৬
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৫
৪৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৮
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮২
৪৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৬
৪৬৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৩৭২

আল-বাজালী বলেন, মানসূর কূফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি **১১২**হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৬]

(৭) শা'বী, 'আমির ইবন শারাহীল : তিনি তাবি'ঈদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। অসংখ্য সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। একাধারে মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, বিচারক ছিলেন। ইতোপূর্বে ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদদের শিরোনামে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে।

(৮) আ'মাশ, সুলাইমান ইবন মিহরান : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। ইবন 'উয়াইনা বলেন, আ'মাশ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্বারী, সবচেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস ও ফারাইযের শেষ্ঠ 'আলিম। ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেন, আ'মাশ ইসলামের চিহ্ন। তিনি **১৪৮**হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৭]

(৯) সুফয়ান সাওরী : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীসের হাফিযদের সর্দার। শু'বা, ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদসহ অনেকে বলেছেন, সুফয়ান আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস। তিনি **১৬১**হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৮]

(১০) আবুল আহওয়াস, সালাম ইবন সুলাইম : তিনি কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। ইয়াহইয়া বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। 'ইজলী বলেন, তিনি সুন্নাহর অনুসারী। তিনি **১৭৯**হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬৯]

(১১) আবূ বাকর ইবন আবী শাইবা : তিনি কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি বিরল স্মরণশক্তির অধিকারী হাফিযুল হাদীস। কূফাবাসীদের ফিকহের প্রমাণ সম্বলিত হাদীস ও সাহাবীদের ফাতওয়া তিনি তাঁর বিখ্যাত **'মুসান্নাফ'** গ্রন্থে একত্রিত করেন। তিনি ২৩৫ হিজরীতে ইন্তি-কাল করেন।[৪৭০]

কূফাবাসী : ফিক্হের ময়দানে

কূফাবাসীর ফিকহের কথা কি আর বলতে হবে! সেখান থেকেই ছড়িয়েছে হানাফী মাযহাব যা যুগ যুগ ধরে অধিকাংশ মুসলিম অনুসরণ করে আসছেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ ও হযরত 'আলী(রা.)এর শাগরিদগণ কূফায় ফিকহের বুৎপত্তি করেন। কূফার বিচারকগণও ব্যাপক ফিক্হ চর্চা

৪৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৬
৪৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৬
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৫
৪৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৬
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৯
৪৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৮
৪৭০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১২২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩

করেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান(র.) থেকে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর ফিক্হ অর্জন করেন। কূফার ফিকহের প্রচার এতদূর ছিল যে বিখ্যাত ইমাম সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা(র.) বলেন,

من أراد المغازي فالمدينة، ومن أراد المناسك فمكة، ومن أراد الفقه فالكوفة .

''যে মাগাযী(নবী-সাহাবীদের জিহাদসংক্রান্ত 'ইল্ম) জানতে চায় সে যেন মাদীনা গমণ করে, যে হজ্জ করতে চায় সে যেন মক্কা গমণ করে আর যে ফিক্হ শিখতে চায় যে যেন কূফা গমণ করে।[৪৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন, মক্কাবাসী থেকে হজ্জের 'ইলম, মাদীনাবাসী থেকে ক্বিরাআত, কূফাবাসী থেকে হালাল-হারামের 'ইল্ম গ্রহণ করো।[৪৭২]

ইমাম আবূ হানীফা(র.) কূফাকে 'معدن العلم والفقه' ('ইল্ম ও ফিকহের খনি) বলে ডাকতেন।[৪৭৩]

কূফার সন্তান ইমাম আবূ হানীফার ফিকহে অবদান ও তাঁর ফিকহী মাজলিস সম্পর্কে তো ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। কূফার অন্যান্য বিশিষ্ট ফক্বীহ তাবি'ঈদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

(১) 'আবিদা ইবন 'আমর/কায়স আস-সালমানী : তিনি ছিলেন কূফার বিখ্যাত ফক্বীহ। ফক্বীহ শুরাইহ কোন বিষয়ে আটকে গেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। শা'বী বলেন, বিচারকার্যে তাঁকে শুরাইহ্-এর সমকক্ষ মনে করা হতো। 'ইজলী বলেন, 'আবিদা ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ(রা.)এর সেসব শাগরিদদের অন্তর্ভূক্ত যারা লোকদের কুরআন শিখাতেন ও ফাতওয়া দিতেন। তিনি ৭২হিজরীতে ইন্তি-কাল করেন।[৪৭৪]

(২) শুরাইহ্ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী : তিনি ছিলেন মুখাযরামের অন্তর্ভূক্ত। তিনি হযরত 'উমার(রা.)এর যুগ থেকে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের যুগ পর্যন্ত আমৃত্যু কূফার বিচারক ছিলেন। হযরত 'আলী(রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আপনি 'আরবদের শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি অনেক সূক্ষ্ম ফয়সালা করেছেন। ফিকহের বাস্তব অনুশীলন করেছেন। তিনি ৭০/৭৮/৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৫]

(৩) মাসরূক ইবনুল আজদা' : তিনি মুখাযরামের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ। শা'বী বলেন, হযরত 'আইশা(রা.) মাসরূককে 'আলিম হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তিনি শুরাইহ্ থেকেও ভাল

৪৭১. মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, (হায়দ্রাবাদ : ভারত : দাইরাতুল মা'আরিফিন নিযামিয়্যা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৬৪

৪৭২. ইয়াকূত আল-হামাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৩

৪৭৩. মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, খ. ১, পৃ. ৫৬

৪৭৪. ইবন হাজার, *তাক্বরীবুত তাহযীব* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৫ হি.), খ. ১, পৃ. ৬৪৯

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৬

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ২১৬

৪৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৬

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৩৫

ফাতওয়া জানতেন। তিনি ‘ইল্‌ম সন্ধানে নানা জায়গায় সফর করেছেন। তিনি ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৬]

(৪) ‘আলকামা ইবন কায়স আন-নাখ‘ঈ : তিনি কূফা তথা ‘ইরাকের বিখ্যাত ফক্বীহ ছিলেন। হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.)এর শ্রেষ্ঠ শাগরিদ ছিলেন। ইবন মাস‘ঊদ(রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আমি যা জানি ‘আলকামাও তা জানে। কাবূস ইবন আবী যব্‌য়ান বলেন, আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সাহাবীদের ছেড়ে ‘আলকামার কাছে যান কেন?! তিনি উত্তর দিলেন, আমি অনেক সাহাবীকে দেখেছি তাঁরা ‘আলকামার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন ও তাঁর কাছে ফাতওয়া জানতে চাইতেন। তিনি আবুদ্দারদা(রা.)এর উদ্দেশ্যে সিরিয়া, ‘উমার, যাইদ, ‘আইশা(রা.)এর উদ্দেশ্যে মাদীনা সফর করেছেন। তিনি সব অঞ্চলের ‘ইল্‌ম হাসিল করেছিলেন। তিনি ইবরাহীম নাখ‘ঈর মামা ও উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৬২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৭]

(৫) আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আন-নাখ‘ঈ : তিনি মুখাযরামের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ, ‘আবিদ। তিনি ইবরাহীম নাখ‘ঈর মামা ও ‘আলকামার ভাতিজা ছিলেন। তিনি ৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৮]

(৬) ‘আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা : তিনি ছিলেন কূফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ। তাঁর আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

(৭) মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দির রহমান ইবন আবী লাইলা : তিনি কূফার মুফতী ও বিচারক ছিলেন। আহমাদ বিন ইউনুস বলেছেন, তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ফাকীহ। তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদীস গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৯]

---

৪৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৪৫১
৪৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩০০
৪৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৩
৪৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ৬২২

(৮) শা‘বী : তাঁর আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

(৯) ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখ‘ঈ : তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে ‘ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ। তিনি তাঁর মামা ‘আলকামা থেকে ফিক্‌হ শিখেছেন। ইসমা‘ঈল বিন আবী খালিদ বলেন, ইমাম শা‘বী, আবুদ দুহা, ইবরাহীম সবাই একত্রিত হয়ে হাদীস মুযাকারা করতেন। যখন তাঁদের থেকে ফাতওয়া তলব করা হতো তখন সবার দৃষ্টি ইবরাহীমের দিকে নিবদ্ধ হতো। তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছলে শা‘বী বললেন, তাঁর মতো আর কাউকে পাওয়া যাবে না। তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৮০]

(১০) হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান : তিনি ছিলেন ইবরাহীম নাখ‘ঈর ছাত্র ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত বিখ্যাত ফক্বীহ। তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার প্রধান উস্তাদ। তাঁর সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

(১১) সা‘ঈদ ইবন জুবাইর : তিনি ইবন ‘আব্বাস(রা.)এর শ্রেষ্ঠ শাগরিদ, কূফার বিশিষ্ট ফক্বীহ। হজ্জের মৌসুমে কূফাবাসী ইবন ‘আব্বাস(রা.)এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, তোমাদের মাঝে কি সা‘ঈদ বিন জুবাইর নেই ? ৯৫ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে হত্যা করে।[৪৮১]

(১২) সুয়াইদ ইবন গফালা : তিনি কূফার বিখ্যাত ‘আবিদ, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ছিলেন। তিনি ৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৮২]

(১৩) ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উতবা ইবন মাস‘ঊদ : তিনি কূফার বিখ্যাত ফক্বীহ ছিলেন। তিনি হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ(রা.)এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি ৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৮৩]

---

৪৮০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৩
৪৮১. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬১
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২১
৪৮২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৯
৪৮৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১২
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৭
♦ ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৮
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২৬৯

পরিচ্ছেদ : তিন

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীস অন্বেষা

তাঁর হাদীস অন্বেষা

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর জ্ঞান নিয়ে নানা সমালোচনা হয়। পরবর্তীরা অনুযোগ করে তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফাকীহ ও আসহাবুর রায়-এর অন্তর্ভূক্ত। অথচ এ অভিযোগ সত্য নয়। কেননা 'রায়' তথা ফিক্‌হ অভিজ্ঞ হতে হলে হাদীসের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য ছিল। কোন ক্বিয়াস বা রায় কুরআন ও হাদীস ছাড়া হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর প্রসিদ্ধ মত হলো, কুরআন-হাদীসের ভিত্তি ছাড়া কোন ক্বিয়াস অপর ক্বিয়াসের ভিত্তি হতে পারে না। অনেক স্বল্পজ্ঞানী এ অভিযোগ করে যে তিনি মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন। এ অভিযোগ স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির নূন্যতম চাহিদা অনুযায়ীই অসত্য।[৪৮৪]

ইমাম আ'যম অসংখ্য হাদীস জানতেন। তিনি সাধারণত: ফক্বীহ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন। তিনি জীবনের শুরু থেকেই হাদীস অন্বেষা করেছেন। যেমন ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবন হারিস ইবন জায্(রা.) ও অন্যান্য সাহাবী(রা.) থেকে তাঁর রিওয়ায়াত অল্প বয়সেই সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন হাজার হাজার। তিনি হাদীস অন্বেষার জন্য নানা জায়গা বিশেষত: মক্কা, মাদীনা, বসরা, দামিশ্‌ক সফর করেছেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। আর সেকালে হজ্জের মৌসুমে নানা এলাকার 'আলিম-'উলামার সমাবেশ ঘটত, 'ইলমী চর্চা বেড়ে যেত। একে অপর থেকে 'ইল্‌ম শিখে নিতেন। ইতোপূর্বে এবিষয়ও গত হয়েছে যে তিনিই ইমাম মালিকের পূর্বে প্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন। তিনি 'ইলমী মাজলিস কায়িম করার পরও যখনই কূফায় কোন নতুন মুহাদ্দিসের আগমন ঘটত তখনই তাঁর থেকে অজানা হাদীস জেনে নিতেন। এবার প্রমাণের দিকে নযর বুলান।

ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) ৪ হাজার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। দু' হাজার তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ থেকে, বাকী দু' হাজার অন্যান্য উস্তাদ থেকে।[৪৮৫]

ইমাম মিস'আর ইবন কিদাম বলেন, আমরা আবূ হানীফার হাদীস অন্বেষার সহপাঠী-সহযাত্রী ছিলাম। তিনি হাদীস অন্বেষায় আমাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।[৪৮৬]
ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম মাক্কী ইবন ইবরাহীম(র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন যাহিদ, 'আলিম, আখিরাতআসক্ত, সত্যবাদী, তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস।[৪৮৭]

খলীফা মানসূরের দরবারে একবার ইমাম আ'যম হাজির হলে 'ঈসা ইবন মূসা(র.) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি বর্তমান যমানার শ্রেষ্ঠ 'আলিম।[৪৮৮]

---

৪৮৪. ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭-৯৮

৪৮৫. মুয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬

♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪৮৬. আয-যাহাবী, *মানাক্বিবু আবী হানীফা ওয়া সহিবাইহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪৮৭. মুয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৩

৪৮৮. আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৫

ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা 'আল-আছার' কিতাবে চার হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে হাদীস লিখেছেন।

ইয়াহইয়া ইবন নাসর ইবন হাজিব বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা(র.)কে বলতে শুনেছি, আমার কাছে কয়েক সিন্দুকভর্তি লিখিত হাদীস রয়েছে। সেগুলো থেকে খুব কম হাদীসই বের করেছি। আর তাই বের করেছি যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।[৪৮৯]

এ থেকে বুঝা যায় তিনি আহকামের হাদীস তথা ফিক্হী মাসআলাসংক্রান্ত হাদীস সেখান থেকে বের করেছেন চর্চার উদ্দেশ্যে। আর পুরো হাদীস ভাণ্ডারের তুলনায় ফিক্হী আহকামের হাদীস অল্পই।

ইমাম আবূ হানীফা বসরায় বিশ বারের থেকেও বেশি 'ইল্‌ম তলবে গমণ করেছিলেন। কোন কোন বার এক বৎসরও অবস্থান করতেন।[৪৯০]

তিনি পঞ্চান্ন বার হজ্জ করেছেন।[৪৯১]

এছাড়া 'তাঁর 'ইলমী জীবন' অধ্যায়ে গত হয়েছে যে তিনি ছয় বৎসর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন।

আবূ গস্সান বলেন, আমি ইসমা'ঈল ইবন আবী ইসহাক্ব আস-সাবী'ঈকে বলতে শুনেছি, নু'মান(আবূ হানীফা) কত উত্তম ব্যক্তি! তিনি সেসব হাদীস সবার থেকে বেশি মুখস্থ রাখতেন ও ভালভাবে জানতেন যেগুলো থেকে ফিক্হী মাসআলা বের হয়। তিনি হযরত হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান(র.) থেকে উত্তমভাবে হাদীস শিখে নিতেন।[৪৯২]

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, আমি হাদীসের ব্যাখ্যা ও এর ফিক্হভিত্তিক সূক্ষ্মজ্ঞানে পারদর্শী আবূ হানীফা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।[৪৯৩]

ইমাম হাসান ইবন সালিহ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা(র.) নাসিখ-মানসূখ হাদীস উত্তমভাবে তালাশ করতেন। তারপর তাঁর নিকট যে হাদীস নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ(রা.)এর থেকে প্রামাণ্য সাব্যস্ত হতো তার উপর 'আমল করতেন।[৪৯৪]

ইমাম নাসর ইবন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার থেকে আর কাউকে হাদীসের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে দেখিনি। একবার ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, হিশাম ইবন 'উরওয়া ও সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা(র.) কূফায় আগমণ করলে তিনি বললেন, তোমরা দেখ তো তাঁদের কাছে নতুন কোন হাদীস আছে কিনা যা আমরা শুনতে পারি।[৪৯৫]

---

৪৮৯. মুয়াফ্ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫

৪৯০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭

৪৯১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩

৪৯২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯

৪৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪০

৪৯৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ, হুসাইন ইবন 'আলী, আস-সইমারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী* (হায়দ্রাবাদ : ভারত : লাজনাতু ইহ্ইয়াইল মা'আরিফিন নু'মানিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১১

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৪৯৫. আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, নাসর ইবন মুহাম্মাদের জীবনী অধ্যায়ে

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *ইমাম ইবন মাজাহ্ আওর 'ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

ইমাম আ'যমের শিষ্য মুহাদ্দিস 'আব্দুল 'আযীয ইবন আবী রিয্মা(র.) হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যমের জ্ঞানের পরিধি আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, কূফায় একবার একজন মুহাদ্দিসের আগমন ঘটল। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শাগরিদদের বললেন, দেখ তো তাঁর কাছে কোন নতুন হাদীস আছে কিনা যা আমরা জানিনা। এমনিভাবে আরেকজন মুহাদ্দিসের আগমনেও তিনি অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪৯৬]

হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার অসংখ্য উস্তাদসংখ্যাই প্রমাণ করে তিনি কত বড় তালিবুল হাদীস ছিলেন। হাদীসে তাঁর উস্তাদবৃন্দের আলোচনা সামনে আসছে।

হাদীস বিষয়ে তাঁর উস্তাদবৃন্দ :

ইমাম আ'যমের উস্তাদ ছিলেন অসংখ্য। হাদীসে তাঁর উস্তাদ ছিলেন অনেক। তাঁর নামে প্রচলিত মুসনাদসমূহ (যেগুলোর আলোচনা সামনে আসবে) পর্যালোচনা করে ইমাম আবুল মুয়াইয়্যাদ আল-খাওয়ারিযমী(র.) উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আ'যম তিন শতাধিক লোক(তাঁর উস্তাদ-শাগরিদ মিলিয়ে) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাওয়ারিযমী তাঁদের জীবনী 'জামিউ'ল মাসানীদে'র শেষে উল্লেখ করেছেন। শাইখ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, আমি গুণে দেখেছি মুসনাদসমূহে ইমাম আ'যমের উস্তাদসংখ্যা দু' শতাধিক।[৪৯৭]

আমরা প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর বিশ্বস্ত উস্তাদবৃন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। এরপর দুর্বল ও অভিযুক্ত উস্তাদদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা হবে। তাতে দেখা যাবে যে ইমাম আ'যম অতি দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে একেবারে কম রিওয়ায়াত করেছেন। যা গুটি কয়েক মাত্র।

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর বিশ্বস্ত উস্তাদবৃন্দ :

১. ইবরাহীম ইবন 'আব্দির রহমান ইবন 'আউফ আয-যুহ্‌রী(র.) : ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ ছিলেন। ইমাম ইবন হিব্বানও তাঁকে নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইয়াকূব ইবন আবী শাইবা তাঁকে প্রথম সারির নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ হিসেবে গণ্য করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, বলা হয়ে থাকে তিনি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলেন। হযরত 'উমার(রা.) থেকে তাঁর শ্রবণ ইয়াকূব ইবন আবী শাইবা প্রমাণ করেছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ্ তাঁর রিওয়ায়াত তাঁদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। তিনি ৯৫/৯৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৯৮]

২. ইবরাহীম ইবনুল মুনতাশির : তাঁর পূর্ণ পরিচয় ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির ইবনুল আজদা' আল-হামদানী, আল-কূফী। তিনি বিশ্বস্ত রাবী। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীস

৪৯৬. মুয়াফ্‌ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৩

৪৯৭. ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪৯৮. ইবন হিব্বান, *আস-সিক্বাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪

♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৩

♦ ইবন 'আব্দিল বার, *আল-ইস্তি'আব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০

♦ ইবন হাজার, *তাক্বরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯২

♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৪

উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশিরও নির্ভরযোগ্য।[৪৯৯]

৩. আবূ ইয়াহইয়া, ইসহাক্ব ইবন সুলাইমান, আর-রাযী : তিনি নির্ভরযোগ্য গুণী মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি 'ইবাদাতগুযার, বিনয়ী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি আবদালের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি দু'শ হিজরী বা তাঁর পূর্বে ইন্তিকাল করেন।[৫০০]

৪. ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান আল-আশ'আরী, আল-কূফী : তিনি সত্যবাদী রাবী। ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫০১]

৫. ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ, আল-আহমাসী : তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৪৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫০২]

৬. ইসমা'ঈল ইবন রবী'আ ইবন হিশাম : তিনি মাকবূল। শুধু আবূ হানীফা তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫০৩]

৭. আবূ বাকর, আইয়ূব ইবন আবী তামীমা, আস-সাখতিয়ানী, আল-বসরী : তিনি ৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। তিনি ১৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫০৪]

---

৪৯৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫ ও খ. ২, পৃ. ১৩৬
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৫

৫০০. আয-যাহাবী, *আল-'ইবার ফী খবারি মান গবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৮১;
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ্* (জিদ্দা : দারুল কিবলা, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ২৩৬
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৮
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২৪
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৯

৫০১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৫
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৬

৫০২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৩
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৪
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৪
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-মু'ঈন ফী তবাকাতিল মুহাদ্দিসীন* ('আম্মান : জর্ডান : দারুল ফুরক্বান, ১৪০৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১১

৫০৩. ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ* (বৈরুত : দারুল বাশাইর, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০৭
- ♦ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আল-হুসাইনী, আশ-শাফি'ঈ, *আল-ইকমাল ফী যিক্‌রি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফী মুসনাদি আহমাদ মিনার রিজাল* (করাচী : পাকিস্তান : জামি'আতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা প্রকাশনা), খ. ১, পৃ. ২৯

৫০৪. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৪৬
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৯
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫৭

৮. আইয়ূব ইবন 'আইয ইবন মুদ্লাজ, আত-তাঈ, আল-বুহতুরী, আল-কূফী : ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। ইমাম বুখারী বলেন, তাঁকে 'ইরজা'র অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। ইমাম ইবন হিব্বান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে মুরজী ছিলেন। মাঝে মাঝে ভুল করতেন। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, তিনি চলনসই(لا بأس به)। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে মুরজী ছিলেন। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি কূফার নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে।[৫০৫]

৯. আবূ 'আব্দিল্লাহ, বাকর ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-মুযানী, আল-বসরী : তিনি নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি **১০৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫০৬]

১০. আবূ 'আব্দিল মালিক, বাহ্য ইবন হাকীম, আল-কুশাইরী : তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম মাদীনী বলেন, তিনি সিক্বাহ্(নির্ভরযোগ্য)। ইমাম আবূ যুর'আ বলেন, তিনি সালিহ কিন্তু মাশহূর(প্রসিদ্ধ) নন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি শাইখ, তাঁর হাদীস লেখা হতো কিন্তু তা দিয়ে প্রমাণ দেওয়া হতো না। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি সিক্বাহ। ইমাম হাকিম বলেন, তিনি এমন সিক্বাহ(নির্ভরযোগ্য) যার হাদীস একত্রিত করা হতো। তিনি তাঁর পিতা দাদা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা সহীহ নয়, তা শায, এর কোন মুতাবি' নেই। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, তিনি আমার নিকট প্রামাণ্য ব্যক্তি, কিন্তু শাফি'ঈর নিকট নন। ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহূইয়াহ্ ও অন্যান্যরা তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। সহীহ বুখারীতে তা'লীক হিসেবে ও সুনানে আরবা'আয় তাঁর হাদীস রয়েছে।[৫০৭]

১১. আবূ বিশর, বায়ান ইবন বিশর, আল-আহমাসী, আল-কূফী, আল-মু'আল্লিম : তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সকলে একমত। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫০৮]

১২. আবূ সারীরা/আবূ যুওয়াইরা, জাবালা ইবন সুহাইম, আল-মুকীমী, আল-কূফী : তিনি ইবন 'উমার(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিক্বাহ(নির্ভরযোগ্য), সাবত(প্রতিষ্ঠিত)। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিক্বাহ, সালিহুল হাদীস। তিনি **১২৬** হিজরীতে

---

৫০৫. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাক্বরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫২
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২০
৫০৬. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৫
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫১
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৯
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৬
৫০৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৭
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৯
৫০৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৫
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩১
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৩

ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫০৯]

১৩. জুনাইদ : ইমাম আবূ হাতিম বলেন, হযরত ইবন 'উমার(রা.) থেকে তাঁর বর্ণনা মুরসাল। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী' হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, জুনাইদ ছিলেন শাইখ যিনি ইবন 'উমার(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, বলা হয়ে থাকে তিনি ইবন 'উমার(রা.) থেকে শুনেন নি। ইমাম তিরমিযী তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৫১০]

১৪. হাসান বসরী : হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরী, আবূ সা'ঈদ। তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ মুহাদ্দিস তাবি'ঈ। তিনি মুরসাল বর্ণনা করতেন, তাদলীস[তাদলীস অর্থ সনদে নিজের উস্তাদের নাম গোপন করে তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে বর্ণনা করা] করতেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর।[৫১১]

১৫. আবূ মুহাম্মাদ, হাকাম ইবন 'উতাইবা, আল-কিন্দী, আল-কূফী : তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ, নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি মাঝে মাঝে তাদলীস করতেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১১৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫১২]

১৬. হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান : তিনি কূফার বিখ্যাত ফক্বীহ। ইতোপূর্বে তাঁর জীবনী বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১৭. খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আমর ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস, আল-উমাবী : তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তাঁর ব্যাপারে সমস্যা নেই।[৫১৩]

---

৫০৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬
- ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১৫

৫১০. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৫
- ইবন হাজার, *তাক্বরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৭
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২৭
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৫

৫১১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১
- ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৫৬

৫১২. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১৪
- ইবন হাজার, *তাক্বরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩২
- ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩১
- আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭
- ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৫

৫১৩. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫১
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৮
- প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮২

১৮. আবূ হাইয়্যা, খালিদ ইবন 'আলকামা, আল-হামদানী, আল-ওয়াদি'ঈ, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন, তিনি সিক্বাহ। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি শাইখ। ইমাম বুখারী, আহমাদ, আবূ হাতিম তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন। ইমাম ইবন হিব্বানও তাঁকে সিক্বাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম নাসাঈ ও আবূ দাঊদ তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫১৪]

১৯. আবূ 'আউন, খুসাইফ ইবন 'আব্দির রহমান, আল-জাযারী : তিনি সত্যবাদী। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেছেন, তাঁর কোন সমস্যা নেই, কখনও বলেছেন, সিক্বাহ। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি সালিহ, তাঁর হাদীসে ভুলের সংমিশ্রণ ঘটে। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি মজবুত নন। কখনও বলেছেন, তিনি সালিহ। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিক্বাহ। তিনি ১৩৭হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। সুনানে আরবা'আতে(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ্) তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫১৫]

২০. আবূ বাকর/আবূ মুহাম্মাদ, দাঊদ ইবন আবী হিন্দ, আল-কুশাইরী, আল-বসরী : তিনি মজবুত, নির্ভরযোগ্য রাবী। শেষ জীবনে তাঁর কিছু ভুল হতো। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। বুখারীতে তা'লীক হিসেবে, অন্যগুলোতে সনদসহ। তিনি ১৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫১৬]

২১. রবাহ ইবন যায়েদ, আল-কুরাশী, আস-সান'আনী : তিনি নির্ভরযোগ্য, গুণী রাবী ছিলেন। সুনান আবী দাঊদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি ১৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫১৭]

২২. রবী' ইবন সাব্‌রা, আল-জুহানী : তিনি সিক্বাহ ছিলেন। বুখারী ছাড়া অন্য পাঁচ জন তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতা সাব্‌রা ইবন মা'বাদ ছিলেন সাহাবী। তিনি প্রথম গযওয়ায়ে খন্দকে শরীক ছিলেন। তিনি মাদীনাতে বসবাস করতেন। হযরত মু'আবিয়া(রা.)এর খিলাফাতকালে তিনি ইন্তিকাল

---

৫১৪. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬০
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬১
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৩
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮

৫১৫. আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৫৭
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৩
- ♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৮২

৫১৬. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৬
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৭
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩১
- ♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৭৬
- ♦ আবুল মাহাসিন, ইউসুফ ইবনুল হাসান ইবনুল মুবাররাদ, *বাহরুদ্দাম* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৫১

৫১৭. ইবন হাজার, *তাক্বরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯২
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০২
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৫
- ♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৪৭

করেন।[৫১৮]

২৩. রবী'আতুর রাই ইবন 'আব্দির রহমান : তিনি সিকাহ্, মাদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফক্বীহের একজন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫১৯]

২৪. আবূ 'আব্দির রহমান, যুবাইদ ইবনুল হারিছ ইবন 'আব্দিল কারীম, আল-কূফী : তিনি নির্ভরযোগ্য, মজবুত রাবী, 'আবিদ ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি ১২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫২০]

২৫. আবূ মালিক, যিয়াদ ইবন 'ইলাক্বা ইবন মালিক আস-সা'লাবী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি শতবর্ষ অতিক্রম করেছিলেন।[৫২১]

২৬. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন 'উবাইদিল্লাহ, ইবন শিহাব, আয-যুহরী : বিখ্যাত ফক্বীহ, হাফিযুল হাদীস। তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি ১২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫২২]

২৭. আবূ মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আজলান, আল-আফতাস, আল-জাযারী : ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম ইবন মাঈন বলেন, সালিহ। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম

---

৫১৮. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬২
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১২
♦ প্রাগুক্ত, *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮০
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৩ ও খ. ৪, পৃ. ১৮৭
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮
৫১৯. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৭
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮
৫২০. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৩
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫০
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৬
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৯
৫২১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২২
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৫
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৯৮
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৩
৫২২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২০
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬
♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৭
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৪২০

‘ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। বুখারীতে তাঁর দুটি হাদীস রয়েছে।[৫২৩]

২৮. সালিম ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব : তিনি মাদীনার বিখ্যাত সাত ফক্বীহ্র একজন, নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি **১০৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫২৪]

২৯. আবূ মুহাম্মাদ, সা‘ঈদ ইবন জুবাইর আল-আসাদী, আল-কূফী : তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ, নির্ভরযোগ্য রাবী। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে ৯৫ হিজরীতে হত্যা করে, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করে নি। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫২৫]

৩০. আবূ সা‘ঈদ, সা‘ঈদ ইবন আবী সা‘ঈদ আল-মাকবুরী, আল-মাদানী : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবন মা‘ঈন বলেন, তাঁর থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেন ইবন আবী যি’ব। ইমাম ইবন খিরাশী বলেন, তাঁর থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেন লাইছ ইবন সা‘দ। হাফিয ইবন হাজার বলেন, ইমাম বুখারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ দু’জনের মাধ্যমেই তাঁর সনদ উল্লেখ করেছেন। তিনি **১২০** হিজরী বা, এর আগে/পরে ইন্তিকাল করেন।[৫২৬]

৩১. সা‘ঈদ ইবন মাসরূক আস-সাওরী : তিনি সুফয়ান সাওরীর পিতা। তিনি সিকাহ্। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১২৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫২৭]

---

৫২৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৬
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮২
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই‘তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২
৫২৪. ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৫
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮
♦ ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সফওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০
৫২৫. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬১
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬
♦ প্রাগুক্ত, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৩
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৫
৫২৬. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮
♦ প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৪
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬
৫২৭. ইবন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২৭
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৬
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৬০

৩২. আবূ হাযিম, সালমান, আল-আশজা'ঈ, আল-কূফী : তিনি তাঁর মনিব 'ইয্যা, ইবন উমার, আবূ হুরাইরা, হাসান, হুসাইন(রা.) ও অন্যান্যদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, আবূ দাউদ বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্দের মাঝে গণ্য করেছেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, তাঁর বর্ণিত হাদীস সঠিক।
ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম ইবন 'আব্দিল বার বলেন, তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি **১০১** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫২৮]

৩৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ, সালামা ইবন তাম্মাম, আশ-শাক্বারী, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ্, সত্যবাদী, তাঁর (বর্ণনায়) সমস্যা নেই। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি মজবুত নন। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। ইমাম নাসাঈ তাঁর বর্ণনা তাঁর কিতাবে এনেছেন।[৫২৯]

৩৪. আবূ ইয়াহইয়া, সালামা ইবন কুহাইল ইবন হুসাইন, আল-হাযরামী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্ ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১২২** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৩০]

৩৫. আবূ ফিরাস, সালামা ইবন নুবাইত ইবন শারীত, আল-কূফী : ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, 'ইজলী, নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, সালিহ, সমস্যামুক্ত। ইমাম 'উকাইলী বুখারী থেকে নকল করেন, তিনি শেষ জীবনে হাদীস উল্টাপাল্টা করে ফেলতেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সিকাহ্, বলা হয়ে থাকে তিনি উল্টাপাল্টা বর্ণনা করতেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ্ তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী 'শামাইলে' তার রিওয়ায়াত এনেছেন।[৫৩১]

---

৫২৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫২
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৩
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯৪
৫২৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৬
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৯
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫২
৫৩০. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৪
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৭
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭০
৫৩১. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯
♦ ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৯
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৯
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৩
♦ আল-'উকাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬

৩৬. সুলাইমান ইবন বুরাইদা ইবনুল হাসীব, আল-আসলামী, আল-মারওয়াযী : তিনি মার্বের কাযী ছিলেন। তিনি সিকাহ্ ছিলেন। সহীহ বুখারী ছাড়া অন্য পাঁচ কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি নব্বই বৎসর বয়সে ১০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৩২]

৩৭. আবূ ইসহাক, সুলাইমান ইবন আবী সুলাইমান (তার নাম ছিল ফীরুয বা খাকান বা 'আমর), আশ-শাইবানী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্ ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৩৩]

৩৮. সুলাইমান ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন ছাওবান আল-'আমিরী : তিনি মাক্বূল। নাসাঈতে তার রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫৩৪]

৩৯. আবূ মুহাম্মাদ, সুলাইমান ইবন মিহরান, আল-আ'মাশ, আল-আসাদী, আল-কূফী : তিনি বিখ্যাত রাবী, হাফিযুল হাদীস। তিনি পরহেযগার মুত্তাকী ছিলেন, কিন্তু তাদলীস করতেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৪৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৩৫]

৪০. আবূ আইউব, সুলাইমান ইবন ইয়াসার আল-হিলালী, আল-মাদানী : তিনি বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তিনি মাদীনার সাত ফক্বীহ্রের একজন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৩৬]

৪১. আবূ মুগীরা, সিমাক ইবন হারব, আল-কূফী : তিনি সত্যবাদী(সাদূক)। ইকরিমা থেকে তার রিওয়ায়াত মুযতারিব। শেষজীবনে তার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তালকীন করতে হতো।

---

৫৩২. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২২১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০২
♦ ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৩
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫২
৫৩৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৬
♦ আর-রাযী, প্রাগুক্ত, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২২
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০১
♦ যাহাবী, প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৩
৫৩৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৮
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৪
৫৩৫. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৭
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯২
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৫
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০২
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৪
৫৩৬. ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৪
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৪
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯১
♦ ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৩
♦ আস-সুয়ূতী, *তবাকাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫

কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে(বুখারীতে তা'লীক হিসেবে)।[৫৩৭]

৪২. আবূ 'আম্মার, শাদ্দাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-কুরাশী, আদ-দিমাশকী : ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ হাতিম ও 'ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্। ইবন হাজার বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু মুরসাল রিওয়ায়াত করেন।[৫৩৮]

৪৩. আবূ 'আমর, 'আমির ইবন শারাহীল, আশ-শা'বী, আল-কূফী : ইমাম আবূ হানীফার প্রধান উস্তাদ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ। তিনি ১০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে।[৫৩৯]

৪৪. আবূ মু'আবিয়া, শাইবান ইবন 'আব্দির রহমান আত-তামীমী, আল-বসরী : তিনি সিকাহ্, কূফায় থাকতেন। তিনি হাদীসের কিতাব লিখেছেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৬৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪০]

৪৫. আবূ 'আব্দির রহমান, তাঊস ইবন কীসান, আল-ইয়ামানী : বলা হয়ে থাকে তার নাম যাকওয়ান, তাঊস লকব(উপাধী)। বিখ্যাত ফাকীহ, মুহাদ্দিস। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪১]

---

৫৩৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৭
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪৫
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩২
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১১৫
৫৩৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৩
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৯৯
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৬
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৯
৫৩৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬১
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৪
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২২৭
♦ আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১০
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ১৬৩
৫৪০. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৪
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৮
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭১
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৯২
৫৪১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৮
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০

৪৬. আবূ সুফয়ান, তলহা ইবন নাফি', আল-ওয়াসিতী : ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, আ'মাশ তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা' সঠিক। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী(সাদূক)। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে।[৫৪২]

৪৭. 'আসিম ইবন কুলাইব, আল-কূফী : ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী, তার প্রতি 'ইরজা'র অভিযোগ আরোপ করা হয়। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪৩]

৪৮. আবূ বুরদা, 'আমির ইবন আবী মূসা, আল-আশ'আরী : তিনি সিকাহ্। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তার মৃত্যু সন অন্য রকমও বর্ণনা করা হয়।[৫৪৪]

৪৯. আবূ কিনানা, 'আমির ইবনুস সিম্‌ত, আল-কূফী,: তিনি সিকাহ। সুনানে আরবা'আয় তার রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫৪৫]

৫০. আবূ রিফা'আ, 'আবায়া ইবন রিফা'আ ইবন রাফি' ইবন খাদীজ, আল-মাদানী : তিনি হযরত 'আলী(রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি সিকাহ। ইমাম ইবন মা'ঈন, নাসাঈ, ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ বলেছেন।[৫৪৬]

৫১. 'আব্দুর রহমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আল-মাস'ঊদী আল-কূফী : ইমাম আহমাদ ও ইবন মা'ইন তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবন নুমাইর বলেন, তিনি সিকাহ তবে শেষ জীবনে হাদীসে সংমিশ্রণ ঘটাতেন। হাদীসে সংমিশ্রণ(ইখতিলাত) ঘটানোর কারণে তাকে অনেকে য'ঈফ বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সাদূক(সত্যবাদী), মৃত্যুও পূর্বে ইখতিলাত

---

৫৪২. আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৩৮
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫২
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৩
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮১
৫৪৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৬
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৯
৫৪৪. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৮
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৬৬
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬০
৫৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২১
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫১
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৫
৫৪৬. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৬
♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৬৮
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৯
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৩

করেছেন। বুখারীতে তা'লীক হিসেবে ও সুনানে আরবা'আয় তার বর্ণনা এসেছে। তিনি **১৬০/১৬৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪৭]

৫২. আবূ দাঊদ, 'আব্দুর রহমান ইবন হুরমুয, আল-আ'রাজ, আল-মাদানী : তিনি বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আলিম, মুহাদ্দিস। ইতোপূর্বে তার জীবনী গত হয়েছে।

৫৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ, 'আব্দুল 'আযীয ইবন রুফাই', আল-আসাদী, আল-মাক্কী : তিনি সিকাহ্। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৪৮]

৫৪. 'আব্দুল কারীম ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-'উকাইলী, আল-বসরী : ইমাম বুখারী ও ইবন আবী হাতিম তাঁর ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি। হাফিয ইবন হাজার বলেন, মাজহূল(অপরিচিত)। ইমাম আবূ দাঊদ তার রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫৪৯]

৫৫. 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা, আল-আদরু' : ইমাম বুখারী 'আত-তারীখুল কাবীরে' এবং ইবন আবী হাতিম 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীলে' তাঁকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন জারহ-তা'দীল করেন নি।[৫৫০]

৫৬. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব, আল-মাদানী : তিনি সিকাহ্, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ১৪৫ হিজরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সুনানে আরবা'আয় তার বর্ণনা রয়েছে।[৫৫১]

৫৭. 'আব্দুল্লাহ ইবন খলীফা আল-হামদানী, আল-কূফী : তিনি হযরত 'উমার ও জাবির(রা.) থেকে ও তাঁর থেকে আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ্, সুনান ইবন মাজায় তাঁর বর্ণিত

---

৫৪৭. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭৮

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৭

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১৮

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৪

৫৪৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০৩

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৮

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১৩৪

৫৪৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১১

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৮

♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬১

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬০

৫৫০. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২

♦ ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩১

৫৫১. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৬

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭১

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩

হাদীস রয়েছে।[৫৫২]

৫৮. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দির রহমান ইবন আবী হুসাইন ইবনুল হারিছ ইবন 'আমির ইবন নাওফিল, আল-মাক্কী, আন-নাওফিলী : তিনি সিকাহ্, হজ্জের মাসাইলে পারদর্শী ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে।[৫৫৩]

৫৯. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আলী ইবনুল হুসাইন ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব : তিনি তার পিতা ও প্রপিতামহ হযরত 'আলী(রা.) এবং ইমাম হাসান(রা.) থেকে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্দের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও হাকিম তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বলেছেন। সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৫৪]

৬০. 'আব্দুল মালিক ইবন ইয়াস আশ-শাইবানী, আল-কূফী, আল-আ'ওয়ার : তিনি ইবরাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। জরীর মুগীরা থেকে বর্ণনা করেন যে 'আব্দুল মালিক ইবরাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে হাম্মাদ থেকেও মজবুত। ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্দের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সুনান আবী দাউদে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৫৫]

৬১. 'আব্দুল মালিক ইবন 'উমাইর ইবন সুওয়াইদ, আল-লাখমী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্ ও ফক্বীহ ছিলেন। শেষ জীবনে তার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাদলীস করতেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩৬ হিজরীতে ১৩০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৫৫৬]

৬২.'উবাইদুল্লাহ ইবন আবী ইয়াযীদ, আল-মাক্কী : তিনি সিকাহ ছিলেন, প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১২৬ হিজরীতে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৫৫৭]

---

৫৫২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৯
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪৫৬
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮০
৫৫৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৮
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২০৫
৫৫৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৫
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩২১
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২
৫৫৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১৩
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪২
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৮৬
৫৫৬. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১৮
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৫
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬১
♦ ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯০
৫৫৭. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৪১
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৮১
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

৬৩. আবুল ‘উমাইস, ‘উতবা ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন ‘উতবা ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মাসঊদ : তিনি সিকাহ ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৫৮]

৬৪. আবূ হাসীন, ‘উসমান ইবন ‘আসিম ইবন হাসীন, আল-আসাদী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ ও মজবুত রাবী, সুন্নাহ্‌র অনুসারী। মাঝে মাঝে তাদলীস করতেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১২৭/১২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৫৯]

৬৫. ‘ইরাক ইবন মালিক, আল-গিফারী, আল-কিনানী, আল-মাদানী : তিনি সিকাহ্ ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১০০ হিজরীর পর খলীফা ইয়াযীদ ইবন ‘আব্দিল মালিকের খিলাফাতকালে ইন্তিকাল করেন।[৫৬০]

৬৬. ‘আতা ইবন আবী রবাহ(আবূ রবাহের নাম আসলাম), আল-মাক্কী : তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস। ইতোপূর্বে তার জীবনী গত হয়েছে।

৬৭. আবূ মুহাম্মাদ, ‘আতা ইবন ইয়াসার, আল-হিলালী, আল-মাদানী : তিনি সিকাহ্, বিশিষ্ট ব্যক্তি, ওয়ায ও ‘ইবাদাতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি ৯৪ বা, ১০৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৬১]

৬৮. আবূ ওরক্ব, ‘আতিয়্যা ইবনুল হারিছ, আল-হামদানী, আল-কূফী : তিনি বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ছিলেন। ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইয়াকূব ইবন শাইবা বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ হাতিম ও ইবন হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী(সাদূক)। ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ তাঁর বর্ণনা

---

৫৫৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫৩
- ইব্ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫২৭

৫৫৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬০
- আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮
- প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২
- আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৪০১

৫৬০. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬৯
- আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭
- ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮১
- আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৫৪৫

৫৬১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৬
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮
- আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ১২৫

এনেছেন।[৫৬২]

৬৯. আবূ আব্দিল্লাহ, 'ইকরিমা ইবন 'আব্দিল্লাহ : তিনি হযরত ইবন 'আব্বাস(রা.)এর গোলাম ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সিকাহ্ রাবী, বিশিষ্ট মুফাস্সির। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১০৪** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন, তাঁর মৃত্যুসন অন্য রকমও বর্ণনা করা হয়।[৫৬৩]

৭০. আবুল হারিছ, 'আলকামা ইবন মারছাদ, আল-হাযরামী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্, কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৬৪]

৭১. আবূ মুহাম্মাদ, 'আমর ইবন দীনার, আল-মাক্কী,: বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আলিম। তিনি সিকাহ্ ও সাবত(মজবুত) রাবী। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১২৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৬৫]

৭২. 'আমর ইবন শু'আইব ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, আল-কুরাশী, আস-সাহমী : তিনি সিকাহ, হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি 'সাদূক'(সত্যবাদী)। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে হাফিয যাহাবী ও ইবন হাজার সব মতামত পর্যালোচনা করে বলেছেন যে সেগুলো গ্রহণযোগ্য। বুখারী, মুসলিম ছাড়া বাকী চার জন ইমাম তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি **১১৮** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৬৬]

---

৫৬২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৭
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ১৪৩
- ♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৯

৫৬৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৫
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫
- ♦ প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ২৬৪

৫৬৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৭
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৬

৫৬৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩৪
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৩
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৬

৫৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩৭
- ♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৮
- ♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৮

৭৩. 'আওন ইবন আবী জুহাইফা, আস-সুওয়াই', আল-কূফী : তিনি সিকাহ। তিনি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের যামানায় ১১৬ হিজরীতে নিহত হন। ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে', ইমাম মুসলিম ও অন্য চার ইমাম তাদের কিতাবে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৫৬৭]

৭৪. আবূ আব্দিল্লাহ্, 'আওন ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'ঊদ, আল-কূফী : তিনি 'ইবাদাতগুজার, সিকাহ। ইমাম বুখারী ছাড়া বাকী পাঁচ জন তার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি ১২০ হিজরীর পূর্বে ইন্তিকাল করেন।[৫৬৮]

তাঁর ভাই আবূ 'আব্দিল্লাহ, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'ঊদ, আল-মাদানী। তিনি নির্ভরযোগ্য, ফাকীহ। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ৯৪/৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৬৯]

তাঁর আব্বা 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'ঊদ হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের(রা.) ভাতিজা। তিনি নবীর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাবি'ঈ ও সিকাহ। সুনান তিরমিযী ছাড়া কুতুবে সিত্তার অন্য কিতাবগুলোতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ৭০ হিজরীর পরে ইন্তিকাল করেন।[৫৭০]

৭৫. আবূ 'আব্দির রহমান, কাসিম ইবন 'আব্দির রহমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আল-মাস'ঊদী, আল-কূফী : তিনি তাঁর পিতা, হযরত ইবন 'উমার, জাবির ইবন সামুরা, মাসরূক ও অন্যদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁর দাদা থেকে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি কূফার কাযী(বিচারক) ছিলেন। তিনি বেতন নিতেন না, নেককার, নির্ভরযোগ্য(সিকাহ) ব্যক্তি ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, ইবন হিব্বানও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বুখারী তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫৭১]

৭৬. আবূ নাহীক, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, আল-আসাদী, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ যুর'আ, ইবন হিব্বান প্রমুখ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাকবূল। তাঁর ব্যাপারে কোন জারহ(অভিযোগ) পাওয়া যায় না। অনেক সিকাহ রাবী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[৫৭২]

---

৫৬৭. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬০

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৯

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫

৫৬৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬০

♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০২

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৩

৫৬৯. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮২

♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮

৫৭০. প্রাগুক্ত, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭২

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭২

৫৭১. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৩৭৯

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৩

৫৭২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮১

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১৯

♦ ইবন মা'ঈন, *আত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৩৫৬

৭৭. আবূ 'আব্দিল্লাহ, কাসিম ইবন মা'ন ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, আল-মাস'ঊদী, আল-কূফী : তিনি বিচারক ছিলেন, কিন্তু কোন বেতন নিতেন না। তিনি সিকাহ ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস, ফিক্হ, কবিতা, ইতিহাসে অভিজ্ঞ 'আলিম ছিলেন। তাঁকে তাঁর যুগের শা'বী বলা হতো। তিনি বিনা বেতনে কূফার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মানুষকে অকাতরে দান করতেন। তিনি **১৭৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৭৩]

৭৮. আবুল খিতাব, কাতাদা ইবন দি'আমা, আস-সাদূসী, আল-বসরী : তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তাফসীরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর জীবনী গত হয়েছে।

৭৯. আবুল ফাদিয়া, কায'আ ইবন ইয়াহইয়া,(বা, ইবনুল আসওয়াদ), আল-বসরী : তিনি ইবন 'আমর, আবূ সা'ঈদ খুদরী(রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ। ইবন খাররাশ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম বায্যার বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে।[৫৭৪]

৮০. আবূ 'আমর, কায়েস ইবন মুসলিম, আল-জাদালী, আল-'আদওয়ানী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্ ছিলেন। তিনি **১২০** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৭৫]

৮১. আবূ ফাযালা, মুবারক ইবন ফাযালা, ইবন আবী উমাইয়া, আল-বসরী : তিনি সাদূক, তাদলীস করতেন। বুখারী তা'লীকে, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্ তাদের কিতাবে তাঁর বর্ণনা এনেছেন। তিনি **১৬৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৭৬]

---

৫৭৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০৩
♦ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৯

৫৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩৭
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮

৫৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৫৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১০৩

৫৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৭
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৯
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০০
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫

৮২. মুহারিব ইবন দিছার, আস-সাদূসী, আল-কূফী : তিনি ছিলেন বিচারক, ‘ইবাদাতগুজার, সিকাহ্ রাবী। তিনি ১১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৭৭]

৮৩. মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দির রহমান ইবন সা‘দ ইবন যুরারা, আল-আনসারী : তিনি সিকাহ্ ছিলেন। তিনি ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫৭৮]

৮৪. মুহাম্মাদ ইবন কায়েস আল-হামদানী : তিনি মাকবূল। সুনানে আরবা‘আয়(বুখারী, মুসলিম ছাড়া অন্য চার কিতাব) তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৭৯]

৮৫. মুহাম্মাদ ইবন মালিক ইবন যুবাইদ আল-হামদানী : ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। তিনি গ্রহণযোগ্য।[৫৮০]

৮৬. আবুয যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন তাদরুস, আল-আসাদী, আল-মাক্কী : তিনি সাদূক তবে তাদলীস(উর্ধ্বতন রাবীর নাম গোপন করা) করতেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৮১]

৮৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব।(‘যুহরী’ শিরোনামে গত হয়েছে)।

৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন হুদাইর, আত-তামীমী, আল-মাদানী : তিনি নির্ভরযোগ্য ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৩০ হিজরী বা তার পরে ইন্তিকাল করেন।[৫৮২]

---

৫৭৭. ইব্‌ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৭
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬০
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৭

৫৭৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪
- আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯২
- প্রাগুক্ত, আল-‘ইবার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮

৫৭৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৬
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬১
- আল-‘ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫০

৫৮০. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৮
- ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮৯
- ইবন হাজার, *তা‘জীলুল মানফা‘আ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৬

৫৮১. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩২
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬
- আবূ ‘আমর, খলীফা ইবন খইয়্যাত, *কিতাবুত ত্ববাকাত* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৪
- আয-যাহাবী, *মীযানুল ই‘তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭

৫৮২. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৭
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৭
- আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৫০৩

৮৯. মুখাওওয়াল বা মিখওয়াল, ইবন ইবরাহীম ইবন মিখওয়াল ইবন রাশেদ, আন-নাহদী, আল-কূফী : ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। ইবন 'আদী বলেন, তিনি শী'আ ছিলেন। 'উকাইলী তাঁকে য'ঈফ গণ্য করেছেন। হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি কট্টর রাফিযী ছিলেন, তবে তিনি রাবী হিসেবে সত্যবাদী। তাই বলা যায়, তিনি তাদের মতবাদের অনুকূলে যা বর্ণনা করেছেন তা বাদে অন্য রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সত্যবাদী।[৫৮৩]

৯০. মুযাহিম ইবন যুফার ইবনুল হারিছ, আয-যবী : তাঁকে 'আসসাওরী, আল'আলাই, আরজা'ফারী, আল'আমিরী, আলকূফী' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস(তার হাদীস গ্রহণযোগ্য)। ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[৫৮৪]

৯১. মাসরূক ইবন আউস বা, আউস ইবন মাসরূক, আত-তামীমী : ইমাম ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ গণ্য করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাকবূল। আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ্ তার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৫৮৫]

৯২. আবূ ফারওয়া, মুসলিম ইবন সালিম, আন-নাহদী, আল-কূফী, আল-জুহানী : ইমাম ইবন মা'ঈন তাকে সিকাহ্ বলেছেন। ইয়াকূব বিন সুফয়ান বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস। ইমাম ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সাদূক। তিরমিযী ছাড়া আর সবাই তার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৫৮৬]

৯৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুসলিম ইবন 'ইমরান, (তাকে ইবন আবী 'ইমরানও বলা হয়), আল-বাতীন, আল-কূফী : তিনি সিকাহ্। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৮৭]

৯৪. মিসওয়ার ইবন রিফা'আ ইবন আবী মালিক, আল-কুরাযী : তিনি মাকবূল। বুখারী 'আল-আদাবুল

---

৫৮৩. ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৩৯
♦ আল-'উকাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬২
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০৩
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫
৫৮৪. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৩
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০৫
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫১১
৫৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০১
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৬
৫৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৭
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৫১৫
৫৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২১
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৯

মুফরাদে’ তাঁর বর্ণনা এনেছেন। তিনি ১৩৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।[৫৮৮]

৯৫. আবুল আযহার, মু‘আবিয়া ইবন ইসহাক ইবন তালহা ইবন ‘আব্দিল্লাহ, আত-তাইমী, আল-কূফী : ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, ইবন সা‘দ ও ‘ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম আবূ হাতিম ও ইয়াকূব ইবন সুফয়ান বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ যুর‘আ বলেন, তিনি দুর্বল শাইখ। বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ্তে তাঁর হাদীস রয়েছে।[৫৮৯]

৯৬. মা‘ন ইবন ‘আব্দির রহমান(ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মাস‘উদ[রা.]), আল-হুযালী : তিনি সিকাহ্ ছিলেন। তিনি সৎ ও ন্যায়পরায়ন বিচারক ছিলেন। বুখারী, মুসলিমে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৯০]

৯৭. আবুল কাসিম(বা, আবুল ‘আব্বাস), মিকসাম ইবন বুজ্রা(বা, নাজ্দা) : তিনি হযরত ইবন ‘আব্বাস, ইবন ‘উমার, ‘আইশা(রা.) প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, সালিহুল হাদীস। ইবন সা‘দ বলেন, তিনি য‘ঈফ, অনেক হাদীস বর্ণনাকারী। সাজী বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁর কিছু বর্ণনার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। ইবন শাহীন বলেন, তিনি নিঃসন্দেহে সিকাহ্। ইমাম ‘ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্, তাবি‘ঈ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ্। বুখারী তাঁকে য‘ঈফ বলেছেন। ইবন হাযম বলেন, তিনি মজবুত নন। তিনি ১০১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মুসলিম ছাড়া বাকী পাঁচ জন তাঁর বর্ণনা এনেছেন।[৫৯১]

৯৮. আবুস সাকান, মাক্কী ইবন ইবরাহীম ইবন বাশীর, আত-তামীমী, আল-বালখী,: তিনি সিকাহ্, গুণী মুহাদ্দিস। তিনি ১১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৯২]

৯৯. মুনযির ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবনিল মুনযির ইবনিল মুগীরা ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন খালিদ ইবন হিযাম ইবন খুয়াইলিদ ইবন আসাদ, আল-কুরাশী, আল-আসাদী, আল-হিযামী, আল-মাদানী : তিনি মাকবূল। সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৯৩]

---

৫৮৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৩৬
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫১১
৫৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৮২
৫৯০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৪
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৪
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩৩৩
♦ আল-‘ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯১
৫৯১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১১
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯০
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৫৬
৫৯২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১১
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৫
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৫২
♦ ইব্ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭৩
৫৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৬৮
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৫০৩

১০০. আবুল মুগীরা, মানসূর ইবন যাযান, আল-ওয়াসিতী, আস-সাকাফী : তিনি নির্ভরযোগ্য ও ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি **১২৯/১৩১** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৯৪]

১০১. মানসূর ইবন দীনার আত-তামীমী, আয-যবী, আল-কূফী : তিনি মাকবূল। ইমাম আবূ হানীফা ও আরও অনেকে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। ইবন 'আদী বলেন, তিনি দুর্বল রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে হাদীস সংগ্রহ করা হতো এবং অনেক নির্ভরযোগ্য রাবী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[৫৯৫]

১০২. আবূ 'আত্তাব, মানসূর ইবনুল মু'তামির ইবন 'আব্দিল্লাহ্ ইবন রবী'আ, আস-সুলামী, আল-কূফী : তিনি **১৩২** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও মজবুত রাবী ছিলেন, তাদলীস করতেন না। কুতুবে সিত্তায় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৫৯৬]

১০৩. আবূ জাহযাম, মূসা ইবন সালিম : তিনি 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস(রা.) থেকে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি সাদূক(সত্যবাদী)। ইমাম ইবন মা'ঈন ও আবূ যুর'আ বলেন, তিনি সিকাহ্। আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস, সাদূক। ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। ইবন 'আব্দিল বার বলেন, তিনি যে সিকাহ এব্যাপারে সবাই একমত। সুনান আরবা'আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৫৯৭]

১০৪. আবূ 'ঈসা/আবূ মুহাম্মাদ, মূসা ইবন তালহা ইবন 'উবাইদিল্লাহ, আত-তাইমী, আল-মাদানী : তিনি কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১০৩** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৯৮]

---

৫৯৪. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৪
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৯
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪১
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৮
৫৯৫. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৪৭
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৭১
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৭৭
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯২
♦ ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮২
৫৯৬. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৫
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৭
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০২
৫৯৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২২
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৬
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৫২
৫৯৮. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৪
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৪
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৪

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৮২

১০৫. আবুস সাব্বাহ, মূসা ইবন আবী কাছীর, আল-আনসারী, আল-কূফী : ইবন সা'দ বলেন, তিনি 'ইরজা'র পক্ষে কথা বলতেন। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ, মুরজী। ইবন হিব্বান তাকে য'ঈফ বলেছেন, তিনি আরও বলেন, তিনি কাদরিয়্যাদের অন্তর্ভূক্ত, প্রসিদ্ধ রাবী থেকে মুনকার রিওয়ায়াত করেন। সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সাদূক, তাঁর প্রতি 'মুরজী' হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়, তাকে য'ঈফ সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।[৫৯৯]

১০৬. আবূ আইউব, মাইমূন ইবন মিহরান, আল-জাযারী, আল-কূফী : তিনি নির্ভরযোগ্য, ফক্বীহ। খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয(র.)এর যুগে তিনি জাযীরার গভর্ণর ছিলেন। তিনি মুরসাল রিওয়ায়াত করতেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' ও সুনান গ্রন্থকারগণ তাঁর রিওয়ায়াত এনেছেন।[৬০০]

১০৭. আবূ 'আব্দিল্লাহ, নাফি' ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-মাদানী : তিনি হযরত ইবন 'উমার(রা.)এর গোলাম। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, প্রসিদ্ধ ফক্বীহ। তিনি ১১০ হিজরী বা, এরপরে ইন্তিকাল করেন।[৬০১]

১০৮. নিযাল ইবন সাবরা, আল-হিলালী, আল-কূফী : তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি কূফার একজন বড় মাপের তাবি'ঈ। ইবন সা'দ ও ইমাম মুসলিম তাঁকে কূফার প্রথম তবকার তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম ইবন আবী হাতিম ও ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি প্রশ্নাতীতভাবে সিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি বড় মাপের তাবি'ঈ। ইমাম মুসলিম ছাড়া বাকী পাঁচ জন তাঁর রিওয়ায়াত এনেছেন।[৬০২]

১০৯. হাইছাম ইবন হাবীব, আস-সাইরাফী, আল-কূফী : তিনি হাইছাম ইবন আবিল হাইছাম নামেও পরিচিত। তিনি সাদূক। ইমাম আহমাদ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইসহাক ইবন মানসূর বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম আবূ যুর'আ ও আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ, সাদূক।[৬০৩]

১১০. ওয়াসিল ইবন হাইয়ান, আল-আহদাব, আল-আসাদী, আল-কূফী : ইমাম 'ইজলী, ইবন মা'ঈন, ইয়াকূব ইবন সুফয়ান, আবূ বাকর আল-বায্যার প্রমুখ তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম

---

৫৯৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৮

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৭

♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৮

৬০০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৪

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৭৭

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩৩

৬০১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৬৮

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৫

৬০২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪১

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৭৮

৬০৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৬

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৮১

বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস। ইমাম আবূ নু'আইম বলেন, তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ১২৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬০৪]

১১১. ওয়াল্লাদ ইবন 'আলী ইবন দাঊদ ইবন সাহল, আল-কূফী : তিনি বাগদাদে থাকতেন। তিনি সিকাহ ছিলেন।[৬০৫]

১১২. ওয়ালীদ ইবন সারী', আল-কূফী : তিনি হযরত 'আমর ইবন হুরাইছ(রা.)এর গোলাম বংশের লোক। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ গণ্য করেছেন। তিনি সাদূক। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬০৬]

১১৩. আবূ সা'ঈদ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ইবন কায়েস, আল-আনসারী, আল-মাদানী : তিনি সিকাহ। তিনি ১৪৪ হিজরী বা, এরপরে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬০৭]

১১৪. আবুল আযহার, ইয়াযীদ ইবন আবী ইয়াযীদ, আয-যুবা'ঈ, আল-বসরী : তিনি রিশক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সিকাহ ও 'আবিদ ছিলেন। তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬০৮]

১১৫. আবূ 'উছমান, ইয়াযীদ ইবন সুহাইব, আল-ফাকীর, আল-কূফী : তিনি সিকাহ। সুনান তিরমিযী ছাড়া অন্য পাঁচ কিতাবে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর অন্যতম উস্তায।[৬০৯]

১১৬. আবূ দাঊদ, ইয়াযীদ ইবন 'আব্দির রহমান ইবনুল আসওয়াদ, আয-যু'আফারী, আল-আওদী : ইমাম 'ইজলী তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ গণ্য করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাকবূল। তিরমিযী, ইবন মাজাহ্তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১০]

১১৭. আবূ ইসহাক, 'আমর ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'উবাইদ, আস-সাবী'ঈ, আল-হামদানী : তিনি ১২৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি সিকাহ, 'আবিদ, অধিক রিওয়ায়াতকারীদের একজন। তিনি শেষ

৬০৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৯১
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৮
৬০৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৫৫২
♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬৯
♦ আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩৩৫
৬০৬. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১১৮
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯১
৬০৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৩
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৭
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৮
৬০৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৪
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩২৫
৬০৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৬
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৯৫

৬১০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩০২

জীবনে মিশ্রণ ঘটাতেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১১]

১১৮. আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা, আল-আশ'আরী : তাঁর নাম ছিল 'আমির। ইতোপূর্বে এ নামের অধীনে তাঁর জীবনী গত হয়েছে।

১১৯. আবূ বাকর ইবন হাফস ইবন 'উমার, আয-যুহরী : তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ। তিনি সিকাহ। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১২]

১২০. আবূ বাকর ইবন আবিল জাহম : তাঁর নাম, উপনাম উভয়ই আবূ বাকর। তাঁর পিতা 'আবুল জাহমে'র নাম 'আব্দুল্লাহ। তিনি সিকাহ। ইমাম মুসলিমে, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৬১৩]

১২১. আবুয যুবাইর, আল-মাক্কী : 'মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন তাদরুস' নামে তাঁর আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

১২২. আবূ সাখরা, জামি' ইবন শাদ্দাদ, আল-মুহারিবী, আল-কূফী : তিনি সিকাহ। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হযরত 'আলী(রা.) থেকে প্রায় বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ হাতিম, নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াকূব ইবন সুফয়ান বলেন, তিনি সিকাহ, মুতকিন(মজবুত রাবী)। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি উঁচু মানের শাইখ, সিকাহ। তিনি সুফয়ান সাওরীর প্রথম যমানার শাইখ। তিনি ১১৮ (বা, ১২৮/১২৭) হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১৪]

১২৩. আবূ ইয়া'ফূর : তাঁর নাম ওয়াক্বদান বা, ওয়াক্বিদ। তিনি সিকাহ। তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১৫]

১২৪. আবূ মালিক, সা'দ ইবন তারিক, আল-আশজা'ঈ : তিনি সিকাহ। সহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবা'আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১৬]

---

৬১১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬
৬১২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৩
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪২৩
৬১৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৯৯
৬১৪. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪০
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫
৬১৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১০৮
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫০
৬১৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১০

উপরিউক্ত সবাই ইমাম আ'যমের উস্তাদ। তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। তিনজন ছাড়া বাকী সবাই কুতুবে সিত্তার(সিহাহ সিত্তা) রাবী। তাদের থেকে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি যে সাহাবী ও ইমাম আ'যমের মাঝে এক বা, দু'জন রাবী থাকেন। ইমাম আ'যমের বর্ণনা উচ্চ সনদসম্পন্ন। তিনি উস্তাদদের ভেতর যারা বিশিষ্ট ফক্বীহ-মুহাদ্দিস তাদের থেকেই বেশি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর মুসনাদসমূহ পর্যালোচনা করলে তা' স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাই বলা যায় এসব রাবী থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীস উঁচু পর্যায়ের সহীহ্ হাদীস।

ইমাম আ'যম(র.)এর মুতাকাল্লাম ফীহ (সমালোচনাযুক্ত) উস্তাদবৃন্দ :

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, ইমাম আ'যমের দিকে সম্পর্কিত মুসনাদগুলোর আলোকে তাঁর প্রায় দুশতাধিক উস্তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও মাকবূল উস্তাদের সংখ্যা ১২৪ জন। বাকী প্রায় ৪০ জন উস্তাদ সমালোচিত। এখানে আমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করব। তাদের সম্পর্কে জারহ-তা'দীলের ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মতামত আলোচনা করে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতির আলোকে তাদের গ্রহণযোগ্যতার অবস্থান নির্ধারণ করব। কেননা বিষয়টি নাজুক, আমাদের মতামত এক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। কোন রাবীর মান-নির্ণয়ের সাথে হাদীস গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি সম্পর্কিত। এ কাজ এক মহান দায়িত্ব। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট জবাবদিহিতার বিষয় সামনে চলে আসে। আমরা এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব।

১. আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইবন মুসলিম, আল-হাজারী, আল-'আব্দী, আল-কূফী : এক দল মুহাদ্দিস তাঁর স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবন মা'ঈন, বুখারী, নাসাঈ, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আ অন্যতম।

ইবন 'আদী বলেন, 'তাঁর দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীস লিখা হতো। মুহাদ্দিসগণ শুধু ('আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থেকে আবুল আহওয়াস ও) আবুল আহওয়াস থেকে তাঁর বর্ণনা প্রত্যাক্ষ্যাণ করেছেন, তাঁর সাধারণ বর্ণনা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।'

ইমাম ফাসাবী বলেন, 'তিনি সব কিছু মারফূ' (নবীর দিকে সম্বন্ধ করে) বর্ণনা করতেন, তিনি গ্রহণযোগ্য।' ইমাম আয্‌দী বলেন, 'তিনি সত্যবাদী, মারফূ' বর্ণনাকারী, তাঁর অনেক ভুল হতো।'

হাফিয ইবন হাজার বলেন, ইমাম সুফয়ান(ইবন 'উয়াইনা) বলেছেন, 'আমি ইবরাহীম আল-হাজারীর কাছে আসলে তিনি তাঁর লিখিত কিতাবগুলো আমাকে দিলেন, আমি শাইখের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সেগুলো সংশোধন করে দিলাম।' এঘটনার টীকায় ইবন হাজার বলেন, এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ ; কারণ মাওকূফ(সাহাবীর বর্ণনা) হাদীসকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করাই তাঁর মূল ত্রুটি(আর তা সুফয়ান সংশোধন করে দিয়েছেন)।

ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তিনি সত্যবাদী, তাঁর হাদীস মাকবূল(গ্রহণযোগ্য)। ইমাম সুফয়ান তাঁর রিওয়ায়াত সংশোধন করে দিয়েছেন, তাঁর ত্রুটি এমন মারাত্মক নয় যে তাতে হাদীসে মিশ্রণ-বৃদ্ধি ঘটে। তাই তাঁর হাদীস গ্রহণ করতে সমস্যা নেই।

তাছাড়া ইমাম মুনযিরী বলেন, ‘ইমাম ইবন হিব্বান ও ইবন খুযাইমা তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন ও তাদের

সহীহ কিতাবদ্বয়ে তাঁর বর্ণনা এনেছেন।’ সুনান ইবন মাজাহ্তেও তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১৭]

২. ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির ইবন জাবির, আল-বাজালী, আবূ ইসহাক, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা‘ঈন তাঁকে য‘ঈফ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হাতিম বলেন, তিনি মজবুত নন।

কিন্তু ইবন সা’দ বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল ও ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি গ্রহণযোগ্য।

ইমাম ‘ইজলী বলেন, ‘তাঁর হাদীস বর্ণনা করা জায়িয, একবার ‘আব্দুর রহমান ইবন মাহদীর মাজলিসে যখন ইবন মা‘ঈন তাঁকে য‘ঈফ বললেন, তখন ইবন মাহদী গোস্সা হয়ে তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলেন।’

ইমাম ইবন ‘আদী বলেন, য‘ঈফ রাবী হিসেবে তাঁর হাদীস লেখা হতো।

ড. ‘আব্দুহু হারিছী বলেন, ‘এ পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তিনি খুব য‘ঈফ(দুর্বল) ছিলেন না। তাঁর স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে তাঁকে দুর্বল বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি সাদূক, কিছু লোক তাঁকে দুর্বল বললেও অন্যরা তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।’

তাছাড়া সুনান আরবা‘আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬১৮]

৩. আবূ ‘আব্দিল মালিক, ইসমাঈল ইবন ‘আব্দিল মালিক ইবন আবিস সুফাইর, আল-আসাদী, আল-মাক্কী : ইমাম ইবন মাহদী ও আবূ হাতিম তাঁকে য‘ঈফ বলেছেন, কিন্তু তিনি মাতরূক(পরিত্যাক্ত) পর্যায়ের দুর্বল নন। ইমাম ইবন মা‘ঈন বলেন, তিনি চলনসই। ইমাম বুখারী ও ইবন ‘আদী বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস লেখার যোগ্য। ইমাম ইবন মাহদী মত প্রকাশ করেছেন যে, সুফয়ান সাওরী তাঁর থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো য‘ঈফ নয়। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার অনেক ভুল হতো। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাঁর স্মরণশক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী। ইমাম বুখারী ‘জুয রফ‘উল ইয়াদাইনে’, ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্ তাদের সুনানে তাঁর

৬১৭. ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৬
- ইবন ‘আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৩
- আয-যাহাবী, *মীযানুল ই‘তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫
- ‘আব্দুল ‘আযীম ইবন ‘আব্দিল ক্বাবী, আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪০৭হি.), খ. ৪, পৃ. ৫৬৭
- ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৬১৮. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭
- প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৬
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২
- ইবন ‘আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৩

♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩১
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭
♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

বর্ণনা এনেছেন।[৬১৯]

৪. আবূ ইসহাক, ইসমা'ঈল ইবন মুসলিম, আল-মাখযূমী, আল-মাক্কী : তিনি ফক্বীহ ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। কিন্তু যাওরী ইমাম ইবন মা'ঈন ও 'উবাইদ ইবন 'উমাইর থেকে তাঁর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ যুর'আ বলেন, তিনি চলনসই, তবে হাসান বসরীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় নি। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস(তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য)। ইমাম নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ গণ্য করেছেন। এসব ইমামদের তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলাই যথেষ্ট, তাকে য'ঈফ সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবন হিব্বান, নাসাঈ ও হাফিয ইবন হাজারের মতে তাঁর মতো একই নামের আরেকজনকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে যেয়ে ভুলক্রমে অনেকে তাঁকে য'ঈফ বলেছেন।[৬২০]

৫. আবূ ইয়াহইয়া, আইউব ইবন 'উতবা, আল-ইয়ামামী : তিনি ইয়ামামার বিচারক ছিলেন। ইমাম আহমাদ ও ইবন মা'ঈন তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আবূ যুর'আ শুধু 'ইরাকী হওয়ার ভিত্তিতে তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ থেকে তাঁর সিকাহ হওয়াও বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হাতিম তাঁকে সিকাহ বলেছেন। সুলাইমান ইবন দাউদ বিন শু'বা, আল-ইয়ামামী বলেন, তিনি ইমাম ইয়াহইয়া(ইবন আবী কাছীর) থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন ও তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর হাদীস লিখা হতো। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি যদি য'ঈফও হন তবে খুব য'ঈফ(দুর্বল) নন। এজন্য হাফিয যাহাবী তাঁকে লাইয়িন(সামান্য দুর্বল) বলেছেন। সুনান ইবন মাজাহ্‌তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬২১]

---

৬১৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৬
♦ আল-'উকাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৬
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৯
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৭
♦ প্রাগুক্ত, *যিক্‌রু আসমাই মান তুকুল্লিমা ফীহ ওয়া হুয়া মুওয়াছ্‌ছাক* (মিসরঃ মাকতাবাতুল মানার, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৪৬
৬২০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯০
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৭
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৭
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫০
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯
৬২১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৭
♦ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৯
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৩
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫১

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৯

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯১

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫৬

৬. আবূ 'উবাইদ, খালিদ ইবন 'উবাইদ, আল-'আতাকী, আল-বসরী : ইমাম বুখারী বলেন, তাঁর সমস্যা রয়েছে। ইমাম বুখারী কোন রাবী সম্পর্কে যদি বলেন, তার সমস্যা রয়েছে তাহলে বুঝতে হবে তিনি অল্প দুর্বল(য'ঈফ) রাবী। ইমাম ইবন হিব্বান ও হাকিম এই রাবীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছেন। তারা বলেন, তিনি হযরত আনাস(রা.)এর নামে জাল হাদীস রচনা করেছেন। একথা সত্য নয়, কারণ ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহে কোন মারাত্মক মুনকার হাদীস নেই। তাছাড়া তিনি সেযুগের একজন সম্মানিত শাইখ ছিলেন। 'উলামা কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা জানাতেন। ইমাম ইবনুল মুবারক বাহনে আরোহণ কালে তাঁর পোশাক ঠিক করে দিতেন। অনেক মুহাদ্দিস তিনি যে আনাস(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তা' অস্বীকার করেন নি। এসবের পরও হাফিয ইবন হাজার তাঁকে মাতরূকুল হাদীস বলেছেন। ড.'আব্দুহু হারিছী বলেন, আমার মনে হয় অনুলিপিকারের ভুল হয়েছে, কারণ তাঁর থেকেও নিচু স্তরের রাবীর ব্যাপারে হাফিয ইবন হাজার 'মাকবূল', 'সাদূক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমার মতে তিনি 'মাকবূল', বিশেষতঃ যখন তাঁর হাদীসের মুতাবে'(অন্য রাবী বর্ণিত সনদ) পাওয়া যাবে। তিনি মাতরূক বা, হাদীস জালকারী নন।[৬২২]

৭. রবাহ, আল-কূফী : বলা হয় তিনি হযরত 'উছমান(রা.)এর গোলাম ছিলেন ও তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান বলেন, আমি তাঁকে ও তাঁর পিতাকে চিনি না, এর ভিত্তিতে হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাজহূল(অপরিচিত)। ইবন আবী হাতিম বলেন, আমার আব্বা তাঁর ব্যাপারে কোন জারহ-তা'দীল করেন নি। এর থেকে বুঝা যায় তিনি মাজহূলুল হাল(অবস্থাগত অপরিচিতি) নন। যদি 'মাজহূল' দিয়ে উদ্দেশ্য হয় 'মাজহূলুল 'আইন'(সত্ত্বাগত অপরিচিতি) তাতেও সমস্যা নেই। এমন রাবী থেকে বর্ণনা করা ইমাম আ'যমের মর্যাদাকে খাটো করে না। সুনান আবী দাউদে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬২৩]

৮. আবূ সালামা, সুলাইম(ইমাম শা'বীর গোলাম), আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন তাকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ্ নন। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ বলেছেন এবং তাঁর 'সহীহ'তে তাঁর বর্ণনা এনেছেন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর বর্ণিত মতন(বক্তব্য) মুনকার নয়, তাঁর দোষ ছিল সনদ নিয়ে, তিনি ঠিকমত সনদ বলতে পারতেন না। অতএব বলা যায়, তিনি

---

৬২২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯১

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪২

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৯

♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৫

♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৬২৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯২

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৮

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫০

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮

স্মরণশক্তির দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। তিনি কোন মুনকার রিওয়ায়াত করেন নি।[৬২৪]

৯. আবূ সুফয়ান, তুরাইফ ইবন শিহাব, আস-সা'দী, আল-আশাল্ল : ইমাম ইবন মা'ঈন ও আবূ হাতিম তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। হাফিয ইবন 'আব্দিল বার বলেন, 'তাঁর য'ঈফ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।' কিন্তু তাঁর য'ঈফ হওয়া শুধু স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, 'অনেক সিকাহ্ রাবী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁরা শুধু তাঁর ব্যাপারে এই আপত্তি তুলতেন যে, তিনি হাদীসের এমন মতন(মূলপাঠ) পেশ করতেন যা অন্যদের থেকে ভিন্ন হতো। তাঁর সনদ সঠিক ছিল।' ইমাম ইবন 'আদীর বক্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, তিনি খুব য'ঈফ ছিলেন না। সুনান তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্‌তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬২৫]

১০. 'আব্দুর রহমান ইবন হাযম, আল-কূফী : ইমাম আবূ হানীফা তাঁর থেকে ((ما زال جبريل يوصيني بالجار)) এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাজহূল। খাওয়ারিযমী বলেন, তিনি তাবি'ঈ। ইমাম আ'যম তাঁর থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা' প্রসিদ্ধ হাদীস, তাই এহাদীস তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করার কারণে ইমাম আ'যমকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।[৬২৬]

১১. আবূ উমাইয়া, 'আব্দুল কারীম ইবন আবিল মুখারিক, আল-বসরী : তিনি মক্কায় থাকতেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, আহমাদ ও আইয়ূব তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ'তে এক হাদীসের যিয়াদাতে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন । ইমাম মুসলিমের মুকাদ্দিমায়, সুনান নাসাঈ ও সুনান ইবন মাজাহ্‌তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। হাফিয ইবন হাজার বলেন, ইমাম বুখারী 'সহীহ'তে 'আমালের ফযীলতের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। উপরের বর্ণনা থেকে বুঝা গেল তিনি খুব য'ঈফ ছিলেন না, তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য। তিনি ১২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬২৭]

১২. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন দীনার, আল-বাহরানী, আল-আসাদী, আল-হিমসী : ইমাম ইবন মা'ঈন তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি মজবুত নন। ইমাম দারাকুতনীও তাঁকে

---

৬২৪. ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১২
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩২
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৩
৬২৫. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৬
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৬
♦ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯২
♦ আল-'উকাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৯
৬২৬. ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯১
♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.
৬২৭. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১২
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৫
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৩
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৬

য'ঈফ বলেছেন। কিন্তু ইমাম হাকিম ও ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম আবূ যুর'আ বলেন, তিনি শাইখ, মাঝে মাঝে মুনকার রিওয়ায়াত করতেন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর মুনকার রিওয়ায়াত খুব বেশি নয়।

অতএব বলা যায় ইমাম ইবন হিব্বান ও হাকিমের মতে তিনি য'ঈফ ছিলেন না, যদিও তারা জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে মজবুত নন। আর য'ঈফ ধরা হলেও তিনি খুব য'ঈফ নন। সুনান ইবন মাজায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬২৮]

১৩. 'আব্দুল মালিক ইবন 'আতিয়্যা, আল-কুরাযী : ইমাম আযদী বলেন, তাঁর হাদীস মজবুত নয়। এর থেকে তিনি খুব য'ঈফ এটা বুঝা যায় না।[৬২৯]

১৪. আবূ 'আব্দিল কারীম, 'উবাইদা ইবন মু'আত্তিব, আয-যবী, আল-কূফী : তাঁকে যুহাইর ইবন মু'আবিয়া য'ঈফ বলেছেন, কিন্তু হাফস ইবন গিয়াছ তা' প্রতিবাদ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, লোকেরা তাঁর হাদীস পরিত্যাগ করেছে। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর হাদীস লেখা হতো, ইমাম বুখারী তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুনান আবী দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্তেও তাঁর হাদীস রয়েছে। তাঁর দুর্বলতার কারণ হলো, তিনি শেষ জীবনে ভুল বলতেন ও স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছিল। ইমাম সাজী বলেন, তিনি সাদূক, তাঁর স্মৃতিশক্তি ভাল নয়। ইমাম ইবনুল মুবারক বলেন, যারা তাঁর স্মৃতি পরিবর্তন হওয়ার আগে রিওয়ায়াত করেছেন, তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। ইমাম আ'যম তাঁর ইন্তিকালের অনেক আগে ইন্তিকাল করেছিলেন, তাই তাঁর থেকে বর্ণনা করার কারণে ইমাম আ'যমকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।[৬৩০]

১৫. আবূ মুহাম্মাদ, 'আতা ইবন 'আজলান, আল-হানাফী, আল-বসরী : তিনি সুগন্ধি-বিক্রেতা(আত্তার) ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। 'আমর ইবন 'আলী তাকে কায্যাব(মিথ্যাবাদী) বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আবূ যুর'আ ও ইমাম নাসাঈ তাকে য'ঈফ বলেছেন। ইবন হিব্বান বলেন, তাকে যেমন তালকীন করা হতো তেমনই বলতেন, সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ফলে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকেও জাল রিওয়ায়াত করতেন। তার থেকে হাদীস লেখা

---

৬২৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৮
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৯
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১
৬২৯. ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৭
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬০
৬৩০. ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৩
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮০
♦ প্রাগুক্ত, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৯
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৪

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫

♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

বৈধ নয়। ড. 'আব্দুহু হারিছী বলেন, ''ইমাম 'ইজলী তাকে সিকাহ বলেছেন। তিনি জারহ-তাদীলের ক্ষেত্রে মুতাসাহিল(ঢিলেঢালা) হলেও তার মত অন্যদের সাথে মিলালে উক্ত রাবীকে বড়জোড় য'ঈফ বলা যায়, মাতরূক বা কায্যাব নয়।'' সুনান তিরমিযীতে তার বর্ণনা রয়েছে।[৬৩১]

১৬. 'আতিয়্যা, আল-'আওফী : পুরো পরিচয়- আবুল হাসান, 'আতিয়্যা ইবন সা'দ ইবন জুনাদা, আল-'আওফী, আল-কূফী। ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও অন্যরা তাকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম ও ইবন 'আদী বলেন, তিনি য'ঈফ, তার হাদীস লিখা হতো। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি নেককার। ইবন সা'দ তার সমালোচিত হাদীসগুলো পর্যালোচনার পর বলেন, তিনি সিকাহ, ইনশাআল্লাহ, তার বর্ণিত কিছু সঠিক হাদীস রয়েছে। ইমাম 'ইজলী তাকে সিকাহ বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, তিনি মাকবূল, তবে অনেক ভুল করতেন।

আমাদের মতে তাকে দুর্বল বলার মূল কারণ হলো তিনি শী'আ ছিলেন। সুনান আবী দাঊদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ ও বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১১১/১২৭** হিজরীতে ইন্তি-কাল করেন।[৬৩২]

১৭. আবূ 'উছমান, 'আমর ইবন 'উবাইদ ইবন বাব, আল-বসরী, আত-তামীমী : তিনি কাদরিয়া ও মুতাযিলা মতবাদ সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। ইমাম আহমাদ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন।

ইমাম ইবন মা'ঈন ও আবূ হাতিম তাকে মাতরূক(পরিত্যাজ্য) বলেছেন।

ইবন 'আওন ও 'আওফ তাকে অভিযুক্ত করেছেন। তাকে পরিত্যাগের কারণ বর্ণনা করে আবূ নু'আইম হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী কারণে 'আমর ইবন 'উবাইদকে পরিত্যাগ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, সে কাদরিয়া মতবাদের দিকে লোকদের ডাকত, তবে সে 'আবিদ('ইবাদাতগুজার), যাহিদ(দুনিয়াবিরাগী) ছিল। ইমাম ইবন 'উয়াইনা বলেন, হাসান বসরী একবার 'আমর ইবন 'উবাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সে যদি বিদ'আতে না জড়াতো তাহলে বসরার যুবকদের সর্দার হতো।

তাহলে বুঝা গেল বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি পরিত্যাক্ত ছিলেন। তিনি যদি সেদিকে ডেকে থাকেন তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বিদ'আতী হওয়ার আগে ইমাম হাসান

---

৬৩১. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৫

♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৬

♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৬

♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৭৬

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩০

♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৫

♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৬৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২৫
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৪

বসরীর সহচর ছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা সম্ভবতঃ সেসময় তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[৬৩৩]

১৮. আবূ জা'ফার, 'ঈসা ইবন মাহান, আত-তামীমী, আর-রাযী : ইমাম আহমাদ, ইবন হিব্বান ও 'উকাইলী তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান বলেন, তিনি একা প্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে অপ্রসিদ্ধ কথা(মুনকার) বর্ণনা করতেন। তাঁর যে বর্ণনা সিকাহ্ রাবীদের সাথে মিলে না তা সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা আমার পছন্দ নয়। ইমাম ইবন মা'ঈন তাকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম, আবূ যুর'আ তাঁকে সিকাহ্, সাদূক বলেছেন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো সঠিক। মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। আমি আশা করি তিনি গ্রহণযোগ্য। হাফিয যাহাবী তাকে সালিহুল হাদীস বলেছেন। হাফিয হাইছামী বলেন, 'ঈসা ইবন মাহান সিকাহ্, তার সম্পর্কে যে সমালোচনা রয়েছে তাতে সমস্যা নেই। অতএব, ইবন মা'ঈন, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আ, ইবন 'আদী, যাহাবী ও হাইছামীর মতে তিনি মাকবূল। সুনান আবী দাউদে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৬৩৪]

১৯. আবূ 'আমর/আবূ সা'ঈদ, মুজালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন 'উমাইর ইবন বিসতাম, আল-হামদানী, আল-কূফী : ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন, ইবন মাহদী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করতেন না, আহমাদ তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না, কারণ তিনি অনেক হাদীস মারফূ' রিওয়ায়াত করতেন যেগুলো অন্যরা মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন নি। ইমাম 'ইজলী, নাসাঈ তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তাঁকে 'সাদূক' হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। সহীহ মুসলিম ও সুনান আরবা'আয় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। তাই বলা যায় তিনি মাকবুল(গ্রহণযোগ্য)।[৬৩৫]

৬৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬২
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫৩
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০৪
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৩
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৬
♦ আবূ নু'আইম, *কিতাবুয যু'আফা* (মরক্কো : দারুছ ছাকাফা, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ২৭৭
৬৩৪. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৭
♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫৪
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৪
♦ আল-হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৪
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৪৬
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৯
৬৩৫. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২০
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৯
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬১

♦ আবূ হাফস, 'উমার ইবন 'উছমান ইবন শাহীন, *তারীখু আসমাইস সিকাহ* (কুয়েত : আদ্দারুস সালাফিয়্যা, ১৪০৪ হি.), পৃ. ২৩৪ ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮

২০. মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর, আল-হানযালী, আল-বসরী, আত-তামীমী : ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি মজবুত নন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তিনি কম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস গরীব-আফরাদ(অন্যরাবীদের বিপরীত একক বর্ণনা)। তাঁর দুর্বলতা সত্ত্বেও ইমাম মুসলিম পার্শ্ববর্ণনা হিসেবে তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবন হিব্বানের বর্ণনার আলোকে তিনি খুব য'ঈফ নন।[৬৩৬]

২১. আবুন নযর, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব ইবন বিশর ইবন 'আমর, আল-কালবী, আল-কূফী : তিনি নসব(বংশ-পরিচয়) বিশেষজ্ঞ ও মুফাসসির ছিলেন। অনেকে তাঁকে য'ঈফ বলেছেন, অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর অনেক সমালোচলা হয়েছে। তিনি মুরজী ছিলেন। তাঁর সমস্যার বর্ণনা দিতে যেয়ে ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন, কালবীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভুলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, 'তাঁর বর্ণিত কিছু হাদীস সঠিক, বিশেষভাবে আবূ সালিহ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি তাফসীরে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর তাফসীর দীর্ঘ ছিল। অনেক সিকাহ রাবী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, হাদীসে কিছু মুনকার বর্ণনা রয়েছে, য'ঈফ রাবী হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। তাঁর হাদীস লেখা হতো।' এর আলোকে বলা যায় তিনি খুব য'ঈফ ছিলেন ছিলেন না। ইমাম আ'যম প্রথমযুগে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সুনান তিরমিযীতে তার বর্ণনা রয়েছে।[৬৩৭]

২২. আবূ 'আব্দির রহমান, মুহাম্মাদ ইবন 'উবাইদিল্লাহ ইবন আবী সুলাইমান, আল-'আরযামী, আল-গয্যারী, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি তেমন (মজবুত) নন। ইমাম আহমাদ ও বুখারী বলেন, ইবনুল মুবারক ও ইয়াহইয়া তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম ওয়াকী বলেন, 'আরযামী নেক লোক, তাঁর কিতাবগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি মুখস্থ বলতে যেয়ে মুনকার বর্ণনা করেছেন। ইবন সা'দও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাজী বলেন, তিনি সাদূক, কিন্তু শেষে স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছিল। সুনান তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। অতএব বলা যায় যারা তার স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হওয়ার আগে তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তারা অভিযুক্ত নন। যেমন ইবনুল

---

৬৩৬. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬

♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৭

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৯

♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৩

♦ আল-'উক্বাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৮

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫৯

♦ আল-ইমাম আন- নাসাঈ, *আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি.), পৃ. ২৩৫

♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৪৭

৬৩৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৫৭

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৩

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৪

♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৪

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৮
♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৯

মুবারক তার থেকে বর্ণনা করতেন পওে তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ইমাম যাইলা'ঈ বলেন, ইমাম আবূ হানীফাও তাঁর কিতাবসমূহ নষ্ট হওয়ার আগে তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাই ইমাম আ'যমকে দোষারোপ করা যায় না।[৬৩৮]

২৩. আবূ কুদামা, মিনহাল ইবন খলীফা, আল-'ইজলী, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন, নাসাঈ ও ইবন হিব্বান তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহ(সৎ,গ্রহণযোগ্য), তাঁর হাদীস লেখা হতো। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সালিহ, তবে তাঁর সমস্যা রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, তিনি জায়িযুল হাদীস। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তিনি মুহাদ্দিসদের কাছে মজবুত নন। ইমাম বায্যার তাঁকে সিকাহ বলেছেন। সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবন খুযাইমা, সুনান আবী দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্তে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। অতএব তিনি য'ঈফ নন।[৬৩৯]

২৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ, নাসিহ ইবন 'আব্দিল্লাহ/'আব্দির রহমান, আত-তামীমী, আল-কূফী : ইমাম ইবন মা'ঈন, 'আমর ইবন 'আলী, নাসাঈ ও আবূ হাতিম তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। কিন্তু হাসান ইবন সালিহ বলেন, তিনি উত্তম লোক। ইমাম ইবন হিব্বান বলেন, তিনি নেককার শাইখ ছিলেন। তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগীর ঝোঁক প্রবল ছিল। এজন্য অনেক সময় আন্দাজ করে কথা বলতেন। ইবন 'আদী বলেন, তাঁর হাদীস লেখা হতো। তিনি কূফাবাসী শী'আদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুনান তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। অতএব বুঝা গেল তিনি খুব য'ঈফ ছিলেন না। স্মৃতির দিক থেকে দুর্বল ছিলেন, ন্যায়পরায়নতার('আদালাত) দিক থেকে নয়।[৬৪০]

২৫. আবূ জানাব, ইয়াহইয়া ইবন আবী হাইয়্যা, আল-কালবী, আল-কূফী : ইমাম ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, 'ইজলী, জূযেজানী তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি মজবুত নন। কিন্তু

৬৩৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৮৭
♦ প্রাগুক্ত, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৬৮
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৭
♦ ইবন মা'ঈন, *আত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৩৪
♦ আল-ইমাম আদ-দারাকুতনী, *কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন*, ি ি ি.ধযষধষফবব৹য়.পড়স , পৃ. ২০
♦ জামালুদ্দীন, আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ, আয-যাইলা'ঈ, *রিজালু আবী হানীফা* (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, পাণ্ডুলিপি), হাদীস নং ১৮২
৬৩৯. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮২
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩০
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৫৭
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯১
৬৪০. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৫৮
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০২
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪০
♦ প্রাগুক্ত, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৩

♦ ইবন ‘আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪

ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন, তিনি সাদূক ছিলেন তবে তাদলীস করতেন। ইমাম আবূ নু‘আইম বলেন, তিনি চলনসই তবে তাদলীস করতেন। ইমাম আহমাদ, ইবন মা‘ঈন, আবূ দাঊদ, আবূ যুর‘আও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ গণ্য করেছেন। সুনান আবী দাঊদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহতে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৬৪১]

২৬. ইয়াহইয়া ইবন ‘আমির, আল-বাজালী : ইমাম খাওয়ারিযমী ‘জামিউ‘ল মাসানীদে’ ও হাফিয ইবন হাজার ‘তা‘জীলুল মানফ‘আ’য় তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন জারহ-তা‘দীল করেন নি।[৬৪২]

২৭. ইয়াহইয়া ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মাওহিব, আল-কুরাশী : ইমাম খাওয়ারিযমী তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন জারহ-তা‘দীল করেন নি। ড. কাসিম ‘আব্দুহু হারিছী বলেন, অন্য কেউ তাঁর জীবনী লিখেছেন কিনা তা জানতে পারিনি।[৬৪৩]

২৮. ইয়াহইয়া ইবন ‘আব্দিল মাজীদ ইবন ওহব, আল-কুরাশী : এই রাবীর ব্যাপারেও কোন জারহ-তা‘দীল উল্লিখিত হয় নি।[৬৪৪]

২৯. ইয়াহইয়া ইবন মা‘মার : ইমাম খাওয়ারিযমী ‘জামিউ‘ল মাসানীদে’ তাঁর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন জারহ-তা‘দীল করেন নি। তিনি ইমাম বুখারীর ‘আত-তারীখুল কাবীর’এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর পরিচয় পেশ করেছেন। অথচ উক্ত কিতাবে ‘ইয়াহইয়া ইবন মা‘মার’ নামে কোন রাবীর পরিচিতি নেই। ইমাম খাওয়ারিযমী ইমাম বুখারীর হাওয়ালায় যার পরিচিতি পেশ করেছেন তিনি হলেন ‘ইয়াহইয়া ইবন ‘ইয়া‘মার। সম্ভবতঃ ভুলক্রমে ইয়া‘মার ‘মা‘মার’ হয়ে গিয়েছে। আর ‘ইয়াহইয়া ইবন ইয়া‘মার হলেন প্রসিদ্ধ তাবি‘ঈ ও সিকাহ রাবী, কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ৮৯/১২০/১২৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাই বলা যায় এখানে ‘ইয়াহইয়া ইবন মা‘মারে’র বদলে ‘ইয়াহইয়া ইবন ইয়া‘মার’ হবে। ড. কাসিম ‘আব্দুহু হারিছীও ‘জামিউ‘ল মাসানীদে’র আলোকে ‘ইয়াহইয়া ইবন মা‘মার’ই রেখে দিয়েছেন, বিষয়টি সঠিকভাবে পেশ করেন নি।[৬৪৫]

---

৬৪১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৭৭

♦ ইবন ‘আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২১২

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৮

♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৯৭

♦ আল-‘ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫০

♦ ইব্ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬০

৬৪২. ইবন হাজার, *তা‘জীলুল মানফা‘আ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৬

♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭২

৬৪৩. প্রাগুক্ত

৬৪৪. প্রাগুক্ত

৬৪৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৬৬

♦ প্রাগুক্ত, *তা‘জীলুল মানফা‘আ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৮৩

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১১

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই‘তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৫

♦ ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৪

৩০. ইয়াহইয়া ইবন মুহাজির : ইমাম খাওয়ারিযমী 'জামিউ'ল মাসানীদে' তাঁর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন জারহ-তা'দীল করেন নি। অন্য কোন কিতাবে আমি তাঁর আলোচনা পাইনি।[৬৪৬]

৩১. আবূ কামিল, ইয়াযীদ ইবন রবী'আ, আর-রহাবী, আদ-দিমাশকী : ইমাম বুখারী ও ইবনুল জারূদ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু ইবন 'আদী বলেন, আমি আশা করি তাঁর কোন সমস্যা নেই। আবূ মুসহির বলেন, ইয়াযীদ ইবন রবী'আ ফক্বীহ ছিলেন। তিনি মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন না, শুধু আবূল আশ'আছের সাথে তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করা হয়। তবে আমি আশঙ্কা করি তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল ও তাঁর ভুল হতো। ইমাম ইবন আবী হাতিম তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদের শুরু জীবন ভাল ছিল, মৃত্যুর আগে সংমিশ্রণ ঘটাতেন।
অতএব বলা যায় তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ইমাম আ'যম তাঁর সংমিশ্রণ ঘটানোর পরে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তাই ইমাম আ'যমকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।[৬৪৭]

৩২. ইউনুস ইবন যাহরান : ইমাম খাওয়ারিযমী 'জামিউ'ল মাসানীদে' তাঁর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন জারহ-তা'দীল করেন নি। অন্য কোন কিতাবে আমি তাঁর আলোচনা পাইনি। 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' 'উসদুল গবাহ্' ও 'আল-ইসাবা'য় শুধু এক সাহাবী হাসহাস থেকে তাঁর রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৪৮]

৩৩. ইউনুস ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আবী ফারওয়া, আল-মাদানী, আশ-শামী : কেউ কেউ তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম ইবন আবী হাতিম তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি চলনসই। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্দের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম ইবন 'আদী বলেন, তাঁর সমস্যা নেই, তাঁর হাদীস লেখা হতো। অনেকে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি সালিহ।[৬৪৯]

---

৬৪৬. প্রাগুক্ত
৬৪৭. ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৬
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬১
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩২
♦ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৪
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫৯
৬৪৮. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৪
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৩
♦ ইবনুল আছীর, *উস্দুল গবাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৭
♦ ইবন হাজার, *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭
৬৪৯. প্রাগুক্ত, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৩
♦ প্রাগুক্ত, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩২
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮০
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৬৪৯
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪০

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০৭

ইমাম খাওয়ারিযমী জারহ-তা'দীল ছাড়া কিছুলোকের উপনাম উল্লেখ করেছেন, যারা 'জামি'উল মাসানীদে'র রাবী, ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ। তিনি ছাড়া আর কোন রিজালশাস্ত্রবিদ তাঁর গ্রন্থে তাঁদের উল্লেখ করেন নি। নিম্নে তাঁদের তালিকা দেওয়া হলো :

৩৪. আবূস সিওয়ার/আবুস সাওদা

৩৫. আবূ গস্সান।

৩৬. আবূ 'আব্দিল্লাহ।

৩৭. আবূ খালিদ।

৩৮. আবূ ইয়াহইয়া।

৩৯. আবূ মুহাম্মাদ।

৪০. আবূ সাখরা, আলমুহারিবী।[৬৫০]

পরিশেষে বলা যায় ইমাম আবূ হানীফা যেসব য'ঈফ রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই অল্প য'ঈফ, তাঁদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তাদের অনেকেই কুতুবে সিত্তার কোন না কোন কিতাবের রাবী। এছাড়া অন্যদের থেকে তিনি খুব কম রিওয়ায়াত করেছেন। কোন সিকাহ্ রাবী য'ঈফ রাবী থেকে বর্ণনা করলেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায় না, যদি না তিনি অধিক পরিমাণে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আ'যমের ক্ষেত্রে এটা ঘটেনি। তাই বিনা দ্বিধায় বলা যায় কিছু য'ঈফ রাবী থেকে ইমাম আ'যমের বর্ণনা তাঁর মর্যাদাকে খাটো করেনি।

হাদীস বিষয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ :

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে ইমাম আ'যমের অসংখ্য শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে মুহাদ্দিস ছাত্রের সংখ্যাও কম নয়। যেসব মুহাদ্দিস ছাত্র তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাদের সংখ্যা গণনা করে ইমাম খাওয়ারিযমী তিনশ'তে পৌঁছেছেন। তাদের মধ্যে হাদীসের বড় বড় ইমাম, জারহ-তা'দীলের ইমামগণও শামিল আছেন। তাঁরা যদি তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন, তবে তাঁর মান-মর্যাদা তাঁদের কাছে কেমন ছিল ? মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় যার থেকে সিকাহ রাবীগণ হাদীস গ্রহণ করেন তিনি মাকবুল(গ্রহণযোগ্য)। ইমাম আ'যম থেকে উঁচু মানের সিকাহ রাবীগণ শুধু হাদীস রিওয়ায়াত করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তাঁরা তাঁর ইমামত(শ্রেষ্ঠত্ব) মেনে তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ।[৬৫১]

সাধারণ জীবনীকারগণ সাধারণভাবে ইমাম আ'যমের শিষ্যগণের আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে ইমাম মিয্যী 'তাহযীবুল কামালে'[৬৫২] ও হাফিয যাহাবী 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'য়[৬৫৩] ইমাম আ'যমের যেসব প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন সে আলোকে তাঁর কিছু বিশ্বস্ত ছাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরব যাতে প্রমাণ হবে তিনি কত উঁচু মানের মুহাদ্দিস ছিলেন! আলোচনা যাতে দীর্ঘ না হয়ে যায় সেজন্য শুধু সিকাহ্(নির্ভরযোগ্য) শিষ্যগণের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে।

১. আবূ ইসহাক, ইবারাহীম ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম ইবন 'আব্দির রহমান ইবন 'আওফ, আল-মাদানী : তিনি বাগদাদে থাকতেন। ইমাম আহমাদ তাঁকে সিকাহ্ অভিহিত করে বলেন, তাঁর হাদীস সঠিক। ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ্, হুজ্জাহ্(বড় মাপের রাবী)। ইমাম 'ইজলী ও আবূ হাতিমও

৬৫০. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭

৬৫১. ড. মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২- ১৫৪

৬৫২. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪২০

৬৫৩. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩

তাঁকে সিকাহ বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, অনেকে তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর সমালোচনা করেছেন। তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৫৪]

২. আবূ সা'ঈদ, ইবরাহীম ইবন তহমান বিন শু'বা, আল-খুরাসানী : ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ, আবূ হাতিম তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম দারিমী বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। হাদীসের ইমামগণ তাঁর বর্ণনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, অন্যদের তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করতে উৎসাহ দিতেন। ইমাম সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ও ইসহাক ইবন রাহূয়াহ্ তাঁর প্রশংসা করেছেন। বলা হয়ে থাকে তিনি মুরজিয়াদের সমর্থক ছিলেন, পরে তা প্রত্যাহার করেছেন। তবে বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী ছিলেন। তিনি ১৬৩/১৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৫৫]

৩. আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হারিছ ইবন আসমা ইবন খারিজা, আল-ফাযারী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ, মামুন(আপত্তিমুক্ত), (হাদীসের) ইমাম। ইমাম নাসাঈ, 'ইজলী হাদীস-ফিক্হের ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবন 'উয়াইনা বলেন, তিনি ইমাম, ফক্বীহ্। তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। তিনি ১৮৫/১৮৬/১৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৫৬]

৪. আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইবন মাইমূন, আস-সায়িগ, আল-মারওয়াযী : তিনি বিখ্যাত দা'ঈ-ফক্বীহ ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি মারর্ভের সিকাহ রাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ফক্বীহ, ফাযিল(গুণী), সৎকাজে আদেশদাতাদের(দা'ঈদের) অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি কাজের সময় হাতুড়ি উঁচু করা অবস্থায় আযান শুনতে পেলে, তা ফেলে দিতেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তাঁর হাদীস লেখা হতো, তা' দিয়ে দলীল পেশ করা হতো না। ইমাম আবূ যুর'আ বলেন, তিনি চলনসই। ইমাম বুখারী তা'লীক হিসেবে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সুনান আবী দাঊদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। আবূ মুসলিম খুরাসানী

---

৬৫৪. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬

♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৫

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০১

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৮

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮১

৬৫৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১২

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৩

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭৮

৬৫৬. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩

♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩১

♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, *আত-ত্ববাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৩৯

♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৩

১৩১হিজরীতে তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন।[৬৫৭]

৫. আবুল আগার, আব্‌য়ায ইবন আগার ইবনুস সব্বাহ, আল-মিনকারী, আল-কূফী : ইমাম বুখারী বলেন, তাঁর হাদীস লেখা হতো। ইমাম ইবন আবী হাতিম তাঁর আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন জারহ-তা'দীল করেন নি। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। ইমাম দারাকুতনী কোন প্রমাণ পেশ ছাড়াই বলেছেন, তিনি মজবুত নন।[৬৫৮]

৬. আবূ মুহাম্মাদ, আসবাত ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান ইবন খালিদ ইবন মাইসারা, আল-কূফী : ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন ও ইয়াকূব ইবন আবী শাইবা তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। কূফার কতিপয় মুহাদ্দিস তাঁকে য'ঈফ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ 'আলিমের মতে তিনি সাদূক। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, সত্যবাদী, তবে তাঁর কিছু দুর্বলতা ছিল। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তাই বলা যায় তিনি সিকাহ্, নির্ভরযোগ্য। তিনি ২০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৫৯]

৭. ইসহাক ইবন ইউসুফ ইবন মিরদাস, আল-আযরাক, আল-কুরাশী, আল-মাখযূমী, আল-ওয়াসিতী : ইমাম আহমাদ ও ইবন মা'ঈন তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সহীহুল হাদীস(হাদীস বর্ণনায় সঠিক), সাদূক, তাঁর সমস্যা নেই। আহমাদ ইবন 'আলী বলেন, তিনি সিকাহ, বিশ্বস্ত, ইবাদাতগুজার, নেককার বান্দা। হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬০]

৮. আবূ 'উতবা, ইসমা'ঈল ইবন আইয়াশ ইবন সুলাইম, আল-'আনাসী, আল-হিমাসী : তিনি প্রাচীন সিরিয়ার(শাম) মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছিলেন হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম। ইমাম আহমাদ,

---

৬৫৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫০
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৪
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯
♦ প্রাগুক্ত, *যিকরু আসমাই মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুওয়াছ্‌ছাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৬৫৮. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১১
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৬
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৯
৬৫৯. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৫
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৩
৬৬০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭১
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৬

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯৬

দাঊদ ইবন ‘আমর, ‘আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবুল ইয়ামান বলেন, আমরা হাদীস অন্বেষণে নানা জায়গা সফর করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে দেখতাম আমরা যা লিখে এনেছি তা’ ইসমা‘ঈল ইবন ‘আইয়াশের কাছে মওজুদ রয়েছে। তিনি **১৮১/১৮২** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারীর ‘জুয্‌উ রফ‘ইল ইয়াদাইন’ ও সুনান আরবা‘আয় তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে।[৬৬১]

৯. আবূ ইসমা‘ঈল, বাশার ইবনুল মুফায্‌যাল ইবন লাহিক, আর-রুকাশী, আল-বসরী : তিনি বসরার বিখ্যাত হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম আহমাদ (ইবন হাম্বাল) ও ইবন মা‘ঈন বলেন, তিনি বসরার সবচেয়ে মজবুত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম ‘আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি প্রতিদিন চারশ’ রাক‘আত নফল পড়তেন। একদিন পর পর রোযা রাখতেন। ইমাম আবূ যুর‘আ, নাসাঈ, আবূ হাতিম ও ইবন সা‘দ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১৮৬** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬২]

১০. আবুন নাযর, জারীর ইবন হাযিম ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন শুজা‘, আল-আযদী, আল-বসরী : তিনি ইমাম আ‘যমের সহপাঠীও ছিলেন। তিনি বসরার মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবন মাহদী ও শু‘বা তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবূ নু‘আইম বলেন, আমি ইমাম হাম্মাদকে দেখেছি তিনি জারীরকে সবচে’ বেশি সম্মান দেখাতেন। ইমাম ইবন মা‘ঈন, দাওরী ও অন্যরা তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। কাতাদার থেকে বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু এটা কোন সমস্যা নয়। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১৭০** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬৩]

১১. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, জারীর ইবন ‘আব্দিল হামীদ ইবন কুর্‌ত, আয-যবী, আর-রাযী : তিনি হাফিযুল হাদীস ও বিচারক ছিলেন। ইমাম ইবন মা‘ঈন বলেন, তিনি সিকাহ ছিলেন, তাঁর কাছে মানুষ ‘ইলম শিখতে আসত। ইবন ‘আম্মার, আল-মাওসিলী বলেন, তিনি হুজ্জাহ্(বড় মাপের মুহাদ্দিস), তাঁর কিতাবগুলো সহীহ। ইমাম ইবনুল মাদীনী তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আবুল কাসিম, আল-লালকাঈ বলেন, তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১৮৮**

---

৬৬১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮০

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩

♦ আস-সুয়ূতী, *তবাকাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০

৬৬২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০২

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৯

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৬

♦ ইব্‌ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯০

৬৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৯

♦ প্রাগুক্ত, *আল-‘ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪৪

♦ ইব্‌ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭৮

হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬৪]

১২. আবূ 'আওন, জা'ফার ইবন 'আওন ইবন জা'ফার ইবন 'আমর ইবন হুরাইছ, আল-মাখযূমী, আল-কূফী : তিনি কূফার মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সাদূক। ইমাম ইবন হিব্বান, ইবন শাহীন ও ইবন কানি' তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ২০৬/২০৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬৫]

১৩. আবূ ইসমা'ঈল, হাতিম ইবন ইসমা'ঈল, আল-মাদানী, আল-হারিছী : ইমাম আহমাদ ও আবূ হাতিম তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, মামূন(আস্থাভাজন), অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর কোন সমস্যা নেই। ইমাম ইবন মা'ঈন ও 'ইজলী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তাঁকে য'ঈফ বলা হলে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল তা' অগ্রাহ্য করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৮৬/১৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬৬]

১৪. হাসান ইবনুল হুর ইবনুল হাকাম, আন-নাখা'ঈ : তিনি দামিশ্কে থাকতেন। তিনি ইমাম আ'যম থেকে বয়সে বড় ছিলেন, তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হাদীসের ইমাম ও 'আবিদ ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, ইবন আবী শাইবা, নাসাঈ, ইবন খিরাশ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যুহাইর বলেন, তিনি সিকাহ্, সাদূক, বুদ্ধিমান। ইমাম হাকিম, ইবন সা'দ, হারাবীও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ ও নাসায়ীতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৬৭]

---

৬৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭১
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮১
৬৬৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৩৯
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৪
৬৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭০
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১০
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৮
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৫
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২৫
৬৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০২
♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৯
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৫৩
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫২
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৪

১৫. হাসান ইবন যিয়াদ, আল-লু'লুআই : তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ, কূফার কাযী ছিলেন। ইমাম আ'যমের বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ইবন জুরাইজ থেকে বার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, যা ফক্বীহ্দের একান্ত প্রয়োজন। খতীব বাগদাদী তাঁর জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ২০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৬৮]

১৬. আবূ 'আলী, হুসাইন ইবনুল ওয়ালীদ, আল-কুরাশী, আন-নাইসাবুরী : তিনি ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি জিহাদে বেশি সময় ব্যয় করতেন। ইমাম আহমাদ তাঁকে সিকাহ বলেছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবন মাহদী, ইবন মা'ঈন, দারাকুতনীও তাঁকে সিকাহ বলেছেন। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি সিকাহ, ফাকীহ, তাঁর যুগে নিজ এলাকার শাইখ ছিলেন। তিনি ২০২/২০৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী তা'লীক হিসেবে, ইমাম আবূ দাউদ 'মাসাইলে' ও নাসাঈ 'সুনানে' তাঁর রিওয়ায়াত এনেছেন।[৬৬৯]

১৭. আবূ 'উমার, হাফস ইবন গিয়াস ইবন তল্ক ইবন মু'আবিয়া, আল-কূফী : তিনি কূফা ও বাগদাদের কাযী ছিলেন। তিনি হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ, হাদীসে অভিজ্ঞ ছিলেন, হাদীসে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ইমাম ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আ'মাশের সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। ইমাম নাসাঈ, 'ইজলী, ইবন খিরাশ প্রমুখও তাঁকে সিকাহ বলেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৭০]

১৮. আবূ 'আব্দির রহমান, হাক্কাম ইবন সাল্ম, আল-কিনানী, আর-রাযী : তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ হাতিম, ইবন সা'দ, ইসহাক ইবন রাহূয়াহ/রাহ্ওয়াইহি/রাহাওয়াইহি/রাহুওয়াইহি প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তাঁর কিছু গরীব বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিম ও সুনানে

---

৬৬৮. আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৪
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪৩
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯১
♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৫
♦ কাসিম ইবন কুতলূবগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭
♦ আল-'আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৩
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৪
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান* ,প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৮
৬৬৯. প্রাগুক্ত, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২০
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২২
♦ আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪৩
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯১
৬৭০. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৭
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৭
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২২

♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৯

আরবা'আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ ছাড়া অন্য কিতাবে তাঁর বর্ণনা এনেছেন। তিনি ১৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৭১]

১৯. আবূ উসামা, হাম্মাদ ইবন উসামা ইবন যায়েদ, আল-কূফী : হাদীসের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি সিকাহ্ ছিলেন। তিনি সাহাবী-তাবি'ঈদের অবস্থা সবার থেকে ভাল জানতেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, মামূন, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করতেন। বলা হয় তিনি তাদলীস করতেন। এটাও বলা হয় যে তিনি তাদলীসের কারণ ব্যাখ্যা করে দিতেন। তিনি ২০১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি হাফিযুল হাদীস, হাদীসের ইমাম ও হুজ্জাহ্(উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস)।[৬৭২]

২০. আবূ ইসমা'ঈল, হাম্মাদ ইবন যায়েদ বিন দিরহাম, আল-আযদী, আল-জাহ্যামী, আল-বসরী : তিনি অন্ধ ছিলেন। ইমাম ইবন মাহদী বলেন, হাদীসের ইমাম চারজন, বসরার হাম্মাদ। এরপর তিনি সুফয়ান, মালিক, আওযা'ঈর আলোচনা করলেন। তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। একবার বলেন, সবাই যদি তাঁর বিপরীত বর্ণনা করে তবুও তাঁর বর্ণনাই ধর্তব্য হবে। ইমাম আবূ যুর'আ ও খালিদ ইবন খিদাশ বলেন, তিনি অনেক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও মুসলমানদের সর্দার। হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি হাফিযুল হাদীস, 'ইরাকের শাইখ। তিনি ১৭৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৭৩]

২১. আবূ 'উমারা, হামযা ইবন হাবীব, আয-যাইয়্যাত, আল-কূফী : তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠী ও কিরাত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবূ বাকর ইবন মানজূইয়াহ্ বলেন, তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কিরাত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'ইবাদাত, মর্যাদা, দানশীলতা, তাকওয়া-পরহেযগারীতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, 'ইজলী, ইবন সা'দ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আ'মাশ ও ইবন ফুযাইল বলেন, আমরা মনে করতাম আল্লাহ কূফাবাসী থেকে হামযার কারণে বালা-মুসীবত উঠিয়ে নেন। তাঁর স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করা হয়, কিন্তু এতে তাঁর ইমামত-মর্যাদায় ভাটা পরে না। কারণ তিনি ছিলেন

৬৭১. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩০
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৩
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৮
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮১
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪২
৬৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৪
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮৮
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২১
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান* ,প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৩
৬৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৮

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৭
প্রসিদ্ধ সাত কারীর একজন। সহীহ্ মুসলিম ও সুনান আরবা'আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১৫৬/১৫৮** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬৭৪]

২২. আবূ 'আওফ, হুমাইদ ইবন 'আব্দির রহমান ইবন হুমাইদ ইবন 'আব্দির রহমান, আর-রুআসী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন ও ইবন সা'দ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ইবন আবী শাইবা বলেন, আমি তাঁর মত ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি। তিনি সিকাহ্, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্, সাবত(মজবুত), মেধাবী, 'ইবাদাতগুযার। ইমাম আহমাদও তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি **১৯০** হিজরী বা, তারপরে ইন্তিকাল করেন।[৬৭৫]

২৩. আবূ মুহাম্মাদ, খালিদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আব্দির রহমান ইবন ইয়াযীদ, আত-তহ্হান, আল-ওয়াসিতী, আল-মুযানী : হাদীসের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তিনি সিকাহ্, সাবত, নেককার, সহীহুল হাদীস। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সিকাহ্, হাফিযুল হাদীস। ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, ইবন সা'দ, নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি **১৮২** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৭৬]

২৪. আবূ সুলাইমান, দাঊদ ইবন 'আব্দির রহমান, আল-মাক্কী, আল-আত্তার : ইবন মা'ঈন তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তাঁর সমস্যা নেই, তিনি সালিহ। ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ শাফি'ঈ বলেন, দাঊদ ইবন 'আব্দির রহমান থেকে বেশি পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি। তিনি মক্কার নির্ভরযোগ্য ফক্বীহ ছিলেন। তিনি অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম 'ইজলী, ইবন সা'দ, আজুররী, বায্যার প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইবন মা'ঈন তাঁকে য'ঈফ বলেছেন এমন কথা বর্ণনা করা হয়, ইবন হাজার বলেন, এটি প্রমাণিত নয়। তিনি **১৭৪/১৭৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৭৭]

---

৬৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯০
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০৫
৬৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৮
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৩
৬৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৯৪
৬৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৬
♦ আল-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪০

♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৫

২৫. আবূ সুলাইমান, দাঊদ ইবন নুসাইর, আত-তাঈ, আল-কূফী : ইমাম ইবনুল মাদীনী তাঁর প্রশংসা করে বলেন, তিনি প্রথম 'ইলম-ফিক্‌হ শিখেন, এরপর 'ইবাদাতে লিপ্ত হন। ইমাম সুফয়ান সাওরী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, বুখারী, ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি **১৬৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান নাসায়ীতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৭৮]

২৬. আবূ সাল্‌ত, যায়িদা ইবন কুদামা, আস-সাকাফী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবনুল মুবারক ও ইবন 'উয়াইনা তাঁর প্রশংসা করে বলেন, তিনি কোন কাদরিয়াকে হাদীস শোনাতেন না, তাঁদের থেকে হাদীস নিতেন না। ইমাম আবূ হাতিম, 'ইজলী, ইবন সা'দ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ্, সাবত। তিনি **১৬০** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৭৯]

২৭. যুফার ইবন হুযাইল : তিনি ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ শিষ্য। তাঁর জীবনী ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

২৮. আবূ ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ইবন আবী যায়িদা(খালেদ), আল-হামদানী, আল-ওয়াদি'ঈ, আল-কূফী : ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি সিকাহ্, উত্তমভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস। ইমাম আবূ হাতিম ও আবূ দাঊদ বলেন, তিনি সিকাহ্ কিন্তু তাদলীস করতেন। ইমাম বায্‌যার, ইবন সা'দ, ইবন কানি' তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি **১৪৮/১৪৯** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮০]

২৯. আবূ খাইছামা, যুহাইর ইবন মু'আবিয়া ইবন হুদাইজ ইবনুল রুহাইল/রুজাইল, আল-জু'ফী, আল-কূফী : জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন, তিনি ইমাম, সাবত, সিকাহ্। শু'আইব ইবন হারব বলেন, যুহাইর শু'বার মত বিশ জনের থেকেও বেশি হিফযের অধিকারী ছিলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, বাহবা, বাহবা, তিনি সিকাহ্, সাবত। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ যুর'আও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ্, সাবত, হাফিয,

---

৬৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৩

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬

♦ আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩৫

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪২২

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৯

৬৭৯. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৭

♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৭৮

♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৭

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৫

৬৮০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৩

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০২

♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫৯

♦ ইবন হাজার, *তা'রীফু আহলিত তাকদীস বিমারাতিবিল মাওসূফীনা বিত্‌তাদলীস* (জর্ডান : মাকতাবাতুল মানার,

তা. বি.), পৃ. ৩১

মুতকিন(মজবুত)। তিনি ১৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮১]

৩০. আবুল হুসাইন, যায়িদ ইবনুল হুবাব ইবনুর রাইয়ান, আল-'উক্লী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস, 'ইবাদাতগুযার, হাদীস অন্বেষায় ভ্রমণকারী ছিলেন। ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, ইবনুল মাদীনী, 'ইজলী, দারাকুতনী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সাদূক,সালিহ। তিনি হাদীসের শব্দাবলী ভালভাবে স্মরণ রাখতেন। তিনি ২০৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সহীহ মুসলিম ও সুনান আরবা'আয় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮২]

৩১. আবূ মুহাম্মাদ, সা'ঈদ ইবনুল হাকাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিম, ইবন আবী মারয়াম, আল-জুমাহী, আল-মিসরী : তিনি প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম আহমাদ তাঁর প্রশংসা করেছেন ও তাঁর থেকে হাদীস লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ্, ফক্বীহ। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। মিসরে আমি তাঁর থেকে বিচক্ষণ আর কাউকে দেখিনি। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তিনি আমার নিকট হুজ্জাহ্(উঁচু স্তরের রাবী)। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৩]

৩২. আবুন নযর, সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা(মিহরান), আল-'আদাবী, আল-বসরী : তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠীও ছিলেন। তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, নাসায়ী, আবূ যুর'আ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তাঁর কোন কিতাব ছিল না, তিনি সব হাদীস মুখস্থ রাখতেন। আবূ যুর'আ বলেন, তিনি সিকাহ্, মামূন। কাতাদা থেকে তিনিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আবূ দাউদ তয়ালিসী বলেন, তিনি কাতাদার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিয ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শেষ জীবনে মিশ্রণ ঘটাতেন। তিনি ১৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৪]

---

৬৮১. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৭
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৩
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৮১
- ♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৭

৬৮২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৭
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫০
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৪২
- ♦ আল-ইমাম আদ-দারাকুতনী, *আল-মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১২৩

৬৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫০
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯২
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৬৬

৬৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬০
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৭
- ♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫১

♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭৩

৩৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ, সুফয়ান ইবন সা'ঈদ ইবন মাসরূক, আস-সাওরী, আল-কূফী : তিনি 'হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন' উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন ফিক্‌হ, হাদীস ও যুহদের ক্ষেত্রে তাঁকেই প্রাধান্য দিতেন। হাদীসের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আ'যম(র.)এর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর নামে মিথ্যা বলব না, আমরা তাঁর (আবূ হানীফার) মাঝে কোন দোষ পাইনি।' তিনি ১৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৫]

৩৪. আবূ মুহাম্মাদ, সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা, আল-হিলালী, আল-কূফী : তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফাই প্রথম আমাকে হাদীস শিখতে বসিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইমাম মালিক ও সুফয়ান না থাকলে হিজাযের 'ইলম লোপ পেত। ইবন ওহ্‌ব বলেন, আমি ইবন 'উয়াইনা থেকে আর কাউকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে পারদর্শী দেখিনি। তিনি ১৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৬]

৩৫. আবূ 'আমর, শাবাবা ইবন সিওয়ার, আল-ফাযারী, আল-মাদাইনী : ইমাম ইবন মা'ঈন, 'ইজলী ও ইবন সা'দ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। অনেকে তাঁর হিফযের প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, 'তিনি মুরজী ছিলেন, সেদিকে ডাকতেন।' ইমাম আবূ যুর'আ বলেন, তিনি পরবর্তীতে 'ইরজা' মতবাদ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ২০৪/২০৫/২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৭]

৩৬. শু'আইব ইবন ইসহাক ইবন 'আব্দির রহমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন রাশিদ, আদ-দিমাশকী : ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি সিকাহ্, তাঁর হাদীস কত সহীহ! তিনি কত নির্ভরযোগ্য! ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তিনি সিকাহ্ তবে মুরজী। ইমাম ইবন মা'ঈন, দুহাইম, নাসাঈও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সাদূক। তাঁকে মুরজী বলা হলেও ইমাম তিরমিযী ছাড়া বাকী পাঁচজন

---

৬৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৯
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২২
♦ ইবন শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
♦ ড.মুহাম্মাদ ক্বাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
৬৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১
♦ তাক্বী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
৬৮৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৪
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১২
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭০
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২০
♦ ইবন শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০

তাঁর বর্ণনা এনেছেন। তিনি ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাব মজবুতির সাথে ধরেছিলেন।[৬৮৮]

৩৭. আবূ বিসতাম, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, আল-বসরী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আবিদ ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুফয়ান সাওরী তাঁকে হাদীসের 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, শু'বা না থাকলে 'ইরাকে হাদীস প্রসার লাভ করত না। ইবন সা'দ বলেন, তিনিই প্রথম 'ইরাকে মুহাদ্দিসদের যাচাই-বাছাই করতেন। তিনি ১৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৮৯]

৩৮. আবূ সালিহ, শু'আইব ইবন হার্‌ব, আল-মাদাইনী, আল-বাগদাদী : তিনি মক্কায় থাকতেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ হাতিম ও নাসায়ী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। হাফিয যাহাবী তাঁকে 'ইমাম', 'শাইখুল ইসলাম' উপাধীতে ভূষিত করেছেন। তিনি ইবাদাতগুযারও ছিলেন। তিনি ১৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ তাঁর বর্ণনা এনেছেন।[৬৯০]

৩৯. আবূ মু'আবিয়া, শাইবান ইবন 'আব্দির রহমান, আত-তামীমী, আল-বসরী : হাদীসের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন, কেউ তাঁকে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁরা বলেছেন, তিনি সিকাহ্, হাফিয, সহীহ কিতাবের রচয়িতা। তিনি ইমাম আ'যমের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, ইমাম আ'যমও তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ১৬৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯১]

---

৬৮৮. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৮
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৪
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৭২
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৫
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩
৬৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৮০
♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৪
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫
♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৪৬
৬৯০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৬
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮৮
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০৮
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৯
৬৯১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৬
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৮
♦ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৭৭
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৪৯
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭১

৪০. আবূ 'আসিম, যাহ্হাক ইবন মাখলাদ ইবন যাহ্হাক ইবন মুসলিম ইবন যাহ্হাক, আশ-শাইবানী, আন-নাবীল, আল-বসরী : ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি সিকাহ্, ফক্বীহ। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ্,অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, ফিকহেও তাঁর দখল রয়েছে। ইবন সা'দ সহ আরও অনেকে তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ২১২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী তাঁকে হাফিযুল হাদীস, শাইখুল মুহাদ্দিসীন হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬৯২]

৪১. আবূ সাহ্ল, 'আব্বাদ ইবন 'আওওয়াম ইবন 'উমার ইবন 'আব্দিল্লাহ্, আল-কিলাবী, আল-ওয়াসিতী : জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী তাঁকে হাদীসের ইমাম বলেছেন।[৬৯৩]

৪২. আবূ 'উছমান, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উছমান ইবন খুছাইম, আল-মাক্কী : তিনি ইমাম আ'যম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বয়সে ইমাম আ'যম থেকে বড় ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, 'ইজলী, নাসাঈ, ইবন সা'দ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় (সহীহ বুখারীতে তা'লীক হিসেবে) তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৪]

৪৩. আবূ 'আওন, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আওন ইবন আরতাবান, আল-মুযানী, আল-খয্যার, আল-বসরী : তিনি ইমাম আ'যমের সতীর্থও ছিলেন। ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি সিকাহ্, মজবুত রাবী, গুণী মুহাদ্দিস। হিশাম ইবন হাস্সান বলেন, আমি তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। তিনি ১৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৫]

৪৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক : ইতোপূর্বে তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

৪৫. 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ, আল-মাখযূমী, আল-মাদানী : তিনি ইমাম আ'যমের সমতবকার ছিলেন, তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, নাসাঈ, আবূ হাতিম, 'ইজলী, ইবন

---

৬৯২. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৪
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৮০
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৫
♦ সলাহুদ্দীন, আবুস সফা, খলীল ইবন আইবেক, আস-সফাদী, *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়্যাত*,
f f f .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ৫, পৃ. ২৫৯
৬৯৩. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৬
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮১
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬১
♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩০
৬৯৪. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪১
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৫
♦ প্রাগুক্ত, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬৫
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৯
৬৯৫. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২০
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৪
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬১
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি বিখ্যাত ক্বারীও ছিলেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৬]

৪৬. আবূ 'আলী, 'আব্দুর রহীম ইবন সুলাইমান, আল-কিনানী, আল-মারওয়াযী : ইমাম ওয়াকী' বলেন, তাঁর হাদীস কত সহীহ! ইমাম ইবন মা'ঈন ও আবূ হাতিম তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। তিনি ১৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৭]

৪৭. আবূ বাকর, 'আব্দুর রয্যাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফি', আল-হিময়ারী, আস-সান'আনী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস। ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, আমি তাঁর থেকে উত্তম হাদীস(সংরক্ষক-বর্ণনাকারী) আর দেখিনি। তাঁর উস্তাদ মা'মার বলেন, যদি সে আরও কিছুদিন জীবিত থাকে তাহলে লোকজন তাঁর কাছে হাদীস শিখতে ভিড় জমাবে। সবাই তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। হাদীসে 'আল-মুসান্নাফ' তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব। তিনি ২১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৮]

৪৮. আবূ বিশর, 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ, আল-'আবাদী, আল-বাসরী : তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, সালিহ ইবন আহমাদ প্রমুখ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হাতিম, আবূ যুর'আও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। তিনি ১৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৬৯৯]

---

৬৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮৪
- আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬০
- আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯
- আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩১৮

৬৯৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৮
- আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯১
- আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৩
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৯

৬৯৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৯
- ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৯
- আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৬৩
- প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৯
- ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৪৮

৬৯৯. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫
- আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০
- প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৮
- ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০
- ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৩
- ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৪

৪৯. আবূ ‘উবাইদা, ‘আব্দুল ওয়ারিছ ইবন সা‘ঈদ ইবন যাকওয়ান, আত-তামীমী, আল-‘আনবারী, আল-বসরী : তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবন মা‘ঈন, আহমাদ, আবূ যুর‘আ, নাসাঈ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি কাদরিয়া ছিলেন-এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়। তিনি ১৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০০]

৫০. আবূ মুহাম্মাদ, ‘আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন নাজদা, আল-হাওতী, আল-জাবালী : ইমাম ইবন হিব্বান, ইবন ‘আদী, ইবন কানি‘ প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইয়াকূব ইবনুল হিমস বলেন, তিনি মজবুত সিকাহ্। ইবন আবী ‘আসিম বলেন, তিনি সিকাহ্, সিকাহ্। তিনি ২৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০১]

৫১. আবূ ওহব, ‘উবাইদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন আবিল ওয়ালিদ, আর-রকী, আল-আসাদী, আল-জাযারী : তিনি ইমাম আ‘যমের থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি হাফিযুল হাদীস, জাযীরার মুফতী ছিলেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস, সিকাহ্, সাদূক, আমার জানা মতে তিনি কোন মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইমাম ইবন মা‘ঈন, নাসাঈ, ইবন সা‘দ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০২]

৫২. আবূ মুহাম্মাদ, ‘উবাইদুল্লাহ ইবন মূসা ইবন আবিল মুখতার(বাযাম), আল-‘আবাসী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস, ‘আবিদ ছিলেন। ইমাম আবূ হাতিম, ইবন মা‘ঈন, ‘ইজলী, ইবন সা‘দ, ইবন ‘আদী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তারা এও বলেছেন যে তিনি শী‘আ ছিলেন। তবে তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭০৩]

৫৩. ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী ইবন আবিল মাযা : ইমাম ইবন হিব্বান, নাসাঈ, মাসলামা ইবনুল কাসিম তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। কেউ তাঁকে জারহ করেন নি। সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০৪]

---

৭০০. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২৫
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯১
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০০
♦ ইব্ন সা‘দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৮৯
৭০১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০১
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪১১
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৩
৭০২. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩৭
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১০
♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪১
৭০৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৫৩
♦ আল-‘ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৪
৭০৪. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০২
♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩৩
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ১২৫

৫৪. আবূ যার, 'উমার ইবন যার ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন যুরারাহ্, আল-হামদানী, আল-মুরহিবী, আল-কূফী : তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠীও ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, নাসাঈ, দারাকুতনী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম 'ইজলী বলেন, তিনি উঁচু দরজার সিকাহ্, তবে মুরজিয়া মতবাদ সমর্থন করতেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সা'ঈদ আলকাত্তান বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, তাঁর কিছু ভুল মতামতের কারণে তাঁর হাদীস পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। ইমাম আবূ 'আসিম বলেন, তিনি সিকাহ্, মুরজী, কূফার অধিবাসী। ইমাম ইবন খিরাশ বলেন, তিনি সাদূক, মুরজী, উত্তম মানুষ। তিনি ইবাদাতগুযার ছিলেন। তিনি ১৫৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সহীহ বুখারী, সুনান আবী দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবন মাজাহ তার 'তাফসীরে' 'উমার বিন যার-এর বর্ণনা এনেছেন।[৭০৫]

৫৫. আবূ সা'ঈদ, 'আমর ইবন মুহাম্মাদ, আল-'আনক্বিযী, আল-কূফী : ইমাম আহমাদ, 'ইজলী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। তিনি ১৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায়(বুখারীতে তা'লীক হিসেবে) তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০৬]

৫৬. আবূ কাতান, 'আমর ইবনুল হাইছাম ইবন কাতান ইবন কা'ব, আয-যুবাইদী, আল-বসরী : তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ক্বারী ছিলেন। ইমাম 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ্। ইমাম আবূ হাতিম ও ইবন আবী 'আসিম তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আহমাদকে যখন বলা হলো তিনি তো কাদরিয়া মতবাদ সমর্থক, ইমাম বললেন, বসরার একতৃতীয়াংশ মানুষই কাদরিয়া মতবাদের অনুসারী। সহীহ বুখারী বাদে অন্য পাঁচ কিতাবে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' তাঁর বর্ণনা এনেছেন। তিনি ১৯৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭০৭]

৫৭. আবূ 'আমর, 'ঈসা ইবন ইউনুস ইবন আবী ইসহাক, আস-সাবী'ঈ, আল-কূফী : তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম আহমাদ, আবূ হাতিম, ইয়াকূব বিন শাইবা, ইবন খিরাশ প্রমুখ তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী, পুত-পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি **১৮৭/১৯১**

---

৭০৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১৬
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯০
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬২
- ♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪২

৭০৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪৫
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৬
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬২
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮২

৭০৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪৮
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৯৯
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮১
- ♦ ইবনুল জাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭০৮]

৫৮. আবূ ইয়াযীদ, কাসিম ইবন ইয়াযীদ, আল-জারমী, আল-মাওসিলী : তিনি হাফিযুল হাদীস, 'আবিদ-যাহিদ ছিলেন। ইমাম আহমাদ, আবূ হাতিম, ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আযদী 'তারীখুল মাওসিলে' লিখেন, তিনি গুণী, মুত্তাকী, উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'ইলম অন্বেষায় সফর করেছেন। তিনি হাফিযুল হাদীস, ফক্বীহ ছিলেন। তিনি ১৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান নাসাঈতে তাঁর রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ 'মারাসীলে' তাঁর বর্ণনা এনেছেন।[৭০৯]

৫৯. আবুল হারিছ, লাইছ ইবন সা'দ ইবন 'আব্দির রহমান, আল-ফাহ্মী : তিনি মিসরের বিখ্যাত ফক্বীহ, ইমাম। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন, তিনি মজবুত সিকাহ্, ফক্বীহ, ইমাম, উত্তম হাফিয, অনেক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁরা আরও বলেন যে তিনি সম্মানী, জ্ঞানী, দানশীল ছিলেন। তিনি ১৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১০]

৬০. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন বিশর ইবনুল ফারাফিসা, আল-'আবাদী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, তিনি কূফার সবচেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস। ইমাম ইবন আবী শাইবা, ইবন হিব্বান, ইবন শাহীন প্রমুখও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ২০৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১১]

---

৭০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৭৬
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৬২
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৯
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮

৭০৯. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৮১
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০৬
- ♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭০
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৬

৭১০. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪১২
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৪
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩০
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫১৭
- ♦ আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৮
- ♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৭

৭১১. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৪
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৫২০
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২২
- ♦ প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৪
- ♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৪১
- ♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫২

৬১. আবু 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, আল-হুযালী, আল-বসরী : তিনি গুনদার নামে পরিচিত। তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে হাদীস লিখে রাখতেন। অনেকে তাঁর ভুল ধরতে চেয়েও পারেনি। ইমাম ইবন মাদীনী ও ইবন মাহদী তাঁর প্রশংসা করেছেন ও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি **১৯৩/১৯৪** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১২]

৬২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আশ-শাইবানী : তিনি সিকাহ্, বিখ্যাত ফক্বীহ্। ইতোপূর্বে তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

৬৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন 'ইমরান, আল-মুযানী, আল-ওয়াসিতী : তিনি বিচারক ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ হাতিম, আবূ দাউদ, ইবন সা'দ, দারাকুতনী, ইবন হিব্বান প্রমুখ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তাঁর সমস্যা নেই। সহীহ বুখারী, সুনান তিরমিযী, ইবন মাজাহ্তে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৩]

৬৪. আবূ মু'আবিয়া, মুহাম্মাদ ইবন খাযিম, আত-তামীমী, আস-সা'দী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তিনি সিকাহ্, সাবত, হাফিয ছিলেন। তিনি **১৯৫** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৪]

৬৫. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন সালামা ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-বাহিলী, আল-হাররানী : ইমাম 'ইজলী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, বিশিষ্ট 'আলিম, হাদীস বর্ণনা ও ফাতওয়া প্রদানে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তিনি **১৯১** হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বুখারী ছাড়া অন্য পাঁচ কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারী 'জুযউল কিরাআতে' তাঁর বর্ণনা এনেছেন।[৭১৫]

---

৭১২. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৪
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৫

৭১৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৪
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৪
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০৩

৭১৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭১

৭১৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮১
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭১
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৬
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৬৬. আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান ইবন হাবীব ইবন জুবাইর, আল-আসাদী, আল-মাসীসী, আল-'আল্লাফ : তিনি লুয়াইন নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম নাসাঈ ও মাসলামা তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সালিহুল হাদীস। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। তিনি ২৪৫/২৪৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৬]

৬৭. আবূ সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ, আল-কিলা'ঈ, আল-ওয়াসিতী : তিনি হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে মজবুত। ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ দাঊদ, নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ওয়াকী' বলেন, তিনি আবদালের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ১৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৭]

৬৮. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মারওয়ান ইবন মু'আবিয়া ইবনুল হারিছ ইবন আসমা ইবন খারিজা, আল-ফাযারী, আল-কূফী : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি দামিশ্‌ক ও মক্কায় অবস্থান করতেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি মজবুত হাফিয ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৮]

৬৯. মিস'আর ইবন কিদাম ইবন যুহাইর ইবন 'আবীদা ইবনুল হারিছ, আল-হিলালী, আল-'আমিরী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ইমাম আ'যমের সাহচর্য অবলম্বন করেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি উত্তম ব্যক্তি ও সিকাহ্। তাঁর হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের অন্ত-র্ভূক্ত। ইমাম ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সবচেয়ে মজবুত রাবী। ইমাম মিস'আর বলতেন, 'যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব অবলম্বন করবে সে আখিরাতে নিশ্চিন্ত হবে, তাঁর এ বাছাই অযাচিত সাব্যস্ত হবে না।' তিনি ১৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭১৯]

---

৭১৬. আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৯৭
- আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫০০
- আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯২
- ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০১

৭১৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৬৫
- আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৩০
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৪২
- আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০২

৭১৮. আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৪০৩
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৫
- ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫৭, পৃ. ৩৪৭
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৮৩
- আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭০

৭১৯. আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৯
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০২
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫০৭
- আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৩
- আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯

৭০. আবূ ইয়া'লা, মু'আল্লা ইবন মানসূর, আর-রাযী : তিনি হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন ও 'ইজলী তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ইবন আবী শাইবা ও ইবন সা'দ বলেন, তিনি মজবুত, সত্যবাদী, ফক্বীহ্, নিরাপদ(মামূন) ছিলেন। তিনি ২১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২০]

৭১. আবূ 'উরওয়া, মা'মার ইবন রাশিদ, আল-আযদী, আল-বসরী : তিনি ইয়ামানে থাকতেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস। তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠীও ছিলেন। ইমাম ইবন মাহদী বলেন, তিনি সব সনদের কেন্দ্রবিন্দু। 'আমর ইবন 'আলী বলেন, তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী ছিলেন। ইবন জুরাইজ বলেন, তোমরা এই ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করবে। এ যুগে তাঁর থেকে বড় 'আলিম কেউ নেই। সব ইমামই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৫৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২১]

৭২. মুগীরা ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আবী 'আকীল, আল-ইয়াশকুরী, আল-কূফী : ইমাম 'ইজলী ও ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠীও ছিলেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর বর্ণনা এনেছেন।[৭২২]

৭৩. আবূ হিশাম, মুগীরা ইবন মিকসাম, আয-যবী, আল-কূফী : তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারা বলেন, তিনি সিকাহ্, ফক্বীহ্ ছিলেন। ইমাম শু'বা বলেন, তিনি সিকাহ্, হাফিয। আবূ বাকর ইবন 'আইয়াশ বলেন, আমি মুগীরা থেকে বড় ফক্বীহ্ দেখিনি। তিনি ১৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২৩]

৭৪. আবুস সাকান, মাক্কী ইবন ইবরাহীম ইবন বাশীর, আত-তামীমী, আল-হানযালী, আল-বালখী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। তিনি

৭২০. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ২৯১
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৭
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৯
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩৪
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৮৮
৭২১. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩০৩
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৪৬
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭৮
৭২২. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩৭৮
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৩৬
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১০
♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৯
৭২৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৪১
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬৪
♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৭

বলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা আপন যুগের সবচেয়ে বড় 'আলিম।' ইমাম আহমাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি সিকাহ্ সিকাহ্। ইমাম 'ইজলী, নাসাঈ, দারাকুতনীও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। তিনি ২১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২৪]

৭৫. আবূ কুররা, মূসা ইবন তারিক, আল-ইয়ামানী, আয-যাবীদী : ইমাম আহমাদ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম ইবন হিব্বান, হাকিম তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। সুনান নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ২০৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭২৫]

৭৬. নাফি' ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী নু'আইম : তিনি বিখ্যাত ক্বারী ও সাত ক্বারীর একজন ছিলেন। ইমাম ইবন মা'ঈন, ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর কোন সমস্যা নেই। ইমাম আহমাদ তাঁর জারহ করেন নি, শুধু বলেছেন, তাঁর থেকে কুরআন শিখা হতো, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। ইমাম ইবন মাজাহ্ 'তাফসীরে' তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭২৬]

৭৭. আবুল মুনযির, নু'মান ইবন 'আব্দিস সালাম ইবন হাবীব ইবন হাতীত ইবন 'উকবা, আত-তাইমী, আল-আসবাহানী : ইমাম ইবন মাহদী তাঁর হিফয ও ফিক্হের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি পরামর্শভিত্তিক মাযহাবের(হানাফী মাযহাব) ফক্বীহ ছিলেন। ইমাম আবূ নু'আইম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি 'আবিদ, যাহিদ, ফক্বীহ ছিলেন। ইমাম ইবন হিব্বান ও হাকিম তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২৭]

৭৮. আবূ হামযা, হারূন ইবনুল মুগীরা ইবন হাকীম, আল-বাজালী, আর-রাযী : ইমাম জরীর বলেন, আহলুর রায়ের(ফিকহ্বিদদের) মধ্যে তিনি সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ, ইবন মা'ঈন, ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ্ বলেছেন। সুনান আবী দাঊদ ও তিরমিযীতে তাঁর রিওয়ায়াত

---

৭২৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৬০
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৪৭৬
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩ - ৩০
♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪৯
♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৬
৭২৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩১২
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৪৬
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪৮
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৫৯
৭২৬. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ২৮১
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭২
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩৬
♦ ইবনুল জাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
৭২৭. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০৫
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৫১
♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০৯
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯
♦ আবূ নু'আইম, *তারীখু আসবাহান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫০

রয়েছে।[৭২৮]

৭৯. আবূ মু'আবিয়া, হুশাইম ইবন বাশীর ইবনুল কাসিম ইবন দীনার, আস-সুলামী, আল-ওয়াসিতী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম মালিক বলেন, 'ইরাকে এই ওয়াসিতী থেকে উত্তম হাদীস বিশেষজ্ঞ কি আর আছে? ইমাম হাম্মাদ ইবন যাইদ বলেন, আমি মুহাদ্দিসদের মধ্যে তাঁর থেকে জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। ইমাম ইবন মাহদী বলেন, তিনি সিকাহ্, সাব্ত, হাফিয। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ই'ন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭২৯]

৮০. আবূ সুফয়ান, ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ ইবন মালীহ, আর-রুআসী, আল-কূফী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ তাঁর থেকে ফিক্হ শিখেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর ব্যাপারে বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন যার মত কাউকে এ দুচোখ দর্শন করেনি। তিনি ১৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩০]

৮১. আবুল 'আব্বাস, ওয়ালীদ ইবন মুসলিম, আল-কুরাশী, আদ-দিমাশ্কী : বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, আমি তাঁর থেকে সমঝদার আর কাউকে দেখিনি। ইমাম ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি সিরিয়ায় তাঁর থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি। ইমাম মুসহির বলেন, তিনি সিকাহ্, হাফিয, 'ইলমে পারদর্শী। তিনি ১৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩১]

৭২৮. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ. ১১০
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৮
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২৫
- ♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৭

৭২৯. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৯
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৩
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৮
- ♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৬
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮৭
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫৮৭

৭৩০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৩
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১০৯
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪০
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৪
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৯৬
- ♦ আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৮

৭৩১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৯
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৩৩
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০২
- ♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪২
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৭০

৮২. আবূ 'উছমান, উহাইব ইবনুল ওয়ার্দ ইবন আবিল ওয়ার্দ, আল-কুরাশী : ইমাম ইবন মা'ঈন ও নাসাঈ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি ছিলেন বিশিষ্ট 'আবিদ। তিনি হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন, ওয়ায ও দুনিয়াবিরাগীতে তিনি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ১৫৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সহীহ মুসলিম, সুনান আবী দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩২]

৮৩. ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা(খালিদ) ইবন মাইমূন, আল-হামদানী, আল-ওয়াদি'ঈ : জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারা বলেন, তিনি সিকাহ্, হাফিয, সাবত, মুতকিন(মজবুত)। ইমাম ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ্, কূফায় সুফয়ান সাওরীর পরে তিনিই সবচেয়ে মজবুত রাবী। তিনি তাঁর সময়ে সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। ইবনুল মাদীনী তাঁকে ইমাম শাফি'ঈ থেকেও প্রাধান্য দিতেন। ইবন নুমাইরও তাঁকে হাদীস বর্ণনায় মজবুতির ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈর উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি ১৮৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩৩]

৮৪. ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ইবন কাইস ইবন 'আমর, আল-আনসারী, আল-মাদানী : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠী ও শিষ্য ছিলেন। জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী বলেন, মদীনাতে আমি ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ থেকে বড় ফক্বীহ আর দেখিনি। ইমাম সুফয়ান সাওরী তাঁকে যুহরী থেকেও বড় মনে করতেন। তিনি বলতেন, ইয়াহইয়া তাঁর যমানার শ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৪৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৭৩৪]

৮৫. আবূ মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ইবন যুরাই', আল-'আইশী, আল-বসরী : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আর'আরা বলেন, ইয়াযীদ ইবন যুরাই' থেকে মজবুত রাবী আর নেই। ইমাম আহমাদ বলেন, বসরায় তিনিই হাদীসে মজবুতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যক্তি। ইমাম ইবন মা'ঈন,

৭৩২. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ১৬৯
- ♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৯৮
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৪
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫৫৯
- ♦ আবূ নু'আইম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

৭৩৩. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৮৩
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩৭
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৭
- ♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৪
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫১
- ♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬১৫

৭৩৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৯৪
- ♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৭
- ♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫২১
- ♦ আল-'ইজলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫২

দাওরী, আবূ 'আওয়ানা প্রমুখও তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩৫]

৮৬. আবূ খালিদ, ইয়াযীদ ইবন হারূন ইবন ওয়াদী ইবন সাবিত, আস-সুলামী, আল-ওয়াসিতী : তিনি বিখ্যাত হাদীসের ইমাম ও হাফিযুল হাদীস। ইমাম ইবনুল মাদীনী, ইবন মা'ঈন তাঁর প্রশংসা করেছেন ও তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম ইবন আবী শাইবা বলেন, আমি তাঁর থেকে বড় মুতকিন(মজবুত) আর কাউকে দেখিনি। তিনি 'আবিদ ছিলেন। তিনি ২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩৬]

৮৭. ইউসুফ ইবন ইসহাক ইবন আবী ইসহাক, আস-সাবী'ঈ : ইমাম সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা বলেন, আবূ ইসহাকের বংশে তাঁর থেকে বড় হাফিযুল হাদীস আর নেই। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস লেখা হতো। ইমাম ইবন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ গণ্য করেছেন। তিনি ১৫৭ হিজরীতে ইন্তি-কাল করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩৭]

৮৮. আবূ সালামা, ইউসুফ ইবন ইয়াকূব ইবন আবী সালামা, আল-মাজিশূন, আল-মাদানী : ইমাম ইবন মা'ঈন, আবূ দাঊদ ও ইয়াকূব ইবন শাইবা তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি শাইখ। তিনি ১৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সুনান আবী দাঊদ ছাড়া কুতুবে সিত্তার বাকী পাঁচ কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।[৭৩৮]

---

৭৩৫. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ১২৪
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৯৬
- ♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩৫
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩২
- ♦ প্রাগুক্ত, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৫

৭৩৬. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩২১
- ♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮১
- ♦ ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১৪
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫৮
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৯৫
- ♦ ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সফওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭

৭৩৭. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৫৯
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৪১১
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২১৭
- ♦ ইবন হিব্বান, *আস-সিকাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩৬
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭
- ♦ প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২

৭৩৮. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৭৮
- ♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২২
- ♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭১
- ♦ প্রাগুক্ত, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০২
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৪৭৯
- ♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৪

তাঁর নিকট থেকে বিশ্বস্ত রাবীগণের হাদীস গ্রহণ :

উপরে আমরা ইমাম আ'যমের এমন ৮৮ জন শিষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করলাম যাদেরকে জারহ-তা'দীলের ইমামগণ 'সিকাহ্'(নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত) বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয় তারা ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস-ফক্বীহ আর হাদীস ও জারহ-তা'দীলের ইমামগণ ছিলেন তাদের শিষ্য। যেমন ইমাম ইবন মাহদী, আহমাদ, ইবন মা'ঈন, ইসহাক ইবন রাহূইয়াহ, 'আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ। তারা সবাই ইমাম আ'যমের যোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা মেনে নিয়েছেন। এতে ইমাম আ'যমের ব্যাপারে অযাচিত অভিযোগ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা দেখব যারা তাকে অভিযুক্ত করেছেন তারাই তেমন নির্ভরযোগ্য নন। তাছাড়া অন্ধ মাযহাবপ্রীতি ও সতীর্থদের হিংসা-ঈর্ষা তাঁর প্রতি অভিযোগ আরোপের কারণ হয়েছে, যা অগ্রহণযোগ্য। আমরা ইচ্ছা করলে ইমাম আ'যমের আরও শতাধিক এমন শিষ্যের জীবনী উল্লেখ করতে পারতাম যাদেরকে 'সাদূক'(সত্যবাদী) বলা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম।

পরিচ্ছেদ : চার

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : তাঁর প্রতি প্রশংসা ও তাঁকে সত্যায়ন(তা'দীল)

যারা তাঁর প্রশংসা ও সত্যায়ন করেছেন :

ইমাম আ'যমের সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকে তাঁর প্রশংসা ও সত্যায়ন করেছেন। তিনি ইমাম ও রাবীদের ইতিহাস লেখক সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। যারা তাঁর প্রশংসা করেছেন এমন কিছু ব্যক্তিত্বের নাম হলো, ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম মালিক, ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, হাম্মানী, মা'মার ইবন রাশিদ, ইসরাঈল ইবন কাইস, ইসরাঈল ইবন ইউনুস, ইয়াহইয়া ইবন আদম, খারিজা ইবন মুস'আব, হাসান ইবন আম্মারা, হাসান ইবন সালিহ, আবূ নু'আইম ফাযল ইবন দুকাইন, সাহল ইবন মুযাহিম, 'আলী ইবন 'আসিম, হাকাম ইবন হিশাম, ইয়াযীদ ইবন যুরাই', ইয়াযীদ ইবন হারূন, যাকারিয়া ইবন যায়িদা, মালিক ইবন মিগওয়াল, আবূ খালিদ আল-আহমার, খালাফ ইবন আইউব, সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা, আবূ বাকর ইবন 'আইয়াশ, কাসিম ইবন মা'ন আল-মাস'ঊদী, 'আব্দুল মালিক ইবন 'আব্দিল আযীয ইবন জুরাইজ, আল-আওযা'ঈ, তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, ফুযাইল ইবন 'ইয়ায, আইউব ইবন আবী তামীমা আস-সাখতিয়ানী, সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ, আবূ মুতী' হাকাম ইবন আব্দিল্লাহ্, আবূ 'আসিম আন-নাবিল, খালিদ আত-তহ্হান, 'আব্দুল্লাহ ইবন দাঊদ আল-খুরাইবী, 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মুকরী, মাক্কী ইবন ইবরাহীম, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, হাকাম ইবন হিশাম আস-সাকাফী, হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল-বাত্তী, মিস'আর ইবন কিদাম, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, আবূ ইউসুফ, আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী, ইবন নাদীম, ইবনুল আছীর, ইমাম মিয্যী, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন তাইমিয়া, হাফিয ইবন কাছীর, হাফিয 'ইরাকী, হাফিয ইবন হাজার, 'আলাউদ্দীন মুগলতাই প্রমুখ (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহিম)।[৭৩৯]

ইমাম আ'যম(র.)এর প্রতি প্রশংসা বাক্য :

তাঁকে নিয়ে করা প্রশংসাবাক্য বড় বড় ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। আমরা এখানে প্রশংসাকারীর নামসহ কিছু আলোকপাত করছি।

১. ইমাম মালিক ইবন আনাস(র.) : তিনি ইমাম আ'যমের সতীর্থ ও শিষ্য ছিলেন। তিনি একবার বলেন, ''তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) এমন ব্যক্তি যদি মসজিদের এই খুঁটিটি স্বর্ণের বলে দাবী করেন তবে তাই প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন।''[৭৪০]

---

৭৩৯. 'আলাউদ্দীন, মুগলতাই ইবন কালীজ, *ইকমালু তাহযীবিল কামাল ফী আসমাইর রিজাল* (মক্কা : মাকতাবাতুল হারামিল মাক্কী, তা. বি.), পৃ. ১৭০-১৭১

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস* (করাচী : রহীম একাডেমী, ৫ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ১০১

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৭৪০. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৯

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৯

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪২৯

♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮

২. ইমাম শাফি‘ঈ(র.) : তিনি ইমাম ওয়াকী‘ ও মুহাম্মাদের শিষ্য। সে হিসেবে তিনি ইমাম আ‘যমের শিষ্যের শিষ্য। তিনি বলেন, ‘‘ফিকহের ক্ষেত্রে সবাই ইমাম আবূ হানীফার কাছে ঋণী।’’[৭৪১]

৩. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল(র.) : তিনি ইমাম শাফি‘ঈর শিষ্য। সে হিসেবে তিনি ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যের শিষ্যের শিষ্য। তাঁর কাছে কোন সময় ইমাম আবূ হানীফার আলোচনা হলে তিনি তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করতেন। তিনি ‘খলকে কুরআনে’র মাসআলায় নির্যাতন ভোগের সময় ইমাম আবূ হানীফার নির্যাতিত হওয়ার কথা মনে করে কাঁদতেন ও বলতেন আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন! এ থেকে বুঝা যায় ইমাম আ‘যম তাঁর কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন![৭৪২]

৪. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক(র.) : তিনি ইমাম আ‘যমের শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্ আমাকে ইমাম আবূ হানীফা ও সুফয়ান সাওরীর মাধ্যমে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি আর দশজন মানুষের মতই থেকে যেতাম। তিনি আরও বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা যমীনবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফক্বীহ্। তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা এক আয়াত(আল্লাহ্র কুদরতের এক নিদর্শন)! কেউ বলল, হে আবূ ‘আব্দির রহমান! কল্যাণের আয়াত না অকল্যাণের?! তিনি উত্তর দিলেন, চুপ কর বোকা! মন্দের ক্ষেত্রে বলা হয় ‘গয়াত’(চরম মন্দ), কল্যাণের ক্ষেত্রেই শুধু ‘আয়াত’ বলা হয়। প্রমাণ হিসেবে তিনি তিলাওয়াত করলেন,

وجعلنا ابن مريم وأمه آية

‘আমরা মারয়াম তনয় ও তাঁর মাতাকে ‘আয়াত’(কুদরতের নিদর্শন) বানিয়েছি।’[৭৪৩]

৫. ইমাম সুফয়ান সাওরী(র.) : তিনি ইমাম আ‘যমের সতীর্থ ও শিষ্য ছিলেন। তাঁর থেকে ইমাম আ‘যমের প্রশংসাবাক্যই নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আ‘যমের নিকট থেকে এক ‘ইলমপিপাসু তাঁর কাছে আসলে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ্র কাছ থেকে এসেছ। তিনি আরও বলেন, যে আবূ হানীফার বিরোধিতা করে তার তো ইমাম আ‘যমের থেকে আরও মর্যাদাবান ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু তা অসম্ভব। একবার কেউ তার মাথার নিচে আবূ হানীফা রচিত ‘কিতাবুর রহন’ দেখে বলল, আপনি তাঁর কিতাব দেখেন?! তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো চাই তাঁর সব কিতাব আমার কাছে থাকুক, আমি সেগুলো থেকে ফায়দা নিই। তিনি তো কুরআন-

---

৭৪১. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬
- ♦ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৩
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০২
- ♦ ইবন ‘ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২২

৭৪২. প্রাগুক্ত
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৭৪৩. মু’মিনূন : ৫০
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৬
- ♦ আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৬
- ♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭
- ♦ ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৪

হাদীসের ‘ইলমের উত্তম ব্যাখ্যাকার কিন্তু আমরা তাঁর প্রতি সুবিচার করিনি।[৭৪৪]

৬. ইমাম ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ(র.) : তিনি ইমাম আ‘যমের শিষ্য ছিলেন। একবার কেউ তাঁর কাছে বলল, আবূ হানীফা ভুল করেছেন। তিনি তাকে বললেন, ইমাম আবূ হানীফা কিভাবে ভুল করবেন, তাঁর কাছে আবূ ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদের মত মুজতাহিদ, ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া, হাফস ইবন গিয়াছ, হাব্বান, মিনদালের মত হাফিযুল হাদীস, কাসিম ইবন মা‘ন-এর মত ভাষাবিদ, দাউদ তাই, ফুযাইল ইবন ‘ইয়াযের মত সাধক রয়েছেন?! যার এমন সাথী-সহচর রয়েছে তিনি ভুল করতে পারেন না। ভুল করলেও তারা তাঁকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবেন।

ইমাম ওয়াকী‘ আরও বলেছেন, আমি ইমাম আ‘যমের থেকে বড় ফক্বীহ্ ও উত্তম নামাযী আর দেখিনি।[৭৪৫]

৭. ইমাম আওযা‘ঈ(র.) : তিনি একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক(র.)কে জিজ্ঞেস করলেন, কূফায় আবূ হানীফা নামে আবার কোন বিদ‘আতীর জন্ম হলো?! ইবনুল মুবারক বলেন, আমি কোন কথা না বলে তাঁকে ইমাম আ‘যমের সমাধানকৃত জটিল-জটিল মাসআলা তাকে দেখালাম। তিনি সেগুলো দেখে বললেন, এসব মাসআলার সমাধানকারী নু‘মান ইবন সাবিত কে? আমি বললাম, তিনি ‘ইরাকের এক শাইখ যার সাক্ষাত আমি পেয়েছি। তিনি বললেন, তিনি তো বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি, যাও তাঁর থেকে বেশি বেশি ফায়দা হাসিল কর। আমি বললাম তিনিই আবূ হানীফা যার থেকে আপনি আমাকে ইতোপূর্বে নিবৃত করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন মক্কায় ইমাম আ‘যমের সাথে ইমাম আওযা‘ঈর সাক্ষাত হলো তিনি তাঁকে সেসব মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব আরও উত্তমভাবে দিলেন। ইমাম আওযা‘ঈ বিদায়কালে ইবনুল মুবারককে বললেন, তাঁর বিস্তৃত ‘ইলম ও পরিপক্ক জ্ঞান দেখে সত্যিই ঈর্ষা হচ্ছে। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, বাস্তবিকই আমি স্পষ্ট ভুলের মাঝে ছিলাম। তুমি তার সাহচর্য অবলম্বন কর। আমার কাছে তো সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পৌঁছেছিল।[৭৪৬]

৮. ‘আব্দুল মালিক ইবন জুরাইজ(র.) : তিনি মক্কার মুফতী ছিলেন। তাঁর কাছে যখন ইমাম আ‘যমের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়ে আফসোসের সাথে বললেন, হায়! কত ‘ইলম যে চলে

---

৭৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪
- ♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩১
- ♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
- ♦ মাওলানা যফার আহমাদ ‘উছমানী, *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৭৪৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫ এবং খ. ১৪, পৃ. ২৪৭
- ♦ আন-নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৭
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
- ♦ মাওলানা যফার আহমাদ ‘উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৭৪৬. আল-কারদারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
- ♦ ড. মুস্তফা আস-সুবা‘ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

গেল! একবার তার সামনে কেউ আবূ হানীফার সমালোচনা করলে তিনি বললেন, চুপ কর! নিশ্চয়ই তিনি ফক্বীহ, নিশ্চয়ই তিনি ফক্বীহ, নিশ্চয়ই তিনি ফক্বীহ।[৭৪৭]

৯. ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম আ'যমের সতীর্থ ও শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ! ইমাম আ'যম ভাল সমঝদার ও ভাল হাফিয ছিলেন অর্থাৎ তাঁর হাদীসের বুঝ ও স্মরণ উত্তম ছিল।' যারা বলে, আবূ হানীফা ন্যায়পরায়ণ তবে হাদীস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল তাদের বিরুদ্ধে ইমাম শু'বার এ বক্তব্যই যথেষ্ট। ইমাম শু'বার এ সত্যভাষণ তাদের বিরুদ্ধেও দলীল যারা বলে কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ইমাম আ'যমকে সত্যায়ন করেন নি, কারণ শু'বা ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস।[৭৪৮]

১০. ইমাম সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা(র.) : তিনি কূফার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ইমাম আ'যমের শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে ইমাম আবূ হানীফাই প্রথম হাদীস শিখতে বসিয়েছেন, মুহাদ্দিস হিসেবে তৈরি করেছেন। তিনি আরও বলেন, দুটি বিষয় সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল তা কূফার সীমা অতিক্রম করবে না, অথচ তা বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ; ১. হামযার কিরাআত, ২. আবূ হানীফার ফিকহ। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছি না, আমরা ইমাম আ'যমের কোন দোষ খুঁজে পাইনি। এসব বক্তব্য তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ যারা বলে, ইমাম সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা ইমাম আ'যমকে দুর্বল বলেছেন। পরবর্তীতে আমরা দেখব তাঁর ইমাম আ'যমকে দুর্বল বলার সব বর্ণনা ক্রটিযুক্ত ও অপ্রমাণিত।[৭৪৯]

১১. ইমাম মা'মার ইবন রাশিদ(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি বলেন, 'আমি ফিকহ, কিয়াস ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা থেকে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর দ্বীনে সন্দেহ প্রবেশ না করানোর ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যক্তি।'

ইমাম আ'যম হাদীস না জানলে তাঁর ব্যাখ্যা দিতেন কীভাবে? ইমাম মা'মারের এ বক্তব্য 'আবূ হানীফা

---

৭৪৭. ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
- আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০২
- আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪২৯
- আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
- আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭৪৮. আয-যাহাবী, *মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
- আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
- ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, পৃ. ১৯৯

৭৪৯. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৭
- আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১২
- ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২
- তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
- মাওলানা যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
- ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

অল্প হাদীস জানতেন'-এ মতবাদীদের গন্ডে সজোড় চপেটাঘাত।[৭৫০]

১২. ইমাম মিস'আর ইবন কিদাম(র.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, যে আল্লাহ ও তার মাঝে আবূ হানীফাকে মধ্যস্ততাকারী বানাবে আমি আশা করি সে নির্ভয় থাকবে, তার এ নির্বাচন সতর্কতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বিবেচিত হবে না। ইমাম ইবনুল মুবারক বলেন, আমি মিস'আরকে আবূ হানীফার মাজলিসে বসতে, তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে ও তাঁর থেকে উপকৃত হতে দেখেছি। তিনি আরও বলেন, আমি কূফায় দু ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি, আবূ হানীফাকে ফিক্‌হের ক্ষেত্রে, হাসান ইবন সালিহকে যুহদের ক্ষেত্রে। এসব বক্তব্য কাউকে সিকাহ্‌, সাবত, হুজ্জাত বলা থেকেও উপরের স্তরের। কারণ কেউ যদি সিকাহ্‌র হাদীস গ্রহণ করে তবে তাতে দুর্বলতা ও নসখের অবকাশ থেকে যায়। আর কেউ যদি ফক্বীহর হাদীস, বলা উচিত ফক্বীহ্‌দের ফক্বীহর হাদীস গ্রহণ করে তাহলে তাতে এসবের অবকাশ থাকে না, কারণ তিনি সব দিক, সব দলীল, স্ববিরোধিতা পর্যালোচনা করে তা গ্রহণ করেন, তা থেকে হুকুম বের করেন। ইমাম আ'যমের ব্যাপারটি অনুরূপ, তিনি ইমাম মিস'আরের ঈর্ষার পাত্র! আর মিস'আর কে? তিনি তো বিখ্যাত মুহাদ্দিস, সিকাহ্‌, সাবত, 'আবিদ, যাহিদ। তিনি হাদীস-ফিকহের তালিবকে আশ্বস্ত করছেন, নসীহত প্রদান করছেন যে সে যেন ইমাম আ'যম থেকে হাদীস-ফিকহ্‌ গ্রহণ করে আল্লাহর গোস্বা থেকে নির্ভিক থাকে, আর যাচাইয়ের প্রয়োজন বোধ না করে। এতে তার কোন বাড়াবাড়ি হবে না! এটা কত বড় সত্যায়ন তা সহজেই অনুমেয়।[৭৫১]

১৩. মাক্কী ইবন ইবরাহীম(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে অধিকাংশ ছুলুছিয়্যাত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় 'আলিম।' চিন্তা করুন এর থেকে বড় সত্যায়ন কি আর হতে পারে?! ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, সে যুগে 'আলিম বলতে হাদীস অভিজ্ঞকেই বলা হতো।[৭৫২]

---

৭৫০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮

৭৫১. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯-৩৪৩
- ♦ আন-নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৭
- ♦ আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৭৫২. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
- ♦ আল-মিয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩৩
- ♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩
- ♦ মাওলানা যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১৪. ইমাম আবূ ইউসুফ আল-কাযী(র.) : তিনি ইমাম আ'যমের বিশিষ্ট শিষ্য, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা ও হাদীস থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফিকহ বের করার ক্ষেত্রে আর কাউকে অধিক জ্ঞানী দেখিনি। তিনি আরও বলেন, আমি যে বিষয়েই ইমাম আ'যমের সাথে মত বিরোধ করেছি, পরে ভেবে দেখেছি যে তার মতই আখিরাতে অধিক নাজাত দানকারী, আমি যখনই কোন হাদীসের দিকে ঝুঁকেছি তখন দেখেছি তিনি সহীহ হাদীস আমার থেকেও বেশি জানেন। তিনি আরও বলেন, তিনি পূর্বসূরীদের(সাহাবীদের) উত্তম নমুনা, আল্লাহর শপথ! আমি যমিনের বুকে পূর্বসূরীদের জ্ঞানে তাঁর থেকে উত্তম আর কাউকে দেখিনি। এহলো ইমাম আবূ ইউসুফের বক্তব্য, যিনি তাঁর শিষ্য হওয়া ছাড়াও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বলছেন, ইমাম আ'যম তাঁর থেকে বেশি হাদীস জানেন, হাদীসের ব্যাখ্যায় অধিক জ্ঞানী....। আমরা তার সাক্ষ্য গ্রহণ-বর্জন উভয়ই করতে পারি। যদি বর্জন করি তাহলে একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীকে বাদ দেয়া হবে, যা অনুচিত। আর যদি গ্রহণ করি তবে এসাক্ষ্য দানের পর ইমাম আ'যমের প্রতি আরোপিত সব অভিযোগই বাতিল সাব্যস্ত হয়। তাঁর স্মরণশক্তি, ন্যায়পরায়নতা, জ্ঞান-ফিকহ্ নিয়ে ইত্যকার যত অভিযোগ সবই একবাক্যে নস্যাৎ হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ আরও বলেন, আমি আমার মাতা-পিতার জন্য দু'আ করার পূর্বে তাঁর জন্য দু'আ করি।[৭৫৩]

১৫. ইমাম ইয়াযীদ ইবন হারূন(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। ইমাম আ'যমের লিখিত কিতাব দেখার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, তাঁর কিতাবসমূহ থেকে ফায়দা নাও কেননা আমি কোন ফক্বীহকে তার মতামত গ্রহণ করাকে অপছন্দ করতে দেখিনি। সুফয়ান সাওরীও তার 'কিতাবুর রহন' কৌশলে অনুলিপি করে নিয়ে ছিলেন। ইয়াযীদ ইবন হারূনকে প্রশ্ন করা হলো ইমাম মালিক ও আবূ হানীফা আপনি কার মতকে প্রাধান্য দেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম মালিকের হাদীস লিখে রাখ কারণ তিনি রাবী যাচাই-বাছাই করেন। আর ফিক্হ তো আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের কর্মক্ষেত্র, যেন ফিক্হের জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭৫৪]

১৬. ইমাম 'ঈসা বিন ইউনুস(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও কুতুবে সিত্তার রাবী। তিনি বলেন, যেই ইমাম আ'যম সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে তার কথা সত্য মনে করবে না, আমি তাঁর থেকে উত্তম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ্ আর কাউকে দেখিনি।[৭৫৫]

১৭. ইসরাঈল ইবন ইউনুস(র.) : তিনিও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও উপরিউক্ত 'ঈসার ভাই। তিনি বলেন, নু'মান কত উত্তম ব্যক্তি! যে সব হাদীসে ফিক্হ আছে এমন সব হাদীসই তিনি জানতেন। তিনি সেসব

---

৭৫৩. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪০
♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭০
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৭৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪২
♦ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮
♦ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৭৫৫. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

হাদীস ভালভাবে অনুসন্ধান করতেন। এগুলো থেকে নির্গত ফিক্‌হে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। তিনি হাম্মাদ থেকে উত্তমভাবে তা আয়ত্ব করেছিলেন। খলীফাগণ ও মন্ত্রীবর্গ এজন্য তার ইকরাম করতেন। কেউ যদি ফিক্‌হ নিয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতো তাহলে তিনি চিন্তায় পড়ে যেতেন(একারণে যে তিনি তো তাকে পরাজিত করতে পারবেন কিন্তু এতে তাঁর মাঝে আত্মতুষ্টি-আত্মতৃপ্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে যে আমি অপরাজেয়)। মুহাদ্দিসগণের ইমাম ইসরাঈলের এ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে ইমাম আ'যম ফিক্‌হ সংক্রান্ত হাদীসে পারদর্শী ছিলেন, সেগুলোর সহীহ-য'ঈফ-রাবীদের অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন।[৭৫৬]

১৮. আ'মাশ, সুলাইমান ইবন মিহরান(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। একবার তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, নু'মান ইবন সাবিতই এর উপযুক্ত জবাব প্রদানে সক্ষম। আমি মনে করি তাঁর 'ইলমে বরকত দেয়া হয়েছে।[৭৫৭]

১৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন আদাম(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস। তিনি ফুযাইল ইবন মূসা আস-সিনানীকে জিজ্ঞেস করলেন, যারা ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করে তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আ'যম এমন 'ইলম চর্চা করেন যার কিছু তাদের বুঝে আসে, কিছু বুঝে আসে না তাই তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার বিরোধিতা করে।[৭৫৮]

২০. হাম্মাদ ইবন যাইদ(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি বলেন, আমরা 'আমর ইবন দীনারের মাজলিসে থাকা অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা উপস্থিত হলে তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন ও আমাদেরকে ইমাম আ'যম থেকে ফায়দা নিতে বলতেন। আমরা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদের হাদীস শোনাতেন।[৭৫৯]

২১. খারিজা ইবন মুস'আব(র.) : তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ফক্বীহদের মধ্যমণি, সোনা-পরখকারী জহুরী।[৭৬০]

---

৭৫৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯
♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৭৫৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৩
♦ প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১২
♦ প্রাগুক্ত, *মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
♦ ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২
♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৭৫৮. আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭
৭৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
♦ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৭৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
♦ প্রাগুক্ত

২২. মুহাম্মাদ ইবন মাইমূন(র.) : তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফার যুগে তাঁর থেকে বড় 'আলিম, মুত্তাকী, যাহিদ, 'আরিফ(আল্লাহভক্ত), ফক্বীহ্ কেউ ছিল না। আল্লাহর শপথ! তাঁর কথা শোনা আমার কাছে এক লক্ষ দীনার প্রাপ্তি থেকেও আনন্দদায়ক ছিল।[৭৬১]

২৩. ইবরাহীম ইবন মু'আবিয়া(র.) : তিনি বলেন, আবূ হানীফাকে মহব্বত করা সুন্নায় পরিপূর্ণতার মাধ্যম। ইমাম আ'যম সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলতেন। লোকদের 'ইলমের পথ দেখাতেন, কঠিন বিষয় তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন।[৭৬২]

২৪. আসাদ ইবন হাকীম(র.) : তিনি বলেন, মূর্খ ও বিদ'আতীই তাঁর সমালোচনা করতে পারে।[৭৬৩]

২৫. আবূ 'আসিম, আন-নাবীল(র.) : তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! ইমাম আ'যম আমার কাছে ইবন জুরাইজ থেকেও বড় ফক্বীহ্। তাঁর মত ফিক্হে পারদর্শী আর কাউকে এ দু' চোখ দর্শন করেনি।[৭৬৪]

২৬. কাসিম ইবন মা'ন আল-মাস'উদী(র.) : তাকে বলা হলো আপনি কি আবূ হানীফার গোলাম থাকতেই সন্তুষ্ট?! তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আবূ হানীফার মাজলিস থেকে উপকারী মাজলিস আর কোনটি নয়।[৭৬৫]

২৭. শাদ্দাদ ইবন হাকীম(র.) : তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা থেকে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।[৭৬৬]

২৮. ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান(র.) : তিনি জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ইমাম আবূ হানীফার মতামত থেকে উত্তম কোন মতামত শুনিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতামতই গ্রহণ করেছি। অন্যত্র তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছি না, অধিকাংশ সময়ই আমরা ইমাম আ'যমের মতামত ভাল মনে করতাম ও সে অনুযায়ী ফাতওয়া দিতাম।[৭৬৭]

---

৭৬১. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৭৬২. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত

৭৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

♦ প্রাগুক্ত

৭৬৪. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত

৭৬৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৭

♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪২৮

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৮

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৭৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩২

♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯

৭৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩৩

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০২

♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০২

♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৪

২৯. ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন(র.) : তিনিও জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা সেসব হাদীসই বলতেন যা তাঁর মুখস্থ ছিল, যা মুখস্থ ছিল না তা বলতেন না। তিনি আরও বলেন, ইমাম আ'যম সিকাহ্ ছিলেন, কেউ তাঁকে য'ঈফ বলেছে এরূপ শুনিনি। কেউ ইবন মা'ঈনকে প্রশ্ন করল, আবূ হানীফা কী হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত? তিনি উত্তর দিলেন, হা, তিনি সিকাহ্, সিকাহ্, আল্লাহর শপথ! তিনি মিথ্যা বলা থেকে বহু উর্ধ্বে, এটা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। কেউ তাঁকে এ প্রশ্নও করেছিল যে, সুফয়ান সাওরী কি আবূ হানীফা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন? তিনি বললেন, হা, ইমাম আবূ হানীফা সিকাহ্, হাদীস-ফিকহের ক্ষেত্রে সত্যবাদী, আল্লাহর দ্বীন রক্ষায় বিশ্বস্ত ব্যক্তি।[৭৬৮]
জারহ-তা'দীলের ইমামের এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আরোপিত সব অভিযোগ অসত্য।

৩০. শারীক আল-কাযী(র.) : তিনি বলেন, ইমাম আ'যম বেশির ভাগ সময় চুপ থাকতেন, গভীর চিন্ত-ায় নিমগ্ন থাকতেন, ফিকহে ছিল তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, 'ইলম, 'আমল ও গবেষণায় ছিলেন দক্ষ, গরীব শিক্ষার্থীকে ধনী বানিয়ে দিতেন, তার শিক্ষা সমাপ্ত হলে বলতেন, এখন তুমি হালাল-হারাম চিনে প্রাচুর্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেলে।[৭৬৯]

৩১. খালাফ ইবন আইয়ূব(র.) : তিনি বলেন, 'ইলম আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লআমের কাছে এসেছে। নবীজীর থেকে সাহাবীদের কাছে, তাদের থেকে তাবি'ঈদের কাছে এসেছে। তারপর 'ইলম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের কাছে গিয়েছে। যার ইচ্ছা এটা পছন্দ করুক, আর যার ইচ্ছা এটা অপছন্দ করুক।[৭৭০]

৩২. ফুযাইল ইবন 'ইয়ায(র.) : তিনি বিখ্যাত 'আবিদ ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম আ'যম প্রসিদ্ধ ফক্বীহ্ ও তাকওয়া-পরহেযগারীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ধনী ও তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থীদের উপর মাল খরচকারী ছিলেন। তিনি রাত-দিন 'ইলম শিক্ষাদানে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর রাতের 'আমল ছিল সুন্দর, চুপ থাকতেন বেশি, কথা বলতেন কম। হালাল-হারামের ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে শুধু তখনই মুখ খুলতেন। তিনি উত্তমভাবে সত্যের দিকে নির্দেশ করতেন, সরকারী মাল বিমুখ ছিলেন। কোন মাসআলায় সহীহ হাদীস খুঁজে পেলে তিনি তাই অনুসরণ করতেন, তা না পেলে সাহাবী ও তাবি'ঈদের মত গ্রহণ করতেন। তাদের মত না পেলে উত্তমভাবে ক্বিয়াস করতেন।
এ মন্তব্য থেকে বুঝা যায় ইমাম আ'যম সহীহ হাদীস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন। শুধু তাই নয়

---

৭৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫০
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪২৪
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০১
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫
- ♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৭৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
- ♦ মাওলানা যফার আহমাদ 'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৭৭০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৬
- ♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

সাহাবীদের আছার সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। কুরআন-হাদীস-আছারের আলোকে তাঁর ক্বিয়াসও ছিল উত্তম ধরনের। ফুযাইল ইবন ‘ইয়াযের এ মন্তব্য সাক্ষ্য ও সত্যায়ন হিসেবে যথেষ্ট।[৭৭১]

৩৩. নযর ইবন শুমাইল(র.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস। তিনি বলেন, মানুষ ফিক্‌হ থেকে সজাগ ছিল না। ইমাম আবূ হানীফা তাদের জাগ্রত করেছেন। তিনি ফিকহের দুয়ার খুলেছেন, তা স্পষ্ট করেছেন, (কুরআন-হাদীসের) সার-নির্যাস বের করেছেন।[৭৭২]

৩৪. সাহল ইবন মুযাহিম(র.) : তিনি বলেন, দুনিয়া আবূ হানীফার কাছে হাত জোড় করে এসেছিল তিনি গ্রহণ করেন নি, চাবুকের ঘা খেয়েছেন, তবুও কবূল করেন নি।[৭৭৩]

৩৫. ‘আলী ইবন ‘আসিম(র.) : তিনি বলেন, যদি ইমাম আবূ হানীফার ‘ইলমকে তাঁর যুগের অন্য সবার ‘ইলমের সাথে মাপা হয় তাহলে তাঁর ‘ইলমই সবার থেকে ভারী হবে। তিনি আরও বলেন, যদি ইমাম আবূ হানীফার ‘আকল অর্ধেক জমিনবাসীর ‘আকলের সাথে ওজন দেওয়া হয় তাহলে তাঁর ‘আকলের পাল্লাই ঝুঁকে যাবে।[৭৭৪]

৩৬.‘আব্দুল্লাহ ইবন দাঊদ আল-খুরাইবী(র.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও জারহ-তা‘দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, লোকদের উচিত সালাতে ইমাম আবূ হানীফার জন্য দু‘আ করা কারণ তিনি তাদের জন্য সুন্নাহ-ফিক্‌হ সংরক্ষণ করে গিয়েছেন।[৭৭৫]

---

৭৭১. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪০
- ♦ আন-নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৬
- ♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
- ♦ আস-সাম‘আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৭৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৭
- ♦ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯

৭৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৭
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৬
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭
- ♦ ড.মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, পৃ. ১৯৬

৭৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৩
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৯
- ♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১২
- ♦ ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৭৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪
- ♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৪
- ♦ তাকী আল-গয্‌যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৩৭. আবূ বাকর ইবন 'আইয়াশ(র.) : তিনি বলেন, ইমাম আ'যম লোকদের সাথে কম মেলামেশা করতেন, একারণে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তারা মনে করত তিনি অহংকারী, অথচ কম মেলামেশা তাঁর স্বাভাবিক স্বভাব ছিল।[৭৭৬]

৩৮. হাসান ইবন 'আম্মারা(র.) : তিনি ইমাম আ'যমকে গোসল দিয়েছিলেন। তিনি গোসল দানকালে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন ও আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি একাধারে ত্রিশ বৎসর যাবত রোযা রেখেছেন, চল্লিশ বৎসর রাতে ঘুমান নি। আপনি তো পরবর্তীদের কষ্টে ফেলে গেলেন, তিলাওয়াতকারীদের লজ্জায় ফেললেন।[৭৭৭]

৩৯. হাফস ইবন গিয়াছ(র.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি বলেন, ফিক্হে ইমাম আ'যমের মতামত চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম, একমাত্র মূর্খই তা ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করতে পারে।[৭৭৮]

৪০. ইমাম আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী(র.) : তিনি বলেন, আল্লাহ মালিকের প্রতি রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, শাফি'ঈর প্রতি রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, আবূ হানীফার প্রতি রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন।
এমন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে ইমাম আবূ দাঊদ ইমাম আবূ হানীফার হাদীসে বিশেষ দখল মেনে নিয়েছেন। ফিক্হে তাঁর অবস্থান তো তাঁর শত্রুও স্বীকার করে। তাই 'ইমাম' বলতে এখানে হাদীসে ইমামত বুঝানো হয়েছে।[৭৭৯]

৪১. 'আব্দুল 'আযীয ইবন আবী রাওয়াদ(র.) : তিনি বলেন, যে ইমাম আবূ হানীফাকে মহব্বত করে সে সুন্নী, আর যে তাঁকে ঘৃণা করে সে বিদ'আতী। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমরা লোকদেরকে আবূ হানীফার মাধ্যমে পরখ করতাম। যে তাঁকে মহব্বত করত ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত আমরা তাকে 'আহলুস সুন্নাহ্'র একজন মনে করতাম। আর যে তাঁকে ঘৃণা করত আমরা তাকে 'আহলুল বিদ'আ'র একজন মনে করতাম।[৭৮০]

৪২. রাবীজীবনীকারগণ : পরবর্তী যুগের সমস্ত রাবীজীবনীকারগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁর ইমামত স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনুন নুদাইম, ইবনুল আছীর, সাম'আনী, ইবন কাছীর, তাকী

---

৭৭৬. আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০৮
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৭৭৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৪
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০২
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩৫
♦ আন-নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৮
♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১৩
৭৭৮. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১২
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৩
৭৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০৭
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৭৮০. মুয়াফ্ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৫
♦ আস-সালিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

গয্যী, ইবন খাল্লিকান, নাবাবী,ইবনুল 'ইমাদ, সলাহ আস-সফাদী, যাহাবী, মিয্যী, ইবন হাজার আসকালানী, ইবন তাগরী বারদী, সূয়ুতী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৭৮১]

৪৩. ইমাম ইবন তাইমিয়্যা(র.) : তিনি তাঁর কিতাবপত্রে ইমাম আ'যমের প্রশংসা করেছেন। কখনও তাঁকে ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামগণের একজন, কখনও একজন অনুসরণীয় ইমাম, কখনও হাদীস-তাফসীর-তাসাওউফ-ফিকহের ইমামদের একজন, কখনও রাত-দিন 'ইলম অন্বেষীদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৮২]

৪৪. ইমাম ইবন 'আল্লান(র.) : তিনি ইমাম সাহিবকে ইমাম আ'যম, সম্মানিত আলিম, ইমামদের ইমাম ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করেছেন।[৭৮৩]

এহলো ইমাম আ'যম(র.)এর প্রশংসার কিছু বর্ণনা। পরিশেষে আমরা ইমাম খুরাইবীর বক্তব্য দিয়ে আলোচনার ইতি টানছি। তিনি বলেন, একমাত্র হিংসুক বা, অজ্ঞ ব্যক্তিই ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করতে পারে।[৭৮৪]

কুতুবে সিত্তার গ্রন্থকারগণের দৃষ্টিতে ইমাম আ'যম(র.) :

কুতুবে সিত্তার গ্রন্থকারগণ ইমাম আ'যম সম্পর্কে কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন তা এখন আলোচনা করা

---

৭৮১. ইবনুন নুদাইম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৪
- ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৯
- আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭
- ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১১৩
- তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪
- ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৫
- আন-নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯২
- ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২১
- আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৫০
- আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯০
- প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮
- প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০৫
- আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪১৭
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০১
- ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২
- আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩

৭৮২. শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫২

৭৮৩. মুহাম্মাদ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আল্লান, আল-বাকরী, আস-সিদ্দীকী, আশ-শাফি'ঈ, *আল-ফুতূহাতুর রব্বানিয়্যা 'আলাল আযকারিন নাবাবিয়্যা*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪২৪ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৫
- শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৭৮৪. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০২
- প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১২
- ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২

হবে।

ইমাম বুখারী : কুতুবে সিত্তার গ্রন্থকারদের মধ্যে ইমাম বুখারী ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের ব্যাপরে সবচেয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। যেন তিনি তাদের উপর ক্রোধান্বিত। হাফিয জামালুদ্দীন যাইলা'ঈ বলেন, ইমাম বুখারী তাঁর মাযহাবী গোঁড়ামী ও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি বিতৃষ্ণ থাকার কারণে 'সহীহ বুখারীতে' ইমাম সাহিব থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও আনেন নি। তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফার কোন বক্তব্য সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায় সে বিষয়টি ইমাম বুখারী খুব তালাশ করেছেন। সে রকম কোন বক্তব্য পেলেই তিনি তা উল্লেখ করে বলেছেন, নবীজী বলেছেন এরকম আর কতেক লোক বলে এরকম। কতেক লোক(বা'দুন নাস) বলে তিনি ইমাম আবূ হানীফার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৭৮৫]

'আল্লামা সালিহ ইবন মাহদী আল-মাক্বালী আল-কাওকাবানী ইমাম বুখারী ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম সম্পর্কে যে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন তা তাঁর ''আল-'আলামুশ শামিখ ফী ঈছারিল হাক্ক 'আলাল আবা ওয়াল মাশাইখ'' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন সন্দেহ নেই ইমাম বুখারী একজন উঁচুস্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অনেক বড় বড় হাফিয, মুহাদ্দিস, 'আবিদ, ইমাম-এর বর্ণনা তার কিতাবে আনেন নি। অথচ অনেক মাজহূল, মুতাকাল্লাম ফীহ্ বর্ণনাকারীর বর্ণনা এনেছেন। এটা তো আশ্চর্যের কথা তার থেকেও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে হাফিয যাহাবী এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর অযাচিত সাফাই গেয়েছেন। এটা তো বাড়াবাড়ি, তিনি ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ, দাঊদ যাহিরী, ইবন ইসহাকের বর্ণনা আনলেন না, একজন(ইবন ইসহাক্ব) বিখ্যাত ঐতিহাসিক, অন্যজন(আবূ হানীফা) যাকে অর্ধমুসলিম জাহান মেনে চলে, আনলেন এমন সব লোকের বর্ণনা যারা অপরিচিত![৭৮৬]

এর সাথে যোগ করে শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী বলেন, ইমাম আবূ হানীফার সাথে ইমাম বুখারী যে আচরণ করেছেন ঠিক একই আচরণ করেছেন ইমাম জা'ফার সাদিকের সাথে। হাফিয যাহাবী ইমাম জা'ফার সাদিকের জীবনীতে উল্লেখ করেন, ইমাম বুখারী তাকে প্রমাণ্য সাব্যস্ত করেন নি অথচ পুরো উম্মাত তাঁকে ইমাম মানে![৭৮৭]

ইমাম মুসলিম : তিনি তাঁর 'আল-কুনা ওয়াল আসমা' কিতাবে উল্লেখ করেন, আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত, রায়ওয়ালা(ফিক্হবিদ), মুযতারিবুল হাদীস(হাদীস বর্ণনায় উলটপালটকারী), তার বর্ণিত সহীহ হাদীস খুব কম।[৭৮৮]

এর জবাবে শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী বলেন, আল্লাহ ইমাম মুসলিমকে ক্ষমা করুন, এটি তাঁর ধারণাসুলভ কথা। তিনি যদি ইমাম আবূ হানীফার হাদীসগুলো ভালভাবে যাচাই করতেন তাহলে তার বক্তব্যের বিপরীত কথাই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত। তার উচিত ছিল সেসব হাদীস বা কিছু নমুনা পেশ করা

৭৮৫. আয-যাইলা'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৭৮৬. সালিহ ইবন মাহদী, আল-মাক্বালী, *আল-'আলামুশ শামিখ ফী ঈছারিল হাক্ক 'আলাল আবা ওয়াল মাশাইখ*, (মিসর : ?, ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩০৮-৩১০;

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

৭৮৭. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৭

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৭৮৮. আল-ইমাম মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যা প্রকাশনা, ১৪০৪ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৬

যাতে ইমাম আবূ হানীফা ইযতিরাব(উলটপালট) করেছেন। তাহলে পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত তা কী দোষণীয় না দোষমুক্ত! আর ইযতিরাব প্রমাণ হলে তা কী ইমাম সাহিবের পক্ষ থেকে না তার উপরের-নীচের বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে তা'ও স্পষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ইমাম মুসলিম এর কোনটিই করেন নি। নমুনাও পেশ করেন নি, পর্যালোচনাও করেন নি ; তার 'আলকুনা ওয়াল আসমা' কিতাবেও না, 'কিতাবুত তাম্‌য়ীয'এও না।

শুধু 'কিতাবুত তাময়ীযে' ইমাম মুসলিম এতটুকু বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা 'হাদীসে জীবরীলে' 'আখবিরনী 'আনিল ইসলাম'এর স্থানে 'আন 'শারাইয়িল ইসলাম' অর্থাৎ 'শারাইয়ি' কথাটি বৃদ্ধি করেছেন। যা অন্য কেউ বৃদ্ধি করেন নি। তিনি মুরজী ছিলেন, তাই তার মতবাদ প্রমাণে এ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

শাইখ নু'মানী ইমাম মুসলিমের বক্তব্য খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে তা সঠিক নয়। 'শারাইয়ি' কথাটি অন্য হাদীসে এসেছে। তিনি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করেছেন।[৭৮৯]

ইমাম নাসাঈ : ইমাম নাসাঈও ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে নানা অভিযোগ করেছিলেন। ইমাম তহাবীর সাথে সাক্ষাতের পর সম্ভবতঃ তার মতামত পাল্টে যায়। তিনি 'আস-সুনানুল কুবরা'য় ইমাম আবূ হানীফা থেকে রিওয়ায়াত আনেন। সে বর্ণনার সনদে 'আসিম(ইবন 'উমার)কে তিনি য'ঈফ অভিযুক্ত করেছেন, ইমাম আ'যমকে নয়। এ থেকে বুঝা যায় তিনি সেসব অভিযোগ থেকে ফিরে এসেছিলেন।[৭৯০]

শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী বলেন, ইমাম নাসাঈ যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তা হলো,

ليس علي من أتي بهيمة حد.

''যে প্রাণির সাথে যিনা করে তার হদ্দ(নির্ধারিত শাস্তি) নেই।''
এটি সহীহ। এতে কোন ত্রুটি নেই। এখানে ইমাম নাসাঈর ভুল হয়েছে। তিনি মনে করেছেন বর্ণনাকারী 'আসিম হলেন 'আসিম ইবন 'উমার, আসলে তা সঠিক নয়। বর্ণনাকারী হলেন 'আসিম ইবন বাহদালা ইবন আবিন নাজূদ। ইমাম মুহাম্মাদ 'কিতাবুল আছারে'(পৃ. ৩১১) বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'আসিম ইবন বাহদালার ব্যাপারে নাসাঈ বলেছেন, তাঁর সমস্যা নেই। অন্যরা তার প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ তার ব্যাপারে কালাম করলেও কুতুবে সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে।[৭৯১]

ইমাম তিরমিযী : ইমাম তিরমিযী তার 'ইলালে' যেভাবে ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তাতে বুঝা যায় তিনি ইমাম আ'যমকে জারহ-তা'দীলের ইমাম মনে করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার কিতাবে অন্যান্য মাযহাব নিয়ে আলোচনা করলেও হানাফী মাযহাব বা ইমাম আ'যমের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। অথচ তার চেয়েও নিম্নস্তরের মাযহাবের ইমামের নাম নিয়েছেন। এটা এক ধরণের গোঁড়ামী বটে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। কোথাও 'কূফার কেউ' বলে তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে বুঝিয়েছেন।

---

৭৮৯. শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪; বিস্তারিত জানতে- পৃ. ১৩৪-১৪৭ দ্র.
৭৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯
৭৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০

তিনি 'ইশ'আরুল বুদ্ন' অধ্যায়ে ইমাম ওয়াকী থেকে আবূ হানীফা সম্পর্কে যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়।[৭৯২]

ইমাম আবূ দাউদ : কুতুবে সিত্তার গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবূ দাঊদ ইমাম আ'যমের উত্তম প্রশংসা করেছেন। যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ আবূ হানীফার প্রতি রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন।[৭৯৩]

ইমাম ইবন মাজাহ : যতদূর জানা যায় তা হলো ইমাম ইবন মাজাহ ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি।[৭৯৪]

---

৭৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১
৭৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৭৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ : খণ্ডন

যারা ইমাম আ'যম(র.)এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করেছেন তাদের পুরোধা হলেন খতীব বাগদাদী। তিনি তার ইতিহাসগ্রন্থ 'তারীখু বাগদাদে' আবূ হানীফার জীবনীতে তাঁর নিন্দাবাদ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছেন। গবেষক 'আলিমদের মতে এসব বর্ণনা খতীব বাগদাদীর রচনা নয়, পরে তা' প্রবেশ করানো হয়েছে। কিতাবের ভূমিকা থেকেও সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি তার কিতাবে ইমাম আ'যমের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ উভয় প্রকার বর্ণনাই একত্রিত করেছেন। তার উদ্দেশ্য নিছক বর্ণনাসমূহ একত্রিতকরণ, নিন্দাবাদ নয়।[৭৯৫]

এছাড়া ইমাম বুখারী, ইমাম ইবন আবী হাতিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবন হিব্বান, ইবন 'আদী, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী প্রমুখ থেকেও ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপরে অভিযোগ পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা বিভিন্ন শিরোনামে এসব অভিযোগ বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করব। আলোচনা সংক্ষেপ করতে আমরা সনদসমূহ পুরো উল্লেখ করব না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেগুলো দেখে নিতে পারেন।

আলোচ্য অভিযোগসমূহ হলো :

১. ঈমান-কুফর-এর অভিযোগ
২. 'ইরজা'এর অভিযোগ
৩. জাহ্মী হওয়ার অভিযোগ
৪. 'খল্ক কুরআন'এর মতবাদী হওয়ার অভিযোগ
৫. হাদীস অমান্যতার অভিযোগ
৬. হাদীস না জানার অভিযোগ
৭. আরবী ভাষায় বুৎপত্তি না থাকার অভিযোগ
৮. আহলুর রায় হওয়ার অভিযোগ
৯. 'খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয'এ ফাতওয়া দেওয়ার অভিযোগ
১০. মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা টেনে এনে অনর্থক অভিযোগ

(এক) ঈমান-কুফরের অভিযোগ : খণ্ডন

১. ইমাম সুফয়ান সাওরী বলেন, আমরা মু'মিন এবং আহলুল কিবলাও(মুসলমানগণ) মু'মিন তাদের বিয়ে-শাদী, মিরাছ, নামায ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। আমাদের কিছু গোনাহ্ও হয়ে যায়, তাই আমরা জানি না আল্লাহর কাছে আমাদের কী হাল হবে? ইমাম ওয়াকী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, যারা সুফয়ান সাওরীর মত বিশ্বাস রাখবে তারা আমাদের দৃষ্টিতে সন্দেহপ্রবণ। আমরা দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে উভয় জায়গাই মু'মিন। ইমাম ওয়াকী বলেন, আমরা সুফয়ানের মতের মতই মত প্রকাশ করি। ইমাম আবূ হানীফার মত আমাদের কাছে দুঃসাহসিকতার শামিল।[৭৯৬]

খণ্ডন : এ অভিযোগের সনদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, কারণ এটা শুরু থেকেই মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। 'আকীদার কিতাবসমূহে এটি 'ইসতিস্নার মাসআলা' হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইমাম আ'যমের মতের

---

৭৯৫. ড.মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৭৯৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৩

সমর্থন আরও অনেকে করেছেন। যারা এমন বিষয়কে ইমাম আ'যমের দোষ হিসেবে পেশ করে তারা হয়ত জানেনা যে স্বয়ং সুফয়ান সাওরীই তার মত পরিত্যাগ করে পরবর্তীতে ইমাম আ'যমের মত গ্রহণ করেছেন।[৭৯৭]

২. হারিছ ইবন উমাইর বলেন, আমি মাসজিদে হারামে ইমাম আবূ হানীফার কাছে এক ব্যক্তিকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে শুনলাম যে এক ব্যক্তি বলে আমি সাক্ষ্য দেই কা'বা সত্য কিন্তু আমি জানিনা তা এই মক্কায় না অন্য কোথাও? সে কেমন? তিনি উত্তর দিলেন সে প্রকৃত মু'মিন। সে আরও জিজ্ঞেস করল, কোন লোক বলে আমি সাক্ষ্য দেই মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ নবী, কিন্তু তিনি মদীনায় না কোথায় আমি তা জানিনা, এমন ব্যক্তি কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, সে প্রকৃত মু'মিন। হুমাইদী বলেন, যে এরূপ বলবে সে কাফির।[৭৯৮]

খণ্ডন : এটি মূলত:ই বাতিল বর্ণনা, না আবূ হানীফা এ উত্তর দিয়েছেন, আর না হুমাইদী এরূপ মতপ্রকাশকারীকে কাফির বলেছেন। এটা হারিছ ইবন 'উমাইরের বানানো ঘটনা। সে মিথ্যাবাদী, হাদীস জালকারী। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, ইবন খুযাইমা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেন, সে হুমাইদ আত-তবীলের নামে হাদীস জাল করেছে। ইবন হিব্বান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য লোকদের নামে জাল হাদীস বর্ণনা করত।[৭৯৯]
যেহেতু জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন তাই এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন হামযা ও সা'ঈদ ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছেন, যদি কেউ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জুতার(জুতা সামনে রেখে) 'ইবাদাত করে তাহলে তাতে সমস্যা নেই। শুনে সা'ঈদ বললেন, এতো স্পষ্ট কুফুরী কথা।
আরেক বর্ণনায় আছে, কাসিম ইবন হাবীব বলেন, আমি আমার জুতা নুড়ি পাথরের উপর রেখে ইমাম আবূ হানীফাকে প্রশ্ন করলাম, যদি কোন লোক এই জুতার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, অন্তরে আল্লাহকে চিনে তার কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, সে মু'মিন। তার উত্তর শুনে বললাম আমি আপনার সাথে আর কখনও কথা বলব না।[৮০০]

খণ্ডন : দুটি রিওয়ায়াতই মুযতারিব(বিক্ষিপ্ত)। এটি যে ইমাম সাহিবের প্রতি মিথ্যা অপবাদ তা' স্পষ্ট। প্রথম বর্ণনায় আছেন ১.'আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার বিন দুরুসতূয়াহ্, আননাহাবী, ২. 'আলী বিন উছমান বিন নুফাইল ও ৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন হামযা। প্রথমজনকে ইমাম লালকাঈ য'ঈফ বলেছেন। বারকানী বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে য'ঈফ বলেছেন।[৮০১]

৭৯৭. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১১
৭৯৮. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭২
৭৯৯. আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪০
♦ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৩
♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩২
♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মাদ্খাল ইলাস সহীহ্* (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১২৭
♦ আয-যাহাবী, *যিকরু আসমাই মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুয়াছ্ছাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৮০০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৫-৩৭৭
৮০১. আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০০
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৫৩১

♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৩

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৭

দ্বিতীয় ব্যক্তি 'আলী ইবন 'উছমান মাজহূল(অপরিচিত)। ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, কোন জীবনী গ্রন্থে আমি তার জীবনী পাইনি।

তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন হামযা, তিনি যদি বিখ্যাত কাযী হন তাহলে তিনি দামিশ্কের অধিবাসী। আর ইমাম আবূ হানীফা দামিশ্কে গিয়েছেন বা ইয়াহ্ইয়া কূফায় এসেছেন এরূপ কোন প্রমাণ নেই। তাই একই যুগের হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাক্ষাত প্রমাণিত নয়। আর যদি অন্য ইয়াহ্ইয়া হন তবে তিনি মাজহূল।[৮০২]

আর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছেন, কাসিম ইবন হাবীব। ইমাম ইবন মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন, তিনি কিছুই(নির্ভরযোগ্য) নন। হাফিয যাহাবী ও ইবনুল জাওযী অনেক 'আলিম থেকে তার দুর্বল হওয়া বর্ণনা করেছেন।[৮০৩]

অতএব এঅভিযোগের সনদগত ভিত্তি নড়বড়ে।

আর মতন(মূল বক্তব্য) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ ধরনের বক্তব্য ইমাম আবূ হানীফা দূরে থাক সাধারণ একজন 'আলিমের মুখ থেকেও বের হবে না। তাহলে জগদ্বিখ্যাত ইমামের নামে এমন অবাস্তব অভিযোগ আরোপ গোঁড়ামী ও অন্ধমাযহাবভক্তিই দায়ী নয় কী?! আল্লাহ এমন লোকদের নাশ করুন।

৪. শারীক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা কুরআনের দু'টি আয়াত অস্বীকার করেন। আল্লাহ বলেন,

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة : البينة — ٥

''এবং তোমরা কায়েম কর নামায, আদায় কর যাকাত। আর এটাই হলো সঠিক দ্বীন।'' [৮০৪]

তিনি আরও বলেন,

ليزداد إيمانا مع إيمانهم : الفتح — ٤

''যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও কিছু ঈমান বেড়ে যায়।'' [৮০৫]

অথচ আবূ হানীফা দাবী করেন, ঈমানেহ্রাস বৃদ্ধি হয় না। আর নামায দ্বীনের অংশ নয়।[৮০৬]

খন্ডন : ইমাম আ'যমের নামে চালানো এই কথা সনদ-মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল। সনদের ক্ষেত্রে বলতে হয়, এর সনদে কয়েকজন য'ঈফ রাবী রয়েছেন। প্রথমজন 'আব্দুস সালাম ইবন 'আব্দির রহমান, আল-ওয়াবিসী। তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। তার ফিক্হী বুঝ-সমঝও গ্রহণযোগ্য মানের নয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি তার বিদ্বেষ থাকা অবাস্তব নয়।[৮০৭]

দ্বিতীয়জন আহমাদ ইবন ইবরাহীম, তিনি মাজহূল। ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, আমি তাকে

---

৮০২. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৬

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৮০৩. আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৩৪০

♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯

♦ প্রাগুক্ত, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৭

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৮০৪. বায়্যিনাহ্ : ৫

৮০৫. ফাত্হ : ৪

৮০৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৬

৮০৭. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৮
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৮৪
♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫২

'আব্দুস সালাম থেকে বর্ণনাকারী বা আহমাদ ইবন মাহদীর শাইখের মধ্যে পাইনি।[৮০৮]

তৃতীয়জন হলেন শারীক ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আবী নামির, আল-কুরাশী। তিনি বিখ্যাত রাবী শারীক আন-নাখা'ঈ নন। খতীবের বর্ণনাভঙ্গি দেখে অনেকের সে ভুল হতে পারে। বাস্তব হলো এ শারীক ইবন আবী নামির। তিনি ইমাম আ'যমের সহপাঠী ছিলেন। তিনি মদীনায় থাকতেন। অধিকাংশ 'আলিম তাকে য'ঈফ বলেছেন। ইবন মা'ঈন, ইবন আবী হাতিম, ইবন 'আদী, ইবন হিব্বান, ইবনুল জাওযী, যাহাবী প্রমুখ তাকে য'ঈফ বলেছেন। অতএব তার কাউকে জারহ-তা'দীল করা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আ'যমের ব্যাপারে তার জারহ কীভাবে গ্রহণ করা হবে যে নিজেই য'ঈফ? তাছাড়া সহপাঠীরা ঈর্ষাবশতঃ ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলে না।[৮০৯]

আর মতনের দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় ঈমান বাড়ে-কমে কিনা তা মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। ইখতিলাফী মাসআলাকে অভিযোগের কারণ বানানো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

আর 'নামায দ্বীনের অংশ নয়' এটাও ইমাম আ'যমের নামে মিথ্যা অপবাদ।[৮১০]

৫. আবূ ইসহাক ফাযারী বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, আবূ বাকর(রা.) ও ইবলীসের ঈমান একই। ইবলীস বলেছিল, হে! রব, আবূ বাকর(রা.)ও বলেছেন, হে! রব।[৮১১]

খণ্ডন : এবক্তব্যও সনদ-মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল। সনদে আছে মাহমূদ ইবন মূসা আল-আনতাকী ও আবূ ইসহাক ফাযারী। প্রথমজন সম্পর্কে ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, তার এসব আষাঢ়ে গল্পের দিকে নযর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে সুয়াইলিহ(মোটামুটি সৎ), মজবুত নয়।[৮১২]

দ্বিতীয়জন আবূ ইসহাক ফাযারী সম্পর্কে ইবন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ্, কিন্তু অনেক ভুল করতেন।[৮১৩]

তিনি ইমাম আ'যমের সতীর্থ ছিলেন, তাই এবক্তব্য যদি সত্যও হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিয়ম হলো সতীর্থের জারহ(অভিযোগ) একে অপরের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

---

৮০৮. ড.মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৮০৯. আবূ যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, *তারীখু ইবন মা'ঈন* (মক্কা : মারকাযুল বাহছিল 'ইলমী ওয়া ইহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৭৯), খ. ৩, পৃ. ১৬৯
♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫
♦ আয-যাহাবী, *আল-কাশিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৫
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৬
♦ ইবন হিব্বান, *মাশাহীরু উলামাইল আমসার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩১
৮১০. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৮১১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৬
৮১২. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৮৯
♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৮
♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪২
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৫০

♦ ড.মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৮১৩. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩১
♦ ইবন সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮

আর মতনের দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় একজন ইমামুল মুসলিমীন তো দূরে থাকুন কোন মুসলিম কি এরূপ বলতে পারে? আর কোন মুসলমানের জন্যও এরূপ কথা একজন ইমামের নামে চালানো জায়িয হবে?[৮১৪]

৬. 'আব্দুল্লাহ ইবন সাঈ'দ ইবন হুবাইরা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইবন আবী লাইলা নিম্নের কবিতা আবৃতি করতেন :

إلي شنآن المرجئين ورأيهم　　　عمر بن ذر وابن قيس الماصر

وعتيبة الدباب لا نرضي به　　　وأبو حنيفة شيخ سوء كافر

মুরজীদের মধ্য থেকে ঘৃণার পাত্র হলো 'উমার ইবন যার ও ইবন কাইস আল-মাসির, 'উতাইবা আদ্দাব্বাবকেও আমরা পছন্দ করি না। আর আবূ হানীফা তো মন্দ শাইখ, কাফির।[৮১৫]

খণ্ডন : খতীব বাগদাদী এরূপ বক্তব্য বর্ণনা করলেন সনদের পর্যালোচনা ছাড়াই?! এটি যুগ যুগ ধরে মানুষ পড়বে! ইন্নালিল্লাহ! এ বর্ণনার সনদে কয়েকজন রাবী মাজহূল(অপরিচিত)। তারা হলেন, 'আমর ইবনুল হাইছাম, 'আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ। অতএব এটি যে ভিত্তিহীন বানানো কাহিনী তা' স্পষ্ট। খতীব বাগদাদী এর দায়ভার এড়াতে পারেন না। তিনি কীভাবে এমন জঘণ্য অপবাদযুক্ত বক্তব্য পেশ করতে পারলেন?! শুধু তাই নয় তিনি তিনটি বর্ণনা এরূপ এনেছেন যাতে ইমাম আ'যমের প্রতি কুফর-শিরকের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে! সেসব বর্ণনায় যিরার ইবন সুরদ নামে বিখ্যাত এক মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। যাকে ইবন মা'ঈন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বুখারী ও নাসাঈ তাকে মাতরূক(পরিত্যাক্ত) বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি সিকাহ্ নন। দারাকুতনী তাকে য'ঈফ বলেছেন। হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। সাজী বলেন, তার কিছু মুনকার রিওয়ায়াত আছে।[৮১৬]

যদিও এসব বর্ণনায় যিরার রয়েছে, তবুও খতীব নিন্দাবাদের যোগ্য। তিনি কীভাবে এসব বর্ণনা করে চুপ থাকলেন, অপবাদ খন্ডন করলেন না?! ইমাম আ'যমের প্রতি প্রশংসা সূচক বর্ণনায় তিনি রাবী পর্যালোচনা করেন অথচ তাঁর প্রতি নিন্দাবাদের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা ছাড়াই আনেন, যেসবে রয়েছে অগ্রহণযোগ্য রাবী?! সেসব রাবীর অনেককেই তিনি তার কিতাবের অন্যস্থানে সমালোচনা করেছেন?! এটি তার স্পষ্ট স্ববিরোধী পন্থা নয় কী, যা অনেক সন্দেহের জন্ম দেয়! এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি 'আল্লামা যাহিদ কাউছারী ইমাম আবূ হানীফার নিন্দাবাদযুক্ত খতীবের বক্তব্যগুলো খন্ডন করে যে কিতাব লিখেছেন তা'র অধিকাংশ খন্ডনই সঠিক।[৮১৭]

---

৮১৪. ড.মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৮১৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৮৮
৮১৬. ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৫
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০১
♦ আল-ইমাম আন-নাসাঈ, *আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩০৩
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৭
♦ সিবত ইবনিল 'আজামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

♦ ইবনুল জাওযী, *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৬

♦ ইবন 'আররাক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১

৮১৭. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪

৭. ইমাম ইবন হিব্বান বিশুদ্ধ সনদে ইমাম সুফয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ হানীফাকে দু'বার কুফর থেকে তাওবা করতে বলা হয়েছে, তিনি তাওবা করেছেন![৮১৮]

খণ্ডন : যদিও এর সনদ সহীহ তবুও কয়েকটি কারণে এটি গ্রহণযোগ্য নয়;

ক) এতে অস্পষ্টতা রয়েছে। ইমাম ইবন হিব্বান বা সুফয়ান সাওরী কেউ বলেন নি কে ইমাম আ'যমকে কুফর থেকে তওবা করতে বলেছে?! ইবন হিব্বান এব্যাপারে দায় এড়াতে পারেন না কারণ তিনি এর মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে সর্বোচ্চ অভিযোগ তথা কুফরের অভিযোগ পেশ করতে চাচ্ছেন! কিন্তু তিনি খতীব থেকে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন, সহীহ সনদ এনে পার পেতে চেয়েছেন। ইমাম সুফয়ান সাওরীও দায় এড়াতে পারেন না যদি তার দিকে এর নিসবত সহীহ হয়ে থাকে!

খ) এতে ভুলধারণা দেওয়া হয়েছে। ইবন হিব্বান সনদ এনেছেন সহীহ কিন্তু বিষয়টি রেখেছেন অস্পষ্ট! বিষয়টি স্পষ্টও করেন নি বা টীকাও সংযোজন করেন নি, যাতে পাঠক এ ভুলধারণায় নিপতিত হয় যে ইমাম আবূ হানীফা কুফুরী করেছেন! এবং তা থেকে দু'বার তাওবাও তলব করা হয়েছে!

গ) এ ইচ্ছাকৃত ভুল ইবন হিব্বান থেকেই সংঘটিত হয়েছে, তিনি মূলঘটনাটি উল্লেখ করেননি, তা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন! গবেষক মুহাদ্দিস-ফক্বীহর কাছে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। আমরা ইবন হিব্বানের প্রতিবাদ করছি না, বরং যারা তার সমকক্ষ বা উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস তাদের জবানীতেই খণ্ডন উপস্থাপন করছি। ইমাম ইবন 'আব্দিল বার 'আল-ইন্তিকায়' উল্লেখ করেন, একদিন ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আল-খুরাইবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবূ 'আব্দির রহমান! মু'আয সুফয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করেন যে ইমাম আবূ হানীফাকে দু'বার কুফর থেকে তাওবা করতে বলা হয়েছে, তিনি তাওবা করেছেন?! এব্যপারে আপনার মত কী? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! এটি মিথ্যা। আল্লাহর শপথ! কূফায় সালিহের ছেলে 'আলী ও হাসান তাকওয়া-পরহেযগারীতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ইমাম আবূ হানীফা তাদের সম্মুখেই ফাতওয়া দিতেন। যদি তিনি এরূপ হতেন(অর্থাৎ কুফুরী করতেন) তবে তারা তাকে সমর্থন দিতেন না। আমি দীর্ঘদিন কূফায় ছিলাম কিন্তু এমন অভিযোগ শুনিনি।[৮১৯]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস খুরাইবীকে আল্লাহ উত্তম বদলা দিন তিনি উপযুক্ত প্রতিবাদ করে আমাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন।

ইমাম কিরমানী এই তওবা তলবের ঘটনা ও এর হাকীকত স্পষ্ট করে সব সংশয় দূর করেছেন। তিনি ইমাম আবূ বাকর 'আতীক ইবন দাউদ আল-ইয়ামানী থেকে বর্ণনা করেন, খারিজীরা কূফায় আধিপত্য বিস্তার করলে ইমাম আবূ হানীফাকে ধরে নিয়ে গেল। কেউ তাদেরকে বলল, এতো মুসলমানদের শাইখ-ইমাম। খারিজীরা তাদের বিরোধীদের কাফির মনে করত বিধায় তারা হুকুম করল, হে শাইখ! কুফুরী থেকে তাওবা কর! তিনি উত্তর দিলেন, আমি সব ধরনের কুফুরী থেকেই তাওবা করি। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল। তিনি চলে গেলে কেউ তাদেরকে বলল, আরে সে তো কুফুরী থেকে তাওবা করেছে মানে তোমরা যে অবস্থার উপর আছ তা থেকে তাওবা করেছে! তখন তাকে ফিরিয়ে আনা হল। তাদের নেতা তাকে লক্ষ করে বলল, তুমি কুফুরী থেকে তাওবা করেছ আর আমরা যে কুফুরীর উপর আছি তা বুঝিয়েছ! ইমাম আবূ হানীফা বললেন, এটি কী তোমরা জেনে শুনে বলছ না ধারনা

---

৮১৮. ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪

৮১৯. ইবন 'আব্দিল বার, *আল-ইন্তিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

করছ? তারা বলল, আমরা ধারনা করে বলছি। ইমাম আ'যম বললেন, আল্লাহ বলেছেন,

إن بعض الظن إثم – الحجرات – ١٢

'কোন কোন ধারনা গুনাহ্'।[৮২০]

এটা তোমাদের কাছে গুনাহ্, আর তোমাদের দাবী সব গুনাহ্ই কুফুরী। অতএব তুমি এই কুফুরী থেকে তাওবা কর। তাদের নেতা বলল, তুমি সত্য বলেছ, আমি এ কুফুরী থেকে তাওবা করছি, তুমিও তাওবা কর। ইমাম আ'যম বললেন, আমি সব ধরনের কুফুরী থেকে তাওবা করছি।[৮২১]

এভাবে যারা আমানত ও বিশ্বস্ততার দাবী করে তাদের উচিত মহান ইমামদের ব্যাপারে দায়সাড়া মন্তব্য না করে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়।

৮. ইমাম ওয়াকী বলেন, একবার সুফয়ান সাওরী, শারীক, হাসান ইবন সালিহ ও ইবন আবী লায়লা একত্রিত হয়ে ইমাম আবূ হানীফাকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। তিনি আসলে তারা তাকে প্রশ্ন করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী মত যে আপন পিতাকে হত্যা করে, মাকে বিবাহ করে। পিতার মাথার খুলিতে মদপান করে?! তিনি উত্তর দিলেন, সে মু'মিন। তখন ইবন আবী লায়লা তাকে লক্ষ করে বললেন, আমি কখনও আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। সুফয়ান বললেন, আমি আপনার সাথে কখনও কথা বলব না। শারীক বললেন, আমার সামর্থ্য থাকলে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। হাসান ইবন সালিহ বললেন, আপনার মুখ দর্শন আমার জন্য হারাম।[৮২২]

খণ্ডন : এটি জাল ঘটনা হওয়ার আলামাত স্পষ্ট। ইমাম ওয়াকী পর্যন্ত সব রাবী য'ঈফ ও মাজহূল।

তাছাড়া মতনের বক্তব্যও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিরোধী নয়। কারণ কবীরা গুণাহকারী কাফির নয় এবিষয়ে সবাই একমত। তাই বলা যায় এমন বক্তব্য তৈরি করেও ইমাম আ'যমকে অপমান করতে হবে? নিন্দুকেরা আর কিছু খুঁজে পেল না?!

এটি বানানো কাহিনী। ইতোপূর্বে ইমাম সাওরী ও ওয়াকী' থেকে ইমাম আ'যমের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে।[৮২৩]

এর খণ্ডনে অতিরিক্ত যে কথা বলতে হয় তা হলো এঘটনা উল্লেখ করে খতীব বাগদাদী নিজেই জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ কবীরাগুনাহকারীকে ঈমানদার না বলে কাফির বলা খারিজীদের মতবাদ। তাহলে তিনি কী খারিজীদের মতবাদে বিশ্বাসী?!

এছাড়া এতে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় তা হলো তিনি ইমাম আবূ হানীফার নিন্দামূলক বর্ণনা শুধু বর্ণনার খাতিরে পেশ করেছেন, সন্দেহ-অভিযোগ সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। কারণ তিনি শাফি'ঈ আর মুসলিমকে কাফির না বলার নীতিমালায় হানাফী-শাফি'ঈ সবাই এক। নিন্দা উদ্দেশ্য হলে জেনেশুনে এমন ঘটনা উল্লেখ করতেন না। তাছাড়া উক্ত ইমামগণ(সুফয়ান, ইবন 'উয়াইনা, শারীক)ও কবীরাগুনাহকারীকে কাফির বলেন না। কারণ এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত 'আকীদা। ঘটনা সত্য হলে তো প্রকারান্তরে তাদের নিন্দাবাদও হয়ে যায়। তাই প্রমাণিত হলো এটি জাল ঘটনা।[৮২৪]

---

৮২০. হুজুরাত : ১২

৮২১. শামুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, আল-ইমাম কিরমানী, *মানাকিবু আবী হানীফা* (মিসর : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১০১

৮২২. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৮

৮২৩. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০- ২১১

৮২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

(দুই) 'ইরজা'এর অভিযোগ :

১. আবূ মুসহির বলেন, ইমাম আবূ হানীফা মুরজিয়াদের মূল ব্যক্তি।[৮২৫]
২. ইমাম বুখারী 'আত-তারীখুল কাবীরে' বলেন, তিনি(ইমাম আবূ হানীফা) মুরজী ছিলেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁর ব্যাপারে নীরব।[৮২৬]

খণ্ডন : খতীব বাগদাদীসহ অনেকে ইমাম আ'যমকে মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। আমরা এখানে তা খণ্ডন করব।

ইরজার সংজ্ঞা : 'ইরজা' শব্দের অর্থ পিছিয়ে দেওয়া, আশান্বিত করা। পরিভাষায় 'ইরজা' একটি মতবাদ। এর অনেক অর্থ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে তিন প্রকারের অর্থ প্রধান; ১. সাহাবীগণ(রা.)এর মধ্যে যেসব মতবিরোধ হয়েছে যেমন- হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়া(রা.)এর মতানৈক্য, তাতে কারও পক্ষাবলম্বন না করে, ফয়সালা আল্লাহর উপর সোপর্দ করা।
২. কোন কবীরাগুনাহকারীর ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার নিশ্চিত হুকুম না লাগানো, বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া।
৩. একথা বলা যে ঈমানের সাথে কোন গুনাহ্ ক্ষতিকর নয়, কুফরের সাথে কোন নেককাজ উপকারী নয়।
যারা 'ইরজা'তে বিশ্বাসী তাদেরকে 'মুরজী' বলা হয়। উল্লেখ্য যে মু'তাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকেও 'মুরজী' হিসেবে অভিহিত করত।[৮২৭]

'ইরজা' তথা মুরজীদের অনেক প্রকার রয়েছে; যেমন-
১. মুরজিআতুস সুন্নাহ, ২. মুরজিআতুল জাবরিয়্যা, ৩. মুরজিআতুল কাদরিয়্যা, ৪. মুরজিআ খালিসা, ৫. মুরজিআতুল কারামিয়্যা, ৬. মুরজিআতুল খাওয়ারিজ ইত্যাদি।[৮২৮]

ইমাম আবূ হানীফা মুরজী ছিলেন এ অপবাদ খণ্ডন করে ইমাম শাহরাস্তানী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও তার সাথীদেরকে মুরজিআতুস সুন্নাহ বলা হতো, অনেক ব্যক্তি তাদেরকে মুরজী হিসেবে গণ্য করেছেন। সম্ভবতঃ এর কারণ তিনি বলতেন, ঈমান হলো আন্তরিক স্বীকৃতি, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এ বক্তব্য দেখে তারা মনে করল ইমাম আ'যম 'আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিচ্ছেন!(অর্থাৎ তিনি মুরজী)। যিনি আজীবন 'আমলের মাসআলা কুরআন-হাদীস থেকে বের করেছেন, আমল নিয়ে গবেষণা করেছেন, নিজে 'আমলের পাবন্দ ছিলেন, তিনি কী করে 'আমল ত্যাগের ফাতওয়া দিতে পারেন?!(অর্থাৎ মুরজীদের মত 'আমলগুরুত্বহীন একথা বলতে পারেন। তাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় তিনি মুরজী নন।) তাকে মুরজী অপবাদ দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো, তিনি কাদরিয়্যা ও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধাচারণ করতেন। আর তারা তাদের বিরোধীদের 'মুরজী' হিসেবে অভিহিত করত। খারিজীরাও তাদের বিরোধীদের 'মুরজী' ডাকত। তিনি তাদেরও বিরোধী ছিলেন, সে হিসেবে তিনি

---

৮২৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৮০

৮২৬. আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮১

৮২৭. আবুল ফাতহ, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল কারীম, আশ-শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৪০৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১৩৮-১৪০

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২৩

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৮২৮. ড. গালিব ইবন ‘আলী, *ফিরাকুন মু‘আসিরা*, ি ি ি .ংধধরক্ষ.হবঃ, খ. ২, পৃ. ১৫২

মু‘তাযিলা ও খারিজীদের থেকে ‘মুরজী’ খেতাব পান।(আসলে তিনি মুরজী ছিলেন না।)[৮২৯]

আমাদের বক্তব্য হলো, ইমাম আ‘যম আজীবন বিদ‘আতী ও বাতিল সম্প্রদায়-শী‘আ, খারিজী, মু‘তাযিলা, মুরজী, জাহমীদের বিরোধিতা করেছেন, তাদের পিছনে নামায নাজায়িয ফাতওয়া দিয়েছেন। যা তার শাগরিদদের লিখিত কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। সে হিসেবে হানাফী ফিকহের সমস্ত কিতাবে তা নকল করা হয়েছে। তিনি মুরজী হলে এ ফাতওয়া দিতেন?! তাহলে আমরা কী এতো কিতাবের বর্ণনা বাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে দু’একজনের মত গ্রহণ করব! কখনই নয়।[৮৩০]

অতএব প্রমাণিত হলো তিনি মুরজী ছিলেন না।

(তিন) জাহমী হওয়ার অভিযোগ :

সা‘দ ইমাম আবূ ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হানীফা কেমন ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে কী করবে, সে তো জাহমী হয়ে মারা গিয়েছে।[৮৩১]

খণ্ডন : ইমাম আ‘যমের জাহমিয়া হওয়ার অপবাদ আরও অনেক বর্ণনায় পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা জানব ‘জাহমী/জাহমিয়্যা’ কাকে বলে। ‘জাহমিয়্যা’ হলো ‘জাহম ইবন সফওয়ান’ নামক জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মতবাদ ও তার অনুসারীদের নাম। এ মতবাদের একজন অনুসারীকে ‘জাহমী’ বলা হয়। তাদের মত হলো, মানুষের কর্মস্বাধীনতা নেই, তার কর্মের কোন মূল্য নেই। বান্দার আনুগত্য(ইবাদাত)-অবাধ্যচারণ(গুনাহ) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। তারা মু‘তাযিলাদের মত আল্লাহর সিফাতসমূহ অস্বীকার করত।[৮৩২]

ইমাম আ‘যমের প্রতি জাহমী হওয়ার অভিযোগ মিথ্যা ও বাতিল। একটু আগেই বলা হলো তিনি মুরজী-জাহমীদের পিছনে নামায পড়া জায়িয মনে করতেন না। তাছাড়া তিনি জাহম ইবন সফওয়ানকে বিদ‘আতী বলেছেন, তাকে ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে বের করে ফেলেছিলেন প্রায়! তিনি বলতেন, আল্লাহ জাহম ইবন সফওয়ান ও মুকাতিল ইবন সুলাইমানের নাশ করুন! এ আল্লাহর সিফাত অস্বীকারের বাড়াবাড়ি আর ও আল্লাহর সাদৃশ্য প্রদানের বাড়াবাড়িতে লিপ্ত।[৮৩৩]

নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিলে আমরা কোন বক্তব্য গ্রহণ করব? যে অপবাদের সনদ দুর্বল তা’ না যা ইমাম আ‘যম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত?!

কোন সন্দেহ নেই ইমাম আ‘যমের বক্তব্য ও তাঁর ফাতওয়াই গ্রহণযোগ্য, তাঁর প্রতি আরোপিত অভিযোগ নয়।

(চার) ‘খলক কুরআন’এর মতবাদী হওয়ার অভিযোগ :

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, ‘কুরআন মাখলূক’একথা প্রথম দাবী করেন ইমাম আবূ হানীফা।[৮৩৪]

খন্ডন : এই বর্ণনা ও এরকম আরও বর্ণনার মাধ্যমে খতীব বাগদাদী ‘কুরআন মাখলূক’ হওয়ার মতবাদ

৮২৯. আশ-শাহরাস্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪০

♦ আল-ইমাম আবূ যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৮৩০. আবুল মুযাফ্‌ফার, ‘ঈসা ইবন সাইফুদ্দীন, সুলতান মালিক, আল-হানাফী, *আস-সাহমুল মুসীব ফী কাবিদিল খতীব* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ৫৭

৮৩১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৮১

৮৩২. আশ-শাহরাস্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
৮৩৩. আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১
৮৩৪. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

ইমাম আবূ হানীফার দিকে সম্পর্কিত করেন। এটা সুস্পষ্ট অসত্য অভিযোগ। ইমাম আবূ ইউসুফ এরূপ বলেন নি, এটা রচনা করেছে জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ আস-সন্দালী। সে খুব দুর্বল রাবী। এ বর্ণনায় ইসহাক(ইবন 'আম্মি ইবন মানী') ও হাসান ইবন আবী মালিক মাজহূল রাবী।

খতীব বাগদাদী বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা 'খলকে কুরআন' মতবাদের পক্ষে ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম এর প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আরও বলেন, প্রসিদ্ধ মত হলো তিনি 'খলকে কুরআনে'র পক্ষে ছিলেন, পরে তাওবা করেছেন। এর খণ্ডনে মালিক আবুল মুযাফ্ফার বলেন, এটি খতীবের মিথ্যাচারের একটি দলীল। ইমাম আবূ হানীফার থেকে প্রসিদ্ধ ও সবযুগে অগণিত ব্যক্তির সনদে বর্ণিত মত হলো, ইমাম আ'যম যে ব্যক্তি 'খলকে কুরআন' মতবাদ মেনে নিবে তার পিছনে নামায পড়া নাজায়িয বলেছেন। এখন বিচার করুন খতীব একে অপ্রসিদ্ধ বলেছেন তা মেনে নেওয়া যায় কিনা ?! এরপর তিনি বলেন, ইমাম আ'যম মু'তাযিলাদের সাথে অনেকবার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। এটি ঐতিহাসিক সত্য, কোন সন্দেহ নেই। একবার তিনি এক মু'তাযিলীকে 'কর্মের স্বাধীনতা'র বিতর্কে বলেছিলেন, তোমার যদি কর্মে স্বাধীনতা থেকে থাকে তাহলে মলের স্থান দিয়ে মূত্র ও মূত্রের স্থান দিয়ে মল বের কর! তখন সে লা জাওয়াব হয়ে গেল। ইমাম আ'যম হেসে উঠলেন। মু'তাযিলী বলল, আমি তোমার সাথে 'ইলমী বিতর্কে লিপ্ত আর তুমি এনিয়ে হাসছ! আল্লাহর শপথ! আমি আর কোনদিন তোমার সাথে কথা বলব না। এরপর থেকে ইমাম আ'যমকে আর হাসতে দেখা যায় নি। ইমাম আ'যম এ যুক্তি কুরআন থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب–البقرة–٢٥٨

''নমরুদের সাথে বিতর্কে হযরত ইবরাহীম(আ.) বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূর্য পূর্ব থেকে উঠান তুমি পশ্চিম থেকে উঠিয়ে দেখাও।''[৮৩৫]

মু'তাযিলারা তো ইমাম হাসান বসরীর হালকা থেকে সড়ে মতবাদ প্রচার করেছিল তাহলে কীভাবে বলা যায় ইমাম আবূ হানীফা সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন?!(কারণ তিনি তাদের পরে এসেছিলেন, ইমাম হাসান বসরীর জন্ম তাঁর আগে।)[৮৩৬]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি শুধুই নিন্দবাদের উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন অভিযোগ, আবূ হানীফা যে এ থেকে মুক্ত তা খতীব ভাল করেই জানেন!

(পাঁচ) হাদীস অমান্যতার অভিযোগ : খণ্ডন

১. আবূ ইসহাক ফাযারী বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার কাছে এসে জিহাদসংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন। আমি বললাম এব্যাপারে তো এই এই হাদীস রয়েছে? তিনি বললেন, ছাড় তো হাদীস!

আরেক দিন এক মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দিলেন। আমি বললাম এব্যাপারে তো নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, তা' শূকরের লেজ দিয়ে ঝেড়ে ফেল।[৮৩৭]

খন্ডন : এজঘন্য অপবাদের উত্তরও আগের মতই। এর এক রাবী 'আব্দুস সালাম ইবন 'আব্দির রহমান-

এর আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে। তার শাইখ ইসমা'ঈল ইবন 'ঈসা ইবন 'আলী আল-হাশিমী

৮৩৫. বাকারা : ২৫৮
৮৩৬. সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৮৩৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪০১

মাজহূল হাল। শাইখ আলবানী তার জাহালাত(অপরিচিতি) দূর করতে যেয়ে শাইখ যাহিদ কাওছারীর প্রতি তাকে না চেনার অভিযোগ করেছেন, অথচ তিনিও তাকে পরিচিত(মা'রূফ) করতে পারেন নি, তার সম্পর্কে কোন জারহ-তা'দীল করতে পারেন নি।

আর মতন বিবেচনা করলেও বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হয়, সনদ সহীহ হোক আর না হোক। যিনি সাধারণ মানুষের সাথেই ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত, বড় বড় ইমামগণ যার ভদ্রতার সাক্ষী তিনি কী নবী-নবীর হাদীসের শানে এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারেন?! আর উক্ত ঘটনায় প্রশ্নই বা কি ছিল, উত্তরটি কি দিয়েছেন, হাদীসগুলোও কী তা উল্লেখ নেই, তাহলে তার বক্তব্যের যাচাই-বাছাই কীভাবে করা হবে? এথেকে পরিষ্কার যে ঘটনাটি বানোয়াট। আর ফাযারী পর্যন্ত সনদ সহীহ হলে তো তিনিই এমন কথা বর্ণনা করে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবেন, প্রসিদ্ধ ইমামকে জারহ করে। তাই বলা যায় এটি ভিত্তিহীন কাহিনী, হিংসা-অন্ধমাযহাবপ্রীতি-দুঃসাহসী বিরোধিতা যার উৎস, কোন সত্যিকারের 'আলিম এরূপ করতে পারেন না।[৮৩৮]

২. আবূ ইসহাক ফাযারী বলেন, আমি জিহাদ রহিত হওয়া সম্পর্কে একটি হাদীস ইমাম আবূ হানীফাকে শুনালাম। তিনি বললেন, এটি আষাঢ়ে গল্প।[৮৩৯]

খণ্ডন : এটি ছাড়াও খতীব বাগদাদী আরও কিছু বর্ণনা এনেছেন যা আরও কঠিন কথাপূর্ণ! এগুলোর মূলবক্তব্য হলো ইমাম আবূ হানীফা হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন বা হাদীস নিয়ে বিদ্রুপ করতেন। এসবই ভিত্তিহীন বাতিল বর্ণনা। উপরিউক্ত বর্ণনায় ইবন দূমা-হাসান ইবন হুসাইন ইবন দূমা আন-নি'আলী-রয়েছে, যার ব্যাপারে যাহাবী বলেন, সে য'ঈফ, নিজেকে তিবাক দাবী করত[৮৪০]। আর এটা মিথ্যা দাবী।[৮৪১]

খতীব বাগদাদী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন ইমাম আ'যম মোট চারশত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন?! এর মধ্যে রয়েছে,

للفرس سهمان وللراجل سهم

(ঘোড়সওয়ারের জন্য দু'অংশ ও পদাতিক ব্যক্তির এক অংশ)

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

(ক্রেতা-বিক্রেতার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত কেনা-বেচার অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে।)

أن النبي صلي الله عليه وسلم أقرع بين نسائه

(নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লটারীর মাধ্যমে সফরসঙ্গিণী কোন স্ত্রী হবেন তা বাছাই করতেন।)

ইমাম আবূ হানীফার ফিকহ্ অনুসন্ধানকারীর জানা আছে যে তাঁর মাযহাবে এসব হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির অবস্থা যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত তাই গ্রহণীয়, অনিশ্চিত-সন্দেহযুক্ত অবস্থা গ্রহণীয় নয়। ইমাম আ'যমের হাদীস প্রত্যাখ্যানের প্রতিটি বর্ণনা ত্রুটি-দুর্বলতা থেকে খালি নয়। আর সনদ শুদ্ধ ধরে নিলেও দেখা যাবে সনদে কোন হিংসুক বা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান।

৮৩৮. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫- ২১৬
৮৩৯. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪০১-৪০২
৮৪০. তিবাক অর্থ যাদের থেকে হাদীস শুনেনি তাদের কাছ থেকে শুনার দাবী করা।
৮৪১. আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৭
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

আর হিংসুক ও অজ্ঞ ব্যক্তির কথা ধর্তব্য নয় যা হাদীসের ইমামগণ বারবার বলেছেন। এটি জারহ-তা'দীলের একটি মূলনীতি, তাই এসব রিওয়ায়াত(বর্ণনা) প্রত্যাখ্যাত।[৮৪২]

'আলিমগণ একমত যে এসব মিথ্যা অভিযোগ, এগুলোর খণ্ডনের কোন প্রয়োজন নেই। যদি মাসআলাটি কী ছিল, হাদীসটিই বা কী তা পরিষ্কার উল্লেখ থাকতো তা হলে অভিযোগ বিবেচনায় এনে খণ্ডনের প্রশ্ন আসত। তারপরও আমরা দেখিয়েছি যে এসব বর্ণনার প্রতিটি সনদ বাতিল। এটিই হাদীসশাস্ত্রবিদদের নীতি। প্রথম সনদ আলোচনা, এরপর মতন তথা বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা, এরপর হুকুম লাগানো। সনদই যদি সত্য না হয় তাহলে বিষয়বস্তু হাওয়ায় ভাসবে। যা দাবী করা হবে তা স্পষ্ট করা উল্লেখ করতে হবে, অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। অজ্ঞাত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়, তা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা সত্যায়নও করবে না।[৮৪৩]

(ছয়) হাদীস না জানার অভিযোগ : খণ্ডন

ইমাম ইবন হিব্বান আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ, বাহ্যিক তাকওয়াধারী, হাদীসে অদক্ষ। তিনি মাত্র একশ ত্রিশটি হাদীস সনদসহ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর হাদীস জানতেন না, তাও আবার একশ বিশটি হাদীসেই ভুল করেছেন! কখনও সনদ পাল্টিয়ে দিয়েছেন, কখনও অজ্ঞতাবশতঃ মতনে পরিবর্তন এনেছেন। যখন তার শুদ্ধ থেকে ভুলের মাত্রই বেশি তখন হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না।[৮৪৪]

খণ্ডন : এই হলো ইমাম ইবন হিব্বানের বক্তব্য। এসব বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থিতির দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপে। তিনি প্রমাণ ছাড়া এমন সব অভিযোগ ইমাম আ'যমের প্রতি আরোপ করেছেন যার সবগুলোই প্রত্যাখ্যাত। আমরা এক এক করে এসব আলোচনা করে এগুলো খণ্ডন করব।

(এক) তিনি বলেছেন আবূ হানীফা বাহ্যিক তাকওয়াধারী। এটা তো ইমাম আ'যমকে রিয়াকার-মুনাফিক বলারই নামান্তর! অথচ সব নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসই তাকে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী বলে প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মিস'আর ইবন কিদামও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন যেমন ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অনেক হাদীসের ইমাম তার আল্লাহভীরুতার প্রশংসা করেছেন।

(দুই) তিনি বলেছেন ইমাম আ'যম হাদীসে অদক্ষ। এটা হাদীস-ফিকহের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত। তাদের মতে কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান ও এদুটোর নীতিমালা জানা ছাড়া কেউ ফক্বীহ হতে পারে না। ইমাম শাফি'ঈ যেখানে বলেছেন, 'সবাই ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার কাছে ঋণী' অথচ তিনি হাদীসে অদক্ষ-অজ্ঞ এটা তো একেবারে অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য।

(তিন) ''তিনি মাত্র একশ ত্রিশটি হাদীস সনদসহ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর হাদীস জানতেন না।'' এমন ভুল বক্তব্য ইমাম ইবন হিব্বানের মত মুহাদ্দিস থেকে আশা করা যায় না। তিনি হয়তঃ আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ দেখেন নি অথবা জেনে শুনে ইমাম আ'যমের হাদীসে পারদর্শিতা মানতে রাজী নন। তার যেসব মুসনাদ ছাপা হয়েছে শুধু সেগুলোর দিকে নজর দিলেই দেখা যায় পাঁচশতাধিক হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন।

(চার) ''এছাড়া আর হাদীস জানতেন না।'' এটি একটি অবাস্তব, প্রমাণবিহীন বক্তব্য।

৮৪২. ড.মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
৮৪৩. সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৫
৮৪৪. ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬১-৬৪

(পাঁচ) ''তাও আবার একশ বিশটি হাদীসেই ভুল করেছেন!'' এটিও প্রমাণবিহীন আক্রমণ যা অগ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবন হিব্বান সেসব ভুল থেকে মাত্র দশটি হাদীসই এনে দেখান না যাতে তিনি ভুল করেছেন?! কিন্তু তিনি তা পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এভাবে দলীল-প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ দায়ের তো হাদীসের ইমামদের নীতি নয়! তিনি কি তাদের নীতি থেকে সরে যাচ্ছেন না?

(ছয়) ''কখনও সনদ পাল্টিয়ে দিয়েছেন, কখনও অজ্ঞতাবশতঃ মতনে পরিবর্তন এনেছেন।'' এবাক্য তো স্বয়ং ইবন হিব্বানের গালেই চপেটাঘাত। সত্য চির উন্নত। ইমাম আবূ হানীফা কীভাবে সনদ পাল্টাতে পারেন?! তিনি তো তাবি'ঈ থেকে বা সরাসরি সাহাবী থেকে বর্ণনা করবেন। তার সনদে তাবি'ঈ-সাহাবী বা শুধু সাহাবী থাকবে। তাহলে কী আমরা বলব তিনি বলেছেন আমি ইবন 'আব্বাস থেকে তিনি 'ইকরিমা থেকে, আনাস থেকে তিনি কাতাদা থেকে, ইবন মাসঊদ থেকে তিনি নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন?! অথবা কোন সাহাবী থেকে শুনেছেন তাও ভুলে গেছেন?! এতো হাদীসের কোন সাধারণ ছাত্রও বলবে না, অথচ ইবন হিব্বান থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে! সুবহানাল্লাহ!! তিনি আর কিছু খুঁজে পেলেন না?!

''কখনও অজ্ঞতাবশতঃ মতনে পরিবর্তন এনেছেন।''এটি কোন ইমাম করতে পারেন, বিশেষ করে ফিকহের ইমাম?! তাহলে তার ইমামত থাকবে? ইবন হিব্বান তো একটি উদাহরণও পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিনা দলীলে এত বড় অপবাদ নায়ুক নয় কী? কেউ তো এব্যাপারে একটি উদাহরণও বানাতে অক্ষম।

(সাত) ''যখন তার শুদ্ধ থেকে ভুলের মাত্রাই বেশি তখন হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না, বরং পরিত্যায্য হবেন।'' এটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের ভিত্তিতে নিয়ম বানিয়েছেন। পূর্বের কথাগুলোই যেহেতু বাতিল তাই এটিও বাতিল।

পরিশেষে ইবন হিব্বানের এ বর্ণনার সনদ সম্পর্কে বলতে হয় যে, এতে রয়েছে ইয়াহইয়া ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মাহান, যার সম্পর্কে ইমাম আযদী বলেন, 'তার বক্তব্য-হাদীস দলীলের উপযোগী নয়।' আর তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-কুরাইযী হলো মাতরূক(পরিত্যাক্ত)। ইবন 'আদী তাকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছেন। এই মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন 'উয়াইনা থেকে তা বর্ণনা করেছে। অথচ সে ইবন 'উয়াইনার সাক্ষাত পায়নি। সনদের এ পরিস্থিতি কী ইবন হিব্বান জানতেন না?! আসলে জেনে শুনেই তিনি এ বর্ণনা এনেছেন! আল্লাহ হিফাযত করুন।[৮৪৫]

২. খতীব বাগদাদী কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যাতে এ অভিযোগ করা হয়েছে যে ইমাম আ'যম হাদীস খুব অল্প জানতেন এবং হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত য'ঈফ বা দুর্বল ছিলেন। উদ্ধৃতিগুলো হলো,

১. ইবনুল মুবারক বলেন, আবূ হানীফা হাদীসে ইয়াতীম ছিলেন।

২. ইবন কুতন বলেন, তিনি হাদীসে পঙ্গু ছিলেন।

৩. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না।

৪. ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, প্রশ্ন করার মত কোন হাদীস আবূ হানীফার কাছে ছিল না।

৫. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, আবূ হানীফার নিকট রায়(ফিকহ্) ও হাদীস কোনটিই ছিল না।

৮৪৫. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০- ২৪২

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৫ ও খ. ৫, পৃ. ২৭৬

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৬-৭০

৬. আবূ বাকর ইবন দায়্যুন বলেন, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দেড়শ' তন্মধ্যে অর্ধেকই ভুল।

৭. 'আব্দুর রয্যাক বলেন, আমি হাদীসের রাবীদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আবূ হানীফা থেকে হাদীস লিখেছি। তিনি আবূ হানীফা থেকে মাত্র বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮. ইবনুল মাদীনী বলেন, আবূ হানীফা মাত্র ৫০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে অনেক ভুল করেছেন।[৮৪৬]

খণ্ডন : আমরা এসব বর্ণনার সনদ আলোচনার প্রয়োজনবোধ করছি না। কারণ তাতে দুর্বল রাবীতে ভরপুর। তাছাড়া উক্ত মনীষীদের থেকে ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসাও বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে ড. মুস্ত-ফা আস-সুবা'ঈ যা বলেছেন তা বলাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি বলেন, মুহাক্কিক 'উলামা কিরাম এসব উদ্ধিতিকে নিরেট বোকামী ও সত্যের চরম অপলাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন।[৮৪৭]

এছাড়া ইবন খালদূন তার মুকাদ্দিমায় দুর্বল শব্দে উল্লেখ করেন, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যেমন বলা হয়ে থাকে সতের পর্যন্ত পৌঁছে।[৮৪৮]

ড. সুবা'ঈ এসব অভিযোগ খণ্ডনে আরো উল্লেখ করেন,

১. ইমাম আবূ হানীফার অনুগামী ও বিরোধী সবাই একমত যে, তিনি মুসলিম জাতির একজন অবিসংবাদিত ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। আর মুজতাহিদ হতে হলে অবশ্যই আহকাম সম্পর্কিত সব হাদীস সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবেন। এর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তিনি মুজতাহিদের শর্ত পূরণে এক হাজার হাদীস জানলেন না, সবাই তাকে মেনে নিল?! একী সম্ভব? মুসলিম বিশ্বের বিশাল জনগোষ্ঠী, 'আলিম-'উলামা যুগ যুগ ধরে এমন ফিকহ মেনে নিল যার গোড়াতেই কোন ভিত্তি ছিল না? তিনি মাত্র ১০-১৭-৫০-১৫০টি হাদীস জানতেন?!

২. যে কেউ হানাফী মাযহাব অধ্যয়ন করবেন তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন তার শত শত মাসাইল বিশুদ্ধ হাদীসের অনুকূল। সাইয়্যিদ মুরতাযা আয-যাবীদী হানাফী মাযহাবের প্রমাণ সম্বলিত হাদীস সমূহ 'আদ্দুরারুল মুনীফা ফী আদিল্লাতি আবী হানীফা' গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। যদি আবূ হানীফার মাত্র ১০-৫০-১৫০ হাদীসই জানা ছিল তবে গ্রন্থকার কিভাবে কোত্থেকে শত শত হাদীস তাঁর মাযহাব ও ইজতিহাদের অনুকূলে একত্র করলেন।

৩. ইমাম ইবন আবী শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফে' ইমাম আবূ হানীফা কতটি মাসআলায় সহীহ হাদীসের বিপরীত মত দিয়েছেন তা চিহ্নিত করেছেন। তিনি মাত্র ১২৫টি মাসআলা চিহ্নিত করতে পেরেছেন। ইমাম সাহিব বর্ণিত মাসআলা ৮৩ হাজার। তাহলে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় তার বাকী ৮২,৮৭৫টি মাসআলা সহীহ হাদীসের অনুকূল ও সমর্থিত। তাঁর হাদীসের জ্ঞান অল্প হলে কীভাবে এটি সম্ভব?[৮৪৯]

৪. ইমাম আ'যমকে জারহ-তা'দীলের ইমাম গণ্য করা হয়। যার কথায় কোন রাবী-হাদীস গ্রহণযোগ্য

৮৪৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৪৪-৪৪৬

৮৪৭. ড. মুস্তফা আস-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

৮৪৮. 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, ইবন খালদূন, *আল-মুকাদ্দিমা*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ২৫৫

৮৪৯. যদিও হানাফী ও শাফি'ঈ দু' 'আলিম যথাক্রমে ইমাম যাহিদ কাউসারী ও ড. 'আব্দুহু হারিছী সে ১২৫টি মাসআলার সমর্থনে হাদীস ও শারী'আতের দলীল পেশ করেছেন।

বা প্রত্যাখ্যাত হয়। উসূলুল হাদীসের কিতাবাদিতে তার রায় গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি হাদীসে নিঃস্ব হলে কীভাবে তিনি রায় পেশ করলেন এবং তা গ্রহণযোগ্য হলো?!

৫. হাফিয যাহাবী তাঁকে হাফিযুল হাদীস গণ্য করে 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীস না জানলে যাহাবী তাঁর জীবনী উল্লেখ করতেন?[৮৫০]

আরও কিছু বিষয় নজর বুলান। ইয়াহ্‌ইয়া ইবন নসর ইবন হাজিব বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, আমার কাছে কয়েক সিন্দুক ভর্তি হাদীস রয়েছে। তার থেকে সেসব হাদীস বের করেছি যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। আর তা অল্প সংখ্যক হাদীস।

ইমাম মুয়াফ্‌ফাক মাক্কী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা চার হাজার হাদীস বাছাই করে 'আল-আছার' রচনা করেন।[৮৫১]

কিতাবুল আছার ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফার পনেরটি মুসনাদ ইমাম খাওয়ারিযমী একত্রিত করেছেন। এছাড়া ইমাম দারাকুতনী, ইবন শাহীন, হাফিয ইবন মুকরী, ইবন 'উকদা, আবূ 'আলী বকরী, ইবন 'আসাকির ও সাখাবী ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।[৮৫২]

এ হিসেবে ইমাম আ'যম(র.)এর মুসনাদের সংখ্যা (ইমাম মুহাম্মাদের দু' রিওয়ায়াত সহ) ২৩টি। এর মধ্যে শুধু ইবন 'উকদার মুসনাদে এক হাজারের অধিক হাদীস রয়েছে।[৮৫৩]

ইমাম আ'যম হাদীস না জানলে এতো হাদীস তার নামে কীভাবে বর্ণিত হলো?! এসব অভিযোগে কান না দেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

(সাত) আরবী ভাষায় বুৎপত্তি না থাকার অভিযোগ : খণ্ডন

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে ভাল আরবী না জানার অভিযোগও তোলা হয়। খতীব বাগদাদী সনদসহ বর্ণনা করেন, কেউ আবূ হানীফাকে প্রশ্ন করল কাউকে যদি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় তাহলে কী কিসাস জারী হবে? তিনি উত্তর দিলেন, না, যদিও আবূ কুবাইস পাহাড় নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।(তিনি আবরীতে 'আবী কুবাইসে'র স্থানে 'আবা কুবাইস' বলেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে তা অশুদ্ধ।)[৮৫৪]

খণ্ডন : 'আলিমগণ এর অনেক উত্তর দিয়েছেন। প্রথম কথা এর সনদ সহীহ নয়। ইমাম হাফিয সিবত ইবনুল জাওযী বলেন, এটি ইমাম আবূ হানীফার প্রতি একটি মিথ্যাচার। নির্ভরযোগ্য রাবীগণ 'আবী কুবাইস' নকল করেছেন। ইমাম ইবনুল ওয়াযীর আল-ইয়ামানী ও ইমাম যাহিদ হাসান কাউছারী প্রমুখও এর সনদ সহীহ নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৫৫]

---

৮৫০. ড. মুস্তফা আস-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫-৪৩০

৮৫১. মুয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫

৮৫২. শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইয়াহইয়া, আস-সা'দী, *আল-ইমাম আল-আ'যাম আবূ হানীফা ওয়াস সুনাইয়্যাত ফী মাসানীদিহি* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৬৮-৮১

৮৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

৮৫৪. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩২-৪৩৯

৮৫৫. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪
- ♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
- ♦ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবনুল ওয়াযীর, আল-ইয়ামানী, *আর-রওযুল বাসিম ফিয যাব্বি 'আন সুন্নাতি আবিল কাসিম*, (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৩২২

তর্কের খাতিরে বিষয়টি সঠিক ধরে নিয়ে নিম্নোক্ত খণ্ডন পেশ করা হচ্ছে।

১. এটিও একটি শুদ্ধ-প্রসিদ্ধ বাকরীতি। ইবনুল আনবারী বলেন, এটি হারিছী গোত্রের বাকরীতি। তাদের এক কবি বলেন,

إنَّ أباهَا وأبا أباهَا ... قد بلَغا في المَجْد غَايتاهَا

(এর পিতা ও পিতামহ মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছেছ।)

এখানে তিনি 'আবা আবাহা'তে ২য় 'আবা' মাবনী ধরেছেন।

ইমাম সীবুওয়াইহি বলেন, কুরআনেও এর প্রমাণ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, إن هذان لساحران (নিশ্চয়ই এদুজন জাদুকর।)এখানে هذين'হাযাইনি' না বলে আল্লাহ তা'আলা هذان 'হাযানি' বলেছেন।

ইমাম খাওয়ারিযমী বলেন, আমি দেখেছি হযরত 'আলী(রা.) তার এক লেখায় আবূ বাকর ইবন আবূ কুহাফা, মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান, 'আলী ইবন আবূ তালিব-এরূপ লিখেছেন। অর্থাৎ 'আবূ' মাবনী করেছেন। তদ্রুপ আবূ হানীফাও 'আবা কুবাইস' নামে প্রসিদ্ধ পাহাড় 'আবা কুবাইস'ই রেখেছেন।[৮৫৬]

২. যদিও আমরা একে ভুল ধরে নিই তাহলেও বলতে হয় কোন শুদ্ধভাষীর দু' একটি ভুল কোন ভুল নয়। কেউ কেউ তো ইচ্ছে করেই 'আজমী ভঙ্গিতে আরবী বলেন অন্যকে শেখানোর উদ্দেশ্যে। ইমাম শাফি'ঈ থেকেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে।[৮৫৭]

৩. ইমাম আ'যমের যুগে কূফায় বিশুদ্ধ আরবী চর্চা হত। ইমাম আ'যম বিখ্যাত কবি জরীর, ফারযদাকের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর আরবী জ্ঞান ছিল উঁচু পর্যায়ের। ভাষাবিদ মুবাররাদ সব এলাকার আরবী ভাষাগত ভুল-অশুদ্ধতার উপর 'আল্লাহানা' কিতাব লিখেছিলেন। কিন্তু কূফাবাসীদের ভুল ধরতে পারেন নি। আর তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কূফাবাসী।[৮৫৮]

৪. যে ব্যক্তি আবূ হানীফার আরবী ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হতে চায় সে যেন ইমাম মুহাম্মাদের 'আল-জামি'উল কাবীরে'র ঈমানী মাসআলাগুলো অধ্যয়ন করে। তিনি ইমাম আ'যম থেকেই তা নকল করেছেন। এখানে উচ্চাঙ্গের আরবী উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাষাবিদ ইবন জানী, আবূ সা'ঈদ আস-সাইরাফী, আবূ 'আলী আল-ফারিসী প্রমুখ এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইমাম আ'যমের চরম ভাষাবুৎপত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। খতীব বাগদাদী হয়তো সেগুলো পড়েন নি। পড়লে ইমাম আ'যমের নিন্দাবাদ করতেন না। আর জানার পরও যদি নিন্দাবাদ করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি কু-রিপুর শিকার হয়েছিলেন।[৮৫৯]

অতএব প্রমাণিত হলো এ অভিযোগ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

---

৮৫৬. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪
- ♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১৩
- ♦ ইবনুন নাজ্জার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫
- ♦ ইবনুল ওয়াযীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২২

৮৫৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৩
- ♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭

৮৫৮. আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
♦ ইবনুল ওয়াযীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০
৮৫৯. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪

(আট) আহলুর রায় হওয়ার অভিযোগ : খণ্ডন

১. ইমাম মালিক বলেন, ইসলামে মুসলমানদের জন্য আবূ হানীফার মত ক্ষতিকর ব্যক্তি আর একজনও জন্ম গ্রহণ করেনি। ইমাম মালিক যুক্তি-ফিকহ্ তথা রায়ের নিন্দা করতেন, বলতেন নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন উচিত যুক্তি-মতামত অনুসরণ বাদ দিয়ে শুধু নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের(রা.) কথা-কাজ অনুসরণ করা। যুক্তি অনুসরণ করলে তো যখন বড় যুক্তিবিদ আসবে তখন তাকেই অনুসরণ করতে হবে! এভাবে যখন আগের চেয়ে বড় যুক্তিবিদ আসবে তখন পরের জনকে অনুসরণ করতে হবে তাতে প্রমাণ হবে ইসলাম পরিপূর্ণ নয়![৮৬০]

২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, আবূ হানীফার বক্তব্য-রায় ও গোবর আমার কাছে বরাবর।[৮৬১] এরূপ আরো বর্ণনা তারীখু বাগদাদে[৮৬২] রয়েছে।

খণ্ডন : ইমাম আবূ হানীফাকে অনেকে নিন্দার্থে আহলুর রায় বলে থাকেন। খতীব বাগদাদীও তাদের মধ্যে শামিল। এর খণ্ডনে প্রথমেই আমরা রায়ের সংজ্ঞা, প্রকার ও এর পরিধি আলোচনা করব।

রায় : শাব্দিক অর্থ মতামত, সুচিন্তিত মত, গভীর বিশ্বাস।[৮৬৩]

পরিভাষায় শরী‘আতের নীতিমালার আলোকে মতামত, ফিকহ, কিয়াস ইত্যাদিকে রায় বলা হয়। মনগড়া বক্তব্য, মতামতকেও রায় বলা হয়। যারা রায় দেন তথা কিয়াস করেন, ফিকহ চর্চা করেন বা মতামত দেন তাদের আহলুর রায় বলা হয়।[৮৬৪]

রায়ের প্রকার : রায় দু’ প্রকার ; ১. আর-রায়উল মামদূহ(প্রশংসনীয় রায়), ২. আর-রায়উল মাযমূম(নিন্দনীয় রায়)। এ দু’ প্রকারের রায় সম্পর্কে অনেক হাদীস-আছার রয়েছে। এখানে আমরা একটি করে হাদীস উল্লেখ করছি।
নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

‘‘যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক বিচার করে তখন তিনি দ্বিগুণ সওয়াব পান, আর যখন ইজতিহাদ করে ভুল বিচার করেন তখন একটি সওয়াব পান।’’ [৮৬৫] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি

---

৮৬০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪১৫
৮৬১. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৩৯
৮৬২. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪১৩-৪৫০
৮৬৩. ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৯১
♦ মুরতাযা আয-যাবীদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৩৯৬
♦ আল-ফীরূযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৫৯
♦ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬৫
৮৬৪. প্রাগুক্ত
♦ প্রাগুক্ত

♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

৮৬৫. ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩৬

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.

''যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় মনগড়া কিছু বলল তা সঠিক হলেও সে ভুল করল।''[৮৬৬]

রায়ের পরিধি : সাহাবী-তাবি'ঈ যুগে দ্বীনী মতামত-ফিকহী মতামত ও কিয়াসকে রায় বলা হতো। ফক্বীহদের আহলুর রায় বলা হতো। যেমন, রবী'আতুর রায়। পরবর্তীতেও ফক্বীহদের আহলুল হাদীস(হাদীস বিশেষজ্ঞগণ) শব্দের বিপরীতে আহলুর রায় বা আসহাবুর রায় বলা হতো। তাবি' তাবি'ঈগণের যুগ থেকে যখন বিদ'আত-ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল বিশেষতঃ 'খলকে কুরআনে'র ফিতনার পর থেকে 'ইরাকীদের বিশেষভাবে কূফার ফাকীহদের 'আহলুর রায়' বলা হতো।[৮৬৭]

এবার আসা যাক খতীব বাগদাদীর উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের ব্যাপারে।

১ম বর্ণনা অর্থাৎ ইমাম মালিকের বক্তব্য সম্পর্কে বলতে হয়, সনদ-মতন উভয় দিক থেকেই এ বর্ণনাটি বাতিল। এতে অন্ধমাযহাব ভক্ত য'ঈফ রাবী ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হুনাইনী রয়েছে। ইবন আবী হাতিম তার সম্পর্কে বলেন, আমি আব্বাকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ ইবন সালিহকে দেখেছি তিনি হুনাইনীকে পছন্দ করতেন না। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসে সমস্যা রয়েছে। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে সিকাহ্ নয়। ইমাম আযদী বলেন, সে হাদীসে ভুল করত। 'উকাইলী, ইবন হিব্বান, ইবনুল জাওযী, যাহাবীসহ আরো অনেকে তাকে য'ঈফ বলেছেন।[৮৬৮]

মতনের দিক থেকেও এ বর্ণনা দুর্বল-অগ্রহণযোগ্য তিন কারণে; ১. এ বর্ণনা ইমাম সাহিবের সতীর্থের, কারণ ইমাম মালিক তার সতীর্থ ও সমসাময়িক ব্যক্তি। নিয়মানুযায়ী সতীর্থ-সমসাময়িক ব্যক্তির নিন্দাবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এ বর্ণনা এমন অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত যাতে ইমাম মালিক তাঁর প্রশংসা করেছেন। এরূপ কিছু বর্ণনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

৩. স্বয়ং ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় বর্ণিত হাদীসের বিপরীত মদীনাবাসীর 'আমল গ্রহণ করেছেন। এটা যুক্তি-ফিক্হ তথা রায় নয় কি?! তাহলে তিনি নিজেই আহলুর রায়(ফিক্হবিদ-যুক্তিবিদ) হয়ে কীভাবে আরেকজন আহলুর রায়ের নিন্দা করবেন?[৮৬৯]

৮৬৬. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০

♦ আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮

♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৩

♦ আবূ ইয়া'লা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯০

৮৬৭. আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩৫

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

৮৬৮. ইবন হাজার, *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৮

♦ আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৯

♦ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৯

♦ আল-ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৩

♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪১

♦ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২২
♦ ইবনুদ দিময়াতী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪
৮৬৯. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
♦ ইবনুদ দিময়াতী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৫

আর ২য় বর্ণনাটি অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের বক্তব্য সনদ-মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল। সনদে আছে মুহান্না ইবন ইয়াহইয়া, যিনি ইমাম আহমাদ থেকে উক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং খতীব 'তারীখু বাগদাদে' তার জীবনী এনেছেন, তাকে ইমাম আযদীর বরাতে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। অথচ এখানে একটুও সতর্ক করলেন না?! এ কেমন নীরবতা ?[৮৭০]

আর এ ধরনের যত বর্ণনা আছে সবগুলোতেই রয়েছে য'ঈফ ও অনিরর্ভরযোগ্য রাবী। বিস্তারিত জানতে তানীবুল খতীব ও আল-মুসতাফাদ মিন যাইলি তারীখি বাগদাদ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।
মতন সম্পর্কে বলতে হয় ইমাম আহমাদের মুখ দিয়ে এমন বাক্য বের হতে পারে, যিনি ফিকহে তাঁকে আদর্শ মনে করেন ?!
ইমাম আবূ হানীফাকে নিন্দার্থে 'আহলুর রায়' বলার উত্তরে আরও বলতে হয়, কূফার ফক্বীহদের আহলুর রায় বলার সুযোগে অনেকেই ইমাম সাহিবের প্রতি হামলে পড়েছেন। তিনি মনগড়া বক্তব্য দিতেন, হাদীস পরিত্যাগ করে কিয়াস করতেন এধরনের অসত্য কথা তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে তাচ্ছিল্যভরে তাকে আহলুর রায়(নিন্দনীয় মতামতদানকারী) বলার দুঃসাহস অনেকেই করেছেন। কিন্তু তিনি এসব থেকে পবিত্র। কারণ সব ফক্বীহই কিয়াস করতেন, এজন্য শুধু তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। কিয়াস শরী'আতের উৎস, দোষের বস্তু নয়।[৮৭১]

ইমাম আ'যমের ফিকহী নীতিমালা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যা কত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে মনগড়া বক্তব্যদাতা, শরী'আত পরিবর্তনকারী বলা একেবারেই নির্জলা মিথ্যা অপবাদ। তিনি এসবের বহু উর্ধ্বে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত একটি ঘটনা আবারও উল্লেখ করছি যাতে এর উপযুক্ত জবাব হয়ে যাবে।

একবার ইমাম বাকির ও ইমাম আবূ হানীফা মাদীনাতে একত্রিত হন। ইমাম বাকির ইমাম আ'যমকে দেখে বলেন, আপনিই কী সেই লোক যে কিয়াস দিয়ে আমার নানাজানের দ্বীন ও হাদীস পরিবর্তন করে দিয়েছে?! ইমাম আবূ হানীফা বললেন, আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি এমন বিষয় থেকে! ইমাম বাকির বললেন, না, আপনিই তাহলে পরিবর্তন করেছেন! ইমাম আ'যম বললেন, আপনি সস্থানে সমর্যাদায় বসুন, আমিও আদবের সাথে বসছি। আপনার নানাজানকে তাঁর সাহাবীগণ যেরূপ সম্মান করতেন আপনিও আমাদের থেকে সেরূপ সম্মান পাওয়ার হক রাখেন। ইমাম বাকির বসলেন, আবূ হানীফা তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন তারপর বললেন, আপনি আপনাকে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।
বেশি দুর্বল কে, পুরুষ না মহিলা? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলা। ইমাম আ'যম বললেন, গণীমতে মহিলার অংশ কত? তিনি বললেন, পুরুষের দু' অংশ, মহিলার এক অংশ। ইমাম সাহিব বললেন, এটি আপনার নানাজানের হাদীস। যদি আমি কিয়াস করে তাঁর দ্বীন পরিবর্তন করতাম তাহলে বলতাম, পুরুষ এক অংশ, নারী দু' অংশ পাবে। কারণ সে পুরুষের তুলনায় দুর্বল।
তারপর ইমাম আ'যম বললেন, নামায উত্তম না রোযা? তিনি বললেন, নামায। ইমাম আ'যম বললেন, এটি আপনার নানাজানের বক্তব্য। যদি আমি আপনার নানাজানের দ্বীন পরিবর্তন করতাম তাহলে

৮৭০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ২৬৬
♦ ইবনুদ দিময়াতী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩
৮৭১. আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

কিয়াস করে বলতাম মহিলারা হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে নামায কাযা পড়বে, রোযা নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোনটি বেশি নাপাক মূত্র না বীর্য? ইমাম বাকির উত্তর দিলেন, মূত্র। তিনি বললেন, তাহলে আমি যদি আপনার নানাজানের দ্বীন কিয়াস দিয়ে পরিবর্তন করতাম, সকলকে আদেশ করতাম পেশাবের পর গোসল করতে, বীর্য বের হলে অযূ করতে। কিন্তু আপনার কাছে আমার নামে যে কথা পৌঁছেছে তা সঠিক নয়। আমি আপনার নানাজানের দ্বীন কিয়াস দিয়ে পরিবর্তন করিনি। একথা শুনে ইমাম বাকির উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর কপালে চুমু খেলেন, তাঁকে সম্মান করলেন।

(নয়) 'খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয'-এ ফাতওয়া দেওয়ার অভিযোগ : খণ্ডন

ইমাম আওযা'ঈ বলেন, আমার কাছে শু'আইব ইবন ইসহাক, ইবন আবী মালিক, ইবন আল্লাক ও ইবন নাসিহ এসে বললেন, আমরা আবূ হানীফার থেকে একটি বিষয় শুনেছি তাতে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি। আমি তা' জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তারা যা' বললেন তা' হলো আবূ হানীফা খলীফাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয মনে করেন![৮৭৩]

খণ্ডন : খতীব বাগদাদী এরকম নয়টি বর্ণনা এনেছেন, যেগুলোর সব সনদই দুর্বল। তিনি জেনে শুনেই একাজ করেছেন! উপরিউক্ত বর্ণনায় ইবনুল ফুযাইল মাজহূল, আর ইবন দুরুস্তূয়াহ্ খুব দুর্বল। তাছাড়া এসব বর্ণনা স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফার যে রায় ছিল তার বিপরীত। ফিকহে হানাফীর কিতাবপত্রে ইমাম আবূ হানীফার একথা দিয়ে ভর্তি যে তিনি বলেন, আমরা খলীফা ও শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয মনে করি না, তারা যদি যুল্ম করে তাহলে আমরা তাদের জন্য দু'আ করব।[৮৭৪]
ইমাম আবূ হানীফা আরও বলেন, 'যদি খলীফা কোন কওমের ব্যাপারে জানতে পারেন তারা বিদ্রোহের উস্কানী দিচ্ছে তাহলে তিনি তাদের গ্রেফতার করে তাওবা করতে বাধ্য করবেন। তারপরও তাদের কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাদের সাথে কিতাল করবেন, তাদের আহতদের সেবা করবেন যেমন কাফিরদের সাথে কিতাল করা হয়।' এই যদি হয় তাঁর মতামত তাহলে এটা কী বাস্তব যে তিনি খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয এ ফাতওয়া দিয়েছেন?![৮৭৫]

এর থেকেও মারাত্মক কথা খতীব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফও মনে করতেন ইমাম আ'যম মুরজী-জাহমী, 'খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয' ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত। তিনি মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন সা'ঈদ ইবন সালিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রধান বিচারপতি আবূ ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি খুরাসানবাসীদের বলতে শুনেছি যে আবূ হানীফা মুরজী-জাহমী? তিনি উত্তর দিলেন, হা, সত্য। তিনি 'খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জায়িয' এটিও মনে করতেন। আমি বললাম তাহলে আপনি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা শুধু তাঁর কাছে ফিকহ শিখতে আসি, দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর তাকলীদ করি না।

'আলিমগণ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফের থেকে প্রসিদ্ধ যে কথা বর্ণনা করা হয় তা এর বিপরীত। প্রসিদ্ধ মত হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ হজ্জের সময় দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি কুরআন-সুন্নাহ থেকে যা বুঝেছি তার উপর 'আমল করেছি। আর যা নিজে বুঝিনি সে ব্যাপারে ইমাম

৮৭৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৯৬

৮৭৪. 'আলী ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আবিল 'ইয্য, আদ-দিমাশকী, *শারহুল 'আকীদাতিত তহাবিয়্যা* (সৌদী 'আরব : দাওয়াত মন্ত্রনালয়, তা. বি.), পৃ. ২৫১

৮৭৫. সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

আবূ হানীফাকে আমার ও আপনার মাঝে মধ্যস্ততাকারী বানিয়েছি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি ইন্তি-কালের সময়ও অনুরূপ দু'আ করেছেন। এ যদি তার দু'আ হয়ে থাকে তাহলে তো তিনি ইমাম আ'যমের তাকলীদ দ্বীনের ব্যাপারেও করতেন।[৮৭৬]

(দশ) মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা টেনে এনে অনর্থক অভিযোগ : খণ্ডন

হারিছ ইবন 'উমাইর বলেছে, আমি শুনেছি কেউ ইমাম আ'যমকে প্রশ্ন করছে, যদি দু'জন সাক্ষী কাযীর কাছে জেনে শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তারপর কোন এক সাক্ষ্যদাতা কী সেই মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, হা। আবার কাযী সব জানতে পেরে তার বিয়ে কী ভেঙ্গে দিতে পারবেন? তিনি উত্তর দিলেন, না।[৮৭৭]

খণ্ডন : এটিও সেই মিথ্যুক হারিছ ইবন 'উমাইরের বর্ণনা। আর যদি বর্ণনা সঠিক বলেও ধরে নেয়া হয় তাহলে বলতে হয় মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। ইমাম আ'যম একাই এমত গ্রহণ করেননি, বরং ইমাম শা'বীসহ আরও অনেকে হযরত 'উমার ও 'আলী(রা.) থেকে মাসআলাটি গ্রহণ করেছেন। এটি ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সেই হিংসুক, মিথ্যাবাদী ইমাম আ'যমের নিন্দা করতে আর কিছু খুঁজে পেল না, সাহাবীদের থেকে চলে আসা ইখতিলাফী মাসআলা নিয়ে এল?!

পরিশেষে বলছি এসব অভিযোগ খণ্ডন করে পৃষ্ঠা ভরে ফেললেও ইমাম আ'যমের মর্যাদা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তাঁর পর্বতসম মর্যাদা কোন ঝড়ই টলাতে পারবে না। কবির ভাষায়,

يا ناطح الجبل العالي ليكلمه

أشفق علي الرأس لا تشفق علي الجبل

হে মস্তক দিয়ে সুউচ্চ পর্বত চূর্ণকারী! নিজের মাথা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা কর, পর্বতের নয়!

ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়

ইমাম আবূ হানীফার প্রতি অভিযোগ আরোপকারী ও তাঁকে সত্যায়নকারী উভয়প্রকার ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো। আমরা দেখেছি যারা ইমাম আ'যমের প্রতি অভিযোগ আরোপ করেছে তারা হয় গোঁড়া, না হয় হিংসুক। আর যারা তার প্রশংসা-সত্যায়ন করেছেন তারা হলেন, হাদীস-ফিকহের বড় বড় ইমাম। তারা ভালভাবেই জানতেন তার সম্পর্কে কী নিন্দা ছড়ানো হয়েছে। তারা সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর প্রশংসা করেছেন। এর প্রমাণ হলো ইমাম ইবন মা'ঈন তার সত্যায়ন করতে যেয়ে বলেন, 'তিনি সিকাহ, কেউ তাকে জার্‌হ(অভিযোগ) করেছে বা য'ঈফ বলেছে এমন শুনি নি।[৮৭৮]

---

৮৭৬. সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৮৭৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৭৩

৮৭৮. সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১

♦ আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০

জারহ-তা'দীলের ইমাম ইবন মা'ঈনের কাছে ইমাম আ'যমের প্রতি অভিযোগ-অপবাদের সংবাদ গোপন ছিল না। তিনি সেসব বিষয় ভাল করেই জানতেন। আর এও জানতেন এসব অভিযোগ-অপবাদ-নিন্দা ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদায় কোন প্রভাব ফেলবে না। হাদীস-ফিক্হ-কিয়াসে তার অবস্থান নিচে নেমে যাবে না। তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সব সময়ই হাদীস-ফিক্হ-কিয়াসের ইমাম হিসেবে বরিত হবেন। ইমাম ইবন মা'ঈন তাই উক্ত উক্তি করেছেন। যারা ইমাম আ'যমের নিন্দা করেছে তারা অযৌক্তিকভাবে হিংসার বশবর্তী হয়ে তা করেছে। এজন্য হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ যে মাযহাবের 'আলিমই ইমাম আ'যমের জীবনী রচনা করেছেন তিনিই কবিতার এ পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন,

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه   فالناس أعداء له وخصوم

''যখন লোকেরা দেখে কেউ জ্ঞানে-মর্যাদায় অগ্রসর হয়েছে তারা পিছিয়ে পড়েছে তখন তারা তাকে হিংসা করতে থাকে। লোকেরা তার শত্রু ও বিরোধী বনে যায়।''[৮৭৯]

যখন এসব অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে গেল তখন চূড়ান্ত কথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা সিকাহ, তিনি 'উলূমুল কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হের ইমাম। কারণ আমরা যখন তাকে ফিক্হের ইমাম মেনে নিচ্ছি তখন এটা জরুরী যে তিনি বাকী গুলোরও ইমাম। কুরআন-হাদীস ছাড়া ফিকহ হয় না ও কুরআন-হাদীস-ইজমা' না জানলে কিয়াসও করা যায় না। আবার কুরআন-হাদীস-ইজমা'-কিয়াসের নীতিমালা না জেনে ফাকীহ বনা যায় না। তাই তিনি সন্দেহাতীতভাবে উপরিউক্ত সবগুলোরই ইমাম।

তাহলে প্রশ্ন হলো যারা ইমাম আ'যমের প্রতি অভিযোগ করেছেন তারা কী ভুল করেছেন, তাদের গুনাহ হয়েছে?! এক্ষেত্রে উত্তর হলো প্রতিটি মানুষই ভুল করে, উত্তম ভুলকারী তারাই যারা তাওবা করে। তাছাড়া ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, সেসব অভিযোগের অধিকাংশই বাতিল, ভিত্তিহীন, সেসবের সনদ সহীহ নয়। অল্প যা কিছু বাকী থাকে সেসব বক্তব্যও অভিযোগকারী পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বিশেষতঃ ইমাম সুফয়ান সাওরী ও ইবন 'উয়াইনা যা বলেছিলেন পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, বিশেষজ্ঞদের মত এটিই। স্বয়ং খতীব বাগদাদী ইমাম সুফয়ান সাওরীর অভিযোগ প্রত্যাহারের ঘটনা সনদসহ এভাবে বর্ণনা করেন, আবূ বাকর বিন 'আইয়াশ বলেন, সুফয়ানের ভাই সা'ঈদ মৃত্যু বরণ করলে আমরা তাদেরকে শান্তনা দিতে হাজির হই। ঘরভর্তি লোক ছিল, সেখানে 'আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীসও উপস্থিত ছিলেন। আবূ হানীফা কিছু লোক সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই সুফয়ান দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন, আলিঙ্গন করে তাকে নিজ স্থানে বসিয়ে নিজে তার সামনে বসলেন। আবূ বাকর বলেন, এতে আমার রাগ ধরে গেল। ইবন ইদরীস বললেন, তোমার নাশ হোক! দেখ, সুফয়ান কী করছে?! লোকজন বিদায় নিলে আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীসকে বললাম, উঠবেন না, চলুন জেনে নিই সুফয়ান কেন এরূপ করলেন! অমি সুফয়ানকে বললাম, হে আবূ আব্দিল্লাহ! আজ দেখলাম এমন কাজ করলেন, যা আমি ও আমার সাথীরা অপছন্দ করছে!!! তিনি বললেন, কী ব্যাপার? আমি বললাম, আবূ হানীফা আসলে আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন, নিজের জায়গায় বসালেন, সম্মান দেখালেন! এটা তো আমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তিনি বললেন, তুমি এটা অপছন্দ করলে?! তিনি তো 'ইলমে বিশিষ্ট স্থান অধিকার আছেন। যদি আমি তার 'ইলমের সম্মানে না দাঁড়াই, তার বয়সের খাতিরে দাঁড়ানো উচিত। বয়সের জন্য না দাঁড়ালে তার ফিকহের সম্মানে দাঁড়ানো উচিত। তার ফিকহের খাতিরে না দাঁড়ালেও তার তাকওয়া-পরহেযগারীর খাতিরে দাঁড়ানো উচিত। আবূ বাকর

৮৭৯. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

বলেন, সুফয়ানের উত্তরে আমি লা-জওয়াব হয়ে গেলাম।[৮৮০]

'যদি আমি তাঁর 'ইলমের সম্মানে না দাঁড়াই, তাঁর বয়সের খাতিরে দাঁড়ানো উচিত'একথা থেকে বুঝা যায় তখন আবূ হানীফা বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ইমাম সুফয়ান সাওরী হিংসা-ঈর্ষা পরিত্যাগ করে সবার সামনে তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

খতীব বাগদাদী এরূপ বিষয় ইমাম আ'মাশ থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম আ'যমের 'ইলম-ফিকহ-প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৮৮১]

এমনিভাবে জূযেজানী হাম্মাদ ইবন যাইদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে আইউব(আস-সাখতিয়ানী) থেকে বিদায় নিতে তার কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে কূফার ফক্বীহ আবূ হানীফা-তিনি সৎ ব্যক্তিও বটে- এবার হজ্জ করবেন, তাঁর সাথে দেখা হলে আমার সালাম তাঁর কাছে পৌঁছাবে।[৮৮২]

এসব বক্তব্য সেসব নিন্দুকের চোখে বালি যারা বলে 'আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফার জার্‌হ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর উল্টোটাই সহীহ। তারা সত্যের দিকে ফিরে এসেছিলেন, ইমাম আ'যমের সত্যায়ন করেছিলেন, অন্যায্যভাবে গীবত করে থাকলে তাওবা করেছিলেন।[৮৮৩]

পরিশেষে ইমাম ইবন 'আব্দিল বার(র.)এর বক্তব্য দিয়েই শেষ করছি। তিনি বলেন, যাকে অধিকাংশ মুসলমান তাদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগকারীর অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৮৪]

৮৮০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪১

৮৮১. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪০-৩৪১

৮৮২. প্রাগুক্ত

৮৮৩. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

৮৮৪. ইবন 'আব্দিল বার, *জামি'উ বায়ানিল 'ইল্‌মি ওয়া ফাযলিহি,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৮

অধ্যায় : তিন

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান-অবস্থান

পরিচ্ছেদ : এক

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : মুহাদ্দিস

ইমাম আবূ হানীফা ফক্বীহ হওয়ার সাথে সাথে মুহাদ্দিসও ছিলেন। যদিও মুহাদ্দিসদের মত হাদীস বর্ণনাকে মূললক্ষ্য বানান নি। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

মুহাদ্দিসের সংজ্ঞা :

প্রথমেই আমরা মুহাদ্দিস কাকে বলে তা আলোচনা করব এবং দেখব সে সংজ্ঞানুযায়ী ইমাম আ'যম মুহাদ্দিস ছিলেন কি না।

হাফিয ইরাকী মুহাদ্দিসের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেন,

الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين من يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك.

"মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় সে ব্যক্তিই মুহাদ্দিস যে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছে, শুনেছে, ভালভাবে আয়ত্ব করেছে, হাদীস অন্বেষায় গ্রামে-শহরে ভ্রমণ করেছে, উলূমুল হাদীসের নীতিমালাসমূহ মুসনাদ, 'ইলাল, ইতিহাসের কিতাব-যা প্রায় এক হাজার কিতাব- থেকে শিখেছে। যার অবস্থা এমন তার মুহাদ্দিস হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করবে না।"[৮৮৫]

সায়্যিদ 'আব্দুল্লাহ ইবন সিদ্দীক আল-গুমারী আগের-পরের সব সংজ্ঞা উল্লেখ করার পর বলেন, মুহাদ্দিস-হাফিয হাদীস হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস মুখস্থকরণ-সংরক্ষণ ও হাদীসের বিভিন্ন উসূল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার ব্যাপারে সবাই একমত।[৮৮৬]

মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি :

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় ইমাম আ'যম মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখে ছিলেন, হাদীস অন্বেষায় নানা স্থান সফর করেছিলেন। "ইমাম আ'যমের উস্তাদবৃন্দ, হাদীসে তাঁর উস্তাদবৃন্দ, তাঁর 'ইলমী সফর, তাঁর হাদীস অন্বেষা" ইত্যাদি শিরোনামে তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। তিনি সর্ব প্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব রচনা করেছিলেন তাও গত হয়েছে। তিনি জারহ-তা'দীলেরও ইমাম ছিলেন। যা সামনে বিস্তারিত আলোচিত হবে। তবে তিনি হাদীস বর্ণনা-হাদীসের দারস দেওয়াকে মূল কাজ বানান নি-এটা অবশ্য মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য জরুরী শর্তও নয়-তিনি মূলত ফিকহ চর্চা করতেন। 'লিসানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে মুহাদ্দিসের সংজ্ঞায় হাদীস বর্ণনা করাকে মুহাদ্দিসের জন্য জরুরী শর্ত ধরা হয় নি।[৮৮৭]

---

৮৮৫. আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫

♦ 'আব্দুল হাই ইবন 'আব্দিল কাবীর, আল-কাত্তানী, *ফাহ্রাসুল ফাহারিসি ওয়াল আছবাত* (বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৬

৮৮৬. মাওলানা 'আব্দুল মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮৮৭. মুহাম্মাদ খালাফ সালামা, *লিসানুল মুহাদ্দিসীন* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ৫, পৃ.৫৪

শাইখ 'আব্দুল্লাহ ইবন সিদ্দীক আল-গুমারীর সংজ্ঞানুযায়ী ইমাম আ'যম মুহাদ্দিস ছিলেন তার দুটো প্রমাণ উল্লেখ করছি। প্রথমত তিনি অসংখ্য হাদীস হিফয করেছিলেন। যে হাদীস হিফয করতেন তাই বর্ণনা করতেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, ইমাম আবূ হানীফা সিকাহ ছিলেন, তিনি যে হাদীস মুখস্থ করে নিতেন তা বর্ণনা করতেন, যা মুখস্থ করতেন না তা বর্ণনা করতেন না।[৮৮৮]

হাদীসে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। হাদীসশাস্ত্রের পূর্ণ মা'রিফাত তিনি হাসিল করেছিলেন। ইমাম মাক্কী ইবন ইবরাহীম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় (হাদীসের) 'আলিম।[৮৮৯]
আমরা 'হাদীসের' শব্দটি উল্লেখ করেছি কারণ ইতোপূর্বে হাদীস সংরক্ষণ অধ্যায়ে গত হয়েছে যে সেযুগে 'ইলম' বলতে হাদীসের 'ইলম বুঝানো হতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে বড় বড় ইমাম তাঁকে মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ :

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ফিকহের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিসও ছিলেন। তবে তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিসের ন্যায় হাদীস রিওয়ায়াত করাকে মূল কাজ হিসেবে বেছে নেন নি, হাদীসের অর্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা তথা ফিকহুল হাদীসই ছিল তাঁর মূল বিচরণ ক্ষেত্র। তাঁর মুহাদ্দিস হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস-আছার স্থান পেয়েছে। তাঁর দিকে সম্পর্ককৃত মুসনাদসমূহ-যার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে- ছাড়াও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এসব বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের কিতাবসমূহ নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে এসব রিওয়ায়াত একত্রকরণের মতো কষ্টসাধ্য গবেষণাকর্মটি করেছেন কুয়েতের স্বনামধণ্য 'আলিম-গবেষক-ইঞ্জিনিয়ার ড. মুহাম্মদ নূর ইবন 'আব্দিল হাফীয সুওয়াইদ। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম 'আল-ইমাম আবূ হানীফাতান নু'মান মুহাদ্দিসান ফী কুতুবিল মুহাদ্দিসীন' (ইমাম আবূ হানীফা আন-নু'মান : মুহাদ্দিসদের গ্রন্থাবলীতে এক মহান মুহাদ্দিস)। কোন হাদীসের কিতাবে ইমাম আ'যমের কতটি বর্ণনা স্থান পেয়েছে আমরা তা এ গবেষণাকর্ম থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি :

১. সহীহ ইবন হিব্বান : ৩টি
২. সহীহ ইবন খুযাইমা : ১টি
৩. আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সহীহাইন : ৫টি
৪. সুনান তিরমিযী : ২টি
৫. আস-সুনানুল কুবরা, নাসাঈ : ১টি
৬. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী : ৩২টি
৭. সুনান দারাকুতনী : ৩৬টি

---

৮৮৮. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৪৯

♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫

♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪০১

৮৮৯. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫

♦ প্রাগুক্ত
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩৩

৮. মুসনাদ আহমাদ : ১টি
৯. মুসনাদ আবী ইয়া'লা : ৪টি
১০. মুসনাদুশ শিহাব : ২টি
১১. মুসনাদ ইবরাহীম বিন আদহাম : ১টি
১২. শারহু মা'আনিল আছার : ১২টি
১৩. মুশকিলুল আছার : ৫টি
১৪. আল-মু'জামুল কাবীর, ত্ববারানী : ১৮টি
১৫. আল-মু'জামুল আওসাত, ত্ববারানী : ৩টি
১৬. আল-মু'জামুস সগীর, ত্ববারানী : ১টি
১৭. মাজমাউ'য যাওয়াইদ : ১টি
১৮. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা : ৪৬টি
১৯. মুসান্নাফ 'আব্দির রয্যাক্ব : ৮০টি
২০. আল-উম্ম, শাফি'ঈ : ২৭টি
২১. আল-মাবসূত, সারাখসী : ৭টি
২২. আল-মুহাল্লা বিল আছার : ১১টি
২৩. কাশফুল আসরার, 'আব্দুল 'আযীয বুখারী : ১টি
২৪. কিতাবুয যুহদ, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক : ১টি
২৫. ফাওয়াইদু তাম্মাম : ৩টি
২৬. কিতাবুল আহাদ ওয়াল মাছানী : ১টি

এছাড়া হাদীসের ২১টি ক্ষুদ্র সংকলনগ্রন্থে (আল-আজ্যা) তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস স্থান পেয়েছে।[৮৯০]

তিনি হাদীসের ইমাম :

ইমাম আবূ হানীফা শুধু মুহাদ্দিসই নন, তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম। যুগ যুগ ধরে অধিকাংশ হাদীসশাস্ত্রবিদ তাঁকে হাদীসের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবন দাঊদ আল-খুরাইবী(মৃ. ২১৩ হি.) বলেন, মুসলমানদের উচিত নামাযে ইমাম আবূ হানীফার জন্য দু'আ করা। এরপর তিনি ইমাম সাহিবের সুন্নাহ ও ফিকহ হিফাযতের বর্ণনা দিলেন।[৮৯১]

আরেক বিখ্যাত হাফিয ইমাম হাসান ইবন সুলাইমান(মৃ. ২৬১ হি.) বলেন, নবীজীর বাণী, 'কিয়ামাত হবে না যে পর্যন্ত 'ইলম প্রকাশ না হয়' এর ব্যাখ্যা হলো তা ইমাম আবূ হানীফার 'ইলম ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা।[৮৯২]

---

৮৯০. ড. মুহাম্মাদ নূর ইবন 'আব্দিল হাফিয সুওয়াইদ, *আল-ইমাম আবূ হানীফাতান নু'মান মুহাদ্দিসান ফী কুতুবিল মুহাদ্দিসীন*, (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল বায়ান, তা. বি.) ; (উক্ত কিতাবের বঙ্গানুবাদ, হাদিস শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু হানীফা(র.), অনুবাদক- ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ই.ফা.বা.)
৮৯১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪
♦ তাকী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
♦ আল-মিয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪৩২

৮৯২. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৬

♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

হাফিয ইমাম খালাফ ইবন আইয়্যূব(মৃ. ২০৫হি.) বলেন, 'ইলম আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লআমের কাছে এসেছে। নবীজীর থেকে সাহাবীদের কাছে, তাদের থেকে তাবি'ঈদের কাছে এসেছে। তারপর 'ইলম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের কাছে গিয়েছে। যার ইচ্ছা এটা পছন্দ করুক, আর যার ইচ্ছা এটা অপছন্দ করুক।[৮৯৩]

ইমাম ইবরাহীম ইবন 'আলী আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী আশ-শাফি'ঈ(মৃ. ৪৭৬হি.) ইমাম আবূ হানীফাকে সেসব প্রসিদ্ধ ইমাম-মুহাদ্দিসের মধ্যে গণ্য করেছেন, যাদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপরে তত্ত্ব-তালাশ জরুরী নয়, কারণ তারা ন্যায়পরায়ণতা তথা 'আদালাতে প্রসিদ্ধ।[৮৯৪]

ইমাম ইবন 'আব্দিল বার(মৃ. ৪৬৩হি.) সনদসহ উল্লেখ করেন, ইমাম আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী বলেছেন, আল্লাহ মালিকের উপর রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, শাফি'ঈর উপর রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, আবূ হানীফার উপর রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন।[৮৯৫]

হাফিয আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ হাকিম আন-নাইসাবূরী(মৃ. ৪০৫হি.) ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীসের ক্ষেত্রে 'ইমামুল মুসলিমীন' অভিহিত করেছেন। অন্যত্র তিনি ইমাম আ'যমকে এমন সব প্রসিদ্ধ ইমাম সাবত-এর অন্তভূর্ক্ত করেছেন যাদের হাদীস হিফয-মুযাকারা করা হয়, তা থেকে বরকত নেওয়া হয়।[৮৯৬]

ইমাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাক্বী(মৃ. ৪৫৮হি.) ইমাম আবূ হানীফাকে সেসব ইমাম-এর মাঝে গণ্য করেছেন যারা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন, হিফাযত করেন, বিদ'আত মুক্ত রাখেন।[৮৯৭]

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা(মৃ. ৭২৮হি.) কোথাও ইমাম আবূ হানীফাকে 'হাদীস-তাফসীর-তাসাওউফ-ফিক্হের ইমামদের একজন', কোথাও 'অনুসরণীয় ইমামদের একজন', কোথাও 'ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামদের একজন', কোথাও 'ইলম ও এর হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞাত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন', কোথাও 'রাত-দিন 'ইলমে মাশগুল ব্যক্তিদের একজন' বলে অভিহিত করেছেন।[৮৯৮]

হাফিয যাহাবী(মৃ. ৭৪৮হি.) ইমাম আবূ হানীফার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, তিনি ইমাম, মুসলিম উম্মাহর ফাকীহ, 'ইরাকের 'আলিম, গুরুত্বের সাথে হাদীস শিখেছেন, এজন্য নানাস্থান ভ্রমণ করেছেন। ফিকহ ও হাদীসের গূঢ় ব্যাখ্যায় তাঁর থেকে পারদর্শী কেউ নেই, সবাই এক্ষেত্রে তাঁর কাছে ঋণী। অন্যত্র বলেছেন, তিনি সেরা দশ হাদীস- ফিকহশাস্ত্রবিদের একজন। তারা হলেন, ইমাম মালিক,

---

৮৯৩. প্রাগুক্ত

♦ প্রাগুক্ত

♦ আল-ইমাম আল-হাইতামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৮৯৪. আবূ ইসহাক্ব, ইবরাহীম ইবন 'আলী, আশ-শীরাযী, *আল-লুমা' ফী উসূলিল ফিক্হ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৪১

৮৯৫. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৫

৮৯৬. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৭

♦ প্রাগুক্ত, *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

৮৯৭. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

৮৯৮. ইবন তাইমিয়্যা, *মিন্হাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্য*, (বৈরুত : মুআস্সাসাতু কুরতুবা, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৪২, ৫৪, ১৮৫ এবং খ. ৬, পৃ. ২৮

লাইছ, ইবন 'উয়াইনা, আওযা'ঈ, সাওরী, মা'মার, আবূ হানীফা, শু'বা, হাম্মাদ ইবন সালামা, হাম্মাদ ইবন যাইদ। 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' ইমাম আ'যমকে তিনি 'আল-ইমাম আল-আ'যম' উপাধী দিয়েছেন।[৮৯৯]

হাফিয ইবন কাছীর(মৃ. ৭৭৪হি.) ইমাম আবূ হানীফাকে 'নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করেছেন।[৯০০]

হাফিয ইবন কাইয়্যিম(মৃ. ৭৫১হি.) ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীসের ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৯০১]

হাদীসের উক্ত বড় বড় ইমাম দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীসের ইমাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। পরিশেষে শামসুল আইম্মা ইমাম আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী সাহল আস-সারাখসীর মন্তব্য দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেন, ''ইমাম আবূ হানীফা তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় হাদীসশাস্ত্রবিদ ছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনার কঠিন শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখায় তার বর্ণনা কম পাওয়া যায়।''[৯০২]

সবচেয়ে সহীহ সনদ 'আসাহ্হুল আসানীদ'-এ ইমাম আ'যম(র.)এর অবস্থান :

কোনটি আসাহ্হুল আসানীদ তা' নিয়ে হাদীস শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারী বলেন, আসাহ্হুল আসানীদ হলো, হযরত ইবন 'উমার থেকে নাফি'র, নাফি' থেকে ইমাম মালিকের বর্ণনা।[৯০৩]

এর উপর ভিত্তি করে শাইখ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী বলেন, আসাহহুল আসানীদ হলো, হযরত ইবন 'উমার থেকে নাফি'র, নাফি' থেকে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা।[৯০৪]

ইমাম 'আব্দুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী বলেন, আসাহহুল আসানীদ হলো, হযরত ইবন আব্বাস থেকে 'আতা ইবন আবী রবাহ, আতা থেকে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা।[৯০৫]

---

৮৯৯. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯০-৩৯২ ও খ. ৮, পৃ. ৯৪

♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮

৯০০. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৩

৯০১. মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, ইবন কায়্যিম, আল-জাওযিয়্যা, *ই'লামুল মু'আক্কিয়ী'ন 'আর রব্বিল 'আলামীন* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৭৩), খ. ২, পৃ. ২৯৪

৯০২. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, আস-সারাখসী, *উসূলুল ফিকহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৫০

৯০৩. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

♦ আবূ 'আমর, 'উছমান ইবন 'আব্দির রহমান, ইবনুস সলাহ, আশ-শাহরাযূরী, *আল-মুকাদ্দিমা* (বৈরুত : মাকতাবাতুল ফারাবী, ১৯৮৪.), পৃ. ১০

♦ ইবন কাছীর, *আল-বায়্যি'ছুল হাছীছ ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস*, িিি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ২

♦ তাহির আল-জাযাইরী, *তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আছার* (হালাব : সিরিয়া : মাকতাবাতুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৪২০

৯০৪. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৯০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

হাফিয যাহাবী বলেন, ইরাকের আসাহহুল আসানীদ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে ‘আলকামা, ‘আলকামা থেকে ইবরাহীম, ইবরাহীম থেকে মানসূর, মানসূর থেকে সুফয়ান, সুফয়ান থেকে ওয়াকী‘, ওয়াকী‘ থেকে আহমাদ বিন হাম্বালের বর্ণনা।[৯০৬]

‘আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম বলেন, ইমাম ওয়াকী‘ আমাদের বললেন, কোন সনদ তোমাদের কাছে পছন্দ, ‘আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ থেকে আবূ ওয়াইল, আবূ ওয়াইল থেকে আ‘মাশ, নাকি ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ থেকে ‘আলকামা, ‘আলকামা থেকে ইবরাহীম, ইবরাহীম থেকে মানসূর, মানসূর থেকে সুফয়ান? আমরা বললাম, প্রথম সনদ। তিনি বললেন, আ‘মাশ শাইখ, আবূ ওয়াইল শাইখ আর সুফয়ান ফক্বীহ, মানসূর ফক্বীহ, ইবরাহীম ফক্বীহ, ‘আলকামা ফক্বীহ। যে হাদীস ফক্বীহদের মাধ্যমে আসে তা শাইখদের মাধ্যমে আসা হাদীস থেকে উত্তম।[৯০৭]

এর উপর ভিত্তি করে শাইখ ‘আব্দুর রশীদ নু‘মানী বলেন, ‘ইরাকের আসাহহুল আসানীদ হলো, ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ থেকে ‘আলকামা, ‘আলকামা থেকে ইবরাহীম, ইবরাহীম থেকে হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান থেকে আবূ হানীফা, আবূ হানীফা থেকে আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের বর্ণনা। কারণ তারা সবাই বিখ্যাত ফক্বীহ, বিশেষজ্ঞ ‘আলিম। বরং বলা যায়, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ওয়াকী‘ থেকেও বড় ফক্বীহ, আবূ হানীফা সুফয়ান ও আ‘মাশ থেকে বড় ফক্বীহ, হাম্মাদ মানসূর থেকে বড় ফক্বীহ।[৯০৮]

---

৯০৬. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৫৮

৯০৭. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩২৮-৩২৯

৯০৮. শাইখ ‘আব্দুর রশীদ আন-নু‘মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

পরিচ্ছেদ : দুই

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাফিযুল হাদীস(হাদীসের হাফিয)

তিনি হাফিযুল হাদীস :

ইমাম আবূ হানীফা(র.) হাদীসের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে হাফিযুল হাদীসও ছিলেন। বড় বড় ইমাম তাঁর হিফ্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাফিয যাহাবী হাফিযে হাদীসদের জীবনীগ্রন্থ 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' রচনা করেছেন। তার ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন, 'এটি ন্যায়পরায়ণ নববী 'ইলমের বাহকদের জীবনীর স্মারকগ্রন্থ। জারহ-তা'দীল, সহীহ-য'ঈফ বাছাই করার ক্ষেত্রে যাদের উপর নির্ভর করা হয় তাদের জীবনী এতে থাকবে।' এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আ'যমের জীবনী[৯০৯] উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণ হয় তিনি ইমাম আ'যমকে হাফিযুল হাদীস গণ্য করার সাথে সাথে ভূমিকার উক্ত গুণে গুণান্বিত মনে করেন।

হাফিয ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন 'আব্দিল হাদী আল-মাকদিসী আল-হাম্বালী হাফিযুল হাদীসগণের জীবনীগ্রন্থ 'আল-মুখতাসার ফী তাবাকাতি 'উলামাইল হাদীস' রচনা করেছেন। তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেন, 'এটি একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ। এখানে সাহাবী-তাবি'ঈ ও তাদের পরবর্তীদের মধ্য থেকে এমন কিছু হাফিযুল হাদীসের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সম্বন্ধে জানা হাদীস শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য।' এগ্রন্থেও লেখক ইমাম আবূ হানীফার জীবনী উল্লেখ করেছেন ও তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন।

হাফিয ইমাম ইবন নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আশ-শাফি'ঈ হাফিযুল হাদীসদের জীবনী পদ্য ও গদ্যাকারে যথাক্রমে 'বাদী'আতুল বায়ান 'আন মাওতিল আ'য়ান' ও 'আত-তিব্য়ান লিবাদী'আতিল বায়ান' রচনা করেন। দুটো কিতাবেই তিনি ইমাম আ'যমের জীবনী উল্লেখ করেছেন।

মুহাদ্দিস ইবনুল মিব্রাদ, জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবন হাসান ইবন আহমাদ ইবন 'আব্দিল হাদী আস-সালিহী আল-হাম্বালী হাফিযুল হাদীসদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তাতে ইমাম আ'যমের জীবনী আলোচনায় বলেন, তাঁকে মজবুত হাফিযুল হাদীস গণ্য করা হয়।

এরপর হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী হাফিযুল হাদীসদের জীবনীগ্রন্থ 'তবাকাতুল হুফ্ফায' রচনা করেন। তিনি তার ভূমিকায় বলেন, 'এটি ন্যায়পরায়ণ নববী 'ইলমের বাহকদের জীবনীর স্মারকগ্রন্থ। জারহ-তা'দীল, সহীহ-য'ঈফ বাছাই করার ক্ষেত্রে যাদের উপর নির্ভর করা হয় তাদের জীবনী এতে থাকবে। আমি ইমামুল হুফ্ফায আবূ 'আব্দিল্লাহ যাহাবীর তবাকাতুল হুফ্ফায থেকে সংক্ষেপ করে এবং তার পরবর্তী হাফিযদের জীবনী সংযুক্ত করে এ কিতাব লিখেছি।' তিনি এতেও ইমাম আবূ হানীফার জীবনী এনেছেন।

এরপর আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন রুস্তম ইবন কুবাদ আল-হারিছী আল-বাদাখ্শী 'তারাজিমুল হুফ্ফায' রচনা করেন। তিনি তাতে ইমাম আবূ হানীফার জীবনী খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আদ-দিমাশকী আশ-শাফি'ঈ তার বিখ্যাত কিতাব 'উকূদুল জুমান ফী মানাকিবিল ইমাম আল-আ'যাম আবী হানীফাতান নু'মান'এ তেইশ অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানীফার বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হওয়ার উপরই আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন।

৯০৯. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮
আল্লামা মুহাদ্দিস ইসমা'ঈল আল-'আজ্‌লূনী 'ইকদুল জাওহারিস সামীন ফী আরবা'ঈনা হাদীসান মিন আহাদীসি সায়্যিদিল মুরসালীন' পুস্তিকায় ইমাম আবূ হানীফার হাফিযুল হাদীস হওয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু, তিনি হাফিয, হুজাত, ফক্বীহ। তিনি হাদীস শিক্ষা-বর্ণনা-গ্রহণ-বর্জনের কঠিন নীতিমালা আরোপ করে সে আলোকে কম বর্ণনা করেছেন।

তিনি যমানার শ্রেষ্ঠ হাফিয(হাদীস মুখস্থকারী ও হাদীসশাস্ত্রবিদ) :

ইমাম আবূ হানীফা তার যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তার যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তা স্বীকার করে আসছেন।
ইমাম বুখারীর উস্তাদ ও ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট ছাত্র মাক্কী ইবন ইবরাহীম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা যমানার শ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস।[৯১০]

হাফিযুল হাদীস ও ইমাম বুখারীর আরেক উস্তাদ 'আলী ইবনুল জা'দ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা যখন হাদীস বলতে থাকতেন তখন যেন মুক্তা ঝরতে থাকত।[৯১১]

বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস মিস'আর ইবন কিদাম বলেন, আমরা ইমাম আবূ হানীফার সাথে হাদীস শিখতে লাগলাম তিনি আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেলেন।[৯১২]

ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয আবূ 'আব্দির রহমান 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-কূফী যখন ইমাম আ'যমের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন 'হাদ্দাসানা শাহানশাহ'(হাদীসের শাহানশাহ-রাজাধিরাজ- আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন)। যদিও এরূপ বলা নিষেধ, তিনি ভক্তি-মর্যাদার আতিশয্যে এরূপ বলতেন।[৯১৩]

হাফিয সাম'আনী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা 'ইলম(হাদীস) অন্বেষণে এমন মাশগুল হয়েছিলেন যে তিনি যা হাসিল করেছিলেন তা অন্য কারও হাসিল হয় নি। তিনি একবার খলীফা মানসূরের দরবারে হাজির হলে সেখানে উপবিষ্ট ইমাম 'ঈসা ইবন মূসা খলীফাকে লক্ষ্য করে বললেন, ইনি হলেন, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'আলিম।[৯১৪]

ইমাম আল্লামা মুল্লা 'আলী কারী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে এ সুধারণা করা হয় যে তিনি সহীহ-য'ঈফ সব হাদীস জানতেন।[৯১৫]

---

৯১০. মুয়াফ্ফাক্ব আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৯১১. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৮

৯১২. আয-যাহাবী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৯১৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৫

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৯১৪. আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭

৯১৫.মুল্লা 'আলী আল-ক্বারী, *সানাদুল আনাম ফী শারহি মুসনাদিল ইমাম* (দিল্লী: মুজতাবাঈ প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ.৫২

শাইখ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ এর টীকায় বলেন, ‘আলী ক্বারীর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য তিনি অধিকাংশ হাদীস-সুনান জানতেন। কারণ সব হাদীস-সুন্নাহ জানা একজানের পক্ষে সাধারণতঃ অসম্ভব।[৯১৬]

মুহাদ্দিস আল্লামা ইসমা‘ঈল আল-‘আজলূনী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা কিতাব ও সুন্নাহর সবচেয়ে বড় ‘আলিম ছিলেন।[৯১৭]

এসব বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে ইমাম আ‘যম শ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীস ছিলেন।

---

৯১৬. শাইখ ‘আব্দুর রশীদ আন-নু‘মানী, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫(টীকা)

৯১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

পরিচ্ছেদ : তিন

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : জারহ-তা'দীলের ইমাম

জারহ-তা'দীলের সংজ্ঞা :

হাদীসের সনদে বিভিন্নরকম বর্ণনাকারী থাকে। কারও বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়, কারোটি গ্রহণযোগ্য হয় না। হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে কোন বর্ণনাকারীকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করাকে তা'দীল(বা সত্যায়ন করা) বলা হয়। আর কোন বর্ণনাকারীকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করাকে জার্হ(অভিযোগ আরোপ করা) বলা হয়। গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এসব কিছু 'ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল(রাবী[বর্ণনাকারী] পর্যালোচনাশাস্ত্র)এ আলোচনা করা হয়।[৯১৮]

তিনি জার্হ-তা'দীলের ইমাম :

ইমাম আবূ হানীফা শুধু মুহাদ্দিস-হাফিযুল হাদীসই ছিলেন না বরং হাদীসশাস্ত্রের জটিল শাখা 'ইলমুল জার্হি ওয়াত তা'দীল তথা রাবী পর্যলোচনাশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। রাবী তথা বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে নির্ণীত হতো। বড় বড় হাদীসের ইমাম তাঁকে জারহ-তা'দীলের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর পর্যালোচনাগুলোর উপর নির্ভর করে আসছেন। এ ব্যাপারে কিছু তথ্য-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

হাফিয 'আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা(র.) হাদীস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে হাদীসশাস্ত্রবিদদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন; ১. কেউ রাবী পর্যালোচনা করতেন, ২. কেউ হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা বা তা' থেকে ফিক্হ বের করতেন, ৩. কেউ উভয় পর্যালোচনায়ই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে ৩য় প্রকারের ইমাম হিসেবে গণ্য করেছেন।[৯১৯]

জারহ-তা'দীলের বিশিষ্ট ইমাম হাফিয যাহাবী বলেন, সাহাবাযুগের শেষ দিকে জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন,

১. ইমাম শা'বী, ২. ইমাম ইবন সীরীন ও অন্যন্যরা, তাদের থেকে কিছু লোকের সত্যায়ন ও কিছু লোকের য'ঈফ হওয়া বর্ণিত আছে। সেযুগে যুগে য'ঈফ রাবীর সংখ্যা ছিল অতি অল্প। তাবি'ঈযুগের শেষের দিকে ১৫০ হিজরীর শেষকালে জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে যাদের বক্তব্য গ্রহণ করা হতো তাদের অন্যতম হলেন,

১. ইমাম আবূ হানীফা। তিনি বলেন, আমি জাবির আল-জু'ফী থেকে অধিক মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নি।

২. আল-আ'মাশ, তিনি কতককে য'ঈফ বলেছেন, কতককে সত্যায়ন করেছেন।

৩. ইমাম মালিক প্রমুখ।[৯২০]

---

৯১৮. মুহাম্মাদ খালাফ সালামা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৮ ও খ. ৩, পৃ. ৩৯

৯১৯. ইবন তাইমিয়্যা, *তালখীসু কিতাবিল ইসতিগাছা (আর-রদ্দ 'আলাল বাক্রী)*, (মাদীনা মুনাওওয়ারা : মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আছারিয়্যা, ১৪১৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৭২

৯২০. আয-যাহাবী, *যিকরু মান ইয়ু' তামাদু ক্বওলুহু ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল* (লাহোর : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১৫৯-১৬২

হাফিয মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান সাখাবীও হাফিয যাহাবীর সমর্থনে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৯২১]

ইমাম 'আল্লামা হাফিয 'আব্দুল কাদির আল-কুরাশী বলেন, জেনে রাখুন, জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতো। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতেন, তা প্রয়োগ করতেন। যেমন ইমাম আহমাদ, বুখারী, ইবন মা'ঈন, ইবনুল মাদীনী প্রমুখ থেকে গ্রহণ করা হতো। এর একটি প্রমাণ ইমাম তিরমিযী তার 'আল-জামি'উল কাবীরে'র 'কিতাবুল 'ইলালে' বর্ণনা করেন, মাহমূদ ইবন গইলান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, জাবির আল-জু'ফী থেকে মিথ্যুক আর নেই, 'আতা ইবন আবী রবাহ থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি।[৯২২]

হাফিয 'আব্দুল কাদির আল-কুরাশী আরও বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তির জন্য সেই হাদীস বর্ণনা করা উচিত যা সে শোনার দিন থেকে বর্ণনা করার দিন পর্যন্ত মুখস্থ রেখেছে।

হাফিয কুরাশী বলেন, আমি আমাদের শাইখ যাইনুদ্দীন ইবনুল কিনানীকে-যিনি একজন শ্রেষ্ঠ 'আলিম ছিলেন- বলতে শুনেছি, তিনি কুব্বা মানসূরিয়ায় হাদীস শিক্ষাদানকালে ইমাম আ'যমের এ নীতির সমর্থনে বলেছিলেন, আমার জন্য নবীজীর এ হাদীস বর্ণনা করা জায়িয, কারণ আমি তা শোনার দিন থেকে এখন পর্যন্ত মুখস্থ রেখেছি। হাদীসটি হলো,

أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.

''আমি নবী এটা মিথ্যা নয়, আমি 'আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।''

হাফিয কুরাশী বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইমাম আ'যমের এ নীতিমালার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তার প্রণীত এ নীতিমালার উপর তাঁর 'আমল ছিল বিধায় তার বর্ণনা কম পাওয়া যায়। তার বর্ণনা কম হওয়ার ক্ষেত্রে নিন্দুকেরা যে ধারণা রাখে তা সঠিক নয়।

আবূ 'আসিম বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, উস্তাদের সামনে কিতাব থেকে পাঠ করা জায়িয। ইবন জুরাইজও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

আবূ 'আসিম আরও বলেন, ইবন জুরাইজ, ইবন আবী যি'ব, আবূ হানীফা, মালিক বিন আনাস, আওযা'ঈ ও সাওরী তাঁরা সবাই বলেন, তুমি কোন 'আলিমের সামনে হাদীস পাঠ করে বর্ণনার সময় বলবে 'তিনি আমাদের জানিয়েছেন'(আখবারানা) এটি জায়িয।

ইবন বুকাইর বলেন, আমরা ইমাম মালিকের কাছে মুআত্তার পাঠ শেষ করলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, হে আবূ 'আব্দিল্লাহ! আমরা কীভাবে মুআত্তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করব? তিনি উত্তর দিলেন, হাদ্দাসানী, আখবারানী, আখবারানা, সামি'তু-এর মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা বলে শুরু কর। ইমাম তহাবী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[৯২৩]

ইমাম ইবন হিব্বান সনদসহ উল্লেখ করেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি 'আতা থেকে উত্তম ও জাবির আল-জু'ফী থেকে মিথ্যুক আর কাউকে দেখিনি। আমি যত মত প্রকাশ করেছি তার প্রমাণে

৯২১. আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫০

৯২২. আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০-৩১

৯২৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০-৩২

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭

আমার কাছে হাদীস রয়েছে। তিনি দাবী করতেন তাঁর কাছে এত এত হাজার হাদীস রয়েছে যা তিনি বর্ণনা করেন নি।[৯২৪]

ইমাম ইবন হিব্বান আরও উল্লেখ করেন, আবূ হানীফা বলেছেন, লোকেরা বলে থাকে যার দাঁড়ি লম্বা তার আকল নেই। আমি 'আলকামা ইবন মারছাদের সাক্ষাত লাভ করেছি, তার দাঁড়ি লম্বা ছিল কিন্তু তাকে আকলমন্দ পেয়েছি।[৯২৫]

হাফিয আবূ আহমাদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আদী আল-জুরজানীও সনদসহ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি 'আতা থেকে উত্তম ও জাবির আলজু'ফী থেকে মিথ্যুক আর কাউকে দেখিনি। আমি যত মত প্রকাশ করেছি তার প্রমাণে আমার কাছে হাদীস রয়েছে। তিনি দাবী করতেন তার কাছে এত এত হাজার হাদীস রয়েছে যা তিনি বর্ণনা করেন নি।

আবূ সা'ঈদ আস-সাগানী ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুফয়ান সাওরী থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার মত কী? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁর থেকে হাদীস লিখ, কারণ তিনি সিকাহ। হারিছ থেকে আবূ ইসহাকের বর্ণিত এবং জাবির আল-জু'ফীর বর্ণিত হাদীস বাদে অন্যগুলো লিখবে।[৯২৬]

ইমাম বাইহাকীও সনদসহ উল্লেখ করেন, আবূ সা'ঈদ আস-সাগানী ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুফয়ান সাওরী থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার মত কী ? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁর থেকে হাদীস লিখ, কারণ তিনি সিকাহ। হারিছ থেকে আবূ ইসহাকের বর্ণিত এবং জাবির আল-জু'ফীর বর্ণিত হাদীস বাদে অন্যগুলো লিখবে।

ইমাম বাইহাকী আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, তলক ইবন হাবীব কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। ইমাম আ'যম আরও বলেন, যাইদ ইবন 'আইয়াশ য'ঈফ। ইমাম সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা বলেছেন, আমাকে ইমাম আবূ হানীফাই প্রথম হাদীস শিখাতে বসিয়েছেন। আমি কূফায় আসলে তিনি বললেন, ইনি 'আমর ইবন দীনার বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন লোকজন আমার কাছে একত্রিত হলো, আমি তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলাম। আবূ সুলাইমান আল-জূযেজানী বলেন, আমি হাম্মাদ ইবন যাইদকে বলতে শুনেছি, আমরা 'আমর ইবন দীনারের কুনিয়্যাত(উপনাম) আবূ হানীফার মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। আমরা একবার মাসজিদে হারামে ছিলাম, আবূ হানীফা 'আমর ইবন দীনারের সাথে বসা ছিলেন। আমরা বললাম হে আবূ হানীফা! তাঁকে বলুন তিনি যেন আমাদেরকে হাদীস শুনান। তিনি বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তাদেরকে হাদীস শুনান। তিনি হে 'আমর বলেন নি।[৯২৭]

ইমাম হাফিয ইবন 'আব্দিল বারও ইমাম আবূ হানীফা থেকে 'আতা ইবন আবী রবাহের উত্তম হওয়া ও জাবির আল-জু'ফীর মিথ্যাবাদী হওয়া বর্ণনা করেছেন।[৯২৮]

ইমাম বাইহাকী উল্লেখ করেন, জাবির-এর জার্হের ক্ষেত্রে আবূ হানীফার বক্তব্য ছাড়া অন্য কারও মন্তব্য না থাকলেও তা যথেষ্ট। কারণ তিনি তাকে দেখেছিলেন, পরীক্ষা করেছিলেন, তাকে মিথ্যাবাদী

৯২৪. ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ* (*আল-ইহসান বিতারতীবি সহীহ ইবন হিব্বান*), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭১

৯২৫. প্রাগুক্ত, *আস-সিকাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৬২

৯২৬. ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৩

৯২৭. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

৯২৮. ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৯

সাব্যস্ত করার মত বিষয় তিনি তার থেকে শুনেছিলেন। (আমানাতদারিতার স্বার্থে) তা আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছেন।[৯২৯]

ইমাম ইবন হায্‌ম, আবূ মুহাম্মাদ, 'আলী ইবন আহমাদ বলেন, জাবির আল-জু'ফী কায্‌যাব, তার মিথ্যাবাদিতার ক্ষেত্রে প্রথম স্বাক্ষী ইমাম আবূ হানীফা। তিনি আরও বলেন, মুজালিদ য'ঈফ। সর্ব প্রথম আবূ হানীফা তাকে য'ঈফ বলেছেন।[৯৩০]

ইমাম হাকিম আন-নাইসাবূরী সনদসহ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ঈমান আনেন হযরত আবূ বাকর(রা.), মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা(রা.), বালকদের মধ্যে হযরত 'আলী(রা.)।[৯৩১]

হাফিয যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযে' 'আতা ইবন আবী রবাহের জীবনীতে উল্লেখ করেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি তার থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি।

আবুয যিনাদের জীবনীতে উল্লেখ করেন, আবূ হানীফা বলেছেন, আমি রবীআ' ও আবুয যিনাদের সাক্ষাত পেয়েছি। দু'জনের মধ্যে আবুয যিনাদ বড় ফক্বীহ।

জা'ফার সাদিকের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, আবূ হানীফা বলেছেন আমি জা'ফার বিন মুহাম্মাদ থেকে বড় ফাকীহ আর দেখি নি।[৯৩২]

হাফিয ইমাম আবূ হাইয়ান আল-গারনাতী বলেন, ইমাম সাওরী, আবূ হানীফা ও ইয়াহইয়া ইবন আদাম বলেছেন, হামযা সবচেয়ে বড় ক্বারী ও ফারাইয বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৯৩৩]

এসব বড় বড় হাদীসবিশারদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে ইমাম আবূ হানীফা জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। ইমামদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাবী পর্যালোচনা করেন।[৯৩৪]

পরিশেষে আমরা জারহ-তা'দীলের ইমাম, মুহাদ্দিসদের বাদশাহ্‌ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন-এর মন্তব্য দিয়ে আলোচনার ইতি টানছি। তিনি বলেন, (হাদীসের) 'আলিম চারজন। ইমাম সাওরী, আবূ হানীফা, মালিক, আওযা'ঈ।[৯৩৫]

---

৯২৯. আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, *কিতাবুল কিরাআ খলফাল ইমাম*, ি ি ি .ধষঁহহধ য পড়স , পৃ. ৩৪৩

৯৩০. মুহাম্মাদ 'আলী ইবন আহমাদ, ইবন হায্‌ম, আয-যাহিরী, *আল-মুহাল্লা ফী শারহিল মুজাল্লা বিল হুজাজি ওয়াল আছার*, ি ি ি .ৎধয়ধস ব্ল ধ.ড়ৎম, খ. ১, পৃ. ৩৭৮ ও খ. ৫, পৃ. ২৪৩

৯৩১. আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৭

৯৩২. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮, ১৩৫, ১৬৬

৯৩৩. আবূ হাইয়ান, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, আল-গারনাতী, *আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর*, ি ি ি .ধষঃধভ্‌ংরৎ.পড়স , খ. ৪, পৃ. ১৫

৯৩৪. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৯৩৫. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৪

পরিচ্ছেদ : চার

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : তাঁর হাদীস বিষয়ক রচনাবলী

ইমাম আ'যম হাদীসের কোন কিতাব লিখেছেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে প্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব তিনিই রচনা করেন যা তার শিষ্যগণ রিওয়ায়াত করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

১. কিতাবুল আছার : প্রথম সহীহ হাদীস সংকলন যা ইমাম আবূ হানীফা ফিকহী তারতীবে রচনা করেছেন। তিনি চার হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে এ কিতাব রচনা করেছেন। তিনি এতে হাদীসের সাথে সাথে সাহাবী-তাবি'ঈদের আছারও সংযুক্ত করেছেন।[৯৩৬]

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার অনুকরণে হাদীসের কিতাব রচনা করেন। ইমাম সুয়ূতী বলেন, শারী'আতের ইল্ম(হাদীস) প্রথম অধ্যায়ে অধ্যায়ে সংকলন করেন ইমাম আবূ হানীফা, তারপর ইমাম মালিক তাই অনুসরণ করে 'মুআত্তা' রচনা করেন। ইমাম আবূ হানীফার আগে কেউ এ ধরণের কাজ আন্জাম দেয় নি।[৯৩৭]

এ কিতাবের রিওয়ায়াতকারীগণ :

'কিতাবুল আছার' ইমাম আবূ হানীফা থেকে তাঁর প্রায় পাঁচশ' জন শিষ্য রিওয়ায়াত করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লুআই, ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম হাফস ইবন গিয়াছ, হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা, আলমুকরী, হাম্মাদ ইবন যিয়াদ, খালিদ আল-ওয়াসিতী, 'আব্দুল 'আযীয ইবন খালিদ আস-সান'আনী প্রমুখ ।[৯৩৮]
আমরা এখানে প্রসিদ্ধ চারজনের বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

(এক) ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইলের বর্ণনা :

ইমাম যুফার যে কপিটি বর্ণনা করেছেন তার নাম 'কিতাবুল আছার ওয়াস সুনান'। ইমাম যুফার থেকে আবূ ওয়াহ্ব, শাদ্দাদ ইবনুল হাকীম ও হাকাম ইবন আইয়ূব তা বর্ণনা করেছেন। হাফিয আমীর ইবন মাকূলা বলেন, আবূ বাকর আল-জাস্সীনী আবূ ওয়াহ্ব থেকে তিনি যুফার ইবনুল হুযাইল থেকে তিনি আবূ হানীফা থেকে 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন। হাফিয সাম'আনী, 'ইয্যুদ্দীন ইবনুল আছীর, ইয়কূত আল-হামাবী ও 'আব্দুল কাদির আল-কুরাশীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৯৩৯]

৯৩৬. মুয়াফ্ফাক আল-মাক্কী, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৯৫

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৮

৯৩৭. আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

৯৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

৯৩৯. ইবন মাকূলা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯

♦ আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪

♦ আল-হামাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪১

♦ শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

(দুই) ইমাম আবূ ইউসুফের বর্ণনা :

ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে তার পুত্র ইউসুফ 'কিতাবুল আছার' রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয 'আব্দুল কাদির আল-কুরাশী 'আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা'য় তা উল্লেখ করেছেন। 'লাজনাতু ইহইয়ায়িল মা'আরিফিন নু'মানিয়্যা'এর তত্ত্বাবধানে মিসর থেকে তা ছাপা হয়েছে। 'আল্লামা আবুল ওয়াফা আল-আফগানী এর টীকা লিখেছেন।[৯৪০]

(তিন) ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনা :

হাফিয ইবন হাজার বলেন, ইমাম আবূ হানীফার সংকলিত হাদীস যে একক কিতাবে পাওয়া যায় তা হলো 'কিতাবুল আছার'। এটি ইমাম মুহাম্মাদ রিওয়ায়াত করেছেন। 'আল্লামা কাত্তানী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী যিনি 'মুআত্তা' বর্ণনা করেছেন, তিনি কিতাবুল আছারও বর্ণনা করেছেন। এটি ফিকহী তারতীবে সাজানো কিতাব।

এটি আবুল ওয়াফা আলআফগানীর তাহকীকসহ 'মাজলিসু ইহইয়ায়িল মা'আরিফিন নু'মানিয়্যা'র অনুমতিক্রমে আনওয়ার মুহাম্মাদী প্রকাশণী, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরে দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[৯৪১]

(চার) ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লু'আই-এর বর্ণনা :

হাফিয ইবন হাজার বলেন, ইমাম হাসান ইবন যিয়াদও ইমাম আবূ হানীফা থেকে 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন।[৯৪২]

এ কিতাবের রাবীজীবনীকার, ব্যাখ্যাকার, টীকাকারগণ :

কেউ এ কিতাবের রাবীজীবনী লিখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, টীকা লিখেছেন।

রাবীজীবনীকার : ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনাকৃত 'কিতাবুল আছার'এর উপর কাজ হয়েছে বেশি। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী 'আল-ঈছার বিমা'রিফাতি রুয়াতিল আছার' নামে এর রাবীজীবনী লিখেছেন।[৯৪৩]

হাফিয কাসিম ইবন কুতলূবগাও এ কিতাবের রাবীজীবনী লিখেছেন।[৯৪৪]

ব্যাখ্যাকার : অনেকেই এ কিতাবের ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম তহাবী, শাইখ জামালুদ্দীন আল-কানাবী, শাইখ আবুল ফাযল 'আলী ইবন মুরাদ আল-মাওসিলী, ফারয সাইয়ার প্রমুখ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন

---

৯৪০. শাইখ 'আব্দুর রশীদ আন-নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

৯৪১. ইবন হাজার, *তা'জীলুল মানফা'আ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৯
♦ মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাত্‌রফা* (বৈরুত : দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যা, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৪৩
♦ ? , *আল-মুসান্নাফাত ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১৯

৯৪২. ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১

৯৪৩. আস-সাখাবী, *আয-যওউল্লামি'*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ৩, পৃ. ২৫২

৯৪৪. আল-কাত্তানী, *ফাহ্রাসুল ফাহারিসি ওয়াল আছবাত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৭২

বলে জানা যায়।[৯৪৫]

টীকাকার : শাইখ আবুল ওয়াফা আল-আফগানী এ কিতাবের টীকা লিখেছেন।[৯৪৬]

২. ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর মুসনাদসমূহ : সংখ্যা, রাবী ও সংকলনকারীগণ

'মুসনাদ' সেসব হাদীসের কিতাবকে বলা হয় যাতে এক এক সাহাবীর থেকে বর্ণনাকৃত হাদীস আলাদা আলাদাভাবে বিন্যস্ত থাকে। সাহাবীদের নামের অধীনে তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়। যেমন, মুসনাদ আহমাদ।

অনেক সময় ফিকহী তারতীবে সাজানো হাদীসের কিতাবও 'মুসনাদ' নামে পরিচিত হয়। যেমন, মুসনাদুদ দারিমী।[৯৪৭]

ইমাম আবূ হানীফার দিকে সম্পর্কিত ২৩টি মুসনাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো :

১. মুসনাদু আবী মুহাম্মাদ 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-হারিছী আল-বুখারী,

২. মুসনাদু আবিল কাসিম তলহা ইবন মুহাম্মাদ আন-নাফ্ফার,

৩. মুসনাদু আবিল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফার,

৪. মুসনাদু আবী নু'আইম আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-আসবাহানী,(এটি মাকতাবাতুল কাউছার, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে)

৫. মুসনাদু আবী বাকর মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল বাকী আল-আনসারী কাযী বিমারিস্তান,

৬. মুসনাদু আবী আহমাদ 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আদী আল-জুরজানী,

৭. মুসানাদুল হাসান ইবন যিয়াদ আল্লু'লুআই,

৮. মুসনাদুল কাযী আবিল হাসান আল-আশনানী,

৯. মুসানাদু আবী বাকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কিলা'ঈ,

১০. মুসনাদু আবী 'আব্দিল্লাহ হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ বিন খসরু আল-বালখী,

১১. মুসনাদু আবী ইউসুফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম,

১২. মুসনাদু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী,

১৩. মুসনাদু হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা,

১৪. মুসনাদু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান(এটি তাঁর আরেক বর্ণনা),

---

৯৪৫. মুহাম্মাদ 'ইসমাত ইবন ইবরাহীম আর-রূমী, হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ১৩৮৪

♦ ইসমা'ঈল পাশা ইবন মুহাম্মাদ আমীন, আল-বাবানী, *হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন*, িিি.ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ২, পৃ.১৭১

♦ ইউসুফ, আলইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল 'আরাবিয়্যা* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ১১৬৩

♦ সাইয়িদ মুহাম্মাদ খলীল আফিন্দী, আল-মুরাদী, *সিলকুদ্ দুরার ফী আ'য়ানিল কারনিস সানী 'আশার*, িিি.ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ২, পৃ. ২৫

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

৯৪৬. ?,*আল-মুসান্নাফাত ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৯

৯৪৭. হাতিম ইবন 'আরিফ আশ-শরীফ, *আত-তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ*, িিি.ধযষধষষফববহ্য.পড়স ,

পৃ. ১৮

♦ মুহাম্মাদ খালাফ সালামা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৯

১৫. মুসনাদু আবিল কাসিম 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ বিন আবিল 'আওওয়াম আস-সা'দী,

১৬. মুসনাদুল হাফিয ইবনুল মুকরী,

১৭. মুসনাদু হাফিয ইবন 'উকদা,

১৮. মুসনাদুল ইমাম ইবন শাহীন,

১৯. মুসনাদুল ইমাম আবী 'আলী আল-বাকরী,

২০. মুসনাদুল ইমাম ইবন 'আসাকির,

২১. মুসনাদুল ইমাম হাফিয দারাকুতনী,

২২. মুসনাদুল ইমাম আবিল হাসান আল-বায্যায,

২৩. মুসনাদুল হাফিয সাখাবী।

এ ছাড়া ইমাম হাসকাফী ১ম মুসনাদ তথা আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিছীর মুসনাদ সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন। যা 'মুসনাদুল ইমাম হাসকাফী' নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত ১ম ১৫টি মুসনাদের হাদীসগুলো পুণরুল্লেখ বাদে ইমাম হাফিয আবুল মুআইয়্যাদ মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আল-খাওয়ারিযমী(৫৯৩-৬৬৫হি.) এক কিতাবে একত্রিত করেছেন। কিতাবটির নাম 'জামিউল মাসানীদ', এটি দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৯৪৮]

রাবীগণ : ১ম পনেরটি মুসনাদের রাবীপরিচিতি হাফিয আবুল মুআইয়্যাদের 'জামিউল মাসানীদে'র ২য় খণ্ডে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি মুসনাদ সংকলনকারীদের পর্যন্ত তার সনদও উক্ত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সাধারণ আসমাউর রিজাল-এর কিতাবসমূহ ও নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থে এসব মুসনাদের রাবীদের জীবনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ২৩টি মুসনাদ কেউ একত্রে সংকলনও করেন নি, রাবীজীবনীও একত্রিত করেন নি।

সংকলনকারীগণ : নিম্নে আমরা এসব মুসনাদের সংকলনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

১. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব ইবনুল হারিছ, আল-হারিছী, আল-বুখারী (২৫৮-৩৪০হি.) : তিনি বিখ্যাত ফক্বীহ, মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস ছিলেন। খলীলী বলেন, 'ইলমে হাদীসে তার ভাল দখল ছিল, তিনি 'উস্তায' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ জমা করেছেন। 'উবাইদুল্লাহ ইবন ওয়াসিল, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আস-সাইগ, 'আব্দুস সামাদ ইবনুল ফাযল আল-বালখী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেন, তিনি ফাকীহ ছিলেন, মা ওয়ারাউন্নাহরের হানাফী শাইখ ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক মুহাদ্দিস, শীর্ষস্থানীয় ফক্বীহ ছিলেন। ইবন 'উকদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবন মান্দা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৪০ হিজরীতে ৮২বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আবূ যুর'আ, খতীব বাগদাদী, যাহাবী তাকে য'ঈফ বলেছেন। ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, খতীব তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। তাকে 'যঈফ' বলা হয়েছে তাদলীস করার কারনে। 'তাদলীসে'র জন্য কেউ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় না। অনেক বড় বড় হাদীসের ইমামই তাদলীস করতেন। তাহলে তাদেরকে কী কায্যাব বলা হবে?! আমার মতে তিনি যেসব হাদীসে তাদলীস করেছেন সেগুলো ছাড়া বাকী হাদীস যাতে সনদে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন, এর সমর্থনে অন্যদেরও বর্ণনা রয়েছে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

৯৪৮. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আল-আওরকাযাই বলেন, আমার কাছে অভিযোগকারীদের বক্তব্য থেকে সারাংশ কথা যা মনে হয় তা হলো তিনি 'আফরাদ-মানাকীর' বর্ণনা করার কারণে য'ঈফ সাব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু এটা য'ঈফ হওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ নয়। অনেক হাফিযুল হাদীস, হাদীসের ইমামই কিছু আফরাদ-মানাকীর বরং মাওযূ বর্ণনা করেছেন, তাই বলে তারা য'ঈফ?! এটা ইনসাফের কথা নয়।

'আল্লামা কাওছারী বলেন, কিছুলোক মাযহাবী গোঁড়ামীর রোষানলে পড়ে তাঁর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[৯৪৯]

২. আবুল কাসিম তালহা ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-মু'আদ্দাল আশ-শাহিদ আল-বাগদাদী(২৯১-৩৮০হি.) : তিনি দারাকুতনীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন, উত্তমভাবে 'ইলম হাসিল করেছিলেন। হাফিয ইবন মুজাহিদের বিশেষ শাগরিদ ছিলেন। ইমাম বাগবী, আবূ সখরা আলকাতিব, 'উমার ইবন আবী গয়লান, মুহাম্মাদ বিন 'আব্বাস আততিরমিযী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'উমার ইবন ইবরাহীম আল-ফক্বীহ, আল-আযহারী, আবূ মুহাম্মাদ আলখাল্লাল, 'আলী ইবন মুহসিন আততানূখী, হাসান ইবন 'আলী আল-জাওহারী প্রমুখ তার ছাত্র। মুতাযিলাদের প্রতি ঝোঁক থাকার কারণে 'উকাইলী, ইবন আবী হাতিম তাকে য'ঈফ বলেছেন। ইবন আবিল ফাওয়ারিস ও অন্যরা বলেছেন, তিনি মুতাযিলা মতবাদের দিকে ডাকতেন।

ড. 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার সময়ে এ মতবাদের লোকজন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। হাম্বালী মাযহাবের আলিম-উলামা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিশেষতঃ বাগদাদে থেকে এদিকে আহ্বান করলে অবশ্যই তাদের রোষানলে পড়তেন।

শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আল-আওরকাযাই বলেন, তিনি এ মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেও তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় এ ধরনের অনেক রাবী রয়েছেন। তাদের হাদীস বাদ দেওয়া হয় নি।

হাফিয যাহাবী তাকে জারহ তা'দীল করার মত যোগ্য মুহাদ্দিস মনে করতেন। যাহাবী নাক্কাশের জীবনীতে বলেন, তালহা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাহিদ বলেছেন, নাক্কাশ হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতেন, কিস্সা-কাহিনী বলাই তার স্বভাব ছিল। ইমাম আল-খাওয়ারিযমী হাফিয তালহার অনেক প্রশংসা

---

৯৪৯. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৬

♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৫৪

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪২৪

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯৬

♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২৪

♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

♦ 'উমার রিযা কুহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন* (বৈরুত : মাকাতাবাতুল মাছনা, তা. বি.), খ. ৬, পৃ. ১৪৫

♦ কাসিম ইবন কুতলূবগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭৩

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

করেছেন।[৯৫০]

৩. আবুল হুসাইন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফার ইবন মূসা ইবন 'ঈসা ইবন মুহাম্মাদ, আল-বাগদাদী(... ৩৭৯হি.) : তিনি হামিদ বিন শু'আইব আল-বালখী, আবূ বাকর বাগিন্দী, কাসিম ইবন যাকারিয়া আল-মুতরিয থেকে হাদীস শুনেছেন। আবূ হাফস ইবন শাহীন, দারাকুতনী, বারকানী, ইবন আবিল ফাওয়ারিস প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেন, তিনি হাফিযুল হাদীস, 'ইরাকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি বিচক্ষণ, সত্যবাদী ও অধিক বর্ণনাকারী হাফিযুল হাদীস ছিলেন। বারকানী বলেন, দারাকুতনী তার থেকে হাজার হাজার হাদীস লিখেছিলেন। তিনি তাকে সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, ইবনুল মুযাফ্ফার সিকাহ, মামুন(বিশ্বস্ত)। সুলামী বলেন, আমি দারাকুতনীকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তো শী'আ মতবাদের দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি বললেন, ঝোঁকার পরিমাণ অল্প তাতে সমস্যা হবে না, ইনশাআল্লাহ্। আবূ নু'আইম বলেন, তিনি হাফিয, মামূন। বাজী বলেন, তিনি হাফিয কিন্তু তার মাঝে শী'আ মনোভাব স্পষ্ট। যাহাবীও তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার তা খণ্ডন করে বলেন, তার সম্পর্কে বাজীর যথাযথ জ্ঞান নেই।[৯৫১]

৪. আবূ নু'আইম, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন মূসা ইবন মিহরান, আল-আসবাহানী(৩৩৬-৪৩০হি.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও সূফী ছিলেন। তিনি ছয় বৎসর বয়সেই দুনিয়ার বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে ইজাযত লাভ করেন। সেসময় তিনিই এত কম বয়সে ইজাযত পেয়েছেন, অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখেছেন। বড় বড় হাফিযে হাদীস 'ইলম ও হিফযে তার সুখ্যাতির কারণে ও উচ্চ সনদের আশায় তার দুয়ারে ধর্ণা দিতেন। তিনি ইবন ফারিস, আবূ আহমাদ

---

৯৫০. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫১
- ♦ আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৪
- ♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪২
- ♦ ইবনুল জাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
- ♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৬
- ♦ ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪১
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১২
- ♦ আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৭
- ♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৬

৯৫১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬২
- ♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫৬, পৃ. ৮
- ♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৮০
- ♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৪১৮
- ♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩
- ♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৬
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৩
- ♦ ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪০

♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০২

♦ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান, ইবনুল গয্যী, *দীওয়ানুল ইসলাম*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ৮৭

আল-'আস্সাল, আবূ বাকর আল-জি'আবী, আবুল কাসিম আত-তবারানী প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেছেন। আবূ সা'ঈদ আল-মালীনী, খতীব বাগদাদী, আবূ বাকর আল-'আত্তার, আবুল ফাযল আল-হাদ্দাদ, হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আশ-শীরাযী, আবূ সালিহ আল-মুআয্যিন প্রমুখ হাফিযুল হাদীস তার থেকে হাদীস শিখেন। তার জীবনীকারগণ সবাই তার প্রশংসা করেছেন। যাহাবী বলেন, তিনি একজন বিখ্যাত 'আলিম, সত্যবাদী, অনেকে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই তার প্রতি দোষারোপ করেছে।[৯৫২]

৫. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল বাকী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-আনসারী, কাযী বিমারিস্তান(৪৪২-৫৩৫হি.) : তিনি একজন বহু প্রতিভার অধিকারী 'আলিম ছিলেন। তিনি ফারাইয বিশেষজ্ঞ, বিচারক ও তার যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইবরাহীম বারমাকী, আবূ তয়্যিব আল-কানযী, আবূ মুহাম্মাদ আল-জাওহারী, আবূ মা'শার আত-তবারী, খতীব বাগদাদী, আবুল কাসিম আত-তান্নুখী, কুযাই প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। সাম'আনী, ইবন 'আসাকির, ইবনুল জাওযী, আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ প্রমুখ তার থেকে হাদীস শিখেছেন। সাম'আনী বলেন, আমি তার মত সর্ব জ্ঞানী আর দেখিনি। তিনি রোমে বন্দী অবস্থায় উপনীত হলে তাদের থেকে রোমান ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি নব্বই বৎসরের সময়ও সুস্থ-সবল, মেধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সহীহ বুখারী, মুসনাদ আবী হানীফা ও অন্যান্য কিতাব বর্ণনা করেছেন।

ইবন 'আসাকির তাকে জারহ করেছেন, ইবনুল জাওযী, হাফিয ইবন হাজার তা খণ্ডন করেছেন।[৯৫৩]

৬. আবূ আহমাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আদী ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, ইবন 'আদী, আল-জুরজানী (২৭৭-৩৬৫হি.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস, জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি বাহলুল ইবন ইসহাক, আহমাদ ইবন হাফস আস-সা'দী, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মারওয়াযী, আবূ জা'ফার আত-তহাবী, আবূ 'আব্দির রহমান আন-নাসাঈ প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। ইবন 'উকদা, আবূ সাঈদ আল-মালীনী, হামযা আস-সাহমী প্রমুখ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হামযা তার প্রশংসা করে বলেন, তার যুগে তার মত কেউ ছিল না। দারাকুতনী ইবন আদীর লিখিত কিতাব 'আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল'এর প্রশংসায় বলেন, এটিই যথেষ্ট, (জারহ-তা'দীলের) আর কোন কিতাব দরকার নেই। যাহাবী বলেন, তিনি সর্বজন মান্য জারহ-তা'দীলের ইমাম। খলীলী বলেন, তিনি

---

৯৫২. আয-যাহাবী, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৭

♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৪৫৩

♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৯২

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১১

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০১

৯৫৩. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ২৩

♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫৪, পৃ. ৬৪

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪১

♦ ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযম*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯২

♦ আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯৫

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

অতুলনীয় হাফিযুল হাদীস। আল-বাজী বলেন, ইবন 'আদী হাফিয, তিনি গ্রহণযোগ্য।[৯৫৪]

৭. হাসান ইবন যিয়াদ, আল-লু'লু'আই : তার জীবনী ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

৮. আবুল হাসান, 'উমার ইবনুল হাসান ইবন 'আলী, আল-উশনানী, আল-কাযী (২৫৯-৩৩৯হি.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ছিলেন। সাম'আনী বলেন, তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাতে ভাল জ্ঞান রাখতেন। তিনি হাফিয ইবরাহীম হারবী, মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আল-মাদায়িনী, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা আল-ওয়াসিতী, আবূ ইসমা'ঈল আত-তিরমিযী প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। ইবন 'উকদা, ইবনুল মুযাফ্ফার, দারাকুতনী, আবূ 'আমর ইবনুস সিমাক, ইবন শাহীন প্রমুখ তার থেকে হাদীস শিখেছিলেন। দারাকুতনী তার ব্যাপারে কালাম করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ আমীন বলেন, দারাকুতনীর ঘটনাটি সত্য নয়। সনদে ইনকিতা' রয়েছে।[৯৫৫]

৯. আবূ 'উমার, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালিদ ইবন আহমাদ ইবন মাহদী, আল-কিলা'ঈ আল-মুকরী, আল-কুরতুবী(৩৯৪-৪৩২হি.) : তিনি আবুল মুতারিরফ আল-কানাযি'ঈ, কাযী ইউনুস ইবন 'আব্দিল্লাহ, আবূ মুহাম্মাদ ইবন বানূশ, মাক্কী ইবন আবী তালিব আল-মুকরী প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। একমাত্র ইবন বাশকুয়াল তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইবন মাহদী একজন উত্তম ক্বারী, পরহেযগার 'আলিম ছিলেন। তিনি 'ইলম কিরাআতের মতভেদগুলো জানতেন।[৯৫৬]

১০. আবূ 'আব্দিল্লাহ, হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন খসরু, আল-বালখী, আল-বাগদাদী, আল-হানাফী(৫২২হি.) : যাহাবী বলেন তিনি 'আলিম, মুহাদ্দিস ছিলেন। বাগদাদবাসীদের 'ইলমী ফায়দা পৌঁছাতেন। ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ একত্র করেছিলেন। তিনি মালিক আল-বানিয়াসী, আবুল হাসান আল-আনবারী, আল-'আল্লাফ, জাওহারী, 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন ফাহ্দ প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেছেন। তাঁর থেকে ইবনুল জাওযী, ইবন 'আসাকির, 'আল্লামা যামাখশারীসহ অনেকে হাদীস বর্ণনা

৯৫৪. আবুল কাসিম, হামযা ইবন ইউসুফ, আল-জুরজানী, *তারীখু জুরজান* (বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১৪০১ হি.), পৃ. ২৬৬
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৪০
- প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৫৪
- প্রাগুক্ত, *আল-'ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪
- তাজুদ্দীন, 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন 'আলী, আস-সুবকী, তবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাতিল কুবরা, f f f .ধক্ষ বংযশধ ঃ.হবঃ, খ. ৩, পৃ. ২০২
- ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫১
- আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩০

৯৫৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৩৬
- আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৫১
- প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪০৬
- প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৫
- ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯০
- আস-সাম'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭০

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

৯৫৬. আবুল কাসিম, খালাফ ইবন 'আব্দিল মুত্তালিব, ইবন বাশকুয়াল, *আস-সিলাহ,* ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ১৬

করেছেন। সাম'আনী বলেন, ইবন নাসির ও ইবন 'আসাকির তাঁকে অল্প দুর্বল(লাইয়িন) বলেছেন। হাফিয ইবন হাজারও কালাম করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ আমীন 'মাসানীদু আবী হানীফা'য় এর জবাব দিয়েছেন।[৯৫৭]

১১. ইমাম আবূ ইউসুফ আল-কাযী : 'তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ' শিরোনামে তার জীবনী গত হয়েছে।

১২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী : 'তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ' শিরোনামে তার জীবনী গত হয়েছে।

১৩. ইমাম হাম্মাদ ইবন ইমাম আবী হানীফা(... ১৭৬হি.) : তিনি ইমাম আ'যমের একমাত্র সন্তান। তিনি পিতার কাছে ফিকহ শিখেন, পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায়ই ফাতওয়ার কাজও আন্জাম দিতেন। তিনি বড়ই আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার কাযী শারীকের কাছে গেলে কাযী সাহিব বললেন, আপনি তো পেট-উরুসন্ধির কুকামনামুক্ত উত্তম মুসলিম। সফাদী বলেন, তিনি নেক ও উত্তম কাজে উচ্চ স্থান দখল করে ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি যেমন অন্যায্য অভিযোগ করা হয়েছিল তেমন তার সম্পর্কেও অভিযোগ করা হয়েছে। ইবন 'আদী স্মরণশক্তির ব্যাপারে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবন আবী হাতিম তার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি। তিনি য'ঈফ হলে ইবন আবী হাতিম কখনই নিশ্চুপ থাকতেন না।[৯৫৮]

১৪. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী : এ মুসনাদ তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা। তাঁর জীবনী ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

১৫. আবুল কাসিম, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবিল 'আওওয়াম, আস-সা'দী(... ৩৩৫হি.) : তাঁর বিস্তারিত জীবনী পাওয়া যায় না। তিনি বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস ও বিচারক ছিলেন। ইমাম নাসাঈ, আবূ জা'ফার তহাবী, আবূ বিশর আদ-দূলাবী, আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন

৯৫৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৫৯২

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৭

♦ প্রাগুক্ত, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৬, পৃ. ১৪৪

♦ তাক্বী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬

♦ ক্বাসিম ইবন কুতলুবগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১২

♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৪

♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

৯৫৮. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৩

♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯০

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫

♦ ইবন আবী হাতিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৯

♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫২

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৬

♦ আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ, আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান ওয়া 'ইবরাতুল ইয়াকযান ফী*

মা'রিফাতি হাওয়াদিছিয যামান, ি ি ি .ধৎষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ১৬৮
♦ ইবন তাগরী বারদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫
♦ আশ-শীরাযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬
জা'ফার আল-বাগদাদী, ইবরাহীম ইবন আহমাদ আত-তিরমিযী প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার জীবনীগ্রন্থ 'ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু' রচনা করেন। এটি ইমাম আ'যমের সবচে' প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। এর সাথেই তার মুসনাদ সংযুক্ত।[৯৫৯]

১৬. হাফিয মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন 'আলী ইবন 'আসিম ইবন যাযান, ইবনুল মুকরী, আল-আসবাহানী (২৮৫-৩৮১ হি.) : তিনি বিখ্যাত ক্বারী, মুহাদ্দিস, দেশ-বিদেশসফরকারী 'ইলম পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-হাফিয, মাকহূল, ইসহাক ইবন আহমাদ আল-খুযা'ঈ, তহাবী প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। ইমাম আবূ নু'আইম, ইবন মারদূয়াহ্, আবুশ শাইখ ইবন 'উমর আল-বাক্কাল, ইবন মান্দা, জাওহারী প্রমুখ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন মারদূয়াহ্ বলেন, তিনি সিকাহ্, মামূন। আবূ নু'আইম বলেন, তিনি বড় মাপের মুহাদ্দিস, সিকাহ্, কয়েকটি মুসনাদ রচয়িতা, অসংখ্য-অগণিত ছাত্র ছিল তার।
তিনি 'আল-মুজামুল কাবীর', চল্লিশ হাদীস, মুসনাদু আবী হানীফা রচনা করেন। হাফিয কাসিম ইবন কুতলূবগা এ মুসনাদু আবী হানীফা ফিকহী তারতীবে সাজিয়েছেন, এর রাবীজীবনী লিখেছেন। মুহাদ্দিস সালিহী ও ইবন তুলূন এ মুসনাদ বর্ণনা করেছেন।[৯৬০]

১৭. হাফিয আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ, ইবন 'উকদা, আল-কূফী (২৫০-৩৩২হি.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখেছিলেন, এমনকি তার ছাত্রদের থেকেও হাদীস লিখতেন। তার অন্যতম শিক্ষক হলেন, আহমাদ ইবন 'আব্দিল 'আযীয আল-হারিছী, হাসান ইবন মুকাররাম, ইবন আবিদ দুন্য়া, আব্দুল্লাহ ইবন উসামা আল-কালবী, আহমাদ ইবন আবী খাইছামা, ইবরাহীম ইবন আবী বাকর ইবন আবী শাইবা প্রমুখ। দারাকুতনী, তাবারানী, ইবন 'আদী, আবূ বাকর আল-জি'আবী, ইবনুল মুযাফ্ফার, ইবনুল মুকরী, ইবন শাহীন, আবূ 'আলী আন-নাইসাবূরী প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ(রা.)এর যমানা থেকে ইবন 'উকদার যমানা পর্যন্ত তার থেকে বড় হাফিযুল হাদীস কেউ ছিল না। আবূ 'আলী বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে তার থেকে বড় হাফিযুল হাদীস আর কাউকে দেখিনি, কিন্তু তিনি শী'আভাবাপন্ন ছিলেন। ইবন 'উকদা নিজেই বলেন, আমি এক লক্ষ হাদীস সনদসহ মুখস্থ করেছি, তিন লক্ষ হাদীস মুযাকারা করেছি। আবূ সা'ঈদ আল-মালীনী বলেন, তার কিতাবগুলো ছিল ছয়শ' উটের বোঝা! দারাকুতনী বলেন, তিনি লোকদের সব হাদীস জানতেন কিন্তু লোকেরা তার হাদীস জানত না। তার রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে 'আখবারু আবী হানীফা ওয়া মুসনাদুহু', 'আত-তারীখ ওয়া যিকরু মান রওয়াল হাদীস', 'তাফসীরুল কুরআন', 'সুলহু হাসান ওয়া

৯৫৯. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০০
♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
♦ ইবন আবিল 'আওওয়াম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
৯৬০. ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৫১, পৃ. ২২০
♦ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৭৩
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩৯৮

♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০১
♦ ইবন হাজার, *তাবসীরুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১৮
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

মু'আবিয়া' অন্যতম। হাফিয বদরুদ্দীন 'আইনী বলেন, তার 'মুসনাদু আবী হানীফা'য় এক হাজারের অধিক হাদীস রয়েছে।[৯৬১]

১৮. ইমাম আবূ হাফস, 'উমার ইবন আহমাদ ইবন 'উছমান, ইবন শাহীন, আল-বাগদাদী (২৯৭-৩৮৫হি.) : তিনি বিখ্যাত ওয়ায়িয, মুফাসসির, হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি আল-বাগিন্দী, আল-বাগাবী, ইবনুল বারতী, আবূ বাকর ইবন আবী দা'ঊদ, মুহাম্মাদ ইবন হারূন ইবনুল মুজাদ্দার প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-ওয়াররাক, আবূ সা'ঈদ আল-মালীনী, আল-বারকানী, আল-জাওহারী, হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল-খল্লাল, আবুল হুসাইন ইবনুল মুহতাদী বিল্লাহ, আবুল কাসিম আত-তান্নূখী প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন আবিল ফাওয়ারিস বলেন, তিনি সিকাহ্, তার মত বড় রচয়িতা কেউ ছিল না। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আদ্দাঊদী বলেন, তিনি সিকাহ্, লাহ্হান(যার ভুল হয়)। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি সিকাহ্, আমীন। আবুল হুসাইন ইবনুল মুহতাদী বিল্লাহ বলেন, ইবন শাহীন আমাদের বলেছেন, আমি তিনশ' ত্রিশটি কিতাব রচনা করেছি। এর মধ্যে 'আত-তাফসীরুল কাবীর' এক হাজার খণ্ড, 'আল-মুসনাদ ফিল হাদীস' এক হাজার তিনশ' খণ্ড, 'আত-তারীখ' দেড়শ' খণ্ড সম্বলিত। 'আত-তারগীব ফী ফাযাইলিল আ'মাল', তারীখু আসমায়িস সিকাত ও নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু' তার রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব। 'আল্লামা কাউছারী বলেন, তিনি মুসনাদু আবী হানীফা রচনা করেছেন।[৯৬২]

১৯. ইমাম আবূ 'আলী, হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমরূক, সদরুদ্দীন, আল-বাকরী, আল-কুরাশী, আল-হানাফী, আন-নাইসাবূরী (৫৭৪-৬৫৬ হি.) : তিনি পরিব্রাজক, হাফিযুল হাদীস, সূফী, সেকালের দামিশ্‌কে 'সর্বোচ্চ উলামা' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আবূ হাফস মায়ানিশী, ইবন তবারযায, মুআইয়্যাদ ইবন মুহাম্মাদ, সাম'আনী, ইবনুল জুনাইদ, ইবনুল আখযার প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকীয়ুদ্দীন ইবনুস সালাহ, দিম্‌য়াতী, আবুল ফাতহ কুরাশী, আবূ 'আব্দিল্লাহ ইবনুয যাররাদ, বদ্‌র ইবনুত তাওযী প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা

---

৯৬১. আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪
♦ আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৩৯
♦ প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩৪০
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬
♦ ইবন 'আদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৬
♦ আস-সফাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
৯৬২. প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৬৫
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৮৭
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৪৩১
♦ ইবন 'আসাকির, প্রাগুক্ত, খ. ৪৩, পৃ. ৫৩১
♦ ইবন শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
♦ ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮২
♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১১ পৃ. ৩৬২

♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭৩
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

করেছেন। তিনি 'তারীখু দিমাশকে'র যাইল(পরবর্তী যুগের তথ্য সংযোজন) লিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি বড় 'আলিম ছিলেন। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন। হাফিয যাহাবী ও ইবন হাজার বলেন, তার সামান্য দুর্বলতা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয সালিহী 'উকূদুল জুমানে', হাফিয ইবন তুলূন 'আল-ফিহরিস্ত আল-আওসাতে' তার থেকে সনদসহ 'মুসনাদ আবী হানীফা' বর্ণনা করেছেন।[৯৬৩]

২০. ইমাম হাফিয হিবাতুল্লাহ, আবুল ফাযল, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান, ইবন 'আসাকির, আদ-দিমাশকী (৫৪২-৬১০ হি.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। হাফিয সুয়ূতী বলেন, তিনি দামিশ্‌কের সবচেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস বরং দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস, সিকাহ্, সাবত, হুজ্জাহ্, সিকাতুদ্দীন(দ্বীনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ব্যক্তি)। তিনি আবুল কাসিম আন-নুসাইব, কিওয়াম ইবন যাইদ, সাবী' ইবন কীরাত, আবুল হাসান দিনওয়ারী, সা'ঈদ ইবন আবী রজা, হুসাইন ইবন 'আব্দিল মালিক আল-খল্লাল, ইউসুফ ইবন আইয়ূব আল-হামযানী, তামীম ইবন আবী সা'ঈদ আল-জুরজানী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশ' জন পুরুষ ও আশির কিছু বেশি মহিলা। মা'মার ইবন ফাখির, আবুল 'আলা হামাযানী, আবূ সা'ঈদ সাম'আনী, আবূ জা'ফার কুরতুবী, 'আব্দুল কাদির রাহাবী, আবূ নাসর শীরাযী, মুসলিম ইবন আহমাদ আল-মাযিনী প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন। এরমধ্যে আশি খণ্ডের 'তারীখু দিমাশক', 'আল-মুয়াফাকাত', 'গারাইবু মালিক', 'আওয়ালী মালিক', 'ফাযলু আসহাবিল হাদীস', 'তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী', 'মুসনাদু আবী হানীফা' অন্যতম। সাম'আনী বলেন, তিনি হাফিয, সিকাহ, মুতকিন, দ্বীনদার, উত্তম, মিষ্টভাষী, সনদ-মতনের পরিচয়ে সম্যক পারদর্শী, গভীর জ্ঞানী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, শুদ্ধপাঠক, অধিক ভ্রমণকারী ছিলেন। তিনি সেসব হাদীস জমা করতেন যেগুলো অন্যরা জমা করে নি, তার জ্ঞান পিপাসা এত ছিল যে তিনি সতীর্থদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। উস্তাদ কুরদ 'আলী 'তারীখু দিমাশকে'র ও শাইখ হিসামুদ্দীন মাকদিসী 'তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে ইবন 'আসাকির মুসনাদু আবী হানীফা রচনা করেছেন।[৯৬৪]

২১. ইমাম হাফিয, আবুল হাসান, 'আলী ইবন 'উমার ইবন আহমাদ, আদ-দারাকুতনী, আল-বাগদাদী আশ-শাফি'ঈ (৩০৬-৩৮৫ হি.) : তিনি বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি 'ইলাল ও জারহ-

---

৯৬৩. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪৪
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৩
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৫
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৯
♦ প্রাগুক্ত, *মীযানুল ইতিদাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২২
♦ ইবন হাজার, *লিসানুল মীযান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৫
♦ শাইখ আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১
৯৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩২৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭

♦ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৫৫৪

♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৩ পৃ. ৪৬

তা'দীলে অনন্য বক্তি। 'ইলমুল কিরাআতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি বাগাবী, ইবন সাইদ, ইবন দুরাইদ, হাযরামী, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-মুহারিবী, বদর ইবনুল হাইছাম আল-কাযী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম, আবূ হামিদ আল-ইসফিরিয়াইনী, তাম্মাম আর-রাযী, 'আব্দুল গণী আল-আযদী, আবূ বাকর আল-বারকানী, আবূ যার আল-হারাবী, আবূ নু'আইম আল-ইসবাহানী, আবূ মুহাম্মাদ আল-খল্লাল, আবূ তয়্যিব আত-তবারী প্রমুখ তার থেকে হাদীস শিখেন। ইমাম হাকিম বলেন, দারাকুতনী হাদীস বুঝা-মুখস্থকরণ, তাকওয়া-পরহেযগারীতে তার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিরাত ও ব্যাকরণে ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন। কিরাআতের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম অধ্যায়-অধ্যায় বিন্যস্ত করে কিতাব রচনা করেন। আস-সুনান, আল-'ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাবিয়্যা, আল-আফরাদ, আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ, কিতাবুয যু'আফা তার অন্যতম রচনা। ইমাম যাহিদ কাওছারী বলেন, খতীব বাগদাদী যখন দামিশকে আসেন তখন তার হাতে দারাকুতনী লিখিত 'মুসনাদু আবী হানীফা' ছিল।[৯৬৫]

২২. ইমাম আবুল হাসান, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ, আল-বায্যায, (৩২৯-৪১৯ হি.) : তিনি তার যুগের মুসনিদ(প্রামাণ্য মুহাদ্দিস) ছিলেন। তিনি ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আস-সফ্ফার, আবূ জা'ফার ইবনুল বুখতারী, 'উমার ইবনুল হাসান আল-উশনানী, 'উছমান ইবনুস সিমাক, আবূ বাকর নাজ্জাদ প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। খতীব বাগদাদী, 'আলী ইবন তাহির আল-মাওসিলী, আবুল কাসিম আল-মাসীসী, 'আব্দুল 'আযীয আল-কাত্তানী, আবূ তাম্মাম হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ প্রমুখ তার ছাত্র। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি সদূক(সত্যবাদী) ছিলেন, তার উপস্থাপনাভঙ্গি সুন্দর ছিল। হানাফী মাযহাবের 'ইলম ও ফিকহে তার ভাল দক্ষতা ছিল। 'আল্লামা যাহিদ কাওছারী বলেন, তিনি 'মুসনাদু আবী হানীফা' রচনা করেছেন।[৯৬৬]

২৩. হাফিয মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান, আস-সাখাবী, আল-কাহিরী, আল-মিসরী, আশ-শাফি'ঈ (৮৩১-৯০২হি.) : তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। কায়রোর নিকটবর্তী 'সাখা' গ্রাম

---

৯৬৫. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৯১

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৪

♦ প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৫৭

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৪

♦ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৪৪৯

♦ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৭

♦ বাকর আবূ যাইদ, *তবাকাতুন নাস্সাবীন*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ১৬

♦ ইবন মানযূর, *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ৫, পৃ. ৪৬০

♦ ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৬

♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১১ পৃ. ৩৬২

♦ ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৩

♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৯৬৬. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৩৭০

♦ প্রাগুক্ত, *আল-‘ইবার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৯

♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩১

♦ আল-কাউছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

তাদের মূল ঠিকানা, কায়রোতে তার জন্ম। তিনি ছোট বেলায় কুরআন মুখস্থ করেন। ‘ইলম অন্বেষণে নানা স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি ফিকহ-নাহব-হাদীস-ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার চার শতাধিক শিক্ষক ছিল। তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন ইবন হাজার আসকালানী। তিনি তার সাথে সর্বদা থাকতেন। তিনি প্রায় দুশ’ কিতাব রচনা করেন। তন্মদ্ধে ‘আয-যওউল লামি‘ ফী আ‘য়ানিল কারনিত তাসি‘, ফাতহুল মুগীছ শারহু আলফিয়াতিল হাদীস, আল-কাওলুল বাদী‘, আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বায়ানি কাছীরিম মিনাল আহাদীছিল মুশতাহারা ‘আলাল আলসিনা, তারীখুল মাদীনাতাইন, আল-ই‘লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তাওরীখ, আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী তারজামাতি শাইখিল ইসলাম ইবন হাজার, ‘আত-তুহফাতুল মুনীফা ফীমা ওকাআ‘ লাহু মিন আহাদীছিল ইমাম আবী হানীফা’ অন্যতম। শেষোক্ত কিতাবে তিনি আবূ হানীফার বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন। তিনি মাদীনা মুনাওওয়ারায় ইন্তিকাল করেন।[৯৬৭]

তাঁর ‘মুসনাদ’সমূহের ‘ইলমী মূল্যমান :

কোন হাদীসের কিতাব বা কোন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস যাচাইয়ের পন্থা হলো হাদীসের সনদ ও মতন যাচাই করা। সনদ সহীহ না হয়ে য‘ঈফ হলে তা যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় তাহলেও হাদীসটি সহীহ বা হাসান হতে পারে। সনদ সহীহ হোক বা য‘ঈফ উভয় ক্ষেত্রে মতনও যাচাই করতে হয়। মতন কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিরোধী না হওয়া বা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য(সরীহ নস) বিরোধী না হওয়া হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত।[৯৬৮]

উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে ইমাম আ‘যমের মুসনাদসমূহ বিশেষতঃ ‘জামিউল মাসানীদে’র পনেরটি মুসনাদের হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার অধিকাংশ হাদীস সহীহ। কিছু হাদীসের রাবী য‘ঈফ বা মাজহূল রয়েছে। কিছু হাদীস রয়েছে মুরসাল। সেগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা করা হবে। ইমাম আ‘যম যেসব য‘ঈফ রাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তারা দু’জন বাদে সবাই মাকবূল। দু’জন হলেন, তুরাইফ ইবন শিহাব এবং ‘আব্দুল মালিক আল-কুরাযী। প্রথমজন থেকে ৪ টি, ২য় জন থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসগুলো হলো, ১. ‘অযু হলো জান্নাতের চাবি’। এই শব্দে হাদীসটি সুনান দারাকুতনী, সুনান বাইহাকী ও আল-মু‘জামুল আওসাতে(তবারানী) বর্ণিত আছে। আর মতন বা মূলবক্তব্য হিসেবে হাদীসটি সহীহ। প্রসিদ্ধ প্রায় সব ইমাম একে সহীহ বলেছেন। ইমাম ইবন আবী শাইবা, ‘আব্দুর রায্যাক, আহমাদ, শাফি‘ঈ, দারিমী, আবূ দাঊদ,

---

৯৬৭. আস-সাখাবী, *আয-যাওউল লামি‘*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৩

♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৪

♦ ‘উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫০

♦ মুহিউদ্দীন, ‘আব্দুল কাদির, আল-‘আইদারূসী, *আন-নূরুস সাফির ‘আন আখবারিল কারনিল ‘আশির* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১০

♦ আল-কাত্তানী, *ফাহরাসুল ফাহারিসি ওয়াল আসবাত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৮৯

♦ নাজমুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, আল-গায্যী, *আল-কাওয়াকিবুস সায়িরা বিআ‘য়ানিল মিআতিল ‘আশিরা*, ি ি ি.ধষ ধৎধয়.পড়স , পৃ. ২৮

♦ শাইখ আস-সা‘দী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১

৯৬৮. যফার আহমাদ 'উছমানী, *কাওয়াইদ ফী 'উলূমিল হাদীস* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৯২

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

তিরমিযী, ইবন মাজাহ্, তহাবী, হাকিম, তাবারানী, বায্যার, আবূ ইয়া'লা প্রমুখ তা বর্ণনা করেছেন। তুরাইফ থেকে বর্ণনা করায় হাদীসটি য'ঈফ হয়ে যায় নি, এটি মাশহূর হাদীস, অনেক সহীহ সনদে তা বর্ণিত আছে।[৯৬৯]

২. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল(রা.) এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করলেন যিনি নামাযে জোরে বিসমিল্লাহ পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আপনি এরূপ করবেন না, আমি নবীজী(সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর, 'উমার ও 'উছমান(রা.)এর পিছনে নামায পড়েছি তাঁরা জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়তেন না।

এটি সহীহ হাদীস। সহীহ মুসলিম, সুনান তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবে তা রয়েছে।[৯৭০]

---

৯৬৯. আল-খাওয়ারিযমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১২

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৯

♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৬

♦ আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২

♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

♦ আল-ইমাম ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০১

♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মুস্তাদরাক,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৩

♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, *আস-সুনানুল কুবরা* (মক্কা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৮০

♦ আত-তবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৬

♦ প্রাগুক্ত, *আল-মু'জামুল কাবীর,* প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৬৩

♦ ইবন আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৮

♦ আল-ইমাম 'আব্দুর রয্যাক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭২

♦ আল-ইমাম আল-বায্যার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৫

♦ আল-ইমাম আবূ ইয়া'লা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৬

♦ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস, আশ-শাফি'ঈ (আল-ইমাম), *আল-মুসনাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০০হি.), পৃ. ৩৪

♦ আবূ জা'ফার, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আত-তহাবী (আল-ইমাম), *শারহু মা'আনিল আছার* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৩৯৯হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৩

৯৭০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৮, ৩২৩

♦ আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২

♦ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৩

♦ আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব, ইবন খুযাইমা, *আস-সহীহ* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি.), খ. ১, পৃ. ২৪৯

♦ আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬

♦ আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২

♦ আল-ইমাম আন-নাসা'ঈ, *আস-সুনান* (সিরিয়া : হালাব : মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪০৬ হি.), খ. ২, পৃ. ১৩৫

♦ আল-ইমাম ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৭

♦ আবূ 'আওয়ানা, ইয়া'কূব ইবন ইসহাক্ব, আল-ইসফিরাঈনী, *আল-মুস্তাখরাজ,* ি ি ি .ধযষধষ্মফববঃয়.পড়স , খ. ২,

পৃ. ২১৪
- ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আলী ইবনুল জারূদ, *আল-মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদা* (বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুল কিতাবিছ ছিকাফিয়্যা, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৫৫

৩. ‘মানুষ সাত অঙ্গে সাজদা করে.... ।’ এ অর্থে হাদীস সহীহ, মুত্তাফাক ‘আলাইহি।[৯৭১]

৪. ‘বিতর নামাযে কোন কর্তন নেই অর্থাৎ এক সালামে তিন রাকআত পড়তে হবে।’ এ অর্থেও সহীহ হাদীস রয়েছে।[৯৭২]
আর ‘আব্দুল মালিক আল-কুরাযী থেকে বর্ণিত হাদীস হলো, নবীজী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী কুরাইযা গোত্রে আক্রমণের দিন প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করতে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

এ হাদীসটি মুসনাদে আবী হানীফায় হাম্মাদ ও কাসিম ইবন মা‘ন থেকে সহীহ সনদেও বর্ণিত আছে। এটি মাশহূর হাদীস, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এটি বর্ণনা করেছেন।[৯৭৩]

অতএব বুঝা গেল ইমাম আ‘যম য‘ঈফ রাবী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাও সর্ববিচারে সহীহ হাদীস। ইমাম আবূ হানীফা মাজহূল(অজ্ঞাত) রাবী থেকে মোট ১৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দুটি হাদীস মাত্র য‘ঈফ, তাও গ্রহণযোগ্য য‘ঈফ। বাকীগুলো অন্য কিতাবের বর্ণনার আলোকে সহীহ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ড. কাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছীর ‘মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন’ (পৃ. ২৯৮-৩০৯) দেখা যেতে পারে। আর মুরসাল হাদীস এসেছে ৬টি। এগুলোও হাদীসশাস্ত্র বিচারে সহীহ, অন্যদের কিতাবে সেগুলো মাওসূল(অবিচ্ছিন্ন সনদ) হিসেবে এসেছে। উক্ত কিতাবের পৃ. ৩০৯ থেকে ৩১৩ পর্যন্ত দেখুন।

তাই বলা যায় ইমাম আবূ হানীফা তার মুসনাদ সমূহে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভূক্ত। এসব হাদীসের সাক্ষ্য হিসেবে অনেক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর মুসনাদসমূহকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবের পর্যায়ে ফেলা যায়। যদিও তিনি তাতে সহীহ হাদীস আনার শর্তারোপ করেন নি।[৯৭৪]

---

৯৭১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০১
- ফুয়াদ ‘আব্দুল বাকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৪

৯৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০২
- আল-ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৬
- আল-ইমাম আন-নাসা‘ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫
- আল-ইমাম আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩৫
- আল-ইমাম ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭০
- ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০২
- আল-ইমাম ‘আব্দুর রয্যাক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫-২৭

৯৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৬
- প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১০
- প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫৫
- প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৫
- প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৯
- প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১০৪
- আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৫

♦ আল-ইমাম আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪
♦ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৪
♦ আল-ইমাম আল-বাইহাক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৮ অপর পৃ. দ্র.

মুসনাদসমূহের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত : পক্ষে-বিপক্ষে

ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহে যেসব হাদীস রয়েছে সেগুলো তার মাযহাবের ভিত্তি। অনেকে ইমাম আ'যমের দলীল ও তাঁর ফিকহের বিরোধিতা করেছেন। আবার অনেকে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দিয়েছেন।

ইমাম আ'যমের বর্ণিত হাদীস ও মতের বিরোধিতাকারীদের শীর্ষে রয়েছেন তিন জন; **১.** হাফিয আবূ বাকর ইবন আবী শাইবা(১৫৯-২৩৫ হি.)। তিনি তার 'মুসান্নাফে' একটি অধ্যায়ে ইমাম আ'যমের কিছু মাসআলার বিরোধিতা করেছেন। অধ্যায়ের নাম 'কিতাবুর রদ্দ 'আলা আবী হানীফা'। এতে তিনি দেখিয়েছেন ইমাম আ'যম **১২৫**টি মাসআলায় হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। আর ইমাম আ'যমের বিরোধিতার প্রমাণে তিনি ৪৮৫টি হাদীস-আছার উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম সা'ঈদ ইবন মানসূর(..... ২২৭হি.)। তিনি ইমাম আবূ হানীফার দলীলের বিপরীত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।

৩. আবূ হাফস 'উমার ইবন ইবরাহীম আল-কুরতুবী। তিনি জামিউল মাসানীদ প্রণেতা ইমাম খাওয়ারিযমীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহের বিরোধিতা করে আলাদা কিতাব লিখেছেন। এর নাম 'আর-রদ্দুস সাদীদ ফী নাকদি জামি'ইল মাসানীদ'। এটি বর্তমান সময় পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে, ছাপা হয় নি।[৯৭৫]

আবার অনেকে এসব বিরোধিতার জবাব লিখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, **১.** আল্লামা আব্দুল কাদির আল-কুরাশী। তিনি 'আদ্দুরারুল মুনীফা ফির রাদ্দি 'আলা ইবন আবী শাইবা 'আনিল ইমাম আবী হানীফা' নামে এক জবাবগ্রন্থ রচনা করেছেন।[৯৭৬]

২. হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আয-যাইলা'ঈ। তিনি 'নসবুর রা'য়া লিতাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া'তে অনেক জবাব লিখেছেন।

৩. হাফিয কাসিম ইবন কুতলূবগা। তিনি ইবন আবী শাইবার জবাবে 'আল-আজবিবা 'আন ই'তিরাদি

পূর্বের পৃষ্ঠার পর-
♦ প্রাগুক্ত, দালাইলুন নুবুওয়্যা, ি ি ি .ধষ্ঁহহধ য.পড়স , খ. ৪, পৃ. ৭৫
♦ মুহাম্মাদ ইবন 'উমার, আল-ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ১, পৃ. ৫১৭
♦ আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খয়রিল 'ইবাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৪ হি.), খ. ৯, পৃ. ১৯৮
♦ সফিউর রহমান, আল-মুবারকপুরী, *আর-রহীকুল মাখতূম*, ি ি ি .ধযষধষ্ফফববঃয.পড়স , পৃ. ২৮০

৯৭৪. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৯৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৯৭৬. ইবন কুতলুবগা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
♦ আবুল মাহাসিন, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আল-হুসাইনী, আদ-দিমাশক্বী, *যাইলু তাযকিরাতিল হুফ্ফায* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১৫৮
♦ ইসমা'ঈল পাশা, আল-বাগদাদী, *ঈযাহুল মাকনূন* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৯

♦ হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫০
♦ আল-বাবানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৬
♦ আলইয়ান সারকীস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩

ইবন আবী শাইবা 'আলা আবী হানীফা ফিল হাদীস' নামক কিতাব রচনা করেছেন।[৯৭৭]

৪. হাফিয মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শাফি'ঈ। তিনি 'উকূদুল জুমানে' কিছু জবাব দিয়েছেন।

৫. 'আল্লামা জাহিদ ইবনুল হাসান আল-কাউছারী। তিনি ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবার পরিপূর্ণ জবাবে একটি কিতাব লিখেছেন। এর নাম 'আন-নুকাতুত তরীফা ফিত তাহাদ্দুসি 'আন রুদূদি ইবন আবী শাইবা 'আলা আবী হানীফা'।[৯৭৮]

৬. ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী। তিনি 'মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন' গবেষণাগ্রন্থে ইবন আবী শাইবা ও আবূ হাফস আল-কুরতুবীর উত্তম জবাব লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইমাম আবূ হানীফার কোন মাসআলাই হাদীসবিরোধী নয়, তাঁর দলীল দুর্বল নয়। প্রয়োজনে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

মুসনাদসমূহের ব্যাখ্যা, রাবীজীবনী ও সমালোচনাগ্রন্থ :

অনেক মুহাদ্দিস-'আলিম মুসনাদসমূহের ব্যাখ্যা, রাবীজীবনী ও সমালোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন। আগের শিরোনামে সমালোচনাগ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পনেরটি মুসনাদের রাবীজীবনী ইমাম খাওয়ারিযমী 'জামি'উল মাসানীদে'র শেষে একত্রিত করেছেন। সব মুসনাদের রাবীজীবনী একক গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

অনেকে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। যেমন, ১. জামালুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমাদ আল-কুনাবী, আদ-দিমাশকী, আল-হানাফী(মৃ. ৭৭১হি.)। তিনি প্রথমে মুসনাদ সনদ ও পুনরুল্লেখ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এর নাম দিয়েছেন 'আল-মু'তামাদ মুখতাসারু মুসনাদিল ইমাম আবী হানীফা'। তারপর হাদীসের ব্যাখ্যা, কীভাবে তা হানাফী ফিকহের দলীল হলো তা উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনে কঠিন শব্দের অর্থ, রাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। কিতাবটির নাম রেখেছেন 'আল-মুসতানাদ ফী শারহিল মু'তামাদ'।[৯৭৯]

২. হাফিয কাসিম ইবন কুতলুবগা(৮০২-৮৭৯ হি.)। তিনি হারিছী থেকে বর্ণনাকৃত মুসনাদ ফিকহী তারতীবে সাজিয়ে এরপর ব্যাখ্যা করেছেন। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'আল-আমালী 'আলাল মুসনাদ'।

---

৯৭৭. আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৪

♦ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি' বিমাহাসিনি মান বা'দাল কুরনিস সাবি'*, (সি. ডি.: আল-
মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৪০

♦ আল-কাত্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৭২

৯৭৮. আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২৯

৯৭৯. ইবন হাজার, *আদ-দুরারুল কামিনা ফী আ'য়ানিল মিআতিছ ছামিনা*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , খ. ২, পৃ.১২৮

♦ তাক্বী আল-গয্যী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮০

♦ ইবন কুতলুবগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪

♦ হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৮০
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৪৯
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬২

বাগদাদের মাকতাবাতুল আওকাফে এর পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তা ছাপা হয় নি।[৯৮০]

৩. 'আল্লামা জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান সুয়ূতী(৮৪৯-৯১১হি.)। তিনি শাফি'ঈ হয়েও মুসনাদের ব্যাখ্যা লিখেছেন। তার ব্যাখ্যা ইনসাফপূর্ণ হয়েছে। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'আত-তা'লীকাতুল মুনীফা 'আলা মুসনাদি আবী হানীফা'। তবে এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব।[৯৮১]

৪. মুল্লা 'আলী ইবন সুলতান, আল-ক্বারী, আল-হারাবী, আল-হানাফী, আল-মাক্কী(..... -১০১৪ হি.)। তিনি হাসকাফীর বর্ণনাকৃত মুসনাদের ব্যাখ্যা করেছেন। কিতাবটি অনেক উপকারী ও বহুল প্রচলিত। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরুত থেকে তা ছাপা হয়েছে।[৯৮২]

অনেকে মুসনাদ আবী হানীফা সংক্ষেপ(মুখতাসার) করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন,

১. মুহাম্মাদ ইবন 'ইবাদ ইবন মালিক ইবন দাঊদ ইবন হাসান, ইবন দাঊদ আল-খিলাতী, আবূ আব্দিল্লাহ, সদরুদ্দীন(মৃ. ৬৫২হি.)। তিনি সনদ ও তাকরার বাদ দিয়ে সংক্ষেপ করেছেন। তার মুখতাসারের নাম 'মাকসাদুল মুসনাদ'।

২. জামালুদ্দীন, মাহমূদ ইবন আহমাদ আল-কুনাবী, আদ-দিমাশকী, আল-হানাফী(মৃ. ৭৭১হি.)। তার মুখতাসারের আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

৩. আবুল বাকা, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ(আবিয যিয়া) আল-কুরাশী আল-মাক্কী(মৃ. ৮৫৪হি.)। তার মুখতাসারের নাম 'আল-মুসতানাদ মুখতাসারুল মুসনাদ'।

---

৯৮০. আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৪
♦ আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০
♦ হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৮০
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১১
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮০
♦ ইবন 'ইমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৫
♦ আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
♦ আলইয়ান সারকীস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৩

৯৮১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১
♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১২
♦ প্রাগুক্ত
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৮
♦ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০১

৯৮২. আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৪
♦ আল-'ইসামী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯২
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১০০

♦ শাইখ নু'মান আলূসী, *জালাউল 'আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য়
সংস্করণ), পৃ. ৫০
♦ ?, *আল-মুসান্নাফাত ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪. ইসমা'ঈল ইবন 'ঈসা ইবন দাওলা আল-আওগানী, শারফুদ্দীন আল-মাক্কী(মৃ. ৮৯২হি.)। তার মুখতাসারের নাম 'ইখতিয়ারু ই'তিমাদিল মাসানীদ ফী ইখতিসারি আসমাই বা'দি রিজালিল মাসানীদ'।

৫. আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম আল-হানাফী।[৯৮৩]

---

৯৮৩. ইবন কুতলুবগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১
♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩২ ও খ. ৬, পৃ. ১৮২
♦ 'উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৪ ও খ. ১০, পৃ. ১১৮
♦ হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৮০, ১৮৩৮
♦ আল-বাবানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬ ও খ. ২, পৃ. ৫১-৫৮

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : হাদীস বিশারদ

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে ইমাম আ'যম হাদীসের ইমাম, হাফিযুল হাদীস ও জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীস বিশারদও ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন নীতিমালা, কোন হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা-অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হিসেবে নানা মত দিয়েছেন। তিনি হাদীস বিশারদ হিসেবে যেসব মতামত দিয়েছেন, যেমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন সেসম্পর্কে এ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. য'ঈফ হাদীস : পরিচয়, প্রকার, হুকুম

পরিচয় : যে হাদীসে সহীহ বা হাসান হাদীসের শর্তাবলী(গুণাবলী) পাওয়া যায় না তাকে য'ঈফ হাদীস বলে। সহীহ বা হাসান হওয়ার শর্তাবলী হচ্ছে, ১. ইত্তিসাল ২. 'আদালাত ৩. যবত ৪. মুতাবা'আত ফিল মাস্তূর ৫. 'আদামুশ শুযূয ৬. 'আদামুল 'ইল্লা।[৯৮৪]
নিচে এ নিয়ে একটু আলোচনা করা হচ্ছে।

১. ইত্তিসাল(অবিচ্ছিন্নতা) : ইত্তিসাল হলো সনদে কোন রাবী বাদ না পড়া, রাবী পরম্পরা শোনার ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকা। সনদে ইত্তিসাল না হলে অর্থাৎ সনদে রাবী বাদ পড়লে বা এক থেকে অপরের শোনা সাব্যস্ত না হলে হাদীস য'ঈফ হবে। এ ধরনের হাদীসকে মু'নকাতি(বিচ্ছিন্ন) বলা হয়।

২. 'আদালাত : 'আদালাত হলো রাবীর যেকোন প্রকার দোষমুক্ত(জারহ-মুক্ত) হওয়া। যদি রাবীর 'আদালাত না থাকে অর্থাৎ কোন প্রকার দোষযুক্ত হয়ে পড়েন তবে দোষের ভিত্তিতে হাদীস সেই মাত্রার য'ঈফ হয়ে পড়বে।

---

৯৮৪. ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
- ♦ আন-নববী, *আত-তাকরীব ওয়াত তাইসীর*, ি ি ি.ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স , পৃ. ২
- ♦ ইবন কাছীর, *আল-বা'য়িছুল হাছীছ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
- ♦ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবন জামা'আ, *আল-মানহালুর রবী* (দামেস্ক : দারুল ফিকর, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৩৮
- ♦ আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৯
- ♦ তাহির আল-জাযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৬
- ♦ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল, আমীর আস-সান'আনী, *তাওযীহুল আফকার* (মাদীনা মুনাওওয়ারা : আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৪৬
- ♦ আল-'ইরাকী, *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩৮৯ হি.), পৃ. ৬৩
- ♦ প্রাগুক্ত, *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
- ♦ আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬
- ♦ শাইখ 'আব্দুল হক্ক, আদ-দিহলাবী, *মুকাদ্দিমাতুন ফী উসূলিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা,

১৪০৬ হি.), পৃ. ৭৮
♦ ইবন হাজার, *আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সলাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯১
♦ ইবরাহীম ইবন মূসা, আল-আন্বাসী, *আশ-শাযাল ফাইয়্যাহ* (বৈরুত : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৮ হি.), খ. ১, পৃ. ১৩৩

৩. যবত : যবত হলো রাবীর হাদীস পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার যোগ্যতা। কারো এ যোগ্যতা শিথিল হলে অর্থাৎ যবত দুর্বল হলে, স্মরণশক্তি কমে গেলে, হাদীস একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত করে ফেললে, শেষজীবনে স্মৃতিভ্রম ঘটলে মাত্রানুযায়ী হাদীস দুর্বল(য'ঈফ) হবে।

৪. মুতাবা'আত ফিল মাস্তূর : 'মুতাবা'আত ফিল মাস্তূর' হলো কোন অপরিচিত রাবীর উপযুক্ত মুতাবি'(সাক্ষ্য সনদ) পাওয়া যাওয়া। কোন রাবী অপরিচিত হলে(তার জারহ-তা'দীল না পাওয়া গেলে) যদি তার বর্ণিত হাদীসের কোন সাক্ষ্য সনদ(অন্য বিশুদ্ধ সনদ) পাওয়া না যায় তাহলে হাদীস য'ঈফ হবে।

৫. 'আদামুশ শুযূয : 'আদামুশ শুযূয অর্থ শুযূয না হওয়া। 'শুযূয হলো কোন সিকাহ(নির্ভরযোগ্য) রাবীর এমন বর্ণনা যা অন্য সব রাবীর বর্ণনার বিপরীত হয়। হাদীসশাস্ত্র ও শারী'আতের মাকাসিদে(উদ্দেশ্য) গভীর জ্ঞান রাখেন এমন বিদগ্ধ মুহাদ্দিসই শুযূয ধরতে পারেন। শুযূয পাওয়া গেলে হাদীস শায হয়। এমন হাদীস য'ঈফ।

৬. 'আদামুল 'ইল্লা : 'আদামুল 'ইল্লা অর্থ ইল্লাত(গোপন দোষ) না হওয়া। 'ইল্লাত হলো সনদ বা মতনের এমন গোপন দোষ যা সহজে বা প্রকাশ্যে ধরা যায় না। এমন দোষ পাওয়া গেলেও হাদীস য'ঈফ হবে। 'ইল্লাত ধরার শাস্ত্রকে 'ইলমু 'ইলালিল হাদীস বলা হয়। এটা ধরতেও হাদীসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও পারদর্শী হতে হয়। ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বাল, বুখারী, তিরমিযী প্রমুখ এবিষয়ে কলম ধরেছেন।

য'ঈফ হাদীস সম্পর্কে একটি জরুরী জ্ঞাতব্য হলো, সনদ য'ঈফ হলেই মতন(মূল বক্তব্য) য'ঈফ হয় না। কারণ অনেক সময় য'ঈফ সনদ শক্তিশালী করতে কোন সহীহ সনদ পাওয়া যায়, অথবা অনেক সনদে বর্ণিত হয়ে তা হাসান পর্যায়ে চলে যায়। আবার সনদ সহীহ হলেই মতন সহীহ হয় না। সনদ সহীহ কিন্তু মতন শায বা মু'আল্লাল হওয়ায় হাদীস য'ঈফ হয়ে যায়। এসব সেই ধরতে পারেন যিনি হাদীসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী, যাকে আল্লাহ ইজতিহাদের যোগ্যতা দিয়েছেন। যিনি শারী'আতের নীতিমালা ও 'ইলালশাস্ত্রে পারদর্শী। তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা(র.)।[৯৮৫]

য'ঈফ হাদীসের প্রকার ও হুকুম : মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস তিন প্রকার, সহীহ, হাসান, য'ঈফ। (ফিকহী) উসূলবিদগণের নিকট কাছে হাদীস দু' প্রকার, সহীহ ও য'ঈফ।

উভয়পক্ষ য'ঈফ হাদীসের যেসব প্রকার ও হুকুম বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

য'ঈফ হাদীস : প্রকার, হুকুম(হাদীসবিদদের ভাষ্যানুযায়ী) : য'ঈফ হাদীস কত প্রকার তা নিয়ে হাদীসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। হাফিয 'ইরাকী ৪২প্রকার য'ঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। 'আল্লামা সুয়ূতী সর্বোচ্চ ৬৩ প্রকার য'ঈফ হাদীস আছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৮৬]

---

৯৮৫. আমীর আস-সান'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৪
♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৬

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১- ৫৩৩

৯৮৬. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৯

ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, বাস্তব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ১৩ প্রকার য'ঈফ হাদীস পাওয়া যায়। তা হলো, ১. মাক্তূ ২. মুরসাল ৩. মুনকাতি' ৪. মু'দাল ৫. মুদাল্লাস(এর মধ্যে মু'আন'আনও শামিল) ৬. শায ৭. মুনকার ৮. মাতরূক ৯. মু'আল্লাল ১০. মুযতারিব ১১. মুদরাজ ১২. মাওযূ ১৩. মাকলূব।

এ তের প্রকার য'ঈফ হাদীসের সংজ্ঞা ও হুকুম বিস্তারিত জানতে 'উলূমুল হাদীস ও মুস্তালাহুল হাদীসের কিতাবপত্রে দেখা যেতে পারে। এখানে য'ঈফ হাদীসের সামগ্রিক হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে।

'মাওযূ, মাতরূক, মাকলূব' এ তিন প্রকার হাদীস সবচেয়ে নিকৃষ্ট য'ঈফ হাদীস। এগুলো দিয়ে প্রমাণ পেশ তো করাই যাবে না, করলে বরং স্বয়ং বর্ণনাকারীই অভিযুক্ত হবে। মাওযূ বর্ণনাকারী কায্যাব(চরম মিথ্যুক) সাব্যস্ত হবে। 'মাকলূব' বর্ণনাকারীকে বলা হবে সে হাদীস চুরি করেছে।

সব প্রকারের য'ঈফ হাদীসই প্রমাণ পেশ করার অযোগ্য। তবে এগুলোর মানগত পার্থক্য রয়েছে, যেমন সহীহ হাদীসের শুদ্ধতার মানগত পার্থক্য রয়েছে।

হাদীসবিদগণ বলেন যেসব য'ঈফ হাদীস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিরোধী না হয় তা দিয়ে 'আকীদাগত কোন নীতি বা আহকাম(বিধান) সাব্যস্ত করা যাবে না, তবে 'আমলের ফযীলত, গুনাহ থেকে ভীতিপ্রদর্শণ, আখলাক, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সেসব হাদীস বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু মাওযূ-মাতরূক হাদীস কোন অবস্থাতেই বর্ণনা করা যাবে না, শুধু এসব হাদীস থেকে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে তা লোকদের জানানো যাবে। হাদীসের এসব হুকুমের ক্ষেত্রে হাদীসবিদ ও উসূলবিদদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।[৯৮৭]

য'ঈফ হাদীস : প্রকার, হুকুম(উসূলবিদদের ভাষ্যানুযায়ী) : হাদীসবিদদের হাদীস ও য'ঈফ হাদীসের প্রকারভেদ ইমাম শাফি'ঈ ও ইবনুল মাদীনীর পরবর্তী যুগ থেকে প্রচলিত হয়েছিল। সেযুগের আগে হাদীস অর্থাৎ তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈ যুগে হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত ছিল, ১. মাকবূল ও ২. মারদূদ। যা পরবর্তী পরিভাষায় সহীহ-য'ঈফ বা সহীহ-সাকীম নাম লাভ করে।[৯৮৮]

তাদের কাছে 'সহীহ বা মাকবূল' সেই হাদীস যার সনদ নির্ভরযোগ্য রাবী পরম্পরা নবীজী সল্লাল্লাহু

৯৮৭. ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

♦ আন-নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

♦ ইবন জামা'আ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৯

♦ তাহির আল-জাযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৬

♦ আমীর আস-সান'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৬

♦ আল-'ইরাকী, *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

♦ প্রাগুক্ত, *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

♦ আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬

♦ শাইখ 'আব্দুল হক্ক, আদ-দিহলাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯১

♦ আল-আব্বাসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩

৯৮৮. সা'দুদ্দীন, মাস'ঊদ ইবন 'উমার, আত-তাফতাযানী, *শারহুত তালবীহ 'আলাত তাওযীহ* (বৈরুত : দারুল

কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৬ হি.), খ. ২, পৃ. ২৩০

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং শারী'আতের কোন নীতিমালার বিরুদ্ধে যায় না। সেসময় হাসান নামে আলাদা কোন হাদীসের প্রকার ছিল না, তা সহীহের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেসময় মুরসাল হাদীসও সহীহের প্রকারভূক্ত ছিল।

সেসময় 'য'ঈফ' বলতে সনদ বা মতনের কারণে পরিত্যাক্ত(মারদূদ) সব হাদীসই বুঝাতো। সালাফের কিতাবপত্রে 'য'ঈফ' হাদীসের কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, সনদ, 'ইল্লাত, শুযূযের কারণে পরিত্যাক্ত সব হাদীসই তখন য'ঈফ ছিল।

উসূলুল ফিকহের কিতাবপত্রেও হাদীস দু' প্রকার; ১. মাকবূল ২. মারদূদ।
উসূলবিদদের কাছে য'ঈফ/মারদূদ হাদীস দু' প্রকার; ১. সনদের কারণে মারদূদ, ১. মতনের কারণে মারদূদ।

'সনদের কারণে মারদূদ' আবার দু' প্রকার; ১. মুনকাতি', যার সনদে কোন রাবী বাদ পড়েছে। মু'দাল, মুদাল্লাস সবই এরমধ্যে শামিল।
২. যে সনদের রাবীর ব্যাপারে অভিযোগ(জারহ) রয়েছে বা রাবী অপরিচিত(মাজহূল)। এসব হাদীসও তাদের নিকট মারদূদ ছিল।

'মতনের কারণে মারদূদ'ও দু' প্রকার; ১. রাবীর বক্তব্যে মারদূদ, ২. অন্য কারণে মারদূদ।
'রাবীর কারণে মারদূদ' আবার চার প্রকার; ১. যে হাদীস স্বয়ং রাবী অস্বীকার করে, বলে যে আমি এটি বর্ণনা করিনি।
২. রাবী তার বর্ণনার বিপরীত 'আমল করে। যেমন হযরত 'আইশা(রা.) থেকে বর্ণিত আছে,'যে মহিলাকে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া হয় তার বিয়ে বাতিল' অথচ তিনি তার ভাতিজীকে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে দেন।
৩. যে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস আংশিক ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, 'ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ার(চুক্তি বাতিল অধিকার) থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়।' এ হাদীস দু' ধরণের পৃথক হওয়ার সম্ভাবণা রাখে, শারিরীক পৃথক, আলোচনা থেকে পৃথক। হযরত ইবন 'উমার(রা.) ব্যাখ্যা করেন শারিরীকভাবে পৃথক হওয়া, হানাফীগণ ব্যাখ্যা করেন আলোচনা থেকে পৃথক হওয়া।
৪. হাদীসের উপর 'আমল পরিত্যাগ করা। হযরত ইবন 'উমার(রা.) বর্ণনা করেন, 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাতেন।' অথচ ইবন 'উমার(রা.)এর ছাত্র মুজাহিদ বলেন, আমি দশ বৎসর ইবন 'উমারের(রা.) সাহচর্যে ছিলাম কিন্তু তাকে প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাতে দেখিনি। অতএব তাঁর 'আমল প্রমাণ করে হাদীস মানসূখ হয়েছে। উপরিউক্ত সব প্রকারই মারদূদ, এর উপর 'আমল করা যাবে না।

'অন্য কারণে মারদূদ' আবার দু' প্রকার; ১. সাহাবীর কারণে মারদূদ, ২. হাদীসের ইমামদের অভিযোগের কারণে মারদূদ।

'সাহাবীর কারণে মারদূদ' দু' প্রকার; ১. বর্ণনার কোন গোপন দোষ থাকার কারণে সাহাবী কর্তৃক কোন বর্ণনা পরিত্যাগ করা। নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, 'অবিবাহিত ব্যক্তির যেনার শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত ও এক বৎসর নির্বাসন।' হযরত 'উমার(রা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে তিনি এক ব্যক্তিকে উক্ত শাস্তি প্রদান করলে সে রোমে যেয়ে ইসলাম ছেড়ে দিল। তিনি তখন কসম

করলেন, পরবর্তীতে আর কাউকে নির্বাসিত করবেন না। নির্বাসন যদি হদ্দ(নির্ধারিত শাস্তি)এর অন্তর্ভূক্ত হতো তাহলে এরূপ কসম জায়িয হতো না, যদিও তাতে লোকজন মুরতাদ হয়ে যাক না কেন। অতএব এই হাদীস মারদূদ।
২. কোন সাহাবীর হাদীস না জানার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে হাদীসের উপর 'আমল না করা। যেমন, হযরত আবূ মূসা(রা.) নামাযে অট্টহাসি দিলে ওযূ করা জরুরী মনে করতেন না। সম্ভাবণা আছে অট্টহাসির কারণে ওযূ ভাঙ্গার হাদীস তিনি জানতেন না। কিছু সাহাবীর হাদীস না জানা থাকায় তা বাতিল সাব্যস্ত হয় না।

'হাদীসের ইমামদের অভিযোগের কারণে মারদূদ' এ ধরণের হাদীস আবার দু' প্রকার; ১. স্পষ্ট অভিযোগ, এটি আবার দু' রকম- ক. মতবিরোধপূর্ণ অভিযোগ। এধরণের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। খ. সবার ঐক্যমতে অভিযোগ। এটি আবার দু' রকম-ক) নির্ভরযোগ্য-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অভিযোগ, এটি গ্রহণযোগ্য। খ) তা'আস্সুব বা গোঁড়ামীপূর্ণ ব্যক্তির অভিযোগ, এটি অগ্রহণযোগ্য।
২. অস্পষ্ট অভিযোগ। এটি হাদীসবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৯৮৯]

য'ঈফ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আ'যম(র.)এর দৃষ্টিভঙ্গি :

ইমাম আবূ হানীফা য'ঈফ হাদীসের ব্যাপারে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসদের মতই মত পেশ করতেন। তাদের মতে য'ঈফ হাদীসও দু' প্রকার; ১. মাকবূল(গ্রহণযোগ্য), ২. মারদূদ(অগ্রহণযোগ্য)।
ইমাম আ'যমের নিকট মাকবূল য'ঈফ হলো সেই য'ঈফ হাদীস যা কুরআনের সাধারণ নীতিমালা ও সহীহ সুন্নাহর অনুকূল হয়। তার মতে সেসব য'ঈফ হাদীসের উপর 'আমল করা হবে যেগুলো সাধারণ নীতিকে খাস করে না, স্বাধীন অর্থকে(মুতলাক) গণ্ডীবদ্ধ(মুকাইয়্যাদ) করে না।[৯৯০]

আর তাঁর মতে 'মারদূদ' য'ঈফ হাদীস হলো সেই হাদীস যা উপরিউক্ত নীতিমালার বিপরীত। অর্থাৎ যে হাদীস মাকতূ বা, যার সনদে মাজহূল রাবী রয়েছে বা, যা খুব য'ঈফ বা, রাবী বিদ'আতী হিসেবে অভিযুক্ত বা, মিথ্যায় অভিযুক্ত তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম সাহিব ন্যায়পরায়ণতার('আদালাতের) ক্ষেত্রে অভিযুক্ত রাবীদের হাদীস গ্রহণ করতেন না।[৯৯১]

য'ঈফ হাদীসের বিভিন্ন প্রকার সেসময় প্রচলিত ছিল না। এমনকি বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের মাঝেও তার প্রচলন ছিল না। তা পরবর্তী যুগে ভাগ করা হয়েছে। সেযুগে য'ঈফ হাদীস ছিল দু' প্রকার; ১. যার উপর 'আমল জায়িয, ২. যার উপর 'আমল নাজায়িয। তারা খুব য'ঈফ হাদীস বাদে কিছু য'ঈফ হাদীস গ্রহণ করতেন। বরং বলা যায় সেযুগের ফাকীহ মুহাদ্দিসগণ আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে য'ঈফ হাদীস গ্রহণ করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত তা' নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।
আরেকটু আগে বেড়ে বলা যায় মুহাদ্দিসগণ শারী'আতের সাধারণ নীতির অনুকূল য'ঈফ হাদীস আহকাম-হুদূদের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করতেন। যেমন ইমাম তিরমিযী 'হত্যাকারী মিরাছ পাবে না' এ হাদীস

---

৯৮৯. আবুল বারাকাত, 'আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আন-নাসাফী, *কাশফুল আসরার শারহুল মানার* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৮ থেকে খ. ৩, পৃ. ১১৮

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১- ৫৪৫

৯৯০. আল-কারদারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

৯৯১. প্রাগুক্ত

♦ সুলতান মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

সম্পর্কে বলেন, এটি সহীহ নয়, কিন্তু এর উপর আহলুল 'ইলম(ফক্বীহ-মুহাদ্দিসগণ)এর 'আমল রয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করুক বা ভুলে উভয় অবস্থায় মিরাছ পাবে না। কেউ বলেন, ভুলে হত্যাকারী মিরাছ পাবে। ইমাম মালিক এ মত পোষণ করেন।[৯৯২]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সেযুগে সনদ য'ঈফ হলেও শারী'আতের মুয়াফিক হাদীসের উপর 'আমল করা হতো।[৯৯৩]

ইমাম আ'যম(র.)এর য'ঈফ হাদীসের উপর 'আমল ও তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্যদান :

ইমাম আবূ হানীফা সর্বদা সুন্নাহর উপর মজবুত থাকতেন। যতক্ষণ হাদীস (পর্যালোচনা করে) গ্রহণযোগ্য হিসেবে পেতেন গ্রহণ করতেন। এমনকি য'ঈফ হাদীস যা সহীহ-অকাট্য নীতিমালার বিরুদ্ধে না যেত গ্রহণ করতে থাকতেন। তার সহচরগণও এ নীতির উপর মজবুত ছিলেন। হাফিয যাহাবী -যিনি হাম্বালী মাযহাবপন্থী- বলেন, ইমাম আবূ হানীফা য'ঈফ হাদীসকে রায়ের(কিয়াসের) উপর প্রাধান্য দিতেন, তাকে উত্তম মনে করতেন।[৯৯৪]

হাফিয যাহাবী কিয়াসওয়ালাদের(আসহাবুর রায়) বাড়াবাড়ির কট্টর সমালোচনা করতেন। সেই তিনি ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে কত সুন্দর নিরপেক্ষ-সঠিক মন্তব্য করলেন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে কতশত অভিযোগ! কিন্তু তাফসীর-হাদীসের কিতাবপত্র রচিত হওয়ার পর থেকে মাযহাবপন্থীদের অভিযোগ অনেকাংশে কমে যায় বরং নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ সবার মতামত ও কিয়াসের ভিত্তি হাদীস লিখিত আকারে পাওয়া যেতে থাকে। পারস্পরিক আলোচনাও এ ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখে। যেমন ইতোপূর্বে গত হয়েছে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেছেন আমরা আহলুর রায় অর্থাৎ কিয়াসওয়ালাদের নিন্দা করতাম, তারাও আমাদের নিন্দা করত কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর সাথে আমাদের আলোচনায় বসার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই দেখা যায় ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার মাঝে এবং ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদের মাঝে মৌলিক চিন্তাধারায় কত মিল! এখানে জরুরী আলোচনা হলো ইমাম আ'যমকে অনেকে আহলুর রায় বলে নিন্দা করত, যা ইতোপূর্বে আমরা খণ্ডন করেছি। তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন না, হাদীসকে গুরুত্ব দিতেন তা যাহাবীর উপরিউক্ত বর্ণনায় আরো জোরালোভাবে ফুটে উঠল। এ ছাড়া ইতোপূর্বে ইমাম বাকিরের সাথে তাঁর আলোচনাও ফুটে উঠেছে যে তিনি হাদীসকে গুরুত্ব দিতেন। বিষয়টি আবারও একবার দেখে নিন। তিনি যে হাদীসের প্রতি অশেষ গুরুত্বারোপ করতেন এটি বিস্তারিত জানতে 'আত-তবাকাতুস সানিয়্যা'র শুরুর দিকে এবং 'মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীনে'র পৃ. ৫৫৬-৫৬৫ অধ্যয়ন করুন।

'ইলালুল হাদীস : পরিচয়, প্রকার, হুকুম

'ইলালুল হাদীস : পরিচয় : 'ইলাল শব্দটি 'ইল্লাতের বহুবচন। 'ইল্লাত অর্থ দোষ, ত্রুটি, গোপন দোষ। তাহলে 'ইলালুল হাদীসের শাব্দিক অর্থ হলো হাদীসের গোপন দোষসমূহ। হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'ইলালুল হাদীস হলো সনদ বা, মতনের এমন গোপন দোষ বা সমস্যা যার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সহীহ বলে প্রমাণিত হাদীসও মারজূহ বা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এটি হাদীসশাস্ত্রের সবচেয়ে কঠিন-

৯৯২. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৫

৯৯৩. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬-৫৪৭

৯৯৪. আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১০

জটিল-সূক্ষ্ম শাখা। এটি ধরতে পারেন শুধু বিচক্ষণ-বিদগ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ। এরূপ ত্রুটিযুক্ত হাদীসকে ‘আল-হাদীসুল মু‘আল্লাল’ বলা হয়।[৯৯৫]

এ সংজ্ঞার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ড. শারীফ হাতিম ইবন ‘আরিফ আল-‘আওনী তার ‘আল-মানহাজুল মুকতারাহ্’ কিতাবে। তিনি বলেন প্রকাশ্য(যাহির), অপ্রকাশ্য(খফী), ধর্তব্য(কাদিহা), অধর্তব্য(গইর কাদিহা) সবধরনের দোষ ‘ইলালুল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।[৯৯৬]

প্রকার, হুকুম : ড. শারীফ হাতিমের সংজ্ঞামতে ‘ইলাল চার প্রকার; ১. প্রকাশ্য(যাহির), ২. অপ্রকাশ্য(খফী), ৩. ধর্তব্য(কাদিহা), ৪. অধর্তব্য(গইর কাদিহা)। এসব দোষ বিচারে হাদীসের মান ও হুকুম নির্ধারিত হবে। কোনটি অগ্রহণযোগ্য, আবার কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। বিস্তারিত ‘ইলালুল হাদীসের কিতাবপত্রে দেখা যেতে পারে।

সর্ব প্রথম ‘ইলাল নিয়ে কিতাব লিখেন, ইয়াহইয়া ইবন সা‘ঈদ আল-কাত্তান। এছাড়া ইমাম আবূ যুর‘আ আর-রাযী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন আবী হাতিম, ইমাম দারাকুতনী, যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী, ইমাম হাকিম নাইসাবূরী, ইবনুল জাওযী প্রমুখ ‘ইলাল নিয়ে কিতাব লিখেছেন।[৯৯৭]

‘ইলালুল হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আ‘যম(র.)এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি :

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে ইমাম আবূ হানীফা হাফিযুল হাদীস, হাদীসের ইমাম ছিলেন। তিনি জারহ-তা‘দীলেরও ইমাম ছিলেন। তিনিই প্রথম লোকদের জারহ-তা‘দীল করেন। সে হিসেবে তিনি ‘ইলালুল হাদীসেও দক্ষ ছিলেন। পরবর্তীতে যারা ‘ইলালুল হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন কিতাব লিখেছেন, তারাও ছিলেন তারই শিষ্য; যেমন ইমাম শু‘বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াইয়া ইবন সা‘ঈদ আল-কাত্তান। তিনি অসংখ্য ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস হিসেবে তৈরিও করেছিলেন। যেমন ‘আমর ইবন দীনার বলেন, ইমাম আবূ হানীফাই প্রথম আমাকে মুহাদ্দিস হিসেবে বসিয়ে দেন। অতএব ইমাম আ‘যম ছিলেন প্রাজ্ঞ

---

৯৯৫. আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *মা‘রিফাতু ‘উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

- ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
- ইউসুফ ইবন হাশিম, আল-লাহয়ানী, *আল-খবরুস সাবিত*, ি ি ি .ধযষধষফববঃয.পড়স , পৃ. ৩২
- আল-‘ইরাক্বী, *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
- আমীর আস-সান‘আনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬
- তাহির আল-জাযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০০
- মুহাম্মাদ খলাফ সালামা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৪

৯৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৫

- ড. শারীফ হাতিম ইবন ‘আরিফ আল-‘আওনী, *আল-মানহাজুল মুকতারাহ্ লিফাহমিল মুসতালাহ্*, ি ি ি .ধযষধষফববঃয.পড়স , পৃ. ১৬৬

৯৯৭. প্রাগুক্ত

- ‘আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ, ইবন রজব, আল-হাম্বালী, *শারহু ‘ইলালিত তিরমিযী*, ি ি ি .ধযষধষফববঃয.পড়স , খ. ১, পৃ. ১০
- আল-কাত্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
- আল-বাবানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৬

♦ হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৫৯

মুহাদ্দিস, মহান মুজতাহিদ। 'ইলালুল হাদীসের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যার উপর নির্ভর করে তিনি হাদীস যাচাইয়ের নীতিমালা তৈরি করেছিলেন। এর ভিত্তিতে তিনি হাদীসের গ্রহণ-বর্জন নির্ধারণ করতেন।

তিনি সেসব নীতিমালা নিজ থেকে আবিষ্কার করেন নি। তারপূর্বে কূফার বড় বড় ফক্বীহ-মুহাদ্দিসদের মাঝে তা অলিখিত আকারে প্রচলিত ছিল। সেযুগে প্রত্যেক ইসলামী এলাকা আবাদকারী সাহাবীদেরকেই লোকজন মান্য করত। প্রত্যেক এলাকায় বসবাসকারী সাহাবীদেরকে সে এলাকার লোকজন মানত, তাদের হাদীস গ্রহণ করত। এক এলাকায় অন্য এলাকার মতামত তেমন গ্রহণযোগ্য হতো না। কূফাতে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ, হযরত 'আলী(রা.)র প্রভাব ছিল বেশি। তাদের প্রচলিত নীতিমালাই সেখানে চলত। ইমাম আ'যম সেসম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থান বিশেষকরে মক্কা-মাদীনায় প্রচলিত নীতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসবের আলোকে তিনি 'ইলালুল হাদীসের নীতিমালা গ্রহণ করেন। সেসব নীতিমালা ইমাম আ'যম থেকে কোনটি তাঁর থেকে সরাসরি তার শিষ্যগণ বর্ণনা করেছেন, কোনটি তাঁর মাসআলা পেশ করার ধরন থেকে তার শিষ্যগণ বিশেষভাবে ইমাম মুহাম্মাদ, আবূ ইউসুফ ও পরবর্তী হানাফী ফাকীহগণ উদ্ভাবণ করেছেন। নির্দিষ্ট এক কিতাবে তা' লিপিব্ধ নেই। বিভিন্ন কিতাব থেকে উসূলবিদগণ তা একত্র করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইমাম আ'যম 'ইলালুল হাদীসের ক্ষেত্রে কঠিন নীতিমালা পেশ করেন। সনদ-মতন উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ছিল। সনদের ক্ষেত্রে তিনি যে শর্তারোপ করেন তার পরবর্তীতে কেউ সেরূপ শর্তারোপ করেন নি।

সনদের রাবীর ক্ষেত্রে তিনি যেসব শর্তারোপ করেন তা হলো,

১. ইসলাম, কোন কাফিরের বর্ণনা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি, বালেগ হওয়া। কোন অসম্পূর্ণ বুদ্ধির লোকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি কোন বালকের বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. যবত বা, সংরক্ষণ ক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে তিনি চারটি শর্তারোপ করেন।

ক. হাদীস উত্তমভাবে শুনবে যাতে কোন অংশ না ছুটে।

খ. হাদীসের অর্থও পূর্ণরূপে আয়ত্ব করবে, যাতে অর্থগতভাবে বর্ণনা করতেও সক্ষম হয়।

গ. হাদীসের শব্দগুলোও খেয়াল করে মুখস্থ করা, কারণ শব্দভেদেও হুকুমের পার্থক্য হয় যা ফাকীহগণই বুঝতে পারেন।

ঘ. হাদীস শোনার দিন থেকে বর্ণনা করার দিন পর্যন্ত তা মুখস্থ রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

হানাফী উসূলবিদগণ এরসাথে আরও যোগ করেন, রাবীর মাঝে ঢিলেমী থাকবে না, মনমতও চলবে না।

ঢিলে হলে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। ইমাম আ'যমের নিকট থেকে তারা বর্ণনা করেছেন, যে মনমত চলে তার বর্ণনা দ্বীনের আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. 'আদালাত(ন্যায়পরায়নতা, দ্বীন ও চরিত্রে মজবুতী)। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো তাকওয়ার উপর মজবুত থাকবে, বিদ'আত, ফিসকী কাজ বর্জন করবে, সাধারণ মানবীয় গুণ অর্জন করবে। ইমাম আ'যমের মতে ফসিক-যে কবীরা গোনাহতে লিপ্ত বা, তাতে লিপ্ত নয় কিন্তু হীন কাজ যেমন, লোকমা চুরি করা,

মাপে কম দেওয়া, রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদিতে লিপ্ত-তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এমন ব্যক্তি সাধারণত মিথ্যা বলে থাকে।

মাসতূর(যার জারহ-তা'দীল অজ্ঞাত)এর বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম আ'যমের মত দু'রকম পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, ইমাম আ'যম মাসতূরের বর্ণনা ফাসিকের বর্ণনার মত মনে করতেন অর্থাৎ তা অগ্রহণযোগ্য। ইমাম হাসান বলেন, তিনি মাসতূরের বর্ণনা 'আদিল ব্যক্তির বর্ণনার মত মনে করতেন। কারণ সেযুগে ন্যায়পরায়ণ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

মাজহূল(অপরিচিত)এর বর্ণনা সম্পর্কেও ইমাম আ'যমের মত ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। হাদীসের কিতাবে তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয় যে তিনি মাজহূলের বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। অধিকাংশ হানাফী উসূলের কিতাবে তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয় প্রথম তিন যুগের মাজহূলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য কেননা নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তিন যুগের লোকদের উত্তম বলেছেন। ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, আমার কাছে বিশুদ্ধ মত হলো ইমাম সাহিব মাজহূলের বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।

মুনকাতি' হাদীস সম্পর্কে ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে তিনি তা' গ্রহণ করতেন না। মুরসাল হাদীস সম্পর্কে তাঁর মতামত সামনে আলোচনা করা হবে। আগেই আলোচনা হয়েছে যে সেযুগে হাদীস বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয় নি, তাই বলা যায় 'ইলালুল হাদীস সম্পর্কে এগুলোই ছিল ইমাম আ'যমের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলোর পর্যালোচনা-সূক্ষ্মালোচনা-বিশ্লেষণের জন্য 'ইলাল-উসূলের বড় বড় আকঁড় গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[৯৯৮]

৩. মুরসাল হাদীস : পরিচয়, প্রকার, হুকুম

মুরসাল হাদীস : পরিচয় :

'মুরসাল হাদীসে'র আলোচনা হাদীসশাস্ত্রে একটি জটিল ও বিস্তৃত শাখা। আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করব, বিস্তারিত জানতে উলূমুল হাদীস ও উসূলুল ফিকহের গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে।
শাব্দিক অর্থ : 'মুরসাল' শব্দটি 'ইরসাল' থেকে এসেছে। এর অর্থ মুক্ত করা, বাধা না দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া, দ্রুততা ইত্যাদি।[৯৯৯]

---

৯৯৮. ইবন রজব, আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০
- ♦ মোল্লা খসরু, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, *মিরআতুল উসূল* (ইস্তাম্বূল : দারুস সা'আদা, ১৩২১ হি.), পৃ. ৩১২
- ♦ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৩
- ♦ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, আল-বাযদাবী, *উসূলুল ফিক্হ* (করাচী : জাভেদ প্রেস, তা. বি.), পৃ. ১৭৭
- ♦ 'আলাউদ্দীন, 'আব্দুল 'আযীয ইবন মুহাম্মাদ, আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার 'আন উসূলি ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৮ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৯
- ♦ আল-ইমাম আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯
- ♦ মাহির ইয়াসীন আল-ফাহল, *আছারু 'ইলালিল হাদীস ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা*, ি ি .ঃধধরুফ.হবঃ, খ. ৪, পৃ. ৩৩

৯৯৯. ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৮১
- ♦ আবুল হুসাইন, আহমাদ ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ্* (বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৩৯৯ হি.), খ. ২, পৃ.৩৯২
- ♦ আয-যাবীদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১০৬
- ♦ আল-জাওহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩
- ♦ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১৪

পারিভাষিক অর্থ : 'মুরসালে'র চারটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে।

১. কোন তাবি'ঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি 'রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন' বলে যে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি কুফুরী অবস্থায় নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে হাদীস শুনে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে সে হাদীস বর্ণনা করে তাও মুরসাল হিসেবে গণ্য, তবে প্রকৃতপক্ষে তা মুত্তাসিল। তবে কেউ কেউ তা মুত্তাসিল হিসেবেই গণ্য করেছেন। যদিও এরূপ ব্যক্তি সর্ব সম্মতিতে তাবি'ঈ।

২. মুরসাল হাদীস বড় বড় তাবি'ঈর সাথেই সংশ্লিষ্ট, যাদের অধিকাংশ রিওয়ায়াতই ছিল সাহাবীদের থেকে। যেমন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, কাইস ইবন আবী হাযিম, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আদী ইবন খিয়ার। এসংজ্ঞানুযায়ী ছোট ছোট তাবি'ঈর হাদীস মুরসাল নয়, মাকতূ' হিসেবে গণ্য।

৩. সনদ যেকোন জায়গা থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়লে তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। এ সংজ্ঞানুযায়ী মুরসাল, মু'দাল, মুনকাতি' একই হাদীস। শী'আদের যাইদিয়্যা সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী(মুতাকাদ্দিমূন) মুহাদ্দিসগণ এমত প্রকাশ করতেন।

৪. মুরসাল হলো সাহাবী নয় এমন ব্যক্তির 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' এরূপ বর্ণনা। ইবনুল হাজিব ও আমিদী এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ মত গ্রহণ করেন নি। এ জন্য আবূ ইসহাক ইসফিরিয়াইনী বলেন, তিন স্বর্ণযুগের পর কেউ যদি বলে 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন' তা কিছুই নয় অর্থাৎ সনদ বিহীন এরূপ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১০০০]

হানাফী উসূলবিদগণ বলেন, তিন স্বর্ণযুগের কোন ব্যক্তি 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' এরূপ উক্তি করে বর্ণনা করাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। কিন্তু ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী ড. মুস্তাফা সালিমের বরাতে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা থেকে এরূপ উক্তি প্রমাণিত নেই, তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মত মনে করতেন মুরসাল হলো কোন বড় তাবি'ঈর 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' এরূপ উক্তি করে হাদীস বর্ণনা করা। এটাই মুরসালের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা যা **১**ম নাম্বারে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০০১]

১০০০. সলাহুদ্দীন, খলীল ইবন কাইকাল্‌দী, আল-'আলাঈ, *জামি'উত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল* (বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৩

- ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
- আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪
- প্রাগুক্ত, *আত-তাওযীহুল আবহার*, (সৌদি 'আরবঃ মাকতাবাতু উসূলিস সালাফ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৩৯
- আমীর আস-সান'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৩
- আল-'ইরাক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
- প্রাগুক্ত, *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
- ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
- জামালুদ্দীন কাসিমী, *কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুনূনি মুস্তালাহিল হাদীস*, ি ি ি .ধযষধষ্ফবববঞ্য.পড়স , পৃ. ১১২
- আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫
- আল-আম্বাসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৭
- মুহাম্মাদ খলাফ সালামা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৭

১০০১. ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০-৫৭২

মুরসাল হাদীস : প্রকার, হুকুম :

চার রকম মুরসাল হাদীস পাওয়া যায়। নিচে এগুলোর হুকুমসহ আলোচনা করা হলো।

১. সাহাবীর মুরসাল : কোন সাহাবী যদি 'নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' এরূপ উক্তি করে হাদীস বর্ণনা করেন বাস্তবে তিনি সরাসরি হাদীসটি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেন নি তাকে 'সাহাবীর মুরসাল'(হাদীস) বলা হয়। কমবয়স্ক সাহাবীদের থেকে এরূপ ঘটেছে, তারা বড় বড় সাহাবী থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত বারা ইবন 'আযিব(রা.) বলেন, 'আমরা সব হাদীস নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করিনি, বরং আমাদের একে অপরকে হাদীস শুনাত, আমরা মিথ্যা বলতাম না।
এসব হাদীসের হুকুম হলো তা মুরসালের মত হলেও মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য। সর্বসম্মতিতে এসব হাদীস গ্রহণযোগ্য, কারণ সাহাবীগণ সবাই ন্যায়পরায়ণ। যেসব তাবি'ঈ নবীর যুগ পেয়েছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে আগে শোনা হাদীস বর্ণনা করেছেন সেসব হাদীসের হুকুমও একই পর্যায়ের অর্থাৎ তা সর্ব সম্মতিতে গ্রহণযোগ্য।[১০০২]

২. বড় বড় তাবি'ঈর মুরসাল : বড় বড় তাবি'ঈর মুরসাল, যেমন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মাসরূক, কাইস ইবন আবী হাযিম প্রমুখের মুরসাল। এসব মুরসালের হুকুম বিভিন্ন। কেউ বড় বড় তাবি'ঈর মুরসাল নিঃশর্তে কবূল করেন, কেউ শর্ত সাপেক্ষে কবূল করেন, কেউ কবূল করেন না।
হানাফী, মালিকী, যাইদিয়্যাগণ ও কিছু মুহাদ্দিস নিঃশর্তে বড় বড় তাবি'ঈর মুরসাল কবূল করেন। তাদের সেসব মুরসাল কবূল করার কারণ হলো বড় বড় তাবি'ঈর যুগে ফিতনা ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় নি, সেসময় লোকেরা সনদ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করতেন না, তখন সনদসহ বর্ণনার প্রচলন হয় নি।
ইমাম শাফি'ঈসহ কতিপয় মুহাদ্দিস শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল কবূল করতেন। তাদের শর্তগুলো উসূলুল ফিকহ ও উলূমুল হাদীসের কিতাবপত্রে দেখা যেতে পারে।
কতিপয় মুহাদ্দিস মুনকাতি' হওয়ার কারণে কোন মুরসালই কবূল করেন না।[১০০৩]

৩. ছোট ছোট তাবি'ঈর মুরসাল : ছোট ছোট তাবি'ঈর মুরসাল গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও তিনটি মত রয়েছে।
ক) তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত।
খ) তিনযুগের মুরসাল গ্রহণযোগ্য। এটি কতিপয় মুহাদ্দিসের অভিমত, অধিকাংশ মুহাদ্দিস এটি

১০০২. আল-'ইরাক্বী, *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
♦ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
♦ জামালুদ্দীন কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
♦ ইবন জামা'আ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
♦ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৯
১০০৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৩
♦ ইবন 'আব্দিল বার, *আত-তামহীদ*, ি ি ি .ৎধয়ধস ন্ন ধ.ড়ৎম, খ. ১, পৃ. ১৯
♦ আমীর আস-সান'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৭
♦ আল-'ইরাক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
♦ আল-'আলাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫

প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গ) ছোট ছোট তাবি'ঈর মধ্যে যারা হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম যারা যাচাই-বাছাই করে সিকাহদের থেকে শুধু মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন তাদেরগুলো গ্রহণযোগ্য।[১০০৪]

৪. তাবি' তাবি'ঈদের মুরসাল : তাদের মুরসাল গ্রহণ করার ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।

ক) তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য। এটি হানাফী, মালিকী ও তাদের সাথে সহমত পোষণকারীদের অভিমত।

খ) তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিস, শাফি'ঈ ও হাম্বালীগণের অভিমত।

যারা মুরসাল গ্রহণযোগ্য বলেছেন তারা সবাই দুটি বিষয়ে একমত; তা হলো, ১. যিনি মুরসাল বর্ণনা করবেন তিনি সহীহগুলো বর্ণনা করবেন, দৃঢ়ভঙ্গিতে যেমন, বলেছেন, করেছেন ইত্যাদি শব্দে বর্ণনা করবেন। অন্যথায় দুর্বল শব্দে (যেমন, বলা হয়) বর্ণনা করলে তা' গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. মুরসাল বর্ণনাটি হাফিযুল হাদীসগণের বর্ণনার অনুকূল হবে, শায হবে না, শারী'আতের কোন নীতিমালার বিপরীত হবে না, সহীহ হাদীস-আছারের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না, কোন অতিরিক্ত অংশ থাকলে তা' হাফিযে হাদীসদের বর্ণনার বিপরীত হবে না।[১০০৫]

এই দুই শর্ত সহীহ-মুরসাল-য'ঈফ সব হাদীসের ক্ষেত্রেই ইমাম আবূ হানীফার শর্ত।

ইমাম আ'যম(র.)এর মুরসাল হাদীসের উপর 'আমল ও তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্যদান :

ইমাম আবূ হানীফা অন্যান্য হাদীসের মত মুরসাল হাদীসের উপরও 'আমল করতেন, একে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি মুরসাল হাদীসকে হুজ্জাত(প্রামাণ্য) মনে করতেন, য'ঈফ মনে করতেন না। তবে অবশ্যই পূর্বের শিরোনামের শেষে উল্লিখিত দুটি শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল গ্রহণ করতেন। তার যুগে ফিতনা ব্যাপকতা লাভ করে নি, তখন মুরসাল বর্ণনাই সাধারণভাবে প্রচলন ছিল, সনদসহ বর্ণনার প্রচলন হয় নি। ফিতনা ব্যাপক হলে, সনদসহ বর্ণনার প্রচলন ঘটে, যাতে যাচাই বাছাইকরে হাদীস গ্রহণ করা যায়। মুরসাল গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা একক ব্যক্তি নন, ইমামু দারিল হিজরা, শাইখুল মুহাদ্দিসীন ইমাম মালিক ও একদল মুহাদ্দিসও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। হানাফী উসূলের কিতাবপত্রে এর বিস্তারিত দলীলপ্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহাবাযুগ থেকেই মুরসাল বর্ণনার প্রচলন ছিল, সাধারণভাবে সনদ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ত না। ছোট ছোট সাহাবী ও যেসব সাহাবী নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য কম পেয়েছিলেন, তারা বড় বড় সাহাবীদের থেকে হাদীস মুখস্থ করতেন, তা বর্ণনার সময় অন্য সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বর্ণনা করতেন। এটি তাদের মাঝে ব্যাপক প্রচলন ছিল। যেমন হযরত আবূ হুরাইরা(রা.) হাদীস বর্ণনা করেন, 'যে গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল যাপন করে সে যেন রোযা না রাখে।' তাকে বলা হলো হযরত 'আইশা(রা.) এর

১০০৪. ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
- আস-সাখাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫
- আল-'আলাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১০০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
- আল-'ইরাক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
- ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮ - ৫৮০

বিপরীত বলেন?! তিনি বললেন, তিনি আমার থেকে বেশি জানেন। ফাযল ইবন 'আব্বাস(রা.) এ হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস(রা.) নবীজী থেকে খুব অল্প হাদীস শুনেছিলেন, বাকীগুলো সাহাবীদের থেকে বর্ণনা। হযরত নু'মান ইবন বাশীর(রা.)ও অনুরূপ করতেন, কিন্তু কোন সাহাবীই এর বিরোধিতা করেন নি, বলেন নি, এরূপ কর কেন?(অর্থাৎ যে সাহাবী থেকে শুনেছ তার নাম উল্লেখ না করে মুরসাল বর্ণনা কর কেন?

বড় বড় তাবি'ঈর যুগেও অনুরূপ প্রচলন ছিল। ইমাম আ'যম সেযুগেরই মানুষ ছিলেন। ইমাম সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী প্রমুখ বড় বড় তাবি'ঈ সাহাবীর নাম না নিয়ে সরাসরি 'নবীজী বলেছেন' এভাবে মুরসাল বর্ণনা করতেন। তারা যেসব সাহাবীর থেকে শুনেছেন, তাদের চিনতেন না, এমন নয় বরং সংক্ষিপ্ত করার জন্যই এরূপ করতেন। যেমন হাসান বসরী বলেন, চারজন সাহাবী থেকে যে হাদীস শুনেছি তাই মুরসাল হিসেবে(অর্থাৎ তাদের নাম না নিয়ে) বর্ণনা করেছি।

ইমাম ইবন জারীর তবারী বলেন, মুরসাল গ্রহণ করার ব্যাপারে সব তাবি'ঈ একমত, তাদের ইজমা রয়েছে। তারপর কোন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন নি। হিজরী ২য় শতাব্দীর মাথায় বিপরীত মত প্রকাশ পায়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন, আমরা ফিতনা দেখা দেওয়ার আগে হাদীস সনদ ছাড়াই বর্ণনা করতাম। যখন ফিতনা দেখা দিল, বিদ'আত-গোমরাহী ছড়িয়ে পড়ল, মিথ্যুক-হাদীসজালকারীদের আবির্ভাব হলো, তখন সবাইকে সনদসহ হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তাকীদ করা হতো।

তখন থেকে সনদসহ বর্ণনার প্রচলন ঘটল। ইমাম শাফি'ঈ ছিলেন সেযুগেরই মানুষ। তাই তিনি মুসনাদ(সনদসহ বর্ণনা) ছেড়ে মুরসাল গ্রহণ করতেন না। কারণ তখন সনদ ছাড়া হাদীস যাচাই বাছাই করার উপায় ছিল না। সে হিসেবে বলা যায় ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ প্রত্যেকেই স্ব স্ব যুগের মুহাদ্দিসদের মাঝে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব নীতিতে সঠিক।

বাদবাকী হানাফী ফক্বীহগণের মন্তব্য 'প্রথম তিন যুগের মুরসাল গ্রহণযোগ্য' এটি আবূ হানীফার অভিমত নয়। তিনি শুধু যাচাই বাছাই সাপেক্ষে তাঁর যুগের মুরসাল গ্রহণ করতেন। ড. কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী বলেন, আমার মতে এটিই সঠিক মত। আল্লাহই অধিক অবগত।[১০০৬]

১০০৬. আল-ইমাম আত-তিরমিযী, *আল-'ইলালুস সগীর* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৭৩৯

- ♦ আর-রামাহুরমুযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
- ♦ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়ায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
- ♦ ইবনুস সলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
- ♦ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৮
- ♦ ইবন জামা'আ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
- ♦ আল-'আলাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
- ♦ ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৩
- ♦ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬১-৩৬৩
- ♦ আল-বাযদাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০
- ♦ ড. মুহাম্মাদ কাসিম 'আব্দুহু আল-হারিছী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১- ৫৮৪

হাদীসের অন্যান্য প্রকার ছাড়া শুধু য'ঈফ ও মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম(র.)এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার কারণ :

ইমাম আ'যমের যুগে ফিতনাও ব্যাপক হয় নি, হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদেরও উদ্ভব হয় নি। তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে বর্তমানের মত হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষাও দাঁড়ায় নি। সেসময়ে যা' প্রচলিত ছিল সে আলোকে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার স্বার্থেই য'ঈফ-মুরসাল হাদীস নিয়ে আলোচনা করা হলো। এতে প্রমাণ হলো,

১. ইমাম আবূ হানীফা সেযুগের একজন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ছিলেন।

২. তিনি অযথা কোন হাদীস পরিত্যাগ করতেন না, যেমন তার বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে।

৩. তিনি য'ঈফ হাদীসের উপর 'আমল করতেন, প্রয়োজন ছাড়া কিয়াসমুখী হতেন না।

৪. তিনি মুরসালের উপর 'আমল করতেন, কারণ সেযুগে মুরসালের উপর 'আমল করার প্রচলন ছিল।

৫. তিনি কুরআন-সহীহ সুন্নাহর আলোকে হাদীস যাচাই বাছাইয়ের নীতিমালা পেশ করেছেন। তিনি প্রথম শায হাদীস নিয়ে কালাম করেছেন।

৬. এতে একটি বাস্তবতা ফুটে উঠেছে যা আগের যুগে স্পষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা অনেকের কাছে অস্পষ্ট তা হলো, ফক্বীহগণই প্রকৃত মুহাদ্দিস, বরং তারাই হাদীসের ইমাম।

৭. বর্তমানে যারা ইসলামী ফিকহের বিশাল ভাণ্ডার ছেড়ে সরাসরি হাদীসের উপর 'আমল করতে চান, ইমামদের নাক সিটঁকান তারা আর যাই হোন ইসলামের প্রকৃত অনুসারী নন, দ্বীনে বাতিলের প্রোপাগাণ্ডায় নবউদ্ভাবিত মতবাদের অনুসারী। আল্লাহই হিফাযতকারী।

পরিচ্ছেদ : ছয়

ইমাম আবূ হানীফা(র.) : তাঁর হাদীস বিশারদ শিষ্যবৃন্দ

ইমাম আ'যম হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন অবদান রেখেছেন। একদিকে তিনি ফিক্হুল হাদীস তথা হাদীসের মর্ম গবেষণা করে ফিক্হের বিশাল ভাণ্ডার উপহার দিয়েছেন, হাদীসবিশারদ হিসেবে রাবীদের জারহ-তা'দীল করে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করেছেন, সহীহ হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন। অপরদিকে হাদীসের জীবন্ত ধারক-বাহক রূপে অসংখ্য হাদীসবিশারদ শিষ্য তৈরি করেছেন। এটি তাঁর বিশেষ অবদান। তাঁর সব হাদীসবিশারদ শিষ্যের বর্ণনা দেওয়া এখানে অসম্ভব। তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ শিষ্যগণ হলেন, আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম আল-কাযী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী, যুফার ইবনুল হুযাইল, মাক্কী ইবন ইবরাহীম, হাসান ইবন যিয়াদ, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, হাফস ইবন গিয়াছ আন-নাখ'ঈ, মিস'আর ইবন কিদাম, আবূ নু'আইম ফাযল ইবন দুকাইন আল-কূফী আল-মুলাঈ, ইবরাহীম ইবন তহমান, ইয়াযীদ ইবন হারূন আল-ওয়াসিতী, নাযর ইবন শুমাইল, 'আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম আস-সান'আনী প্রমুখ। ইতোপূর্বে 'তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ' ও 'হাদীস বিষয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ' শিরোনামে অধিকাংশ হাদীসবিশারদ শিষ্যের জীবনী গত হয়েছে। এখানে আমরা তিনজন হাদীসবিশারদ শিষ্যের জীবনী আলোচনা করব। তাঁরা হলেন,

১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান(র.) :

তিনি ১২০ হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। যাহাবী বলেন, ''তিনি আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস। তিনি খুব যত্নের সাথে হাদীস শিক্ষালাভ করেন, এ উদ্দেশ্যে সফর করেন, সাথীদের থেকে এগিয়ে যান, সেসময়ের সবচে' বড় হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি 'ইলাল ও রিজালশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর থেকে শিখে অসংখ্য ছাত্র হাদীসের হাফিয হয়েছিলেন। তিনি আবূ হানীফা(র.)এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।''

তিনি সুলাইমান আত-তাইমী, শু'বা, সাওরী, ইবন আবী 'আরূবা, আ'মাশ প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। তাঁর থেকে 'আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, 'আফ্ফান, মুসাদ্দাদ, 'আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইসহাক্ব ইবন রাহূইয়াহ, ইবন আবী শাইবা, বুনদার প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, আমি ইয়াহইয়া আল-কাত্তান মত কোন মুহাদ্দিস দেখিনি। বুনদার বলেন, তিনি স্বযুগের ইমাম। তিনি আরও বলেন, আমি বিশ বৎসর তাঁর সোহবতে ছিলাম কিন্তু কখনও গোনাহের কাজ করতে দেখিনি।

মুহাম্মাদ ইবন আবী সফওয়ান বলেন, তিনি নিজ উৎপাদিত শস্য থেকে আহার করতেন। গম হলে গম, ভুট্টা হলে ভুট্টা, খেজুর হলে খেজুর খেতেন।

'আফ্ফান বলেন, ইয়াহইয়ার ইন্তিকালের পূর্বেই এক লোক স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাকে বলছে, ইয়াহইয়াকে কিয়ামতের দিনে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

তিনি ১৯৮ হি.-তে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ঐতিহাসিকও ছিলেন, মাগাযী(জিহাদী ঘটনাবলী)র

উপর কিতাব লিখেছিলেন।[১০০৭]

২. ইমাম আবূ নু‘আইম, ফাযল ইবন দুকাইন, আল-কূফী, আল-মুলাঈ(র.) :

তিনি ১৩০ হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।
তিনি আ‘মাশ, শু‘বা, সুফয়ান, আবূ হানীফা, মিসআর, শারীক, যাম‘আ, শাইবান প্রমুখ থেকে হাদীস শিখেন। তাঁর থেকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, ইবন আবী শাইবা, ইবন মা‘ঈন, আবূ খাইছামা, আবূ হাতিম, ইবনুল ফুরাত প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম বুখারী তাঁর থেকে খুব বেশি রিওয়ায়াত করতেন। তিনি বলতেন, আবূ নু‘আইম ইন্তিকাল করলে তাঁর কিতাবই ইমাম হয়ে যাবে, মতবিরোধের সময় ‘আলিমগণ সেদিকেই ঝুকবে। ইয়াকূব আল-ফাসাবী বলেন, সবাই একমত যে তিনি হাদীস মুখস্থকরণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে বড়ই মজবুত ছিলেন।

যাহাবী বলেন, ‘‘তিনি ও ‘আব্দুস সালাম ইবন হারব মিলে কূফার বাজারে একটি দোকান দিয়েছিলেন সেখানে ‘মুলা’ (একপ্রকার রঞ্জকদ্রব্য) ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করতেন, এজন্য তাকে ‘মুলাঈ’ বলা হয়। তখনকার আলিমসমাজ এমনই ছিলেন তারা নিজের উপার্জনে চলতেন।’’

এছাড়া তিনি খলীফার থেকেও তিনি ভাতা নিতেন, কারণ তার পরিবার বড় ছিল। এজন্য অন্যরা তাঁকে তিরস্কার করত।

বিশর ইবন ‘আব্দিল ওয়াহিদ বলেন, আমি তাঁকে (ইন্তিকালের পর) স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ আপনার সাথে ভাতা গ্রহণের ব্যাপরে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মহান বিচারক আল্লাহ আমার বিষয়টি দেখতে পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে আমার পরিবার-সদস্য অনেক তাই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তিনি জিহাদে ঘাড়ে আঘাত পেয়েছিলেন। সেই আঘাতেই ২১৯ হি.-তে ইন্তিকাল করেন। তাঁর লিখিত কিতাবগুলোর অন্যতম হলো ‘আল-মানাসিক’, ‘আল-মাসাইল ফিল ফিক্‌হ’ ও ‘তাসমিয়াতু মানতাহা ইলাইনা মিনার রুয়াত’।[১০০৮]

৩. ইমাম নাযর ইবন শুমাইল(র.) :

তিনি ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর আদিনিবাস ইরানের মার্ভ শহরে, সেখানে ১২২ হি.-তে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বসরায় বসবাস করেন, শেষে ‘বিচারক’ হিসেবে মার্ভে ফিরে যান।

১০০৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৫
- ♦ প্রাগুক্ত, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৮
- ♦ ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৯০
- ♦ ‘উমার রিযা কুহালা, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৯৯

১০০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৪২
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭২
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৪৩
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৭
- ♦ আয-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪৮

তিনি হিশাম ইবন ‘উরওয়া, হুমাইদ আত-তবীল, ইসমা‘ঈল ইবন আবী খালিদ, হিশাম ইবন হাস্সান প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে ইসহাক্ব ইবন রাহূইয়াহ, ইসহাক্ব আল-কাওসাজ, মুহাম্মাদ ইবন রাফি‘, আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুতুবে সিত্তায় তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

আবূ হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ্, সুন্নাহ অনুসারী।

‘আব্বাস ইবন মুস‘আব বলেন, ‘‘তিনি ‘আরবীভাষা ও হাদীসের ইমাম ছিলেন। তিনিই প্রথম মার্ভ ও খুরাসানে সুন্নাহ্র প্রচার করেন। তিনি শু‘বার থেকে সবচে’ বেশি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি অসংখ্য এমন কিতাব রচনা করেন যা ইতোপূর্বে কেউ রচনা করেনি। তিনি মার্ভের বিচারক ছিলেন।’’

নাযর ইবন শুমাইল বলতেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ‘ইলমের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ‘ইলমের খাতিরে ক্ষুধার্ত হবে এবং ক্ষুধা ভুলে যাবে।

যাহাবী বলেন তিনি, শুদ্ধভাষী ‘আরবদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও পূববর্তীদের ঘটনাবলী অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি ২০৪ হি.-তে মার্ভে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর রচিত কিতাবের মধ্যে ‘আস-সিফাত ফিল লুগাহ্’, ‘গরীবুল হাদীস’, ‘আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ‘আইন’, কিতাবুস সিলাহ্’, ‘আল-মা‘আনী’, ‘আল-আনওয়া’, ‘কিতাবুত ত্বইর’ অন্যতম।[১০০৯]

১০০৯. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩২৮
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৪
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৯০
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১০১
- ♦ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৩

উপসংহার ঃ

উপসংহার :

'ইমাম আবূ হানীফা ও হাদীসশাস্ত্র' এ গবেষণা থেকে যা বেরিয়ে আসল তা হলো,

১. শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহর মাঝে মাযহাব না মানার যে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, উম্মাহর ইমামগণের বিশেষতঃ ইমাম আ'যমকে নিয়ে যে বিষোদগার করা হয় তা অন্যায্য ও ভিত্তিহীন।

২. ইমাম আ'যম ছিলেন সর্বজন মান্য ইমাম যার মাযহাবের উপর বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলিম 'আমল করে আসছেন।

৩. তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।

৪. তিনি ছিলেন হাফিযুল হাদীস, হাদীস ও জারহ-তা'দীলের ইমাম।

৫. তিনি ছিলেন প্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব রচয়িতা।

৬. তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ, সহীহ-য'ঈফের ব্যাপারে তার মতামত শত শত মুহাদ্দিস গ্রহণ করে আসছেন।

৭. তাঁর মুসনাদসমূহ যুগ যুগ ধরে গ্রহণযোগ্য হয়ে আসছে, তাতে য'ঈফ হাদীসের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

৮. তাঁর মুসনাদের রাবীগণ অল্প কিছু বাদে সবাই নির্ভরযোগ্য।

৯. তাঁর নিকট যেসব হাদীস য'ঈফ তা' পরবর্তী যুগের পরিভাষা অনুযায়ী হাসান পর্যায়ের, সেগুলো শার'ঈ নীতিমালার অনুকূল।

১০. ইমাম আ'যমের প্রতি আরোপিত অভিযোগসমূহ বিদ্বেষপ্রসূত, অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট, অমূলক, অগ্রহণযোগ্য।

১১. তাঁর প্রতি প্রশংসাসমূহ স্পষ্ট, গ্রহণযোগ্য যেগুলো বড় বড় ইমামগণ করেছেন।

১২. তিনি কখনই বিনা দলীলে হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন না, পূর্ববর্তী বড় বড় সাহাবীর নীতির আলোকেই তিনি তা করতেন।

১৩. তিনি নিজের রায়ের উপর গোঁড়া ছিলেন না। সব কিছুতেই কিয়াস করতেন না। প্রয়োজনে তা করতেন, তাও ছিল মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৪. তিনি য'ঈফ-মুরসাল হাদীসকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।

১৫. তিনি ছিলেন ফক্বীহশ্রেষ্ঠ, ফিক্হে সবাই তার কাছে ঋণী।

১৬. তার বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা শত শত।

১৭. তিনি অসংখ্য হাদীসবিশারদ শিষ্য তৈরি করেছিলেন।

এরূপ ব্যক্তির প্রতি হাদীস না জানার অভিযোগ, হাদীসের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে 'ফিকহুল হাদীস'(হাদীসের মর্ম) অস্বীকারের ফিতনা থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন। আমীন।।

গ্রন্থপঞ্জি :

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আবুল ‘আব্বাস, আহমাদ ইবন ‘আব্দিল হালীম, ইবন তাইমিয়্যা, আল-হাররানী ঃ *মাজমূউল ফাতাওয়া* (বৈরুতঃ দারুল ওয়াফা, ২০০৫)

২. প্রাগুক্ত ঃ *মিন্‌হাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা* (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতু কুরতুবা, তা. বি.)

৩. আবুল ‘আব্বাস, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ *ওয়াফায়াতুল আ‘য়ান ওয়া আম্বাউ আব্‌নাইয যামান* (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯৪)

৪. আবুল কাসিম, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবিল ‘আওওয়াম, আস-সা‘দী ঃ *ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাক্বিবুহু* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ১৪৩১হি.)

৫. আবুল কাসিম, ‘আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতিল্লাহ ইবন ‘আসাকির ঃ *তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯হি.)

৬. প্রাগুক্ত ঃ *মু‘জামুশ শুয়ূখ* (দামেস্কঃ দারুল বাশাইর, তা. বি.)

৭. আবুল কাসিম, সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-ত্ববারানী ঃ *আল-মু‘জামুল আওসাত* (কায়রোঃ দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.)

৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মু‘জামুল কাবীর* (ইরাকঃ মাওসিলঃ মাকতাবাতুল ‘উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.)

৯. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মু‘জামুস সগীর* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

১০. আবুল ফাযল, আহমাদ ইবন ‘আলী ইবন হাজার, আল-‘আসক্বালানী ঃ *আদ-দুরারুল কামিনা ফী আ‘য়ানিল মিআতিছ ছামিনা*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১১. প্রাগুক্ত ঃ *আন-নুকাত ‘আলা কিতাবি ইবনিস সলাহ* (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ আল-জামি‘আতুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৪ হি.)

১২. প্রাগুক্ত ঃ *আল-ইসাবা ফী তাম্‌য়ীযিস সাহাবাহ্* (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৪১২ হি.)

১৩. প্রাগুক্ত ঃ *তাক্বরীবুত তাহযীব* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪১৫ হি.)

১৪. প্রাগুক্ত ঃ *তা‘জীলুল মান্‌ফা‘আ বিযাওয়াইদিল আইম্মাতিল আরবা‘আ* (বৈরুতঃ দারুল বাশাইর, ১৯৯৬ হি.)

১৫. প্রাগুক্ত ঃ *তাবসীরুল মুনতাবিহ্ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ্* (সি.ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৬. প্রাগুক্ত ঃ *তাহযীবুত তাহযীব* (বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৪০৪ হি.)

১৭. প্রাগুক্ত ঃ *নুযহাতুন নাযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতুল ফিকার* (রিয়াদ: মাতবা'আতু সাফীর, ১৪২২হি.)

১৮. প্রাগুক্ত ঃ *ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.)

১৯. প্রাগুক্ত ঃ *লিসানুল মীযান* (বৈরুত: মুআসসাসাতুল আ'লামী, ১৪০৬ হি.)

২০. আবুল ফারাজ, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আলী ইবনুল জাওযী ঃ *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৩ হি.)

২১. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম* (বৈরুত: দারু সাদির, ১৩৫৮ হি.)

২২. প্রাগুক্ত ঃ *কিতাবুল মাওযূ'আত* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৩. প্রাগুক্ত ঃ *যাদুল মাসীর* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি.)

২৪. প্রাগুক্ত ঃ *সিফাতুস সফওয়া* (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৩৯৯হি.)

২৫. আবুল ফারাজ, 'আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন রজব, আল-হাম্বালী, ঃ *জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম* (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৪০৮ হি.)

২৬. প্রাগুক্ত ঃ *শারহু 'ইলালিত তিরমিযী*, ি ি ি .ধযষ্ধষ্মফববঃয.পড়স

২৭. আবুল ফারাজ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইব্নুন নুদাইম ঃ *আল-ফিহ্রিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৭৮)

২৮. আবুল ফালাহ, আব্দুল হাই ইব্নুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী ঃ *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব* (বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৯৭৯)

২৯. আবুল বারাকাত, 'আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ আন-নাসাফী ঃ *কাশফুল আসরার শারহুল মানার* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৬ হি.)

৩০. আবুল মা'আলী, 'আব্দুল মালিক ইবন 'আব্দিল্লাহ্ আল-জুয়াইনী (ইমামুল হারামাইন) ঃ *আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ* (মিসরঃ মানসূরাঃ আল-ওয়াফা, ১৪১৮ হি.)

৩১. আবুল মাহাসিন, ইউসূফ ইবন তাগরী বারদী, আল-আতাবেকী ঃ *আন-নুজূমুয যাহিরা ফী মুলূকি মিসর ওয়াল ক্বাহিরা* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, তা. বি.)

৩২. আবুল মুআয়্যাদ, মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আল-খাওয়ারিয্‌মী ঃ *জামি'উল মাসানীদ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

৩৩. আবুল মুযাফ্‌ফার, 'ঈসা ইবন সাইফুদ্দীন, সুলতান মালিক, আল-হানাফী ঃ *আস-সাহমুল মুসীব ফী কাবিদিল খতীব (আর-রাদ্দু 'আলাল খতীব)* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

৩৪. আবুল হাজ্জাজ, ইউসুফ ইবনুয যাকী আল-মিয্‌যী ঃ *তাহযীবুল কামাল* (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি.)

৩৫. আবুল হাসান, 'আলী ইবন আবিল কারাম ইবনুল আছীর, আল-জাযারী ঃ *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

৩৬. প্রাগুক্ত ঃ *উস্‌দুল গবাহ্ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত

৩৭. আবুল হাসান, 'আলী ইবন 'উমার আদ-দারাকুতনী (আল-ইমাম) ঃ *আল-'ইলাল* (রিয়াদঃ দারু তয়্যিবা, ১৪০৫ হি.)

৩৮. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সুনান* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬ হি.)

৩৯. আবুল হাসান, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-আমিদী ঃ *আল-ইহ্‌কাম ফী উসূলিল আহকাম* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৪ হি.)

৪০. আবুল হাসান, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আররাক্ব, আল-কান্নানী ঃ *তাযীহুশ শারী'আতিল মারফূ'আ 'আনিল আহাদীসিশ শানী'আতিল মাওযূ'আ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

৪১. আবুল হাসান, 'আলী ইবন হুসাইন ইবন 'আলী, আল-মাসঊদী ঃ *মুরূজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওহার* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল লুবনানী, ১৯৮২)

৪২. আবুল হাসান, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-'ইজলী, আল-কূফী ঃ *মা'রিফাতুস সিকাহ্* (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৫ হি.)

৪৩. আবুল হাসানাত, 'আব্দুল হাই, আল-লাখ্‌নাবী, ঃ *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, ১৩২৪ হি.)

৪৪. প্রাগুক্ত ঃ *আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ 'আলা মুআত্তাই মুহাম্মাদ*

(দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি.)

৪৫. আবুল হুসাইন, আহমাদ ইবন আইবেক ইবনুদ দিময়াতী ঃ *আল-মুসতাফাদ মিন যাইলি তারীখি বাগদাদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪১৭ হি.)

৪৬. আবুল হুসাইন, আহমাদ ইবন ফারিস ঃ *মু‘জামু মাক্বাঈসিল লুগাত* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.)

৪৭. আবুল হুসাইন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আন-নাইসাবুরী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সহীহ* (বৈরুত: দারুল জীল, তা. বি.)

৪৮. আবূ ‘আওয়ানা, ইয়া‘কূব ইবন ইসহাক্ব, আল-ইসফিরায়ীনী ঃ *আল-মুস্তাখরাজ,* ি ি ি .ধযষ্বষ্মফব্ববঃয.পড়স

৪৯. আবূ ‘আব্দির রহমান, আহমাদ ইবন শু‘আইব আন-নাসাঈ (আল-ইমাম) ঃ *তাসমিয়াতু ফুক্বাহাইল আমসার* (হালাব : সিরিয়া: দারুল ওয়া‘ঈ, ১৩৬৯হি.)

৫০. প্রাগুক্ত ঃ *আয-যু‘আফা ওয়াল মাতরূকীন* (বৈরুত: দারুল মা‘রিফা, ১৪০৬ হি.)

৫১. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সুনান*, (সিরিয়া: হালাব, মাকতাবুল মাতবূ‘আতিল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি.)

৫২. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সুনানুল কুবরা* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪১১ হি.)

৫৩. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল আশ-শাইবানী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মুসনাদ* (কায়রো: মুআস্‌সাসাতু কুরতুবা, ১৪১০ হি.)

৫৪. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ, আন-নাইসাবূরী (আল-হাকিম) ঃ *আল-মুসতাদরাক ‘আলাস সহীহাইন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়া, ১৪১১ হি.)

৫৫. প্রাগুক্ত ঃ *মা‘রিফাতু ‘উলূমিল হাদীস* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৩৯৭ হি.)

৫৬. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আয-যাহাবী ঃ *আল-ইবার ফী খব্‌রি মান গবার,* ি ি ি .ধষ্ফ ধৎৎধয়.পড়স

৫৭. প্রাগুক্ত ঃ *আল-কাশিফ ফী মা‘রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ্* (জেদ্দা: দারুল ক্বিবলা, ১৪১৩ হি.)

৫৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মু‘ঈন ফী তবাক্বাতিল মুহাদ্দিসীন* (‘আম্মান: জর্ডান: দারুল ফুরক্বান, ১৪০৪হি.)

৫৯. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মুগনী ফিয যু‘আফা* (সিরিয়া: হালাব: দারুল

মা‘আরিফ, ১৩৯১ হি.)

৬০. প্রাগুক্ত ঃ *তায্কিরাতুল হুফ্ফায* (বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৩৭৭ হি.)

৬১. প্রাগুক্ত ঃ *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাক্বাতুল মাশাহীর ওয়াল আ‘লাম* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ১৪০৭ হি.)

৬২. প্রাগুক্ত ঃ *মানাক্বিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.)

৬৩. প্রাগুক্ত ঃ *মীযানুল ই‘তিদাল* (বৈরুত: দারুল মা‘রিফা, তা. বি.)

৬৪. প্রাগুক্ত ঃ *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪০৫হি.)

৬৫. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি‘ঈ (আল-ইমাম) ঃ *আল-উম্ম* (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৪০০ হি.)

৬৬. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মুসনাদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, তা. বি.)

৬৭. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী (আল-ইমাম) ঃ *আত-তারীখুল কাবীর*, (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

৬৮. প্রাগুক্ত ঃ *আত-তারীখুস সগীর*, (বৈরুত: দারুল মা‘রিফা, ১৪০৬ হি.)

৬৯. প্রাগুক্ত ঃ *আয-যু‘আফাউস সগীর* (বৈরুত: দারুল মা‘রিফা, ১৪০৬ হি.)

৭০. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সহীহ* (বৈরুত: দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি.)

৭১. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আল-ক্বাযবীনী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সুনান* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.)

৭২. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী ঃ *মুখতাসারু ক্বিয়ামিল লাইল*, ি ি ি .ধফঁ হহধয.পড়স

৭৩. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন বাহাদুর আয-যারকাশী ঃ *আল-বুরহান ফী ‘উলূমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল মা‘রিফা, ১৩৯১ হি.)

৭৪. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন সা‘দ ঃ *আত-ত্ববাক্বাতুল কুবরা* (বৈরুত: দারু সাদির,

আল-লাইছী ১৩৯২ হি.)

৭৫. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-কুযা‘ঈ ঃ *মুসনাদুশ শিহাব* (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৭ হি.)

৭৬. আবূ ‘আব্দিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (আল-ইমাম) ঃ *কিতাবুল আছার*, ি ি ি .ধষ্ণ হ হধয.পড়স

৭৭. আবূ ‘আমর, ‘উছমান ইবন ‘আব্দুর রহমান, ইবনুস সলাহ, আশ-শাহারযূরী ঃ *আল-মুকাদ্দিমা* (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল ফারাবী, ১৯৮৪)

৭৮. আবূ ‘আমর, ‘উছমান ইবন সাঈদ, আদ-দানী ঃ *আত-তাইসীর ফিল কিরাআতিস সাব‘আ* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ১৪০৪হি.)

৭৯. আবূ ‘আমর, খলীফা ইবন খইয়াত, আল-‘আসফারী, আল-লাইছী ঃ *তারীখু খলীফা ইবন খইয়াত* (দামেস্ক : দারুল কলম, ১৩৯৭হি.)

৮০. আবূ ইউসুফ, ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম, আল-ক্বাযী (আল-ইমাম) ঃ *কিতাবুল আছার*, ি ি ি .ধষ্ণ হ হধয.পড়স

৮১. আবূ ইসহাক্ব, ইবরাহীম ইবন ‘আলী আশ-শীরাযী ঃ *আল-লুমা‘ ফী উসূলিল ফিক্হ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪০৫ হি.)

৮২. প্রাগুক্ত ঃ *তবাক্বাতুল ফুক্বাহা* (বৈরুত : দারুর রাইদিল ‘আরাবী, ১৯৭০)

৮৩. আবূ ইসহাক্ব, ইবরাহীম ইবন মূসা আশ-শাতিবী ঃ *কিতাবুল ই‘তিসাম* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

৮৪. আবূ ইয়া‘লা, আহমাদ ইবন ‘আলী আল-মাওসিলী ঃ *আল-মুসনাদ* (দামেস্ক : দারুল মা’মূন লিত তুরাছ, ১৪০৪হি.)

৮৫. আবূ ‘ঈসা, মুহাম্মাদ ইবন ‘ঈসা আত-তিরমিযী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সুনান* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, তা. বি.)

৮৬. আবূ উছমান, সাঈদ ইবন মানসূর, আল-খুরাসানী ঃ *আস-সুনান*, ি ি ি .ধষ্ণ হ হধয.পড়স

৮৭. আবূ ‘উমার, ইউসুফ ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন ‘আব্দিল বার, আন-নামিরী ঃ *আল-ইনতিক্বা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুক্বাহা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, তা. বি.)

৮৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-ইস্তী‘আব ফী মা‘রিফাতিল আসহাব*, ি ি ি .ধষ্ব ধৎৎধয়.পড়স

৮৯. প্রাগুক্ত ঃ *জামি‘উ বায়ানিল ‘ইল্মি ওয়া ফাদ্বলিহি*,

ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

৯০. আবূ খইছামা, যুহাইর ইবন হারব ঃ *আল-'ইলম* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.) এবং ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

৯১. আবূ জা'ফার, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামা, আত-ত্বহাবী (আল-ইমাম) ঃ *আল-'আক্বীদাতুত ত্বহাবিয়্যা* (সি. ডিঃ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

৯২. প্রাগুক্ত ঃ *মুশকিলুল আছার*, ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

৯৩. প্রাগুক্ত ঃ *শারহু মা'আনিল আছার* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হি.)

৯৪. আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন 'আমর, আল-'উক্বাইলী ঃ *আয-যু'আফাউল কাবীর*, ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

৯৫. আবূ জা'ফার, মুহাম্মাদ ইবন জারীর, আত-তবারী ঃ *জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন* (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৪২০ হি.)

৯৬. প্রাগুক্ত ঃ *তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৭ হি.)

৯৭. আবূ দাঊদ, সুলাইমান ইবন আশ'আছ, আস-সিজিস্তানী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মারাসীল*, ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

৯৮. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সুনান*, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরবী, তা. বি.)

৯৯. আবূ দাঊদ, সুলাইমান ইবন দাঊদ, আত-তয়ালিসী ঃ *আল-মুসনাদ* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, তা. বি.)

১০০. আবূ নাসর, ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ, আল-জাওহারী, আল-ফারাবী ঃ *আস-সিহাহ ফিল লুগাহ্*, ՐՐՐ.ধষ ধৎৎধয়.পড়স

১০১. আবূ নু'আইম, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-আসবাহানী ঃ *আখবারু আসবাহান*, ՐՐՐ.ধষ্ণঁ হহধয.পড়স

১০২. প্রাগুক্ত ঃ *হিল্‌য়াতুল আউলিয়া ওয়া ত্বাবাক্বাতুল আসফিয়া* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি.)

১০৩. আবূ বাকর, 'আব্দুর রায্‌যাক ইবন হাম্মাম আস-সান'আনী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মুসান্নাফ* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি.)

১০৪. আবূ বাকর, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আবী শাইবা, আল-কূফী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছি ওয়াল আছার* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.)

১০৫. আবূ বাকর, 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, আল-হুমাইদী ঃ *আল-মুসনাদ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

১০৬. আবূ বাকর, আহমাদ ইবন 'আমর, আল-বায্যার ঃ *আল-মুসনাদ* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১০৭. আবূ বাকর, আহমাদ ইবন 'আলী আল-খতীব, আল-বাগদাদী ঃ আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ্ (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

১০৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-জামি' লিআখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*,
ি ি ি.ধষফঁ হহধয.পড়স

১০৯. প্রাগুক্ত ঃ *তাক্বয়ীদুল 'ইলম*, প্রাগুক্ত

১১০. প্রাগুক্ত ঃ *তারীখু বাগদাদ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১৯৬৩)

১১১. আবূ বাক্র, আহমাদ ইবন মূসা ইবন মুজাহিদ, আত-তামীমী, আল-বাগদাদী ঃ *আস-সাব্'আ ফিল কিরাআত* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৪০০হি.)

১১২. আবূ বাকর, আহমাদ ইবনুল হুসাইন, আল-বাইহাকী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মাদখাল 'ইলাস সুনানিল কুবরা*, ি ি ি.ধষফঁ হহধয.পড়স

১১৩. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সুনানুল কুবরা* (মক্কাঃ মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি.)

১১৪. প্রাগুক্ত ঃ *দালাইলুন নুবুওয়াহ্* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৫ হি.)

১১৫. প্রাগুক্ত ঃ *মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার*,
ি ি ি.ধষফঁ হহধয.পড়স

১১৬. প্রাগুক্ত ঃ *শু'আবুল ঈমান* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১০ হি.)

১১৭. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবনুল মুনযির, আন-নাইসাবূরী ঃ *আল-আওসাত*, ি ি ি.ধষফঁ হহধয.পড়স

১১৮. আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব, ইবন খুযাইমা, আন-নাইসাবূরী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সহীহ* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি.)

১১৯. আবূ মানসূর, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, আস-সামারকান্দী ঃ *শারহুল ফিকহিল আকবার* (করাচীঃ রহীম একাডেমী, তা. বি.)

১২০. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দ ইবন হুমাইদ ঃ *আল-মুসনাদ* (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮হি.)

১২১. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতিম, আর-রাযী ঃ *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.)

১২২. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল ক্বাদির ইবন মুহাম্মাদ, আল-কুরাশী, আল-হানাফী ঃ *আল-জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যাহ্ ফী ত্বাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ্* (মিসরঃ মাত্বা'আতু ঈসা আল-হালাবী, তা. বি. এবং করাচীঃ মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.)

১২৩. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দির রহমান, আদ-দারিমী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সুনান* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭ হি.)

১২৪. আবূ মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আলী ইবনুল জারূদ ঃ *আল-মুনতাক্বা* (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুল কিতাবিছ ছাক্বাফিয়্যা, ১৪০৮ হি.)

১২৫. আবূ মুহাম্মাদ, হুসাইন ইবন মাসঊদ, আল-বাগাবী ঃ *শারহুস সুন্নাহ্* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১২৬. আবূ যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন-নাবাবী ঃ *আত-তাক্বরীব ওয়াত তাইসীর লিমা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন নাযীর ফী উসূলিল হাদীস,* f f f .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১২৭. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)

১২৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মিনহাজ শারহু সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৯২হি.)

১২৯. প্রাগুক্ত ঃ *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৩০. আবূ সা'দ, 'আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, আস-সাম'আনী ঃ *আল-আনসাব* (বৈরুতঃ দারুল জিনান, ১৪০৮ হি.)

১৩১. আবূ হাতিম, মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, আল-বুস্তী (আল-ইমাম) ঃ *আত-তাকাসীম ওয়াল আনওয়া' (আস-সহীহ),* (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৪হি.)

১৩২. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মাজরূহীন* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৩৩. প্রাগুক্ত ঃ *আস-সিকাহ্* (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৩৯৫ হি.)

১৩৪. প্রাগুক্ত ঃ *মাশাহীরু 'উলামাইল আমসার* (মিসরঃ মানসূরাঃ দারুল ওয়াফা, ১৪১১ হি.)

১৩৫. আবূ হানীফা, নু'মান ইবন সাবিত আল-কূফী (আল-ইমাম) ঃ *আল-ফিকহুল আকবার* (করাচীঃ রহীম একাডেমী, তা. বি.)

১৩৬. আবূ হাফস, 'উমার ইবন আহমাদ ইবন শাহীন ঃ *তারীখু আসমাইছ ছিক্বাত* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৬ হি.)

১৩৭. প্রাগুক্ত ঃ *নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু* (মিসরঃ মাকতাবাতুল মানার, ১৪০৮ হি.)

১৩৮. আবূ হামযা, আশ-শামী ঃ *তারজামাতুল আইম্মাতিল আরবা'আ* (সি. ডি.ঃ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৩৯. আবূ হামিদ, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গয্যালী ঃ *আল-মুস্তাস্ফা ফী উসূলিল ফিকহ্* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৩ হি.)

১৪০. 'আব্দুর রঊফ, আল-মুনাবী ঃ *ফাইযুল ক্বাদীর বিশারহিল জামি'ইস সগীর* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৫হি.)

১৪১. 'আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লিমী ঃ *আত-তানকীল লিমা ওয়ারাদা ফী তা'নীবিল কাওছারী মিনাল আবাতীল* (সি. ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৪২. 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদূন, ঃ *আল-মুক্বাদ্দিমা* (সি. ডি.ঃ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৪৩. 'আব্দুল 'আযীয ইয়াহ্ইয়া, আস-সা'দী ঃ *আল-ইমামুল আ'যম আবূ হানীফা ওয়াছ ছুনাইয়্যাত ফী মাসানীদিহি* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪২৬হি./২০০৫)

১৪৪. 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন আহমাদ আশ-শা'রানী, ঃ *আল-মীযানুল কুবরা* (মিসরঃ মাতবা'আতু ঈসা আল-হালাবী, তা. বি.)

১৪৫. 'আব্দুল গণী, আল-গুনাইমী, আদ-দিমাশক্বী ঃ *আল-লুবাব ফী শারহিল কিতাব*(শারহু মুখতাসারিল কুদুরী), (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.)

১৪৬. আব্দুল মুত্তালিব ইবন হুসাইন আল-'ইসামী, আল-মাক্কী, ঃ *সামতুন নুজূমিল আওয়ালী ফী আম্বাইল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালী*, (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৮০হি.)

১৪৭. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আদী, আল-জুরজানী ঃ *আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল* (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০৪ হি.)

১৪৮. আব্দুল্লাহ মুস্তাফা, আল-মুরাগী ঃ *আল-ফাতহুল মুবীন ফী তবাক্বাতিল উসূলিয়্যিন,* (বৈরুত: দামজ এন্ড কোং, ১৩৯৪ হি.)

১৪৯. আলইয়ান সারকীস ঃ *মু'জামুল মাতবূ'আতিল 'আরাবিয়্যা* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৫০. 'আলাউদ্দীন, আবূ বাকর ইবন মাস'ঊদ, আল-কাসানী, ঃ *বাদাই'উস সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই'* (দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, তা. বি.)

১৫১. 'আলাউদ্দীন, 'আব্দুল 'আযীয ইবন আল-আহমাদ, আল-বুখারী ঃ *কাশফুল আসরার 'আন উসূলি ফখরুল ইসলাম বাযদাবী* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৮ হি.)

১৫২. 'আলী ইবন 'আলী ইবন আবিল 'ইয্য, আল-হানাফী, আদ-দিমাশ্কী ঃ *শারহুল 'আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যা,* (তাইফঃ মাকতাবাতুল মুআইয়্যাদ, ১৪০৮ হি.)

১৫৩. 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, আল-বাযদাবী ঃ *উসূলুল ফিক্হ* (করাচীঃ জাভেদ প্রেস, তা. বি.)

১৫৪. 'আলী ইবন হিবাতিল্লাহ, ইবন মাকূলা ঃ *আল-ইকমাল ফী রফ'ইল ইরতিয়াব* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১১ হি.)

১৫৫. 'আলী ইবন হুসামুদ্দীন, আল-মুত্তাকী, আল-হিন্দী ঃ *কানযুল 'উম্মাল* (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০১ হি.)

১৫৬. আহমাদ ইবন আবী ইয়াকূব মূসা ইবন জা'ফার, আল-ইয়াকূবী ঃ *তারীখুল ইয়াকূবী* (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৬০)

১৫৭. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আল-আদনারাবী ঃ *ত্বাবাকাতুল মুফাস্সিরীন* (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৯৯৭)

১৫৮. ইউসুফ ইবন হাশিম, আল-লাহয়ানী ঃ *আল-খবরুস সাবিত,* ি ি ি.ধযষধষ্ক ফবঃয়.পড়স

১৫৯. 'ইনায়াতুল্লাহ ইবলাগ ঃ *আল-ইমাম আল-আ'যম আবূ হানীফা আল-মুতাকাল্লিম* ('আরব আমিরাতঃ লাজনাতুত তা'রীফ বিল ইসলাম, আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যা, ১৯৭১)

১৬০. ইবরাহীম ইবন মূসা, আল-আন্বাসী ঃ *আশ-শাযাল ফাইয়্যাহ* (বৈরুতঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৮ হি.)

১৬১. ইসমা'ঈল ইবন 'আমর ইবন কাছীর, আদ-দিমাশ্কী ঃ *আল-বা'য়িছুল হাছীছ ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস,* ি ি ি.ধৰ্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১৬২. প্রাগুক্ত ঃ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৭৭ হি. এবং সি. ডি. : আল-

মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৬৩. প্রাগুক্ত ঃ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৭ হি.)

১৬৪. ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ, আল-'আজলূনী ঃ *কাশফূল খফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস 'আম্মাশতুহিরা মিনাল আহাদীস 'আলা আলসিনাতিন নাস* (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৮ হি.)

১৬৫. ইসমা'ঈল পাশা ইবন মুহাম্মাদ আমীন, আল-বাবানী, আল-বাগদাদী ঃ *ঈযাহুল মাকনূন ফিয যাইল 'আলা কাশফিয যুনূন* (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.)

১৬৬. প্রাগুক্ত ঃ *হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১৬৭. ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম, ইবন রাহূইয়াহ্, আল-হানযালী ঃ *আল-মুসনাদ* (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি.)

১৬৮. ইয়াকূত ইবন 'আব্দিল্লাহ, আল-হামাবী ঃ *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, তা. বি.)

১৬৯. 'উমার ইবন 'আলী, ইবনুল মুলাক্কিন ঃ *তাবাক্বাতুল আউলিয়া*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১৭০. 'উমার রিযা কুহালা ঃ *মু'জামুল মুআল্লিফীন* (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৬৭ হি.)

১৭১. কামালুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল ওয়াহিদ ইবনুল হুমাম ঃ *ফাতহুল ক্বাদীর* (শারহুল হিদায়াহ্), ি ি ি .ধষ-রুষধস .পড়স

১৭২. কাসিম ইবন কুতলুবগা ঃ *তাজুত তারাজিম ফী তৃবাকাতিল হানাফিয়্যা*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স এবং (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফিল 'আরাবিয়্যা, ১৯৫২)

১৭৩. খলাফ ইবন 'আব্দিল মালিক ইবন বাশকুয়াল, আল-খযরাজী ঃ *আস-সিলাহ্*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

১৭৪. খয়রুদ্দীন, আয-যিরিক্লী ঃ *আল-আ'লাম*, (বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮০)

১৭৫. ছানাউল্লাহ যাহিদী ঃ *আল-ফুসূল ফী মুসতালাহি হাদীসির রসূল* (সাদিকাবাদঃ পাকিস্তান : আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.)

১৭৬. জামালুদ্দীন কাসিমী, আদ-দিমাশ্ক্বী ঃ *কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুনূনি মুস্তালাহিল হাদীস*, ি ি ি .ধযষধফষফবব৫য.পড়স

১৭৭. জালালুদ্দীন, 'আব্দুর রহমান ইবনুল কামাল, আস-সুয়ূতী ঃ *আদ-দুররুল মানছূর ফিত তাফসীর বিল মা'ছূর* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৩)

১৭৮. প্রাগুক্ত ঃ *আল-ইতক্বান ফী ‘উলূমিল কুরআন* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৭৯. প্রাগুক্ত ঃ *আল-লাআলিউল মাসনূ‘আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ‘আ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, তা. বি.)

১৮০. প্রাগুক্ত ঃ *ত্বাবাক্বাতুল মুফাস্‌সিরীন* (কায়রোঃ মাকতাবাতু ওহ্‌বা, ১৩৯৬ হি.)

১৮১. প্রাগুক্ত ঃ *ত্বাবাক্বাতুল হুফ্‌ফায*, ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স

১৮২. প্রাগুক্ত ঃ *তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাক্বরীবিন নাওয়াবী* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছা, তা. বি.)

১৮৩. প্রাগুক্ত ঃ *তাবয়ীদুস সহীফা ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৮ হি.)

১৮৪. প্রাগুক্ত ঃ *বুগইয়াতুল বু‘আ ফী ত্বাবাক্বাতিল লুগাবিয়্যীনা ওয়ান নুহা* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯)

১৮৫. প্রাগুক্ত ঃ *হুসনুল মুহাযারা ফী আখবারি মিসর ওয়াল ক্বাহিরা*, ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স

১৮৬. ড. আবূ শাহ্‌বা, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ঃ *আল-ইসরাইলিয়্যাত ওয়াল মাওযূ‘আত ফী কুতুবিত তাফসীর* (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ্‌, ১৪০৮হি.)

১৮৭. ড. মুস্তফা, আস-সুবা‘ঈ ঃ *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী‘ইল ইসলামী* (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ১৪২৪ হি., অনু.-এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম)

১৮৮. ড. মুহাম্মাদ ‘আব্দুশ শাহীদ, আন-নু‘মানী, মাওলানা, প্রফেসর ঃ *ইমাম আবূ হানীফা কী তাবি‘ইয়্যাত আওর সাহাবা সে উন কী রিওয়ায়াত* (করাচীঃ রহীম একাডেমী, তা. বি.)

১৮৯. ড. মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দুর রহমান আল-খুমাইস ঃ *শারহুল ‘আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যা আল-মুয়াস্‌সারা* (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতান, ১৪১৪ হি.)

১৯০. প্রাগুক্ত ঃ *উসূলুদ্দীন ‘ইনদাল ইমাম আবী হানীফা* (রিয়াদঃ দারুস সমী‘ঈ, তা. বি.)

১৯১. ড. মুহাম্মদ ক্বাসিম ‘আব্দুহু আল-হারিছী ঃ *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়া, ১৪১৩হি.)

১৯২. ড. মুহাম্মাদ নূর ইবন ‘আব্দিল হাফিয সুওয়াইদ ঃ *আল-ইমাম আবূ হানীফাতান নু‘মান মুহাদ্দিসান ফী কুতুবিল মুহাদ্দিসীন* (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল বায়ান, তা. বি.) ; (উক্ত কিতাবের বঙ্গানুবাদ, হাদিস শাস্ত্রবিদ

ইমাম আবু হানীফা(র.), অনুবাদক- ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ই.ফা.বা.)

১৯৩. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন, আয-যাহাবী ঃ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন* (সি.ডি. : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

১৯৪. ড. শারীফ হাতিম ইবন 'আরিফ আল-'আওনী ঃ *আত-তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ*, ি ি ি .ধযষ্বধষ্যফববংয.পড়স

১৯৫. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মানহাজুল মুকতারাহ্ লিফাহমিল মুসতালাহ্* প্রাগুক্ত

১৯৬. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান ঃ *তারীখুল ইসলাম* (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহদ্বা, ১৯৬৪)

১৯৭. তাক্বিউদ্দীন ইবন 'আব্দিল ক্বাদির, আল-গয্যী, ঃ *আত-ত্ববাক্বাতুস সানিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা*, ি ি ি .ধষ ধৎৎধয়.পড়স

১৯৮. তাজুদ্দীন, 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন 'আলী, আস-সুবকী ঃ *ক্বাইদাতুন ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল* (দামেশ্‌কঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

১৯৯. প্রাগুক্ত ঃ *ত্ববাক্বাতুশ শাফি'ইয়্যাতিল আল-কুবরা*, ি ি ি .ধষ্স বংযশধঃ.হবঃ

২০০. তাহির আল-জাযাইরী ঃ *তাওজীহুন নাযর ইলা উসূলিল আছার* (সিরিয়াঃ হালাবঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৬ হি.)

২০১. নূরুদ্দীন, 'আলী ইবন আবী বাকর, আল-হাইছামী ঃ *বুগয়াতুল বাহিছ 'আন যাওয়াইদি মুসনাদিল হারিছ* (মাদীনা মুনাওয়ারাঃ মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১৪১৩হি.)

২০২. প্রাগুক্ত ঃ *মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবন হিব্বান* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তা. বি.)

২০৩. প্রাগুক্ত ঃ *মাজমা'উয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বা'উল ফাওয়াইদ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১২ হি.)

২০৪. ফখরুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন 'উমার, আর-রাযী ঃ *আল-মাহসূল ফী 'ইলমিল উসূল* (রিয়াদঃ মুহাম্মাদ ইবন স'ঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০০ হি.)

২০৫. প্রাগুক্ত ঃ *মাফাতীহুল গাইব* (তাফসীর কাবীর), ি ি ি .ধষ্কধভংরুং.পড়স

২০৬. মাওলানা 'আব্দুল কাইয়ূম হক্কানী ঃ *দেফায়ে ইমাম আবূ হানীফা* (আকুরাখটকঃ নওশাহ্রাঃ পাকিস্তানঃ ?)

২০৭. মাওলানা 'আব্দুল মালিক ঃ *আল-ওয়াজীয ফী মা'রিফাতি আনওয়া'ই 'ইলমিল হাদীসিশ শারীফ* (ঢাকা: মারকাযুদ্দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা, তা.বি.)

২০৮. মাওলানা 'আশিক ইলাহী বারনী ঃ *আল-মাওয়াহিবুশ শারীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা* (দেওবন্দ : ইত্তেহাদ বুক ডিপো, তা. বি.)

২০৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী ঃ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২)

২১০. মাওলানা মুহাম্মাদ সরফরায খান সফদার ঃ *মাকামে আবী হানীফা* (গুজরানওয়ালা: পাকিস্তান: মাকতাবায়ে সফদারিয়া, তা. বি.)

২১১. মাজ্দুদ্দীন, আবুস সা'আদাত, মুবারক ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আছীর, আল-জাযারী ঃ *আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীসি ওয়াল আছার,* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হি.)

২১২. মাজ্দুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব, আল-ফীরূযাবাদী ঃ *আল-কামূসুল মুহীত* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২১৩. মান্না' আল-ক্বাত্তান ঃ *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন,*
ি ি ি .ৎধয়ধস ব্র ধ.ড়ৎম

২১৪. মার'ই ইবন ইউসুফ, আল-কারামী ঃ *আল-ফাওয়ায়িদুল মাওযূ'আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২১৫. মালিক ইবন আনাস, আল-আসবুহী (আল-ইমাম) ঃ *আল-মুআত্তা* (কায়রো: মাত্বা'আতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৯৬২)

২১৬. প্রাগুক্ত ঃ *আল-মুআত্তা* (ইমাম মুহাম্মাদ কর্তৃক রিওয়ায়াতকৃত), (দামেস্ক: দারুল কলম, ১৪১৩ হি.)

২১৭. মাহমূদ 'আব্দুস সাত্তার, আশ-শিহাবী ঃ *মাদরাসাতুর রাই বাইনাল মাদানিয়্যীন ওয়াল 'ইরাক্বিয়্যীন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪০২হি.)

২১৮. মাহমূদ শাকির ঃ *আত-তারীখুল ইসলামী* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

২১৯. মাহির ইয়াসীন আল-ফাহল ঃ *আছারু 'ইলালিল হাদীস ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা,*
ি ি ি .ঃধধরুক্ষ.হবঃ

২২০. মুফতী তাকী 'উছমানী ঃ *হুজ্জিয়াতে হাদীস* (দেওবন্দ: কুতুবখানা নাঈমিয়্যা, তা. বি.)

২২১. মুল্লা খসরু, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ঃ *মিরআতুল উসূল* (ইস্তাম্বুল: দারুস সা'আদা,

১৩২১ হি.)

২২২. মুল্লা জিয়ন ঃ *নূরুল আনওয়ার* (লাক্ষ্ণৌ : 'আলাবী প্রেস, তা. বি.)

২২৩. মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌রাহ্ (আল-ইমাম) ঃ *আবূ হানীফা হায়াতুহু ওয়া 'আস্‌রুহু আরাউহু ওয়া ফিক্বহুহু* (কায়রো : দারুল ফিক্‌রিল 'আরাবী, ১৯৯৭)

২২৪. প্রাগুক্ত ঃ *তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যা* (বৈরুতঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৫৩)

২২৫. মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীম, আয-যুরক্বানী ঃ *মানাহিলুল 'ইরফান ফী উলূমিল কুরআন*, ি ি ি .ৎধয়ধস ব্র ধ.ড়ৎম

২২৬. মুহাম্মাদ আমীন ইবন 'উমার ইবন 'আবিদীন ঃ *আল-হাশিয়া* (রদ্দুল মুহতার বা, ফাতাওয়ায়ে শামী), (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.)

২২৭. মুহাম্মাদ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আল্লান, আস-সিদ্দীকী, আশ-শাফি'ঈ ঃ *আল-ফুতূহাতুর রব্বানিয়্যা 'আলাল আযকারিন নাবাবিয়্যা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪২৪ হি.)

২২৮. মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, ইবন কায়্যিম, আল-জাওযিয়্যা ঃ *ই'লামুল মু'আক্কিয়ী'ন 'আর রব্বিল 'আলামীন* (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৭৩ খ্রি.)

২২৯. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল কারীম, আশ-শাহ্‌রিস্তানী ঃ *আল-মিলাল ওয়াল নিহাল* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, ১৪০৪ হি.)

২৩০. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, আশ-শাওকানী ঃ *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৭হি.)

২৩১. প্রাগুক্ত ঃ *আল-বাদরুত তালি' বিমাহাসিনি মান বা'দাল কারনিস সাবি'* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৩২. প্রাগুক্ত ঃ *ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্ব মিন 'ইলমিল উসূল* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৩৩. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, আস-সারাখসী ঃ *উসূলুল ফিক্‌হ* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৪ হি.)

২৩৪. মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, আস-সালিহী, আশ-শাফি'ঈ ঃ*'উকূদুল জুমান ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাতান নু'মান* (সাম্মানিয়াঃ মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ মাকতাবাতুল ঈমান, তা. বি.)

২৩৫. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবন জামা'আ ঃ *আল-মানহালুর রবী* (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৪০৬হি.)

২৩৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল, ঃ *তাওযীহুল আফকার লিমা'আনী তান্‌ক্বীহিল আন্‌যার*

আল-আমীর, আস-সান‘আনী (মাদীনা মুনাওওয়ারাঃ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, তা. বি.)

২৩৭. মুহাম্মাদ ইবন জা‘ফার, আল-কাত্তানী ঃ *আর-রিসালাতুল মুসতাতরফা* (বৈরুত : দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যা, ১৪০৬ হি.)

২৩৮. মুহাম্মাদ ইবন ফাতূহ, আল-হুমাইদী ঃ *আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন* (বৈরুতঃ দারু ইবন হায্‌ম, ১৪২৩ হি.)

২৩৯. মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযূর, আল-আফরীক্বী ঃ *লিসানুল ‘আরব* (বৈরুতঃ দারু সাদির, তা. বি.)

২৪০. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইবনুল বায্‌যায, আল-কারদারী ঃ *মানাক্বিবুল ইমাম আল-আ‘যম আবী হানীফা* (কোয়েটাঃ পাকিস্তানঃ মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ১৩০৭হি.)

২৪১. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, মুরতাযা, আয-যাবীদী ঃ *তাজুল ‘আরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস* ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

২৪২. মুহাম্মাদ ‘ইসমাত ইবন ইবরাহীম, হাজী খলীফা ঃ *কাশফুয যুনূন* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৪৩. মুহাম্মাদ খালাফ সালামা ঃ *লিসানুল মুহাদ্দিসীন*, প্রাগুক্ত

২৪৪. মুহাম্মাদ তাহির ইবন ‘আলী আল-পাট্টানী, আল-হিন্দী ঃ *তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত* (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৩৯৯হি.)

২৪৫. মুহাম্মাদ তাহির মানসূরী ঃ *আবূ হানীফা - হায়াত, ফিকর আওর খিদমাত* (ইসলামাবাদঃ ইদারায়ে হাক্বীক্বাতে ইসলামী, তা. বি.)

২৪৬. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, আল-আলবানী ঃ *সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, তা. বি.)

২৪৭. প্রাগুক্ত ঃ *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা*, প্রাগুক্ত

২৪৮. মুহাম্মাদ ফুয়াদ ‘আব্দুল বাক্বী ঃ *আল-লু’লু’ ওয়াল মারজান ফী মাত্তাফাকা ‘আলাইহিশ শাইখান* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.)

২৪৯. যফার আহমাদ ‘উছমানী/থানবী ঃ *আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন* (করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৪হি.)

২৫০. প্রাগুক্ত ঃ *ই‘লাউস সুনান*, প্রাগুক্ত

২৫১. প্রাগুক্ত ঃ *ক্বাওয়াইদ ফী ‘উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত

২৫২. যাইনুদ্দীন, ‘আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন, আল-‘ইরাকী (আল-হাফিয) ঃ *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ শারহু মুক্বাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৮৯ হি.)

২৫৩. প্রাগুক্ত ঃ *শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা* (সি.ডি.ঃ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৫৪. যাকিউদ্দীন, 'আব্দুল 'আযীম ইবন 'আব্দিল কাবী, আল-মুনযিরী ঃ *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শারীফ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৭ হি.)

২৫৫. যাহিদ ইবনুল হাসান, আল-কাউছারী ঃ *আন-নুকাতুত ত্বরীফা* (করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যা, তা. বি.)

২৫৬. প্রাগুক্ত ঃ *তা'নীবুল খতীব 'আলা মা সাক্বহু ফী তারজামাতি আবী হানীফাতা মিনাল আকাযীব* (মিসর : মাতবা'আতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৩৯৫হি.)

২৫৭. প্রাগুক্ত ঃ *ফিক্বহু আহলিল 'ইরাক্ব ওয়া হাদীসুহুম* (জিদ্দাঃ দারুল ক্বিবলা লিছ ছাক্বাফাতিল ইসলামিয়া, তা. বি.)

২৫৮. প্রাগুক্ত ঃ *বুলূগুল আমানী ফী সীরাতি মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আশ-শাইবানী* (ইস্তাম্বুলঃ দারুস সা'আদাহ্, ১২৯৩ হি.)

২৫৯. রদ্বিউদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, আল-হানাফী ঃ *ক্বাফ্‌বুল আছার ফী সাফওয়াতি 'উলূমিল আছার,* (হালাবঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪০৮ হি.)

২৬০. শাইখ 'আব্দুর রশীদ, আন-নু'মানী ঃ *ইমাম ইবনে মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস* (মুম্বাইঃ মাকতাবাতুল হক্ক, ১৪২২হি./২০০১)

২৬১. প্রাগুক্ত ঃ *আল-ইমাম ইবন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান* (সিরিয়াঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, ১৪১৯হি.)

২৬২. প্রাগুক্ত ঃ *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস* (করাচীঃ রহীম একাডেমী, ৫ম সং., ১৪১৯ হি.)

২৬৩. শাইখ 'আব্দুল কাদির আরনাঊত ঃ *জামহারাতুল আজযা* (সি. ডি.ঃ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৬৪. শাইখ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ্ ঃ *আস-সুন্নাতুন নাবাবিয়্যা ওয়া বায়ানু মাদ্‌লূলিহাশ শার'ঈ* (হালাবঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যা, তা. বি.)

২৬৫. প্রাগুক্ত ঃ *লামাহাতুম মিন তারীখিস সুন্নাহ্ ওয়া 'উলূমিল হাদীস* (প্রাগুক্ত, ১৪১৭ হি.)

২৬৬. শাইখ আব্দুল মুতা'আলী ঃ *আল-মুজাদ্দিদূন ফিল ইসলাম* (কায়রোঃ দারুল হামামী,

আস-স‘ঈদী — তা. বি.)

২৬৭. শাইখ ‘আব্দুল হক্ক, আদ-দিহলাবী ঃ *মুকাদ্দিমাতুন ফী উসূলিল হাদীস* (বৈরুত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, ১৪০৬ হি.)

২৬৮. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-‘উছাইমীন ঃ *‘ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৬৯. শাইখ সিরাজুদ্দীন, ‘আব্দুল্লাহ ঃ *শারহুল মানযূমাতিল বাইকূনিয়্যা* (সিরিয়াঃ হালাবঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৬৫ খ্রি.)

২৭০. শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দির রহমান, আস-সাখাবী ঃ *আল-ই‘লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মা আহলাত তাওরীখ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, তা. বি.)

২৭১. প্রাগুক্ত ঃ *আত-তাওযীহুল আবহার* (সৌদি ‘আরবঃ মাকতাবাতু উসূলিস সালাফ, ১৪১৮ হি.)

২৭২. প্রাগুক্ত ঃ *আয-যওউল্লামি‘ ফী আ‘য়ানিল ক্বারনিস তাসি‘* ি ি ি .ধৎষ ধৎৎধয়.পড়স

২৭৩. প্রাগুক্ত ঃ *ফাতহুল মুগীছ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪০৩ হি.)

২৭৪. শাহ ‘আব্দুল ‘আযীয, মুহাদ্দিস, আদ-দিহলাবী ঃ *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন* (লাহোরঃ মুহাম্মাদী প্রেস, তা. বি.)

২৭৫. শিবলী, আন-নু‘মানী (আল্লামা) ঃ *সীরাতুন নু‘মান* (আগ্রাঃ মুফীদে ‘আম প্রকাশনী, ১৮৮২ খ্রি.)

২৭৬. শিহাবুদ্দীন, আহমাদ ইব্ন হাজার, আল-হাইতামী, আল-মাক্কী, আশ-শাফি‘ঈ ঃ *আল-খাইরাতুল হিসান ফী মানাক্বিবিল ইমাম আল-আ‘যম আবী হানীফাতান নু‘মান* (দেওবন্দ : ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা. বি.)

২৭৭. শিহাবুদ্দীন, মাহমূদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ আল-আলূসী ঃ *রূহুল মা‘আনী*, ি ি ি .ধষঃধভংরূ.পড়স

২৭৮. সদরুশ শারী‘আহ্, আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ ঃ *আত-তাওযীহ ‘আলাত তালবীহ্* (মিসরঃ আল-মাতবা‘আতুল খইরিয়্যা, ১৩০৬ হি.)

২৭৯. সফিউদ্দীন, আহমাদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ, আল-খায্‌রাজী ঃ *খুলাসাতু তাযহীবি তাহযীবিল কামাল* (মিসরঃ মাতবা‘আতুল ফাজালাতিল জাদীদা, ১৯৭২ খ্রি.)

২৮০. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত* (মিসরঃ মাজমা‘উল লুগাতিল ‘আরাবিয়্যা, তা. বি.)

২৮১. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *আল-মুসান্নাফাত ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা* (সি. ডি.: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ)

২৮২. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ই. ফা. বা.)

২৮৩. সলাহুদ্দীন, খলীল ইবন আইবেক, আস-সফাদী ঃ *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়্যাত*, ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

২৮৪. সলাহুদ্দীন, খলীল ইবন কাইকাল্দী, আল-'আলাঈ, ঃ *জামি'উত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল* (বৈরুতঃ 'আলামুল কুতুব, ১৪০৭ হি.)

২৮৫. সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী ঃ *হযরত ইমাম আবূ হানীফা কী সিয়াসী জিন্দেগী* (করাচীঃ নফীস একাডেমী, উর্দু বাজার, তা. বি.)

২৮৬. সাইয়িদ মুহাম্মাদ খলীল আফিন্দী, আল-মুরাদী ঃ *সিল্কুদ্ দুরার ফী আ'য়ানিল কারনিস সানী 'আশার* ি ি ি .ধর্ষ ধৎৎধয়.পড়স

২৮৭. সা'দুদ্দীন, মাস'ঊদ ইবন 'উমার, আত-তাফতাযানী ঃ *শারহুত তালবীহ 'আলাত তাওযীহ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৬ হি.),

২৮৮. সিবত ইবনিল 'আজামী, বুরহানুদ্দীন, আল-হালাবী ঃ *আল-কাশফুল হাছীছ 'আম্মান রুমিয়া বিওয'ইল হাদীস* (বাগদাদঃ মাকতাবাতুন নাহদাতিল 'আরাবিয়্যা, ১৪০৭হি.)

২৮৯. হামযা, আল-মালিবারী ঃ*'উলূমুল হাদীস ফী দ্বাওয়ি তাতবীক্বাতিল মুহাদ্দিসীনান নুক্কাদ*, ি ি ি .ধযষ্কধষ্কযফববঃয.পড়স

২৯০. হাসান ইবন 'আব্দির রহমান ইবন খল্লাদ, আর-রামাহুরমুযী ঃ *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৪হি.)

পরিশিষ্ট :

পরিশিষ্ট :

নিচে ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত কিছু ছবি/মানচিত্র সংযুক্ত হলো :



উমাইয়্যা যুগের রৌপ্যমুদ্রা



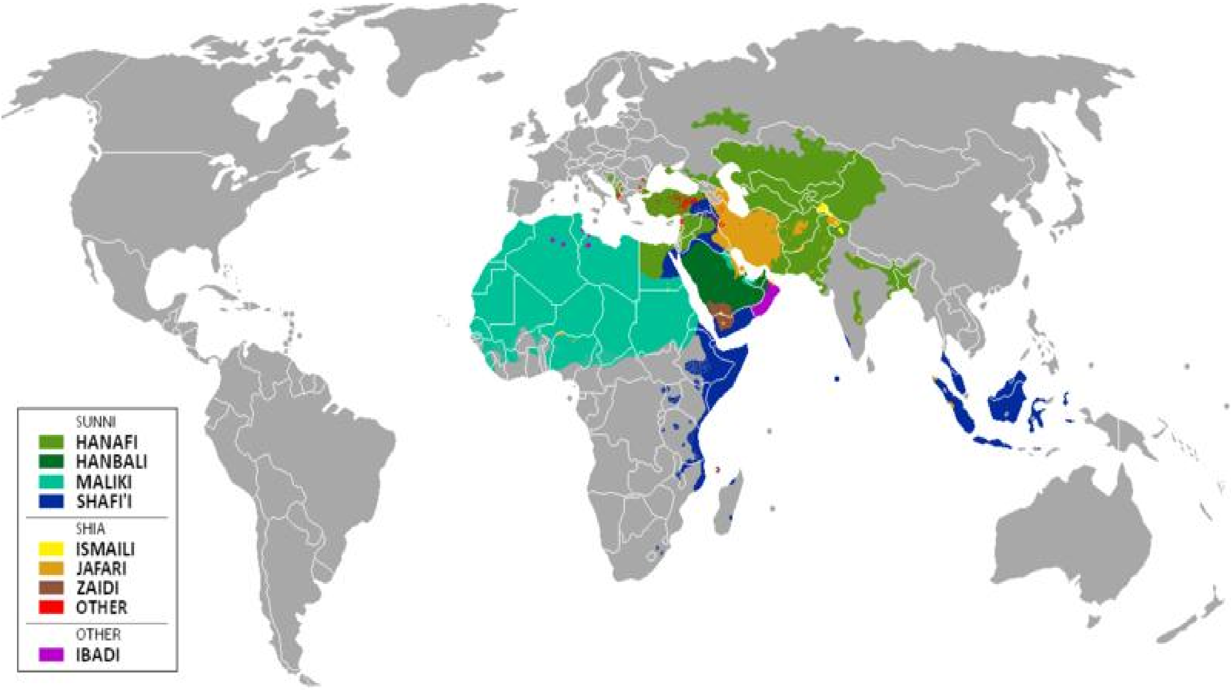
আব্বাসী যুগের স্বর্ণমুদ্রা



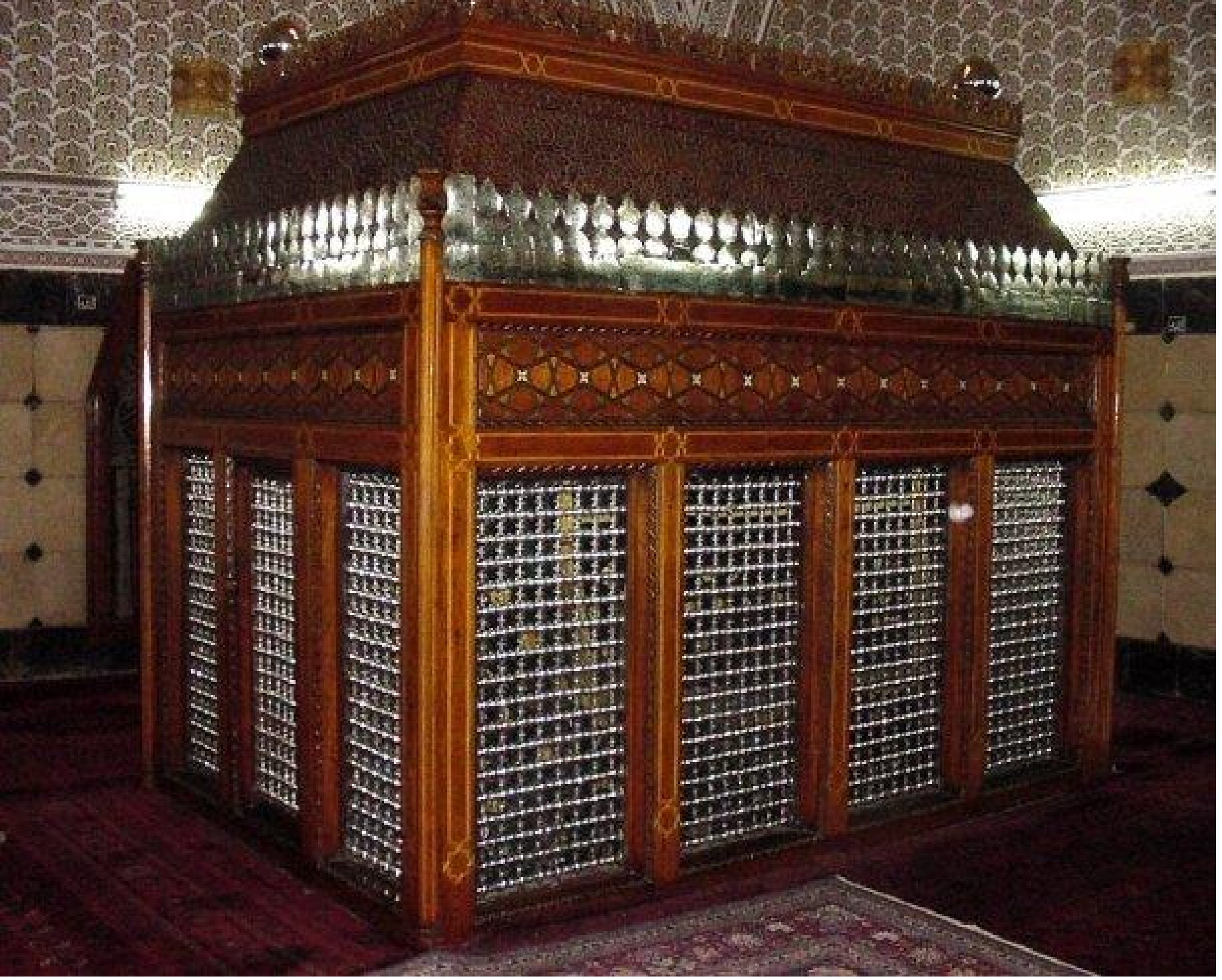
উমাইয়্যা-খিলাফাতের রাজনৈতিক মানচিত্র



আব্বাসী-খিলাফাতের রাজনৈতিক মানচিত্র



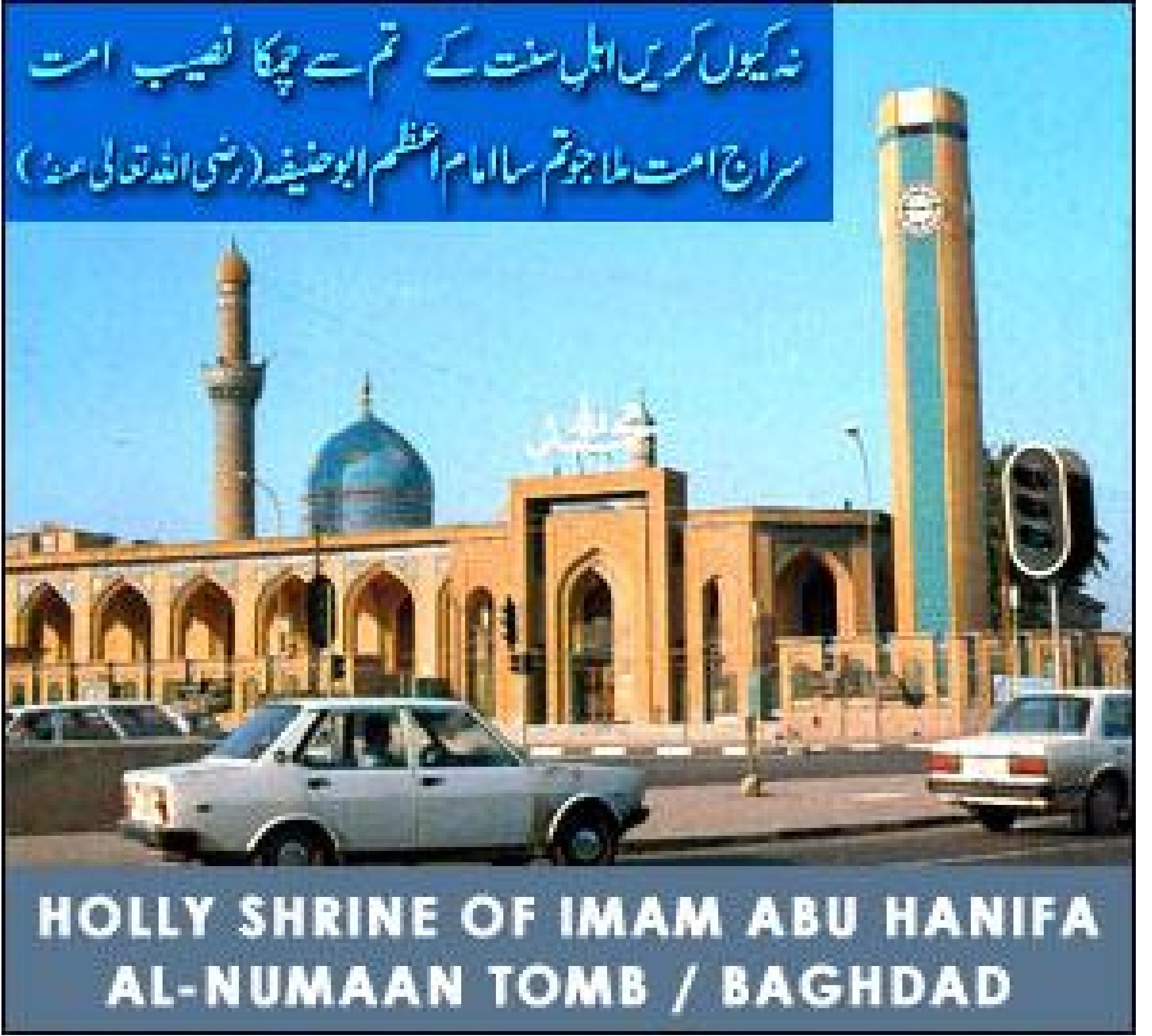
মাযহাব ও মৌলিক আকীদা তথা সুন্নী-শি'আ ভিত্তিক মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র



ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর কবর শরীফ



ইমাম আ'যম আবূ হানীফা(র.)এর কবরের উপরস্থ কারুকার্যময় গম্বুজ



ইমাম আবূ হানীফা(র.) মসজিদ, বাগদাদ



ইমাম আবূ হানীফা(র.)এর মসজিদের রাতের দৃশ্য



ইমাম আ'যম(র.)এর ব্যবহৃত জামা